শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

নবম খণ্ড

ষষ্ঠ, ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রায় ষাটখানা গীতার টীকা হইতে, ও উপনিষদ, মহাভারত ও বহু গ্রন্থাদি হইতে লওয়া উদ্ধৃতি সহ বিশদ ব্যাখ্যা)।

গীতা ছাড়া, ইহাতে আছে—গীতার কবজ, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, সঙ্কল্প, গীতার ধ্যান ও মাহাত্ম্য।

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়
(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক)।
(*Ex-Professor, Selection Grade, Provincial Educational Service*)

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।
বি ৬/১৫, পীতাম্বরপুরা, বারাণসী—১
১৯৬৮

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

নবম খণ্ড।

ষষ্ঠ, ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়।

(প্রায় ষাঠখানা গীতার টীকা হইতে, ও উপনিষদ, মহাভারত ও বহু গ্রন্থাদি হইতে লওয়া উদ্ধৃতি সহ বিশদ ব্যাখ্যা)।

গীতা ছাড়া, ইহাতে আছে গীতার কবজ করন্যাস, অঙ্গন্যাস, সঙ্কল্প, গীতার ধ্যান ও মাহাত্ম্য।

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক)।

(Ex-Professor, Selection Grade,
Provincial Educational Service)

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।

বি ৬।১৫, পিতাম্বরপুরা, বারাণসী—১

১৯৬৮

মূল্য—

সাধারণের পক্ষে— ৯৲

পুরাতন গ্রাহকদিগের পক্ষে— ৮৲

প্রকাশক
শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়
বি ৬/১৫, পীতাম্বর পুরা
বারাণসী-১

5/51

নিবেদন

কত গান তো হোল গাওয়া ; রাত যে হোল শেষ,
ভোরের আলো ঐ যে আমায় ডাকে।
যেতে হবে অনেক দূরে, বিদেশ সে দেশ,
নূতন করে গড়্তে জীবনটাকে।
সবারে হেথায় বিনীত ভাবে করি নমস্কার ;
হউক শুভ, যাদের ছেড়ে যাই ;
দোষ গুলো সব, দয়ালভাবে, ক্ষমিও আমার,
দাও গো ছুটী মিনতি জানাই। (ক্ষেত্রপদ)

ক্ষতযত ক্ষতিযত, মিছে হতে মিছে,
নিমেষের কুশাঙ্কুর পড়ে রবে নীচে
কী হোল না, কী পেলে না, কে তব শোধেনি দেনা
সে সকলি মরীচিকা মিলাইবে পিছে। (রবীন্দ্রনাথ)

নলিনীদলগত জলমতিতরলং,
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং।

ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।
যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননী জঠরে শয়নম্
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ, কথমিহমানব তব সন্তোষঃ।
দিন যামিন্যৌসায়ং প্রাতঃ শিশির বসন্তৌ পুণরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ু।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্
করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডম্।
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণ স্তাবত্তরুণীরক্তঃ
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ

(শঙ্করাচার্য্য)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়া রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

(আমরা "ছায়ার" অর্থ মৃত্যু বা অসুস্থতা দিয়াছি)।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোস্তুতে।
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোস্তুতে। (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

আমার প্রাণের দেবতা যাঁহাদের প্রেরণায় আমি রসায়ন-চর্চ্চা ছাড়িয়া, অতি বৃদ্ধ বয়সে এবং সর্ব্বপ্রকারে ক্লিষ্ট অবস্থায় গীতার এই টীকা লিখিতে আরম্ভ করি, যাঁহাদের পরিচালনায় মনে যাহা আসিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে কিছু মাত্র কাঠিন্য পাই নাই, ভিতর হইতে যেন কে লেখাইয়া দিয়াছে, যাঁহাদের অপার করুণায় এই প্রায় চারহাজার পৃষ্ঠার টীকা শেষ করিয়া আনিতে পারিলাম সেই আমার ইষ্ট-দেবতা ও আমার গীতা মাকে, প্রাণের অকপট শ্রদ্ধাপূর্ণ ভক্তি ঢালিয়া, বার বার

প্রণাম করি। হাত কাঁপা, চক্ষু নষ্ট হওয়া, শয্যাশায়ী থাকা, অতি মন্থর মুদ্রণ ও প্রেসের নির্দয়তা এবং ইদানীং ভীষণ ভাবে দাম বাড়ান, এবং তৎসত্ত্বেও মন্থর মুদ্রণের জন্য job press-এ দ্বিগুণ দাম দিয়া ছাপান, লোক-জনকে গীতা কিনিবার জন্য খোসামদ করিয়া অনবরতঃ পত্র লেখা, এবং ঐ কেনার ব্যাপারে অনবরতঃ বিফল মনোরথ হওয়া, তথা-কথিত ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়ার নিকট হইতে reply কার্ড সমূহের উত্তর পর্যন্ত না পাওয়া, ইত্যাদি বসিয়ে-দেওয়া বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া যাইতে থাকিয়া, গীতার এই বিশ্বকোষ সদৃশ টীকা কোনও রকমে শেষ করিয়াছি—করিয়াছি শুধু আমার ইষ্ট দেবতা ও আমার গীতা-মা'র অপার দয়ায়। বারবার তাঁহাদের প্রণাম করি। এ করায় আমার কোন কৃতিত্ব কোথাও নাই, অনেক বার তাহা বলিয়াছি; সব-কিছু সেই তাঁহারা, রসায়নের লোককে দিয়া যাঁহারা গীতা লিখাইলেন; মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুম্ লঙ্ঘয়তে গিরিম্। বারবার তাঁহাদের প্রণাম করি।

আমি যাঁহাদের নিকট বহু ভাবে, যথা, পরামর্শে, বহু copy ক্রয় করায়, বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করায় ও বিনা শুল্কে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় ও দানে, ইত্যাদি নানা প্রকারের সাহায্য পাইতে থাকিয়া, ঋণী হইয়া আছি, পুণ্য শ্লোক তাঁহাদের নাম, যেমন যেমন ও যাহা যাহা সাহায্য পাইয়াছি, গীতার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিয়াছি।

ভগবানের নিকট তাঁহাদের দীর্ঘায়ু ও সকল প্রকার সুখ প্রাপ্তি, প্রাণের সহিত কামনা করি। এ বৃদ্ধ তাঁহাদের প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। যে সব গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি লইয়াছি, সে গুলির গ্রন্থকার ও প্রকাশকদিগের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আবার জ্ঞাপন করিতেছি।

বহু বহু পুস্তক পড়া, Note লওয়া মাথা খাটান, ইত্যাদি শ্রমের কথা ছাড়িয়া দিলাম; টাকা যাহা লাগিয়াছে তাহা কম নয়। দানে যাহা যাহা পাইয়াছি, তাহার উপর ঘর হইতে আরও পাঁচ হাজারের উপর টাকা দিয়া, ও আমার দামী দামী Camera, microscope ও বিজ্ঞানের ও নানা প্রকারের পুস্তক বিক্রয় করার টাকা দিয়া, মুদ্রণ চালাইতে হইয়াছে। নয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ও Press Rates ইত্যাদি হইতে ইহা বুঝিতে পারিবেন গীতা বিক্রয়ে বিশেষকিছু পাই নাই, Concession-এ এবং সস্তাতে দেওয়া সত্ত্বেও, প্রতিখণ্ডের মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ খানা বিক্রয় হইয়াছে। বাকী সব দান করিয়া, বিলাইয়া দিয়াছি। অবিক্রীত গীতার ভাবনা লইয়া যদি মরি, মৃত্যুতে স্বস্তি পাইব না, এবং মৃত্যুর পর, ঐ অবিক্রীত গীতা আবার আমাকে এখানে টানিয়া আনিবে, এই ভয়ে মাথার বোঝা নামাইয়া দিয়াছি ও দিতেছি। অনেকে দশখানা চিঠি লেখা সত্ত্বেও বই লন নাই, reply card ফিরিয়া দেন নাই, অনেকে উপরন্তু এই কাঙ্গালীকে ধমক দিয়াছেন। (ইঁহাদের ভিতর বড় লোক, ধর্ম্ম সংস্থা ও

তথা-কথিত অনেক ভক্তও আছেন)। কিন্তু অনেকে মাত্র এক খানি পত্রে খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ গীতা কিনিয়াছেন। আমি যে তাঁহাদের কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব, কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ভগবান তাঁহাদের দীর্ঘজীবী ও সর্ব্বসুখে সুখী করুন। বৃদ্ধ চিরদিন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে ও আশীর্ব্বাদ করিবে। তাঁহাদের, বই কেনা নহে, টাকা আমাকে দান করা।

বড় বড় প্রেস কেহই গীতা—প্রকাশক হইতে চাহিলেন না, জানাইলেন গীতা চলিবে না, উহা লোকসানের কারবার। প্রেস-ওয়ালা আরও অনেককে কাকুতি করিয়া লিখিয়াছি, বলিয়াছি আমি খরচ দিব, তাঁহারা শুধু তাড়াতাড়ি ছাপিয়া দিন; আমি আর পারিয়া উঠিতেছি না। কোনও উত্তর পাই নাই। ছাপান হইতে লইয়া বিক্রয় করা পর্য্যন্ত সব কিছু আমাকেই করিতে হইয়াছে, যাহাকে বলে "জুতা সেলাই হইতে চণ্ডী পাঠ।" বিপুল পরিশ্রম ও বিপুল অর্থব্যয়; পাঠকেরা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। Bibliography, ও দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রণের পরে, আজ পর্য্যন্ত পাওয়া প্রশংসাপত্র সমূহ ছাপাইলাম না; বিস্তর টাকা খরচ হয়। সেই টাকায় ১৬ পেজী কয়েক ফর্ম্মা বই ছাপান হইয়া যায়। পাঠকেরা Bibliography দ্বিতীয় খণ্ডে পাইবেন।

সকল খণ্ডেই বলা হইয়াছে এবং এখানে আরও একবার বলিয়া লওয়া যাউক, আমাদের গীতা একাধিক শ্রেণীর

পাঠক দিগের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে। যথা, যাঁহাদের গীতা ভাল করিয়া পড়িবার সময় বা শিক্ষা নাই, মাত্র প্রতি অধ্যায়ে, প্রতি শ্লোকে কি বলা হইয়াছে জানিতে চাহেন প্রতি অধ্যায়ের বিবৃতি-পরিচ্ছেদ পাঠে, ও অধ্যায়ের কোন্ কোন্ শ্লোক ভক্তি মূলক, কোন্গুলি কর্ম্মমূলক, কোন্গুলি জ্ঞানমূলক ইত্যাদির তালিকা পাঠে, ইহা তাঁহাদের জানা হইবে। যাঁহারা আরও একটু ভিতরে যাইতে চাহেন তাঁহারা অধ্যায়ের ভূমিকা, শ্লোকগুলির ভূমিকা, কঠিন শব্দ সমূহের অর্থ, সরল ভাষায় দেওয়া অনুবাদ (যাহাতে শ্লোকের কোন কথা বাদ দেওয়া হয় নাই, বা মন-গড়া কিছু আনা হয় নাই, বা কোন রকম ফাঁকি দেওয়া হয় নাই) এবং আমাদের মৌলিক ব্যাখ্যা সকল যেন পড়েন ; বহু নূতন কথা পাইবেন। কিছু না পারেন, আমাদের অনুবাদগুলি যেন পড়েন। যাঁহারা আরও ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা চাহেন, তাঁহারা গীতার উপর লেখা ষাটখানা টীকা ও তৎসম্বন্ধীয় পুস্তকাদি হইতে নানাকথা ও কথামৃত ও বহুবহু পুস্তক হইতে গৃহীত উদ্ধৃতি সমূহ,ও উপনিষদ ও মহাভারত ইত্যাদির References সমূহ যেন পড়েন। বলিতে গেলে, প্রতি শ্লোকে, শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর মধুসূদন, তিলক, অরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণণ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, গান্ধি, ভক্তিপ্রদীপ, ভূপেন্দ্রনাথ, ব্র্যোমব্রহ্ম, গিরীন্দ্র, সন্তদাস, মধ্ব, কৃষ্ণানন্দ রামকণ্ঠ ইত্যাদির টীকা তো আছেই, আরও বহু বহু টীকা দেওয়া হইয়াছে। আমাদের

এই পুস্তকগুলিতে সকল মতবাদের উদ্ধৃতি পাইবেন। ভারতবর্ষে বা বাহিরে, কোথাও এরূপ পুস্তক এবং এত সস্তা মূল্যে বাহির হয় নাই, এবং বহু কাল অবধি বাহির হইবে না। মাথার খাটুনী তো আছেই, তাহা ছাড়া এতগুলি বই পড়া সহজ কথা নহে। কিরূপ অর্থ খরচ হইয়াছে, ঘর হইতে কত টাকা গিয়াছে তাহা নাই বা বলিলাম। সে হিসাবে, বিক্রয় কিছুই নাই; গীতা কে-ই বা পড়ে, কে-ই বা কেনে? আমাদের কথা বেশী বলা প্রয়োজন নাই, গীতার অন্যান্য টীকার সহিত যেন এই পুস্তকগুলি মিলাইয়া যাচাই করা হয়। দৃষ্টি শক্তি না থাকার জন্য, শরীর ও মনের ক্লিষ্ট অবস্থার জন্য, মুদ্রণ অশুদ্ধি অনেক হইয়াছে। দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট হইয়াছে; বাম চক্ষেও ভাল দেখিতে পাই না। হাত কাঁপে, লিখিতে পারি না, পরে লিখিয়া দেন। দোষ ক্রুটী লইবেন না। গীতার অধ্যায়গুলি, খণ্ডগুলিতে ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হয় নাই; তাহার কারণ বহু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইবার, অধ্যায়গুলি, খণ্ডগুলি হইতে বাহির করিয়া লইয়া, ধারাবাহিক ভাবে সাজাইয়া লউন। বিদায় লইলাম সকলে আমার যথা-যোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

ওঁ তৎ সৎ।

গীতা ক্রয়েচ্ছুক দয়ালুগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখুন।

B 6/.5, Pitambarpura, Varanasi.

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

ধ্যানযোগ

(চিত্তস্থৈর্য্যযোগ, গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়)

ভূমিকা

ভগবান বুঝিতেছিলেন যে অর্জ্জুনের মনে সেই গোড়ার কথা এখনও রহিয়াছে তাহা এই যে "কর্ম্ম অকর্ম্ম" ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিচার লাগাইয়া কর্ম্ম করা অপেক্ষা, কর্ম্ম না করা—অর্থাৎ সন্ন্যাস জীবন যাপন করা তো ভাল, কারণ ঐ সব বিচারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; তাহা ছাড়া, সাম্যে থাকা ইত্যাদি কথা যাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে শোনা হইল, সেই থাকা, কর্ম্মত্যাগ দ্বারাই তো ভাল ভাবে করা হইতে পাবে।" ভগবান ইহাও বুঝিতেছিলেন যে ব্রহ্ম সংস্পর্শ পাওয়ার, তথা মুক্ত থাকার ক্রিয়াপদ্ধতি, যাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক ভাবে, কিন্তু অতি সংক্ষেপে, মাত্র, (২৭, ২৮) দুইটি শ্লোকে, কথিত হইয়াছে, সেই ধ্যান ক্রিয়া, যাহা চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য প্রয়োজন, তাহা কিরূপ ভাবে করা হয়, তাহা জানিতে অর্জ্জুনের কৌতূহল হইয়াছে।

তাই, অন্তর্য্যামী ভগবান, নিজে হইতে সন্ন্যাসের কথা, আসল সন্ন্যাসী কে তাহার কথা, প্রথমে বলিলেন এবং সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ দুইয়েতেই চিত্তবিক্ষেপ পরিত্যাগ প্রয়োজন, এবং তাহার জন্য ধ্যানাভ্যাসের প্রয়োজন, এবং তাহা কি করিয়া করা হয়, তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

গীতার অন্তরের কথা "ত্যাগ"। পরমহংসদেবের ভাষায় "তাগী, তাগী" (ত্যাগী, ত্যাগী) বলিতে থাকিলে গীতা গীতা বলা হয়। শুধু বাহিরের ত্যাগ নহে, অন্তরের সর্ব্বসঙ্কল্প-সন্ন্যাসী হইতে হইবে, বিক্ষেপশূন্য মনে, নিষ্কাম ভাবে, কর্ম্ম করিতে হইবে, এবং ঐরূপ অবস্থায় মনকে রাখার সামর্থ্য পাইবার জন্য ধ্যানাভ্যাস করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত যোগ,

কর্ম্মযোগ, চিত্তস্থৈর্য্যযোগ সর্ব্বসঙ্কল্প-সন্ন্যাস যোগ এবং ধ্যানযোগ—সকল যোগের মিলন, এবং শ্রেষ্ঠ যোগী হইতে হইলে, ইহার সহিত মিলাইতে হইবে ধ্যানে ভগবানে সমাহিত হওয়া, যে ভগবৎ চিন্তনের কথা পরের ষট্‌কে আসিবে।

ইহা লক্ষিত হইবে যে এই অধ্যায়ে অনেকগুলি স্তর যেন মিশ্রিত ভাবে রহিয়াছে। আমরা ইহা পূর্ব্বে বহু স্থলে দেখাইয়াছি যে, যে স্থানে কোন কিছু খাপ্‌ছাডা খাপ্‌ছাড়া মনে হইবে, সেখানে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে একই শব্দের বা শব্দসমষ্টির ভিতর অনেকগুলি অর্থ রহিয়াছে। এই অধ্যায়ের একটি স্তর, পঞ্চম অধ্যায়ের ২৭ ও ২৮ শ্লোকের বিস্তৃত বিবৃতি। পঞ্চম অধ্যায়ে সূত্রস্বরূপ ভগবান ধ্যানযোগের কথা আনিয়াছেন, এই অধ্যায়ে তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। তাই এই অধ্যায়ের মুখ্য নাম ধ্যানযোগ। ধ্যানাভ্যাসের জন্য, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযম অত্যন্ত আবশ্যক। তাই এই অধ্যায়ের অন্য নাম আত্মসংযম যোগ। যাহার দ্বারা ভগবানে যুক্ত হওয়া যায়, "যোগ" তাহার সাধারণ নাম; ধ্যানও ঐ রকম যোগ। কয়েক প্রকার যোগই গীতায় আলোচিত হইয়াছে। ধ্যানযোগই বা বাদ যায় কেন? সহজে যাহাতে ধ্যান অভ্যাস সম্ভব হয়, তাহার জন্য যে পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহা অনেকটা পাতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগের পদ্ধতির মত, তাহা ক্রিয়া হওয়ায় (ক্রিয়াযোগ বলিয়া উহা কথিতও হয়), এই অধ্যায়কে, কর্ম্ম-ষট্‌কের শেষ অধ্যায়রূপে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ভগবান সব কিছুকে সংস্কৃত ও উন্নীত করিয়াছেন, যথা—কর্ম্মকে কর্ম্মযোগে, ভক্তিকে ভক্তিযোগে, সেইরূপ পাতঞ্জল যোগও তাঁহার হাতে এই অধ্যায়ে ধ্যানযোগ হইয়াছে। উন্নীত হইয়াছে কয়েক ভাবে, যথা—পাতঞ্জল যোগে ঈশ্বর গৌণ (ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা), কিন্তু এই অধ্যায়ে ঈশ্বর মুখ্য (৬।১৪)। "প্রণিধানবাদ্ বা"

ইহাতে অন্য অর্থও দেওয়া হয় (যথা—ব্যাস ভাষ্যে), কিন্তু যে অর্থই দেওয়া হউক না কেন, এই অধ্যায়ের মত পরিষ্কার ভাবে, ঈশ্বর তাহাতে মুখ্য হন নাই। পাতঞ্জল যোগের শেষ কথা, 'প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক' বা কৈবল্য : কিন্তু এই অধ্যায়ে পাই, 'অতীন্দ্রিয়ম্ সুখমাত্যন্তিকম্,' আর পাই "শান্তিং নির্ব্বাণ পরমাং মৎসংস্থানমধিগচ্ছতি"। সাধারণ যোগ ক্রিয়ায় প্রাণায়াম্ মুখ্য ক্রিয়া ; কিন্তু এই অধ্যায়ে তাহার বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই। প্রাণায়াম আসিয়াছে ৫।২৭ ও ৪।২৯ শ্লোকে। এই সব কারণে, আমরা এই অধ্যায়কে পাতঞ্জল যোগের অধ্যায় না বলিয়া (যদিও অন্যান্য টীকাকারেরা ইহাকে তাহাই বলিয়াছেন) চিত্তস্থৈর্য্য যোগের অধ্যায় বলিতে ইচ্ছা করি, যাহার ব্যাপক অর্থের ভিতর পাতঞ্জল যোগও আসে।

কর্ম্মযোগের একটি মুখ্য কথা অনাশ্রিত কর্ম্মফল হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা। ইহা এই অধ্যায়ের গোড়াতেই বলা হইয়াছে। কামনায়, ও ফলশ্রুতিতে উক্ত নানা ফলের লোভে, মানুষ যাহাতে না পড়ে, তাহার জন্য ভগবান পূর্ব্ব অধ্যায়ের বহু স্থলে, এবং জোরের সহিত এই অধ্যায়ে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ব অধ্যায়গুলির সহিত সংযোগ রাখিতে, তবে নূতন ভাবে, এই অধ্যায়ে আসল সন্ন্যাস কি, তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। আর পরবর্ত্তী ষট্‌কের (ভক্তি ষট্‌কের) মুখবন্ধ বা সূত্র ভাবে, এই অধ্যায়ে অনেকগুলি কথা, বিশেষ করিয়া ইহার শেষ শ্লোকটিকে আনা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে, সন্ন্যাস সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, ইহার ভিতর একটি মুখ্য কথা ছিল যে "নির্দ্বন্দ্ব", যে "ন দ্বেষ্টি, ন কাঙ্ক্ষতি", সেই নিত্য সন্ন্যাসী। এই অধ্যায়ে, আরও ভিতরের কথা, সর্ব্বসঙ্কল্প-সন্ন্যাসই সন্ন্যাস ভগবান তাহা জানাইয়া দিলেন।

চিত্তস্থৈর্য্যই যে এই অধ্যায়ের মূল কথা, তাহা ৩৩ ও ৩৪ শ্লোকে অর্জ্জুনের মন্তব্যে স্পষ্টীকৃত হইয়া পড়ে। আর অর্জ্জুনের ঐ প্রশ্নসম্বলিত

মন্তব্য হইতে ইহা স্বাভাবিক ভাবেই পাওয়া যায় যে এ অধ্যায়ে "যুক্ত" অর্থে "মনস্থৈর্য্য যুক্ত", ও "যোগ" অর্থে শুধু কর্ম্মযোগ বা ধ্যানযোগ নহে, মনস্থৈর্য্য-যোগ, যাহা ধ্যান যোগের ভিত্তি। ইহারই জন্য চাই সংন্যস্ত-সঙ্কল্প হওয়া, কারণ মনের সঙ্কল্প বিকল্পই মনের স্থিরতা নষ্ট করে, স্বার্থকামনাহীনভাবে কর্ম্ম করিলে মনে ধীরভাব আনে, আর সেই ধীর ভাবকে বজায় রাখিবার জন্য শমে থাকার প্রয়োজন হয়। মনই মানুষের বন্ধু, মনই মানুষের শত্রু। মানুষ নিজের দ্বারা, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা, নিজেব ভিতর মনস্থৈর্য্য আনিতে সমর্থ হয়। মনস্থৈর্য্যই একাগ্রতা আনে, মনস্থৈর্য্য অন্যাপেক্ষা বেশী ছিল বলিয়াই অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রশান্ত মনকেই ব্রহ্মভাবাপন্ন বলা হয়। শুধু লক্ষ্যভেদে বা যুদ্ধে কেন, সকল যোগে মনস্থৈর্য্যকে ভিত্তি রাখিতে হইবে।

কিন্তু মনস্থৈর্য্য আসুক বলিলেই কি আসে? আমার গায়ের জোর বাড়ুক বলিলেই কি জোর বাড়ে? কুস্তিগীর হইতে হইলে কুস্তির অভ্যাস থাকা প্রয়োজন। ধ্যানযোগ, মনস্থৈর্য্যযোগের একটি উপায়। বিশেষ যদি "মনঃসংযম্য মচ্চিত্তো, যুক্ত আসীত মতপরঃ" হওয়া হয়। তাহা ছাড়া, এই ধ্যানযোগে, এক অতীন্দ্রিয় আনন্দও আসে। ভগবান সেইজন্য এত বিস্তৃত ভাবে এই চিত্তস্থৈর্য্যযোগ, যাহা একাধারে কর্ম্মযোগ, সর্ব্বসঙ্কল্প সন্ন্যাস যোগ, ও ধ্যানযোগ, ইহার কথা এত বিস্তৃতভাবে বলিলেন, আর জানাইলেন, অর্জ্জুনের প্রশ্নে যে, হইলই বা মন অস্থির স্বভাবের, অভ্যাস ও বৈরাগ্যে ইহার স্বভাবকে পরিবর্ত্তিত করা যায়। ইহাও জানাইলেন, অর্জ্জুনের প্রশ্নে যে, প্রারব্ধ বশে যোগী যদি খণ্ডিত যোগও হইয়া যায়, অভ্যাসকারীর করা যাহা, তাহা নষ্ট হয় না, পরজন্মে তাহাই ভিত্তি হয়, এই সাধনে আরও অগ্রসর হইতে। (কবিগুরুর ভাষায়, "জীবনে যত কিছু হোলনা সারা, জানিহে, জানি তাও, হয়নি হারা")।

ইহা লক্ষিত হইবে, আত্মা শব্দ এই অধ্যায়ে বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেহ, মন, বুদ্ধি, নিজ পুরুষকার, প্রত্যগাত্মা, এমন কি পরমাত্মা বা পরমাত্মার কৃপা,—এইসব ভিন্ন ভিন্ন অর্থ, এই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দিয়াছে। পুরাতন উপনিষদে, পরমাত্মা শব্দের বড় একটা ব্যবহার নাই ; আত্মা শব্দের দ্বারা কোথাও প্রত্যগাত্মা এবং কোথাও পরমাত্মা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। গীতায় আত্মা শব্দ বহু বহু স্থলে আসিয়াছে। এই অধ্যায়েই আসিয়াছে। ৫, ৬, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৬, ও ২১ শ্লোকে। ইহাকে পাই, ২।৪৫. ৫৫, ৬৪ ; ৩।১৩, ১৭, ৪৩ ; ৪।৬; ৭ ২৭, ৩৫, ৩৮, ৪১, ৪২ ; ৫।১১, ১৬, ২১ ; ৭।১৮ ; ৮।১১ ; ৯।৫ ৩৪ ; ১০।১১. ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০ ; ১১।৩, ৪. ৪৭ ; ১৩।৭, ২৪, ২৮, ২৯, ৩২ ; ১৫।১১ ; ১৬।১৭, ১৮, ২১, ২২ ; ১৭।১৬, ১৯ ; ১৮।১৬, ৩৭, ৩৯, ৫১ শ্লোকে।

বেশীর ভাগ স্থলে "নিজ" এই অর্থ ইহাতে দিতে পারা যায়। জীবাত্মা প্রত্যগাত্মা এই অর্থ খুব কম স্থলেই ইহাতে আসে ; দু একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—যথা ১০।২০ (অহমাত্মা গুড়াকেশ, যদিচ ইহাও খুব ঠিক দৃষ্টান্ত নহে) এবং ১৩।৩২ সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে)। পরমাত্মা শব্দ গীতায় ৬।৭ ; ১৩।২২, ৩১ ও ১৫।১৭ শ্লোকে পাই।

এই অধ্যায়ে গীতাকারের মনে বোধহয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ছিল ; তাহার ইঙ্গিত পাই ৬।১৪, ৬;২৫ শ্লোকে। আমরা ৬।২৫ শ্লোকের অর্থ করিয়াছি "কোনও সাংসারিক চিন্তা মনে রাখিবে না"। তবে ইহার অর্থ চিত্তবৃত্তি নিরোধের উচ্চতম অবস্থা, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও হইতে পারে।

শঙ্কর। জ্ঞানের যাহা অন্তরঙ্গ সাধান, ধ্যান যোগ, তাহার সূত্র পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষের দিকে দেওয়া হইয়াছে ; সেই সূত্র স্বরূপ শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা, এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে। ধ্যান-যোগের অন্তরঙ্গ সাধন, কর্ম্ম ; সেই জন্য

যতদিন ধ্যান-যোগে আরূঢ় হইতে না পারা যায়, ততদিন অধিকারীর, গৃহস্থের কর্ম্ম করাই উচিত। এই ভাবে কর্ম্মের স্তুতি করা হইল। জীবন-শেষ অবধি কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা কিন্তু বলা হইতেছে না। আরুরুক্ষুর যোগারূঢ় হইবার পর, যোগীর শুধু উপরমতার সহিত সম্বন্ধ থাকিবে বলা হয়। অর্থাৎ যোগারূঢ়ের যোগফল প্রাপ্তির জন্য সমই কর্ত্তব্য বলা হয়।... 'যোগ যখন কর্ম্ম, তখন যে যোগভ্রষ্ট হয়, সে যতটা কর্ম্ম করিতে পারিয়াছে, তাহার ফল সে পাইবেই। কর্ম্ম যদি ঈশ্বরে অর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা ফল দিবে না, তাহা হয় না; বরং বেশী ফল দিবে।...বর্ণনা সন্ন্যাসী বিষয়ক, এই বাক্যগুলি তাহার পরিচায়ক, যথা "নিরাশীরপরিগ্রহ ব্রহ্মচারি ব্রত স্থিত" ইত্যাদি। অনাশ্রিত ইত্যাদি' শ্লোক, কেবল ধ্যান-যোগের জন্য বহিরঙ্গ সাধনরূপ কর্ম্মের ফলাকাঙ্খা সম্বন্ধী সন্ন্যাসের স্তুতি, কেবল অগ্নি-রহিত ও ক্রিয়া রহিতই সন্ন্যাসী ও যোগী হয়; এরূপ নহে। যে কোন কর্ম্মীই, যে, কর্ম্মফল ও আসক্তি ছাড়িয়া অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম-যোগে স্থিত হয়, সেইই সন্ন্যাসী এবং সেইই যোগী। একই বাক্যের দ্বারা, কর্ম্মফলবিষয়ক আসক্তি ত্যাগরূপ সন্ন্যাসের স্তুতি ও চতুর্থ আশ্রমের প্রতিষেধ হয় না। অগ্নিরহিত ও ক্রিয়ারহিত বাস্তবিক সন্ন্যাসীর সন্নাসীত্ব আর যোগীত্ব যাহা শ্রুতি, যোগ শাস্ত্র ইত্যাদিতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, ভগবান তাহার প্রতিষেধ করেন নাই। করিলে এই সকল শাস্ত্রে ও গীতায় উক্ত, তাঁহার নিজেরই বাক্য সকল খণ্ডিত হইয়া যাইত। সেই জন্য ইহা সিদ্ধ হইল যে, যে গৃহস্থাশ্রমে স্থিত পুরুষ, যোগারূঢ় হইতে ইচ্ছুক ও মননশীল হয় তাহার ফল-না চাওয়া ভাবে অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, অন্তঃকরণের শুদ্ধি দ্বারা ধ্যান-যোগে আরূঢ় হইবার সাধন হইতে পারিবে। এই প্রকারে যে সন্ন্যাসী ও যোগী, এই প্রকার তাঁহার স্তুতি করা হয়;

রামানুজ। স-অঙ্গ কর্ম্মযোগ বর্ণিত হইয়াছে; এইবার এই অধ্যায়ে

জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের দ্বারা সিদ্ধ যাহা হয়, সেই আত্ম-সাক্ষাৎকার রূপ যোগের অভ্যাসের বিধি কথিত হইবে। সেখানে প্রথমে "কর্ম্মযোগ আত্ম-সাক্ষাৎকার রূপ যোগের, নিরপেক্ষ সাধন" ইহা দৃঢ় করিবার জন্য 'যোগ' শীর্ষক জ্ঞান স্বরূপ কর্ম্ম যোগের অনুবাদ করা হইতেছে।

শ্রীধর। চিত্ত-শুদ্ধি হইলে ধ্যান ব্যতীত কেবল সন্ন্যাস দ্বারা মুক্তি হয় না। এইজন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের বিস্তার করিতেছেন।

তিলক। তৃতীয় অধ্যায়ে কাম ও ক্রোধ জয়ের কথা বলিয়াছেন, সেই উপদেশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য এই দুই প্রশ্ন খোলসা করা আবশ্যক ছিল:—(১) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি প্রকারে করিবে,, (২) জ্ঞান বিজ্ঞান কাহাকে বলে? মধ্যে অনেক কথা আসিয়া পড়ে। এক্ষণে এই অধ্যায়ে যে সাধনসমূহ, কর্ম্ম যোগে উক্ত অনাসক্ত বা ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্তির পক্ষে আবশ্যক হয়, সেই সকলের নিরূপণ আরম্ভ করা হইল। এ নিরূপণ কোনও স্বতন্ত্র প্রণালীতে পাতঞ্জল যোগের উপদেশ করিবার জন্য করা হয় নাই।.. এই জন্য এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে প্রতিপাদিত বিষয়সমূহই প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা ফলাশা ছাড়িয়া দেওয়া কর্ম্মকর্ত্তা ব্যক্তিকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে. কর্ম্মত্যাগীকে নহে।

গীতানন্দ। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম হইলেও উহা করাতে যদি স্বজন বধ হয় তাহা হইলে সে কার্য্য 'ধর্ম্ম' কি না এই মোহ অর্জ্জুনের হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের মধ্যে শ্রেয়স্কর কোনটি, এইরূপ সন্দেহও অর্জ্জুনের হইয়াছিল। এবিষয়ে নিশ্চয়াত্মক সিদ্ধান্ত জানার জন্য তিনি ভগবানকে বলিয়াছিলেন "নিশ্চিতং ব্রূহি"। ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুনের মোহ দূর করিলেন, চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁহার স্মৃতি অর্থাৎ স্বাভাবিক শ্রদ্ধা জাগরিত করিলেন, পঞ্চম অধ্যায়ে সন্দেহের নিরাকরণ করিলেন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে আদেশ দিলেন, তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন।

গিরীন্দ্র। ব্রহ্মের লাভের জন্য সন্ন্যাসই একমাত্র উপায় নহে—এবং কর্ম্মত্যাগে বিশেষ কোন সার্থকতা নাই।

মহানামব্রত। ধ্যানযোগকে কর্ম্মাঙ্গও বলা চলে, জ্ঞানাঙ্গও বলা চলে। জ্ঞানযোগে যে ব্রহ্মবস্তুর সন্ধান, ধ্যানে তাহারই বিশেষ সান্নিধ্য লাভ। তাই জ্ঞানযোগও ইহাকে বলা চলে। ধ্যানযোগ দ্বারাই কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিলন। প্রথম নয়টি শ্লোক ইহার ভূমিকা। তারপর ১০-৩২ ধ্যান প্রকরণ। (১০-২৬ ধ্যান সাধনের কথা, ২৭-৩২, ধ্যানফলের কথা)। সাধনের দিকে, ধ্যান কতিপয় কর্ম্মবিশেষ; যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু (৬।১৭)। আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ অবস্থায় সে কর্ম্মযোগী, কর্ম্মই অবলম্বন (৬।৮)। যোগসিদ্ধ হইলে, শমঃ কারণমুচ্যতে (৬।৩); শমতাই ঐ স্থিতিতে নিশ্চল থাকিবার কারণ হয়। প্রথম ভাগ কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ভাগ জ্ঞানযোগ।

শ্লোকানুযায়ী বিবৃতি ও সূচী

১-৪। শ্রীভগবান বলিলেন—যিনি কর্ম্মফল লাভের আশার উপর নির্ভর না করিয়া (অর্থাৎ, কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া এবং কর্ম্মফল লাভের আশায় থাকিলে যে চিত্ত বিক্ষেপ হয় তাহা হইতে না দিয়া) নিজ কর্ত্তব্য করিতে থাকেন, তিনি সন্ন্যাসী-ই; কারণ তিনি ত্যাগশীল, অর্থাৎ মনের বিক্ষেপ, মনের সঙ্কল্পাদি ত্যাগে থাকেন, ও কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ম্ম করিতে থাকিলেও, কর্ম্মফল ত্যাগ করেন। তিনি যোগীও, কারণ তিনি চিত্ত স্থৈর্য্যে (তথা পরমেশ্বরে) ধ্যানাভ্যাসে যুক্ত থাকেন, ও সমত্ব বুদ্ধি যোগে ও তৎপ্রণোদিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগেও যুক্ত থাকেন। যে অগ্নিত্যাগী (অর্থাৎ, যে যজ্ঞাদি শ্রৌত-কর্ম্ম ত্যাগী, বা যে অগ্নি স্পর্শত্যাগী), ও যে নিষ্ক্রিয় (অর্থাৎ যে স্মার্ত্ত-কর্ম্মত্যাগী, বা যে পূজাদি, ত্যাগ করে, বা যে নিষ্কর্ম্মা), সে সন্ন্যাসীও নহে, সে যোগীও নহে। হে পাণ্ডব (অর্জ্জুন), যাহাকে সন্ন্যাস বলে, যোগও তাহাকে জানিবে। যাহার মনের বৃত্তি স্থিরত্ব ভাব প্রাপ্ত হয় নাই,

(অথবা, যাহার মনের বৃত্তি সকল পরিত্যক্ত, বা ভগবানে অর্পিত হয় নাই), এরূপ কেহই যোগী হইতে পারে না। যে মুনি (মননশীল পুরুষ) যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার (শিক্ষানবিশী অবস্থায়), "কর্ম্মই" (অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মই), "কারণ" অর্থাৎ সাধন বলিয়া উক্ত হয়। যিনি যোগে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সাধন "শম, অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্য ও আনুষঙ্গিক শান্তিতে থাকা। যখন, না রূপরসাদির দিকে (যে রূপরস—ভোগ ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজনে আসে), আর, না ভোগসাধন কর্ম্মাদির দিকে, আসক্তি থাকে, তখন এইরূপে অবস্থিত সর্ব্বসঙ্কল্প-সন্ন্যাসী পুরুষ যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন।

৫ ৬। নিজের দ্বারা (অর্থাৎ অভ্যাস, বৈরাগ্য ও পুরুষকার দ্বারা) নিজেকে (অর্থাৎ নিজের মনকে) চিত্ত চাঞ্চল্য পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার করিবে। মনকে দুঃখময় পরিস্থিতিতে ফেলিবে না। মনই নিজের বন্ধু, মনই নিজের শত্রু। (এই শ্লোকগুলিতে আত্মা শব্দ নানা অর্থে আসিয়াছে)। আত্মনঃ, অর্থাৎ অনাত্মায় তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হয় নাই যে জীবাত্মা, তাহার (জ্ঞানযুক্ত) বুদ্ধির দ্বারা বশীকৃত মন সুহৃদ হয়। অনাত্মনঃ, অর্থাৎ অনাত্মায় তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত যে জীবাত্মা; তাহার মন জিত না হওয়ায় ঐ মন শত্রু ভাবে শত্রুত্বে থাকে।

৭-৯। মন ও বুদ্ধি যাঁহার বশীভূত, পরমাত্মায় অর্থাৎ ভগবানে যাঁহার প্রাণ সমাধিযুক্ত, ও শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান ও অপমানে (অর্থাৎ চাঞ্চল্যকর, পরস্পর-বিরোধী ব্যাপারসমূহে) মন যাঁহার স্থৈর্য্যে থাকে, পরোক্ষ জ্ঞানে এবং তাহার অপরোক্ষ অনুভূতিতে যিনি তৃপ্ত অর্থাৎ ছিন্ন-সংশয় হইয়াছেন, কূটস্থ অর্থাৎ বিষয় সন্নিধানে যিনি বিকারবিহীন, ইন্দ্রিয় যাঁহার বশীভূত, মৃত্তিকা প্রস্তর ও সুবর্ণ যাঁহার কাছে তুল্য মূল্যের, এইরূপ যে যোগী, তিনিই যুক্ত অর্থাৎ যোগারূঢ় হইয়া অবস্থিত বলিয়া কথিত হন। যিনি, সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, বন্ধু—এই সবে এবং সাধুতে পাপীতেও সমভাবযুক্ত, তিনিই বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রশংসনীয়।

১০-১৫। মন, বুদ্ধি ও দেহ সংযত করিয়া, আকাঙ্ক্ষাহীনভাবে, যোগের প্রতিবন্ধক দ্রব্যাদি দ্বারা মনকে গৃহীত হইতে না দিয়া, কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ না করিয়া, সঙ্গশূন্যভাবে নির্জ্জনে থাকিয়া, যোগী নিরন্তর নিজেকে চিত্তস্থৈর্য্যরূপ যোগে যুক্ত রাখিবেন (বা, নিরন্তর নিজেকে ঈশ্বরে সমাহিত রাখিবার অভ্যাসে থাকিবেন)। পবিত্র স্থানে, না অতি উচ্চ না অতি নীচু, ও স্থির অর্থাৎ টল্‌মল্ না করে, এবং প্রথমে কুশ, তাহার উপর মৃগচর্ম্ম. তাহার উপর রেশমী বা নরম বস্ত্র দিয়া প্রস্তুত এরূপ নিজস্ব (পর-ব্যবহৃত নহে) আসন স্থাপন করিয়া, ও তাহার উপর উপবেশন করিয়া, মন একাগ্র করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তিগুলি সংযত করিয়া, যোগী চিত্তশুদ্ধির জন্য, ধ্যানযোগে নিজেকে যুক্ত করিয়া তাহা অভ্যাস করিবেন। শরীর, মস্তক ও গলদেশকে সরল অর্থাৎ এক ঋজু রেখায় নিশ্চল ভাবে রাখিয়া, স্থির হইয়া, নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া. অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, প্রশান্ত চিত্তে, উদ্বেগ বা ভয়রহিত হইয়া (অর্থাৎ কেহই আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, মনে এই বিশ্বাস রাখিয়া) ব্রহ্মচারি ব্রতে, কৃচ্ছ্রসাধনে থাকিয়া আমাতে (অর্থাৎ ভগবানে) মন সম্পুর্ণ ভাবে রাখিয়া, আমি তাহার পরমপ্রিয়, পরম আশ্রয়, ইহা মনে স্থির দিয়া (আমাতে পূর্ণ অনুরাগ রাখিয়া), মন সংযত করিয়া, ধ্যানযোগে সমাহিত ভাবে যোগী অবস্থান করিবেন। সংযতচিত্ত যোগী, সদা নিজ মনকে এই প্রকারে আমাতে (বা যোগেতে) যুক্ত রাখিয়া, আমাতে অবস্থিতা (বা যাহা আমার স্বরূপাবস্থা) সেই পরম শান্তি তাহা লাভ করেন: (বা আমাতে থাকারূপ সেই পরম শান্ত অবস্থা লাভ করেন)।

১৬, ১৭। কিন্তু, অর্জ্জুন, যে অতি ভোজন করে তাহার ধ্যানযোগ হয় না, অত্যন্ত অনাহারীরও হয় না, অত্যন্ত নিদ্রালুরও হয় না বা যে অত্যন্ত জাগিয়া থাকে তাহারও হয় না। যিনি পরিমিত আহার, পরিমিত শরীর

চালনাদি করেন, যিনি কর্ম্মসমূহে পরিমিত; অর্থাৎ যথা প্রয়োজন ভাবে চেষ্টাকারী, যিনি পরিমিত নিদ্রাশীল ও পরিমিত জাগরণশীল, ধ্যানযোগ তাঁহার পক্ষে দুঃখ হরণকারী হয়।

১৮,১৯। যখন বিশেষ ভাবে সংযত মন (বাহ্য বিষয়ের চিন্তা ছাড়িয়া) আত্মাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে (বা নিজেতে) স্থিত থাকে, তখন সকল কামনায় স্পৃহাহীন সেই যোগী, "যুক্ত" অর্থাৎ যোগারূঢ় অবস্থায় অবস্থিত বলা যায়, যেমন, যেখানে বায়ু বহনশীল ভাবে নাই, সেখানে অবস্থিত প্রদীপ কম্পিত বা চঞ্চল হয় না, সেইরূপ, সংযতচিত্ত ও আত্মবিষয়ক ধ্যানের অভ্যাসে যুক্ত যোগীর উহা (অর্থাৎ ঐ দীপের অবস্থা) উপমা জানিবে।

২০,২৩। সেই তাহাকেই, (অর্থাৎ চিত্তের সেই স্থির পরিণাম বা অবস্থাকেই) যোগ নামে অভিহিত করা হয় জানিবে, যাহাতে যোগাভ্যাস দ্বারা, নিরুদ্ধ চিত্ত, নিষ্ক্রিয়—বৈরাগ্য বা উপরতি (অর্থাৎ বিষয়ে পূর্ণ বিমুখতা) প্রাপ্ত হয়; চিত্তের যে পরিণাম— বিশেষ হইলে নিজের দ্বারা নিজের অন্তরে নিজের স্বরূপকে (বা পরমাত্মাকে) দেখিয়া সাধক তৃপ্তি লাভ করেন, আর (সঙ্গে সঙ্গে) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা বোধে আসে না, মাত্র বোধির দ্বারা যাহা উপলব্ধ হয়, এইরূপ যে নিরতিশয় সুখ, সাধক তাহা অনুভব করেন, আর চিত্তের যে পরিণাম বিশেষে অবস্থিত হইলে সেই পরমজ্ঞান হইতে সাধক আর বিচলিত হন না; চিত্তের সেই স্থৈর্য্য-যোগ (বা ভগবানে যুক্ত অবস্থা) যাহা লাভ করিলে অপর কোনও লাভকে (সাধক) তাহা হইতে অধিক লাভ বলিয়া মনে করেন না, তাহাতে অবস্থিত থাকিলে, গুরু-ভার দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হন না, দুঃখ যুক্ত অবস্থা যাহাতে বিযুক্ত হয়— চিত্তের এইরূপ পরিণাম বিশেষকে "যোগ" এই নামে জানিবে; এবং ঔদাসীন্য-বিহীন ও অবসাদ-বিহীন ভাবে, নিশ্চয়তার সহিত, সেই যোগে, অভ্যাস সহকারে যুক্ত থাকিবে।

২৪-২৬। চিত্তের বৃত্তি হইতে উৎপন্ন অভিলাষ সকল, বিশেষ রূপে ত্যাগ করিয়া এবং মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে সমস্ত বিষয় হইতে বিশেষ রূপে সংযত করিয়া, ধৈর্য্য সহকারে, বশে আনা হইয়াছে এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা, ক্রমে ক্রমে (অর্থাৎ হঠকারিতার দ্বারা নহে), সম্পূর্ণ ভাবে মনশ্চাঞ্চল্যবিহীন অবস্থায় আনিবে। মনকে নিজের ভিতরে, অর্থাৎ আত্মা বা অন্তর্য্যামী ভগবানে স্থাপিত করিয়া কোনও জাগতিক চিন্তাকে মনে আসিতে দিবে না।

২৭-২৮। রজোগুণ রহিত বিক্ষেপাদি-শূন্য স্বভাবের হওয়ায়, এবং পাপ বা তমোগুণ রাহিত্য হওয়ায়, সঙ্কল্পশূন্য, শান্তচিত্ত, এবং এই প্রকারে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত, অর্থাৎ নির্লিপ্ত উদার, সাম্যদৃষ্টিশালী গুণাতীত ভাব যুক্ত যে যোগী, তাহাকে উত্তম সুখ অর্থাৎ পরমশান্তি আশ্রয় করে। এই প্রকারে, মনকে সদা ধ্যানে বা পরমাত্মাতে যুক্ত রাখিয়া, নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মসংস্পর্শ-প্রাপ্ত, অর্থাৎ উদার "সম" বা গুণাতীতত্ব ভাবের প্রভাব প্রাপ্ত, বা ব্রহ্মের উপলব্ধি প্রাপ্ত সেই যোগী, অনায়াসে নিরতিশয় সুখ, ব্রহ্মানন্দ অর্থাৎ পরমা শান্তি এবং পরম তৃপ্তি, লাভ করেন।

২৯-৩২। সমত্বযোগে চিত্ত সমাহিত (ব্রাহ্মীস্থিতিতে অবস্থিত) সেই সাধক সর্ব্বভূতে পরমাত্মা বা সেই এক চৈতন্য বিরাজমান, এবং সেই এক ভগবানে সকলে অবস্থিত, এইরূপ দর্শন করেন। যে আমাকে (বাসুদেবকে) সর্ব্বত্র দেখে, এবং সর্ব্ববস্তু আমাতে দেখে, আমি তাহার কাছে "নাই" এ রকম হই না, সেও (কৃপার যোগ্য পাত্র ভাবে) সর্ব্বদা আমার দৃষ্টির ভিতর থাকে। সর্ব্বভূতে আমি রহিয়াছি, এই একত্ব ভাবে বা সমদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অর্থাৎ আমিই সব এই জ্ঞানে যিনি আমাকে ভজনা করেন, সেই আমাতে যুক্ত যোগী, যে কোন বাহিরের অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি আমাতেই অবস্থিত থাকেন। অর্জ্জুন, যিনি সর্ব্বজীবে সুখ বা দুঃখ, আপনার সুখদুঃখের সমান দেখেন, সেই যোগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই আমার অভিমত।

৩৩-৩৯। (অর্জ্জুনের মনে সমস্যা উঠিল, মন যে চঞ্চল, সাম্যে থাকা কি সম্ভব? তাই জিজ্ঞাসা করিলেন)—কৃষ্ণ, সাম্য মনোভাবের দ্বারা লব্ধব্য যে (চিত্তস্থৈর্য্য) যোগ, যাহা তোমার দ্বারা বিবৃত হইল, মনের চঞ্চলতা এরূপ যে, উহার স্থায়ী বিদ্যমানতা হইতে পারে, ইহা তো আমি দেখিতেছি না। যেহেতু, হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চল, উহা শরীর ও ইন্দ্রিয় মন্থনকারী, বলবান ও অতি কঠিন স্বভাবের; উহার নিরোধ, বায়ু নিরোধের ন্যায় অতি দুষ্কর। ভগবান উত্তরে বলিলেন, মহাবাহো (অর্জ্জুন) মন চঞ্চল ও উহাকে বশে আনা অতি কঠিন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, কৌন্তেয়, অভ্যাসের দ্বারা ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহাকে বশে আনা যায়। অসংযতচিত্ত পুরুষ কর্তৃক চিত্তস্থৈর্য্য রূপ যোগ পাওয়া কঠিন, কিন্তু অভ্যাস বৈরাগ্যাদি বিহিত উপায়ের দ্বারা যত্নশীল বশীভূত-চিত্ত পুরুষ কর্ত্তৃক ইহা লাভ করা সাধ্য হয়, ইহা আমার অভিমত। অর্জ্জুন, নিরবচ্ছিন্ন শ্রদ্ধা ও যত্নের কথায় প্রশ্ন করিলেন, কৃষ্ণ তোমা কর্তৃক ব্যাখ্যাত যোগে যিনি শ্রদ্ধার সহিত যুক্ত হইয়াছেন, এইরূপ পুরুষ যদি (দৈব-দুর্বিপাকে) যোগ সাধনা হইতে স্খলিত হন, আর সেই জন্য (সেই জন্মে) যদি যোগে সিদ্ধিলাভ করা তাঁহার দ্বারা ঘটিয়া না উঠে, তাহা হইলে তিনি (সেই শ্রদ্ধালু কিন্তু যোগভ্রষ্ট পুরুষ) কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইবেন? হে মহাবাহো (কৃষ্ণ) বিভ্রান্ত পথহারা ভাবে, ব্রহ্মলাভের পথে অগ্রসর হইতে না পারায়, সেই স্থিতিহীন দুদিক-ভ্রষ্ট পুরুষ, বিচ্ছিন্ন মেঘের টুক্‌রার মত, নষ্ট হইয়া যাইবে কি? হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় সম্পূর্ণ ভাবে ছেদন করা তোমার উচিত; তুমি ছাড়া অন্য কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ নহে।

৪০-৪৭। ভগবান, অর্জ্জুনের অনুনয়ে বলিলেন, পার্থ, সেই শ্রদ্ধালু সাধন-ভ্রষ্ট যোগীর, ইহলোক নষ্ট হওয়া বা পরলোক নষ্ট হওয়া, কোনটাই হয় না; কারণ যে শুভকর্ম্ম করে, হে বৎস, তাহার দুর্গতি হয় না। ঐরূপ

যোগস্খলিত পুরুষেরা, পুণ্যকর্ম্মকারিদিগের প্রাপ্তব্য স্বর্গস্থ লোকসমূহ লাভ করিয়া, বহু বহু বৎসর তথায় বাস করিয়া, সদাচারী ও শ্রীমান (ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন) দিগের গৃহে বা ধীমান যোগিদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ যে জন্ম, সকল তুর্লভ জন্ম হইতে তুর্লভ। তাহার পর, হে কুরুনন্দন, সেই (নূতন) জন্মে, তাঁহারা যোগাভ্যাসে, পূর্ব্বজন্মীয় সেই বুদ্ধি বা ইচ্ছার প্রেরণায়, যুক্ত হন, ও সিদ্ধিলাভের জন্য পুনরায় ভাল করিয়া যত্ন করিতে থাকেন। সেই পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃই, তিনি অবশভাবে (যেন সরিয়া আসিবার ক্ষমতা হারাইয়া) আপনা আপনি আকৃষ্ট হন ; যোগতত্ত্ব জিজ্ঞাসু থাকিতে থাকিতেই শব্দব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া যান, অর্থাৎ বেদ পাঠাদি বা বেদোক্ত কর্ম্মসাধনাদি ছাড়াইয়া একেবারে জ্ঞানের বা যোগ সাধনার ভূমি প্রাপ্ত হইয়া যান। তাহার পর (সেই ভূমি প্রাপ্তির পর), যত্নশীল ভাবে, যোগে অনেক জন্ম লাগিয়া থাকিতে থাকিতে, ও তাহাতে সিদ্ধ হইতে হইতে, যোগী, পাপরহিত শুদ্ধ হইয়া পরমাগতি. অর্থাৎ মুক্তি বা পরমপদ প্রাপ্ত হন। (মনস্থৈর্য্য প্রাপ্তির জন্য ভগবানে মনার্পিত ধ্যানাভ্যাসী) যোগী, আমার (অর্থাৎ ভগবানের) মতে তপস্বীগণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী অর্থাৎ ক্রিয়াকাণ্ডের ক্রিয়াসমূহ যাঁহারা করিতে থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব, অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও, অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্যে সর্ব্বদা নিজেকে যুক্ত রাখ। (এই যোগী, কেন শ্রেষ্ঠ, তাহা এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিশদ্‌ভাবে দেখান হইয়াছে)। আর যোগীদিগের ভিতর, যিনি শ্রদ্ধার সহিত মদ্‌গত চিত্ত হইয়া, অনন্য-ভক্তির সহিত আমাকে ভজনা করেন, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনিই, এই আমার অভিমত।

ষষ্ঠ অধ্যায় (ধ্যানযোগ)

(১) ভগবান বলিলেন যে, কর্ম্মফলের প্রতি লোভ না রাখিয়া কর্ত্তব্য-সমূহ করে, সে এক সঙ্গেই সন্ন্যাসী এবং যোগী ; [এখানে যোগী অর্থে কর্ম্মযোগী ও ধ্যানযোগী দুই-ই।

শ্রীভগবানুবাচ (১) অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥১

পদচ্ছেদ। অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ সঃ সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ।

অন্বয়। শ্রীভগবান উবাচ। কর্ম্মফলং অনাশ্রিতঃ কার্য্যং কর্ম্ম যঃ করোতি, সঃ সংন্যাসী চ যোগী চ, নিরগ্নিঃ ন, অক্রিয়ঃ চ ন।

কঠিনশব্দ। অনাশ্রিত কর্ম্মফলং = কর্ম্মফলের আশ্রয়ে অর্থাৎ আশায় নিজেকে না রাখিয়া ; মনে সকামত্ব ভাব না রাখিয়া ; সুখ, অর্থ ইত্যাদি লাভের অভিপ্রায় না রাখিয়া ; ফলাভিসন্ধিবিহীন হইয়া (মধুসূদন)। কার্য্যং কর্ম্ম = কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথা সহজাত ধর্ম্ম = বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ; শাস্ত্রে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে সেই সমস্ত অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম' (মধুসূদন)। যোগী = কর্ম্মযোগী ও ধ্যানযোগী দুই অর্থেই এখানে যোগী শব্দ আসিয়াছে। যোগ অর্থে চিত্ত বিক্ষেপের অভাব : যে ক্রিয়া চিত্তস্থৈর্য্যে যুক্ত রাখে। ধ্যানযোগীকে চিত্ত বিক্ষেপহীন হইতে হয়, কর্ম্মযোগীকেও চিত্ত-চাঞ্চল্য-হীনতা রাখিতে হয় অর্থাৎ "intense peace in intense activity" রাখিতে হয়, সেই জন্য ধ্যানযোগী ও কর্ম্মযোগী দুই-ই যোগী। এই চিত্ত বিক্ষেপ আসে ফলের লোভে থাকিলে, ফল-শ্রুতির দ্বারা

প্রভাবান্বিত হইতে থাকিলে। ভূমিকাতে বলাই হইয়াছে যে ভগবান ২।৪২-৪৪ ও ২।৫৩ শ্লোকে এই ফল-শ্রুতি বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। যে অনাশ্রিত-কর্ম্মফল, অর্থাৎ যাহার ফলে লোভ নাই, ফলশ্রুতির দিকে তাহার কোন টানই থাকিবে না। ফললোভ না থাকিলে চিত্ত বিক্ষেপহীন থাকে; ফলে লোভ না থাকিলে ধ্যানযোগী বা কর্ম্মযোগী বা দুইটিই হইতে কোনই বাধা থাকে না। নিষ্কাম কর্ম্মই কর্ম্মযোগ, ভগবানের সহিত যোগ রাখার ক্রিয়া, যোগ শব্দের এ অর্থও প্রচলিত। সন্ন্যাসী শব্দের ব্যাপক অর্থ ত্যাগী; কাজেই যে চিত্ত বিক্ষেপ ত্যাগী সেও সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসীর সঙ্কীর্ণ অর্থ, যে কর্ম্ম ত্যাগ করে। কর্ম্মত্যাগ বিহিত নহে, যত দিন না কর্ম্মে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। সন্ন্যাস শব্দের কয়েকটি ব্যাপক অর্থ পঞ্চম অধ্যায়ে পাওয়া গিয়াছে যথা নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করা, কর্ত্তৃত্বাভিমান না রাখা, কর্ম্মফল ত্যাগ করা, ভগবানে কর্ম্ম নিবেদন করা ইত্যাদি; এ অধ্যায়ে এখানে সন্ন্যাসীর অর্থ পাওয়া গেল, যে মনে ফলের সন্ন্যাস করিয়াছে, অর্থাৎ যে অনাশ্রিত-কর্ম্মফল হইয়া কাজ করে। কর্ম্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া হয় তাহা নহে। সন্ন্যাসী হওয়া হয় মনে, ভেকে নহে; নিরগ্নি নিষ্ক্রিয় হওয়া হইলেই সন্ন্যাসী হওয়া হয়, তাহা নহে। অতএব ইহা দাঁড়াইল, নিরগ্নি, নিষ্ক্রিয় হও বা না হও, যে, ফলে লোভ না রাখিয়া কর্ম্ম করে সে কর্ম্মযোগী ও ধ্যানযোগী এবং প্রকৃত পক্ষে সেই সন্ন্যাসী। নিরগ্নি=অগ্নিসাধ্য শ্রৌত-কর্ম্ম ত্যাগী (মধুসূদন)। অক্রিয়=অগ্নি নিরপেক্ষ স্মার্ত্ত ক্রিয়া ত্যাগী। শ্রৌতকর্ম্মগুলি করিতে হইলে অগ্ন্যাধান করিতে হয়। অর্থাৎ সমাবর্ত্তনের পর গৃহস্থ হইয়া শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে অগ্নিস্থাপন করিয়া রাখিতে হয় এবং তাহাকে যাবজ্জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দিতে হয়। পরে যে সমস্ত অগ্নিহোত্রাদি নিত্য এবং জ্যোতিঃষ্টোমাদি কাম্য এবং অন্যান্য নৈমিত্তিক বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হইবে তাহা এই আধান-স্থাপিত অগ্নিতেই করিতে হয়। স্মার্ত্ত

কর্ম্মের বেলায় ঐ প্রকারের অগ্ন্যাধানের আবশ্যকতা নাই; লৌকিক অগ্নির দ্বারাই স্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা শাস্ত্রানুমোদিত" (মধুসূদন, তাৎপর্য্য) যোগ=এই অধ্যায়েই, যোগ এই সংজ্ঞার সুন্দর বর্ণনা আছে। কর্ম্মযোগ, (যাহার প্রধান উপাদান কামনা ত্যাগ, যাহা নির্ভর করে সংকল্প ত্যাগের উপর), এবং সন্ন্যাস (যাহার প্রকৃত অর্থ কামনা ত্যাগ; কেবল কর্ম্ম ত্যাগ নহে), ও ধ্যানযোগ বা চিত্ত নিরোধ (যাহা বিনা সংকল্প ত্যাগ বা কামনা ত্যাগে হয় না) তাহা হইলে এক ভাবে, এ তিনই এক, তিনেতেই চাই সংকল্প ত্যাগ।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, যিনি কর্ম্মফল লাভের আশার উপর নির্ভর না করিয়া (অর্থাৎ কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া, এবং কর্ম্মফল লাভের আশায় থাকিলে যে চিত্ত বিক্ষেপ হয়, তাহা হইতে না দিয়া) নিজ কর্ত্তব্য করিতে থাকেন, তিনি সন্ন্যাসীই, কারণ তিনি ত্যাগশীল, অর্থাৎ মনের বিক্ষেপ, মনের সংকল্পাদি ত্যাগে থাকেন, ও কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ম্ম করিতে থাকিলেও কর্ম্মফল ত্যাগ করেন; তিনি যোগীও কারণ তিনি চিত্তস্থৈর্য্যে (তথা, পরমেশ্বরে) ধ্যানাভ্যাসে যুক্ত থাকেন, এবং সমত্ব বুদ্ধি যোগে ও তৎপ্রণোদিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগে যুক্ত থাকেন। যে অগ্নিত্যাগী (যে যজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম্ম ত্যাগী বা যে অগ্নিস্পর্শ ত্যাগী) ও যে আক্রিয় (অর্থাৎ যে স্মার্ত্ত কর্ম্মত্যাগী বা পূজাদি ত্যাগ করে বা যে নিষ্কর্ম্মা), সে সন্ন্যাসীও নহে, সে যোগীও নহে, (যোগ বা যুক্ত, এ কথাগুলিতে, পরমাত্মায় যুক্ত থাকা, এভাবও আসে, যাহা পরের ষট্‌কে বিবক্ষিত হইয়াছে; এখানে চিত্তস্থৈর্য্য প্রধান কথা।

নিষ্কাম কর্ম্মী বলিতে গেলে, একাধারে সন্ন্যাসী অর্থাৎ ন্যাসী বা ত্যাগী; এবং মনশ্চাঞ্চল্য ত্যাগ যোগে যোগীও। তিনি ধ্যানযোগীও; কারণ তিনি চিত্ত স্থির রাখেন। সন্ন্যাসী ও যোগী নিরগ্নি ও অক্রিয় হইলেই হয়, তাহা নহে।

শ্রীকৃষ্ণ, সন্ন্যাসের অর্থ কি, কে প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাহা ৫।৩ শ্লোকে জানাইয়াছেন, এখানে আবার বলিলেন, এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে আবার বলিবেন। তিনি নূতন নূতন, অথচ পূর্ণ সঙ্গতি পূর্ণ কর্ম্মায় অনেক কিছু খেলিয়াছেন, ইহা তাহারই একটি উদাহরণ। এই অধ্যায়েই, যোগ কি, এবং কে শ্রেষ্ঠ যোগী—তাহার উত্তরও নূতন ছাঁচে ঢালিয়া দিয়াছেন।

আমরা যোগী শব্দকে কিছু দূর কর্ম্মযোগী ও কিছুদূর পাতঞ্জল যোগী না করিয়া, প্রথম হইতেই দ্বি-অর্থব্যঞ্জক ভাবে, অর্থাৎ কর্ম্মযোগী ও ধ্যানযোগী ভাবে লইয়াছি, যাহাতে শৃঙ্খলায় ওলট্ পালট্ না ঘটে।

মধুসূদন। মীমাংসাদি শাস্ত্রানুযায়ী, দীর্ঘ আলোচনা করিয়া শেষাংশে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অগ্নি শব্দকে সমস্ত কর্ম্মের উপলক্ষণ ধরিয়া 'নিরগ্নি' এই পদে সন্ন্যাসী, এবং 'ক্রিয়া' শব্দকে চিত্তবৃত্তির বৈলক্ষণ ধরিয়া 'অক্রিয়' এই পদে যিনি চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়াছেন তাদৃশ যোগী, এইরূপ অর্থ কথিত হয়, আর তাহা হইলে পর 'নিরগ্নি' ইত্যাদি সন্দর্ভের অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ, তাঁহাকে নিরগ্নি সন্ন্যাসী মনে করা উচিত নহে, অথবা সক্রিয় যোগী মনে করা উচিত নহে।

শঙ্কর। অনাশ্রিত=কর্ম্মফল তৃষ্ণারহিত। কার্য্যং কর্ম্ম=কাম্য কর্ম্মের বিপরীত নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম। সন্ন্যাস=ত্যাগ। যোগ=চিত্ত সমাধান।...কেবল অগ্নিরহিত ও ক্রিয়ারহিত পুরুষই সন্ন্যাসী ও যোগী এইরূপ মানা উচিত নহে। গার্হপত্যাদি অগ্নি যাহার ছাড়িয়া গিয়াছে, সে নিরগ্নি, আর বিনা অগ্নির দ্বারা যাহা করা যায়, যথা তপ দানাদি তাহা যে করে না সে অক্রিয়। কর্ম্ম ফলের সংকল্পের ত্যাগই সন্ন্যাসীত্ব; এখানে মুখ্য সন্ন্যাসীত্ব ইষ্ট নহে। যোগী কর্ম্ম করেন, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন, সন্ন্যাসী দুইই ত্যাগ করেন।

রামানুজ। অনাশ্রিত-কর্ম্মফল=স্বর্গাদির কর্ম্মফলের আশ্রয় না

লইয়া—"আমার, সর্ব্বথা সুহৃদ-রূপী পরমপুরুষের সেবা হওয়ার কারণ, কর্ম্ম করাই, আমার প্রয়োজন, তাহার দ্বারা সাধ্য ফলে, এতটুকুও প্রয়োজন নহে," এই ভাবে যে কর্ম্ম করে, সে সন্ন্যাসী অর্থাৎ জ্ঞান-যোগ নিষ্ঠ, এবং যোগী অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগনিষ্ঠ ও আত্মসাক্ষাৎরূপ যোগের সাধনভূত জ্ঞানযোগ ও কর্ম্ম-যোগ দুই-এতে স্থিত ; নিরগ্নি ও অক্রিয় পুরুষ-নহে, অর্থাৎ যে শাস্ত্রোক্ত ফলাদি-কর্ম্মে প্রবৃত্ত নহে, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ, সে উভয়-নিষ্ঠ নহে। তাৎপর্য্য এই, তাহাতে কেবল জ্ঞান-নিষ্ঠাই আছে, কিন্তু কর্ম্ম-যোগ নিষ্ঠাতে দুইই আছে।

শ্রীধর। কিন্তু যিনি অগ্নিতে সম্পাদনীয় যজ্ঞাদি কর্ম্ম-ত্যাগী, বা বিনা অগ্নিতে করণীয় সাধারণের হিতকর জলাশয়াদি দানরূপ কর্ম্ম-ত্যাগী তিনি প্রকৃত ত্যাগী বা যোগী নহেন। কর্ম্মানুষ্ঠান দুঃখপ্রদ বলিয়া কর্ম্মত্যাগের উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই লোকে কর্ম্মত্যাগ করিয়া বসে। অনুপযুক্ত যোগীর পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস নিষেধার্থ, কর্ম্মানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব ভগবান দুই শ্লোকে কীর্ত্তন করিলেন।

গিরীন্দ্র শেখর। নিরগ্নি=যিনি অগ্নি রক্ষা করেন না। গৃহস্থের অগ্নি রক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

Gandhi—Fire here, may be taken to mean all possible instruments of action.

বলদেব ও বিশ্বনাথ। দৈহিক কর্ম্ম ছাড়িয়া, অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে থাকিলেই যোগী হয় না।

বলদেব। অক্রিয়কর্ম্ম=শারীর-কর্ম্মত্যাগী অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্র যোগী। অনাশ্রিত ইত্যাদি=কর্ম্মের ফলস্বরূপ পশু, অন্ন, পুত্র, স্বর্গ প্রভৃতি কোনও বিষয়েই যাহার কামনা নাই ; কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য জানিয়া যিনি ফলাসঙ্গ রহিত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন তিনিই জ্ঞানযোগ নিষ্ঠ সন্ন্যাসী 'এবং

অষ্টাঙ্গ-যোগনিষ্ঠ যোগী ; কেবল কর্ম্ম-যোগের দ্বারাই উভয় ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।...যাঁহারা ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়া কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের যোগের বিধি, এবং যাঁহাদের মন স্থির হয় নাই, তাঁহদের চিত্তস্থৈর্য্যের উপায় এ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণানন্দ। ত্যাগী প্রকৃত সন্ন্যাসী। **নীলকণ্ঠ।** অক্রিয়=নিরুদ্ধ চিত্ত যোগী।...কর্ম্মফল তৃষ্ণাত্যাগ, গৌণ রূপে সন্ন্যাসার্থ প্রতিপাদক।

অরবিন্দ। প্রকৃত সন্ন্যাস বাহিরের ত্যাগে নহে, ভিতরের ত্যাগ, পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট এই কথাটি প্রথমে বলিয়া গুরু ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করিলেন।...মনের বাসনামূলক—সংকল্পের সন্ন্যাস না করিলে কেহ যোগী হয় হয় না।

রামদয়াল। সমচিত্ততাই গীতার যোগারূঢ় অবস্থা। কিন্তু সমতা স্থায়ী ভাবে হয় না, যতক্ষণ 'মদগতেনান্তরাত্মনা' না হওয়া যায়। অশুভ বাসনা, অশুভ কার্য্য দূরে রাখিবার জন্য শুভ কার্য্য ও শুভ বাসনায় নিজেকে নিয়োগ করিবে, যথা মন্দির মার্জ্জনা ইত্যাদি। তৎপরে মানস পূজা ইত্যাদি। সর্ব্বদা বাসনা ত্যাগকে শম বলে, যোগারূঢ়ের ইহাই কার্য্য এবং প্রথমেই ইহার অনুষ্ঠান সম্ভব নহে বলিয়া আরুরুক্ষুর পূর্ব্বের সাধনা যে 'নিষ্কাম' কর্ম্ম, প্রথমে তাহার অভ্যাস করিবে। নিষ্কাম কর্ম্মীও সন্ন্যাসী এবং যোগী। নিরগ্নি হইলেই সন্ন্যাসী হয় না। অক্রিয় হইলেই যোগী হয় না। সন্ন্যাস ও যোগের দ্বারা যাহা লাভ করিতে পারা যায় অর্থাৎ সমচিত্ততা, তাহা নিষ্কাম কর্ম্মও পাওয়াইয়া দেয়। আর, জ্ঞান লাভ তাহা 'স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য' কর্ম্মজা সিদ্ধিলাভ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি অবলম্বন করিয়া হন। যিনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন, তাহাকে প্রথমে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত গৃহস্থের অধিকার কিন্তু যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া ধ্যানযোগ অভ্যাস করিবেন, ইহা সন্ন্যাসীর কর্ম্ম।...

ফলাকাঙ্খাই চিত্তবিক্ষেপের হেতু ; এই চিত্ত-বিক্ষেপ যাঁহার নাই, তাঁহাকে সন্ন্যাসী ও যোগী বলিতে দোষ কি ?...'একাকী' যখন বলিতেছি তাহাতে স্ত্রীর সহায়তার প্রয়োজন নাই ; আর নিরাশী ও অপরিগ্রহ; ইহাত গৃহস্থের পক্ষে সঙ্গত নহে। এই জন্য যিনি যোগারূঢ় হইবেন, তিনি কখনই গৃহস্থ নহেন, তিনি সন্ন্যাসী।

জ্ঞানেশ্বরী। একই লোককে যেমন ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয় সেইরূপ একই বস্তু 'যোগ' ও 'সন্ন্যাস' এই দুই ভিন্ন নামে উক্ত হয়।

গোয়েঙ্কা। 'কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ' অধ্যাহার করিত হইবে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম=বর্ণাশ্রম অনুযায়ী সকল বিহিত কর্ম্ম। নিরগ্নি, অক্রিয়, পরন্তু জ্ঞান-যোগ, সাংখ্য যোগের সহিত যুক্ত নহে।

তিলক। পূর্ব্ব অধ্যায়ে (৫।৩, ৫, ৬) যাহা উক্ত হইয়াছে, উহারই ইহা অনুবাদ।

ব্যোমব্রহ্ম। যে ব্যক্তি ঈশ্বর-নিষ্ঠা লাভের জন্য জ্ঞান যজ্ঞ করে না, এবং যে ব্যক্তি চেষ্টাহীন, সে সন্ন্যাসীও নহে, যোগীও নহে। নিরগ্নি= জ্ঞান-যজ্ঞহীন, অক্রিয়=কর্ম্মীও নহে।

ভূপেন্দ্রনাথ। আমি আগুন ছুঁই না ও কোনও কর্ম্ম করি না। বল্‌লে সন্ন্যাসীও নয়, যোগীও নয়। মানুষকে কর্ম্ম করিতেই হইবে যখন, তখন কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য এত শাস্ত্রশাসন কেন ? দুই প্রকারে মানুষ কর্ম্ম করে, এক নিজের জন্য আর এক অপরের কল্যাণের জন্য। দ্বিতীয়েরা দুই প্রকারের; নাস্তিক, আস্তিক। যাহারা শুদ্ধ ভাবাপন্ন অথচ ভগবানকে বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহারা কর্ম্ম করে লোকহিতের জন্য। যাঁহারা আস্তিক তাহারাও সর্ব্বজন-হিতায় কর্ম্ম করেন, কিন্তু লোকের উপকার করিতেছি এই ভাবে কবেন না ; তাঁহারা কর্ম্ম করিয়া ভাবেন যে তাঁহারা সর্ব্বভূতস্থিত ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের

কর্ম্মক্ষেত্রও শ্রীভগবানে সমর্পিত। মনে যদি ভোগবাসনা না থাকে, তবেই আপনাকে ভগবৎ চরণে সমর্পণ করা যায়; সে অবস্থায় যে কর্ম্ম হয় তাহাই প্রকৃত পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্ম...প্রথমে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থায় পৌছিলে আমার যে কর্ম্ম নাই তাহা বুঝা যায়। সাজা সন্ন্যাসী, মিথ্যাচার। সন্ন্যাসীরা ত্যাগী, যোগীরা কর্ম্মী। ত্যাগের শেষ ফল ও ক্রিয়াদিরও শেষ ফল মোক্ষ। চিত্তের সংকল্প ও বিকল্প থাকিতে কেহই প্রকৃত সন্ন্যাসী হইতে পারে না। যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্ত-বিক্ষেপ-শূন্য না হইলে বাসনা নিবৃত্ত হয় না।... শুধু মুখে অর্পণ করিলে অর্পণ হয় না। যিনি ক্রিয়াভ্যাসে রত তিনি মূলাধারাস্থ জীব-শক্তি কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে পরম শিবের সহিত মিলন করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত।...ক্রিয়ায় দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপার-শূন্য হয়,কর্ম্ম-ফল আশ্রয় করিতে পারে না, এই অবস্থাই অনাশ্রিত কর্ম্ম-ফল।...লোকের অসতুপায়-অর্জ্জিত ধন দ্বারা শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ উহা ব্রহ্মাভ্যাসের বিরোধী। কর্ম্ম নহে, কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা যাঁহার মন হইতে সরিয়া গিয়াছে অর্থাৎ যিনি সর্ব্ব-সংকল্প-শূন্য তিনিই প্রকৃতপক্ষে যোগী ও সন্ন্যাসী।

Radhakrishnan—The teacher enphasises that Sanyas or renunciation has little to do with outward works. It is an inward attitude. To become a Sanyasin, it is not necessary to give up the sacrificial fire...to abstain from these without the spirit of renunciation is futile. Shankara, however by the use of the word 'Kevalam makes out that he who does not light the sacred fire and performs no rites is not the only Sanyasin. This does not seem to be quite fair to the text.

Krishna Prem—By some mystics the Path has been divided into three stages, called respectively the way of

Purification, the way of Illumination and the way ot Unity. The first 'six chapters of the Gita correspond to some extent with the way of Purification. This sixth Chapter marks the transition to the way of Illumination......Nothing but dangerous mediumistic psychisms or neurotic dissociations of personality can result from the practice of meditation without the qualifications mentioned at the end of the last chapter.

ভক্তি প্রদীপ। কার্য্যম্ কর্ম্ম=Ordained duties. অনাশ্রিত কর্ম্মফল=wlthout attachment for fruits ন নিরগ্নি ন চ অক্রিয়=but not he who has given up the sacrificial fire or has abandoned all actions.

(২) সন্ন্যাসী ও যোগী দুই-ই এক; দুই-ই সে, যাহার 'অনাশ্রিত কর্ম্মফল।' অবিক্ষিপ্ত মন না হইলে যোগী হওয়া যায় না।

২। যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্ত সংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২॥

পদচ্ছেদ। যং সন্ন্যাসং ইতি প্রাহুঃ যোগংতম্ বিদ্ধি পাণ্ডব, ন হি অসংন্যস্ত সংকল্পঃ যোগী ভবতি কশ্চন।

অন্বয়। পাণ্ডব, যম্সন্ন্যাসং ইতি প্রাহুঃ তম্ যোগং বিদ্ধি; হি অসংন্যস্ত-সংকল্পঃ কশ্চন যোগী ন ভবতি।

কঠিন শব্দ। প্রাহুঃ=বলে। সন্ন্যাস="শ্রুতিসমূহ সর্ব্ব কর্ম্ম ফল-ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (মধুসূদন)। যোগ= কর্ম্ম-যোগ এবং ধ্যান-যোগ: ফল তৃষ্ণা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, (মধুসূদন)। অসংন্যস্ত সংকল্প:—সংকল্প=

পরিকল্পনা, লক্ষ্য, মনের বৃত্তি ; সন্ন্যস্ত=স্থাপিত, (আমরা পূর্ব্বে সন্ন্যস্ত শব্দের অর্থ 'পরিত্যাগ' না লইয়া 'স্থাপিত' লইয়াছি (৪।৪২), এখানে তাহাই রাখা গেল ; অসংন্যস্ত=অকেন্দ্রীভূত। অসংন্যস্ত সংকল্প=যাহার লক্ষ্য স্থির নহে ; "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরু নন্দন, বহু শাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধযোঽব্যবসায়িনাম" (২।৪১) ; যাহার মন অনবরতঃ সংকল্প বিকল্পে থাকে অর্থাৎ অনবরতঃ পরিকল্পনা ফাঁদিতে থাকে, অথাৎ যাহার মন বিক্ষিপ্ত থাকে (৪।১৯)। সংন্যস্ত=পরিত্যাগ, এ অর্থও চলিতে পারে, যথা "যে ব্যক্তি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে নাই" (মধুসূদন)। মধুসূদন, যোগ অর্থে চিত্তবৃত্তি বিরোধ লইয়া ইহাতে যে বৃত্তি শব্দ আছে. সে রত্তি কয় প্রকারের হয় (যথা প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি), এবং প্রমাণ কয় প্রকারের হয় ইত্যাদি যোগের বহু বিষয় এখানে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। "গৌণী বৃত্তি অনুসারে কর্ম্ম-ফল ত্যাগকেও যোগ বলা হইয়াছে।" (মধুসূদন)। কশ্চন=কেহই। (এই লক্ষ্য সম্বন্ধে কবি রজনী সেনের কবিতার একটী মনোরম পংক্তি :—লক্ষ্য শূন্য লক্ষ্য বাসনা, ছুটিছে গভীর আঁধারে, জানিনা কখন্, ডুবে যাবে কোন্ অকুল গরল পাথারে)। "কর্ম্মফল ও কামনা সঙ্কল্পাদিব সম্যক্ ত্যাগ না করিয়া কেহই যোগী হইতে পারে না (মধুসূদন)।

অনুবাদ। হে পাণ্ডব (অর্জ্জুন) যাহাকে সন্ন্যাস বলে যোগও তাহাকে জানিবে। যাহার মনের বৃত্তি স্থিরত্ব ভাব প্রাপ্ত হয় নাই. (অথবা, যাহার মনের বৃত্তি সকল পরিত্যক্ত বা ভগবদর্পিত হয় নাই) এরূপ কেহই যোগী হইতে পারে না। (যোগ, তাহা হইলে মুলতঃ ত্যাগ, চিত্ত বিক্ষেপ ত্যাগ। ইহাই, সন্ন্যাস, ধ্যান ও নিষ্কাম কর্ম্মের কেন্দ্রে থাকে)।

যাহার মন অনবরতঃ পরিকল্পনা ফাঁদিতে থাকে, সে কর্ম্মযোগী, ধ্যানযোগী কিছুই হইতে পারে না ; কর্ম্মযোগী, ধ্যানযোগী চিত্তবিক্ষেপ থাকিলে হওয়া অসম্ভব। কামনাতেই মনকে বিক্ষিপ্ত করে। কামনাত্যাগী হওয়া চাই।

পাতঞ্জল যোগও সেই এক কথাই বলে : যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ এই শ্লোক হইতে শ্লোকসমূহে পাতঞ্জল যোগেরও ভাব আসিয়াছে।

শঙ্কর। যে পরমার্থ সন্ন্যাসী, সে সকল কর্ম্ম ও তাহার ফল বিষয়ক সংকল্প সকল যাহা প্রবৃত্তিহেতুক কর্ম্মের কারণ হয় তাহা ত্যাগ করিয়া দেয়। আর কর্ম্ম যোগীও কর্ম্ম করিতে থাকিলেও ফল বিষয়ক সংকল্প ত্যাগ করে ; এই ভাবে দুইয়েব সমানতা।......চিত্তবিক্ষেপের কারণ যে ফল বিষয়ক সংকল্প, তাহার ত্যাগের দ্বারাই মানুষ সমাধান যুক্ত, অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপরহিত যোগী হইতে সমর্থ হয়।

রামানুজ। যাহাকে জ্ঞানযোগ, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান বলা হয় তাহাকে কর্ম্মযোগ বলা হয় ;...যে. আত্মার যথার্থ সংকল্প জ্ঞানের দ্বারা, অনাত্ম পদার্থে, অর্থাৎ প্রকৃতির কর্ম্মে (শরীরে) যাহা থাকে সেই আত্মাভিমানরূপ সংকল্পের সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করে, সে সংন্যস্ত সংকল্প ; যে করে না সে অসংন্যস্ত সংকল্প। কোনও কর্ম্ম যোগী অসন্যস্ত সংকল্প হয় না, ইহা বলা হইয়াছে ৪।১৯ শ্লোকে। (যস্য সর্ব্বে সমারম্ভা কাম-সংকল্প-বর্জ্জিতা)।

শ্রীধর। ফলের বাসনা-ত্যাগ বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় ত্যাগ হেতু তিনি সন্ন্যাসী, এবং ফলের বাসনা-ত্যাগ হেতু—চিত্তের বিক্ষেপ না হওয়ায় তিনি যোগী হইয়া থাকেন।

তিলক। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে (৫।৩, ৭) উহারই ইহা অনুবাদ, এবং পরে (১৮।২) সমগ্র বিষয়ের উপসংহার করিবার কালে এই অর্থই পুনরায় বর্ণিত হইবে। যে, সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়ছে, উহার অগ্নিরক্ষা করিবার কোনও প্রয়োজন থাকে না, এই কারণে সে নিরগ্নি হইয়া যায়, এবং অরণ্যে থাকিয়া ভিক্ষা দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিবে—জগতের ব্যবহারে পড়িবে না। (মনু ৬, ২৫

ইত্যাদি); প্রথম শ্লোকে মনুর এই মতেরই উল্লেখ করা গিয়াছে, এবং ইহার উপর ভগবানের উক্তি এই যে নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয় হওয়া কিছু প্রকৃত সন্ন্যাসের লক্ষণ নহে। কাম্য বুদ্ধি বা ফলাশা ত্যগ করাই প্রকৃত সন্ন্যাস। সন্ন্যাস, বুদ্ধিতে; অগ্নি ত্যাগ বা কর্ম্ম ত্যাগে বাহ্য ক্রিয়াতে নহে।...এই সিদ্ধান্ত স্মৃতিকারদিগের সিদ্ধান্ত হইতে পৃথক; সামঞ্জস্য করিবার জন্য বলা হইতেছে যে "এই প্রকারে প্রকৃত সন্ন্যাস ব্যাখ্যা করিয়া এখন বলিতেছেন যে জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে অর্থাৎ সাধনাবস্থাতে যে কর্ম্ম করা যায়, এবং জ্ঞানোত্তর অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থায় ফলাশা ছাড়িয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি?

রামদয়াল। চিত্ত নিরোধ করাই যোগ :—সংকল্পই চিত্তবিক্ষেপের হেতু। সমস্ত ত্যাগ না করিলে যোগ হইবে না। সন্ন্যাসী, যোগী এবং গীতোক্ত কর্ম্মী সকলকেই সর্ব্ব সংকল্প ত্যাগ করিতে হয়। এখানে যোগী শব্দে দুই প্রকার যোগই লক্ষিত হইয়াছে—কর্ম্ম যোগী ও চিত্তনিরোধকারী যোগী। (রামদয়াল সংকল্প কি ব্যাপার ও কোথায় লইয়া যায় তাহার বর্ণনা দিয়াছেন)।

গোয়েঙ্কা। মমতা ও রাগদ্বেষ সংযুক্ত সাংসারিক চিন্তন্ অন্তঃকরণ বৃত্তিতে "যোগ" হয় না।

ভুপেন্দ্রনাথ। সন্ন্যাসী বর্ত্তমান অনাবশ্যক ইচ্ছা রহিত, আর যোগী ভবিষ্যতেরও ইচ্ছা রহিত। সন্ন্যাসীর মোক্ষলাভিলাষ থাকে, যোগীর তাহাও থাকে না, এই জন্য যোগী যিনি, তিনি সন্ন্যাসীও। কাম্য কর্ম্ম বা কর্ম্ম-সংকল্প ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম-ফল কামনা ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। ভক্তিমান নিষ্কাম কর্ম্মযোগী সন্ন্যাস-চিহ্ন বিস্মৃত হইলেও কামনা ত্যাগ হেতু যথার্থতঃ তিনিই সন্ন্যাসী।...যাহার প্রাণ ইড়া পিঙ্গলায় নহে (উহাতে থাকিলে ফল কামনা রহিত হয় না) কিন্তু সুষুম্না বাহিনী হইয়া সহস্রারে স্থির হইয়া গিয়াছে।

যিনি ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অতীত হইয়া শিব-শক্তির সম্মিলনে পরম শিব-স্বরূপ হইয়া গিয়াছেন—তিনিই যোগী।......ক্ষিতি, অপ্ ইত্যাদি পঞ্চতত্ত্বের অতীত যে পরমতত্ত্ব তাহাই তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন। ইহাকে বুঝিতে পারা যায় জ্ঞান হইলে, আর বিনা যোগাভ্যাসে জ্ঞান হয় না। যোগীদের দুইটি অবস্থা হয়; প্রাথমিক অবস্থায় মাঝে মাঝে সংকল্প আসিয়া স্থিরতা ভাঙ্গিয়া দেয়, সেইজন্য পুনঃ পুনঃ প্রত্যহ নিয়মিত ও অধিক ক্ষণ ধরিয়া ক্রিয়ার অভ্যাসে রত থাকাই তাহাদের "কর্ম্ম"; আর, আরুরুক্ষু পুরুষদের নিত্য সাধু-সঙ্গ, সৎ কথার আলোচনা ও ভগবৎ কথা শ্রবণ ও মননাদিতে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যোগাভ্যাসের দ্বিতীয় অবস্থা হইল যোগারূঢ় অবস্থা; সর্ব্ব-সংকল্প সন্ন্যাসী, "সর্ব্ব কর্ম্মেভ্যো নিবৃত্তি" না হইলে উহা হয় না। ঐ অবস্থা স্থায়ী করিতে হইলে "শমতাই" তখন তাহাদের সাধন হইবে। সব চিন্তা হইতে মনকে গুটাইয়া নিরাবলম্বে বা আত্মাতে স্থির করিতে হইবে।

Krishna Prem. It is not work which has to be renounced, but the সংকল্প, the formative will which seeks its own aims.

Radha Krishnan. Sanyas : it consists in the accomplishment of the necessary action without an inward striving for reward. This is true Yoga, firm control over oneself, complete self possession. Yoga=disciplined activity.

Gandhi : Compare the converse in V. 6, where Sanyas is said to be hard to attain without yoga.

মতিলাল। সন্ন্যাস ও যোগ একার্থবাচক করিয়া, নিষ্কাম কর্ম্মের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিলেন।

৬১২ **ভক্তিপ্রদীপ।** অসংন্যস্ত সঙ্কল্প কশ্চন=he who has not been able to renounce his desires.

কর্ম্মযোগের ও ধ্যানযোগের শিক্ষানবিসী অবস্থাতেই বা কি করিতে হয় ; এবং পরেই বা কি করিতে হয় ? তাহার উত্তর—

৩। আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারনমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩॥

পদচ্ছেদ। অরুরুক্ষোঃ মুনেঃ যোগং কর্ম্ম কারণং উচ্চতে, যোগারুঢ়স্য তস্য এব শমঃ কারণং উচ্চতে।

অন্বয়। যোগম্ অরুরুক্ষোঃ মুনেঃ কর্ম্ম কারণম্ উচ্চতে ; যোগারূঢ়স্য তস্য শমঃ এব কারণং উচ্চতে।

কঠিন শব্দ। যোগ=কর্ম্ম যোগ ও ধ্যান যোগ, আমরা এখনও এই শব্দে সেই তুই অথই দিব ; তুই অর্থই বেশ চলিবে। "অন্তঃকরণ শুদ্ধি-রূপ বৈরাগ্য" (মধুসূদন) আরুরুক্ষু=কর্ম্ম যোগে ও ধ্যান যোগে যিনি আরোহণ অর্থাৎ শিক্ষা পাইতে ইচ্ছুক। মুনি=মননশীল পুরুষ বা সাধক। কারণ=সাধনা। কর্ম্ম=ধ্যানযোগীর সাধনাবস্থার সাধনা কি এবং কর্ম্ম যোগীরই বা সাধনাবস্থার সাধনা কি, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল ; "শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম" (মধুসূদন)। উচ্চতে=বলা হয় ; "বেদ মুখে আমা কর্ত্তৃক কর্থাৎ ভগবান কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।" (মধুসূদন) যোগারূঢ়= কর্ম্মযোগ ও ধ্যান যোগে যিনি আরূঢ়, অর্থাৎ যিনি শিক্ষানবিশী অবস্থা পার হইয়া, রীতিমত কর্ম্মযোগী ও যানযোগী হইয়াছেন। শম=চিত্তের বিক্ষেপ-হীনতা ; 'সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস' (মধুসূদন)। (আমরা অনেকবার বলিয়াছি যে গীতার কঠিন শব্দের অর্থ এবং কঠিন স্থানগুলির স্পষ্টী করণ, গীতাতেই পাওয়া যায়, অনেক সময় খুব কাছাকাছি শ্লোকেতেই পাওয়া যায়।' ভগবান, অধ্যায়ের আরম্ভেই বলিয়াছেন, যে "অনাশ্রিভ কর্ম্মফল" করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য

করে, সে যোগী। ইহা কি কার্য্যত্যাগ করার কথা? তথাপি, শম অর্থে অনেকে কার্য্যত্যাগ অবস্থা, অনেকে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি" করিয়াছেন। কার্য্য-ত্যাগ গীতার মান্য নহে, "মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি" (২।৪৭)। তার প রনৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিতে প্রবেশ, কর্ম্মে নির্ব্বেদ আসিলে হয়: এখানে কর্ম্মে আরূঢ় থাকা অবস্থায় কি হয়, তাহা বলা হইতেছে; কর্ম্মে নির্ব্বেদের কোন কথাই আসে নাই। তার পরে তৃতীয় অধ্যায়ের গোড়াতেই ভগবান পরিষ্কারই বলিয়াছেন, "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যম্ পুরুষোঽশ্নুতে, ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধি গচ্ছতি (৩।৪)। যে যোগী (যোগারূঢ়) সে সংন্যস্ত সংকল্প, সে সর্ব্ব-সংকল্প সন্ন্যাসী;—ইহাব অর্থ কর্ম্ম ত্যাগী নহে; এখানে এবং অন্যান্য স্থানে সংন্যস্তর অর্থ স্থাপিত বা স্থিরীকৃত করিয়াছি; অন্যভাবে ব্যাখ্যায়, পরিত্যাগ অর্থও চলিবে। সংন্যস্ত সংকল্পের অর্থ "মনের বৃত্তির স্থিরতা" করিয়াছি। অসন্যস্ত সংকল্প আমরা তাহাকে বলিয়াছি যাহার মন অনবরতঃ পরিকল্পনা ফাঁদিতে থাকে, অর্থাৎ মনে সংকল্প বিকল্প চলিতে থাকে, অর্থাৎ যাহার মনের বৃত্তি স্থির হয় নাই, যাহার মন বিক্ষিপ্ত থাকে। সর্ব্বসংকল্প সন্ন্যাসী, ইহার অর্থ সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসী নহে, ইহার অর্থ যে সংকল্পবিকল্প করা ত্যাগ করিয়াছে অর্থাৎ যাহাব চিত্তবিক্ষেপহীন হইয়াছে। আমাদের মোটা-বুদ্ধিতে যাহা করা হইল, আশা করি ক্ষমা পাইব। আরুরুক্ষুর "কর্ম্ম"ই সাধন—এখানে বাহির হইতে কোনও কথা না আনিয়া কোনও অধ্যাহার না করিয়া কর্ম্মের আমরা অর্থ দিয়াছি, নিষ্কাম কর্ম্ম এবং, সেই সঙ্গে বলিয়াছি, মনের বিক্ষেপ নাশের জন্য অর্থাৎ সংন্যস্ত বা পরিত্যক্ত সংকল্প হইবার জন্য যাহা যাহা করিবার প্রয়োজন, যথা অনাশ্রিত কর্ম্ম-ফল হওয়া (৬।১,) রাগ দ্বেষ, কাম ক্রোধ, বিসর্জ্জণ দেওয়া (৪র্থ অধ্যায়), অভ্যাস ও বৈরাগ্য (৬।৩৫) ইত্যাদি। (ক) ধ্যান-যোগীর জন্য, যাহা বলা হইল, তাহার সহিত এগুলিরও প্রয়োজন—যম, নিয়ম, আসন,

প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা। অষ্টাঙ্গ যোগের সমাধিতে (বা "শমে") এইগুলির ভিতর দিয়া আসিতে হয় (৫।২৭, ২৮); (৬।১০–১৪, ১৫, ১৭, ২৪-২৬)। (খ) আর উপরে অনাশ্রিত কর্ম্মফল ইত্যাদি বাক্যে, সাধারণভাবে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত কর্ম্মযোগীর জন্য আরও কয়েকটী নির্দ্দেশ লইতে হইবে, যথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্ম্ম-যোগের উপাদান স্বরূপ যে যে বিষয়গুলি বলা হইয়াছে যথা, নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন ইত্যাদি। যেখানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলের উৎপন্ন সহজাত স্বভাব বা প্রকৃতির সহিত স্বধর্ম্মের (বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের) সংঘর্ষ বাধিবে, সেখানে পুরুষকারের দ্বারা প্রকৃতিকে বশে আনিতে হইবে। (প্রকৃতির স্বামী পুরুষ বলিয়া বোধহয়. স্বভাবকে বশে যাহার দ্বারা আনা যায়, সেই মনের বলকে পুরুষাকার বলা হইয়াছে)। যদি পুরুষকারে না কুলায়, ভগবানের শরণাগত হইতে হইবে (২।৫০, ৩।৪০, ৪২)। প্রকৃতি দমিত হইলেই, কাম বা চিত্তপ্রশান্তি আসিবে (২।৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭০)। শম অর্থে আমরা চিত্ত-বিক্ষেপ-হীনতা, অন্তরের স্থৈর্য্য (১৮।৪২) লইয়াছি; ধ্যান–যোগী ও কর্ম্মযোগী দুইয়েরই শিক্ষানবিশীর পর এই অবস্থায় থাকিতে হইবে। ইহাকেই বলা হইয়াছে সংন্যস্ত-সংকল্প সর্ব্ব-সংকল্প সন্ন্যাস; গুণাতীতত্ব অবস্থা। (৬।৭, ৮, ১৪, ১৫, ২৭ ২৯ ইত্যদি) ইহাই শান্তি নির্ব্বাণ-পরমাং। কর্ম্মের ভিতর দিয়া না গিয়া কেহ নৈষ্কর্ম্ম্যে আসিতে পাবে না। কর্ম্ম–যোগীর জন্য স্বামী বিবেকানন্দ সুন্দর কথাটি বলিয়াছেন "Intense peace in intense activity." যোগারূঢ়ের লক্ষণাদি পরে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে)।

৬। **অনুবাদ**। যে মুনি বা মননশীল পুরুষ, এইরূপ, অর্থাৎ উপরে ব্যাখ্যাত যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহার শিক্ষানবিশী অবস্থায় "কর্ম্মত্ব" (অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম) 'কারণ' অর্থাৎ সাধন বলিয়া উক্ত হয়।

যিনি এরূপ যোগে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সাধন ' শম" অর্থাৎ চিত্ত-স্থৈর্য্যে ও আনুসঙ্গিক শান্তিতে থাকা। (যোগ কি, ইহাতে আবার বিধৃত হইল)।

(এই 'শম' ইত্যাদি উপায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। (নিষ্কাম কর্ম্ম করার উপরের ধাপ শান্তিপ্রদ মনোলয় অবস্থা, ইহাই শম। শঙ্কল্প বিকল্প মনে না আসা তখন স্বভাব হইয়া পড়ে)।

শঙ্কর। মুনি=কর্ম্মফল ত্যাগী পুরুষ। শম=উপশম অর্থাৎ সকল কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া। মনুষ্য যত যত কর্ম্ম হইতে উপরত হইতে থাকে ততই, সেই পরিশ্রম রহিত জিতেন্দ্রিয় পুরুষের চিত্ত সমাহিত হইতে থাকে; এইভাবে সে শীঘ্র শীঘ্র যোগারূঢ় হইয়া যায়। ব্যাসদেবও ইহাই মহাভারতে বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণের জন্য আর অন্য কোনও ধন নাই, যেরূপ কি একতা, সমতা, সত্যতা, শীল, স্থিতি, অহিংসা, আর্জ্জব আর ঐ ক্রিয়া হইতে উপরাম হওয়া (শান্তি, ১৭৫,৩৭)।

আনন্দগিরি। কর্ম্মযোগ বহিরঙ্গ সাধন; ধ্যানযোগ অন্তরঙ্গ সাধন।

রামানুজ। আত্ম-সাক্ষাৎরূপী যোগপ্রাপ্তি করণে ইচ্ছুক মুমুক্ষু পুরুষের কর্ম্মযোগই কারণ অর্থাৎ কর্ত্তব্য কথিত হইয়াছে। সেই যখন যোগারূঢ় অর্থাৎ যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহার জন্য শম অর্থাৎ কর্ম্ম-নিবৃত্তি কারণ অর্থাৎ কর্ত্তব্য উক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে যত দিন আত্ম-সাক্ষাৎ-রূপ মোক্ষপ্রাপ্তি না হয় ততদিন কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীধর। যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণের অর্থাৎ জ্ঞানযোগ প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তাদৃশ পুরুষের কর্ম্ম, চিত্তের শুদ্ধিকারক হওয়ায় জ্ঞানযোগে আরোহণ বিষয়ে উহা কারণ বলিয়া কথিত হয়। আবার যিনি আরূঢ় হইয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞানযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সেই জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষদের পক্ষে চিত্ত-বিক্ষেপজনক কর্ম্ম হইতে বিরতিরূপী শম বা সমাধি জ্ঞানের পক্কতা

বিষয়ে কারণ বলা হয়।...'তাহা হইলে কি যাবজ্জীবন কর্ম্মযোগই অনুষ্ঠেয় ? —এশ্লোক তাহার উত্তর।

তিলক। টীকাকারেরা এই শ্লোকের অর্থের অনর্থ করিয়া দিয়াছেন। শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে যোগ=কর্ম্মযোগ অর্থ ই হইতেছে, এবং একথা সকলেরই মান্য যে উহারই সিদ্ধির জন্য প্রথমে কর্ম্মই কারণ হয়। কিন্তু "যোগারূঢ় হইবার পর উহারই জন্য শম কারণ হইয়া যায়।" ইহার অর্থ টীকাকারেরা সন্ন্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন! তাঁহারা বলেন যে, এস্থলে "শম"= কর্ম্মের উপশম, এবং যাহার যোগসিদ্ধ হইয়া যায়, তাহার কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত। কারণ তাঁহাদের মতে কর্ম্মযোগ সন্ন্যাসের অঙ্গ, অর্থাৎ পূর্ব্ব-সাধন। কিন্তু এই অর্থ সাম্প্রদায়িক আগ্রহমূলক ; ইহা ঠিক নহে। ইহার প্রথম কারণ এই যে, (১) এখন এই অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকেই ভগবান বলিয়াছেন যে, কর্ম্মফল আশ্রয় না করিয়া "কর্ত্তব্য কর্ম্ম" যে ব্যক্তি করে, সেই-ই প্রকৃত যোগী, অর্থাৎ যোগারূঢ়—কর্ম্ম যে না করে, (অক্রিয়), সে প্রকৃত যোগী নহে ; তখন ইহা স্বীকার করা সর্ব্বথা অন্যায় যে তৃতীয় শ্লোকের যোগারূঢ় ব্যক্তিকে কর্ম্মের শম করিবার জন্য বা কর্ম্ম ছাড়িবার জন্য ভগবান বলিবেন। শান্তি লাভের পর যোগারূঢ় পুরুষ কর্ম্ম করিবে না, সন্ন্যাসমার্গের এই মত ভালই হউক। কিন্তু গীতার এই মত মান্য নহে। গীতার অনেক স্থলে স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগী সিদ্ধাবস্থাতেও যাবজ্জীবন ভগবানের ন্যায় নিষ্কাম বুদ্ধিতে সকল কর্ম্ম, কেবল কর্ত্তব্য জানিয়া করিতে থাকিবে, (গীতা ২।৭১ ; ৩।৭, ১৯ ; ৪।১৯, ২১ ; ৫।৭-১২ ; ১২।১২ ; ১৮।৫৬,৫৭)। (২) দ্বিতীয় কারণ এই যে শম শব্দের অর্থ 'কর্ম্মের শম' কোথা হইতে আসিল ? গীতাতে শম শব্দ দুই চারিবার আসিয়াছে (১০।৪; ১৮।৪২) সে স্থলে এবং ব্যবহারেও; উহার অর্থ 'মনের শান্তি', তবে এই শ্লোকেই 'কর্ম্মের শান্তি' অর্থ কেন লইবে ? এই সমস্যা দূর

করিবার জন্য গীতার পৈশাচ ভাষ্যে 'যোগারূঢ়স্য তস্যৈব' ইহার তস্যৈব এই দর্শক—সর্ব্বনামের সম্বন্ধ 'যোগারূঢ়স্য' শব্দের সহিত না লাগাইয়া, 'তস্য'কে নপুংসক লিঙ্গের ষষ্ঠী বিভক্তি স্থির করিয়া অর্থ করিয়াছে যে তস্যৈব কর্ম্মণঃ শমঃ (তস্য অর্থাৎ পূর্ব্বার্দ্ধের কর্ম্মে শম)। কিন্তু এ অন্বয়ও সরল নহে। কারণ ইহা নিঃসন্দেহ যে যোগাভ্যাসকারী যে পুরুষের বর্ণনা এই পূর্ব্বার্দ্ধে করা হইয়াছে, তাহার যে অবস্থা, অভ্যাস সম্পূর্ণ হইবার পর হয়, তাহা বলিবার জন্য উত্তরার্দ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। অতএব তস্যৈব শব্দ হইতে কর্ম্মণঃ এর এই অর্থ লওয়া যাইতে পারে না; অথবা যদি লওয়াই যায়, তবে ইহার সম্বন্ধ "শম"র সহিত না জুড়িয়া, কারণ মুচ্যতে"র সঙ্গে জুড়িলে এই প্রকার অন্বয় লাগে; শমঃ যোগারূঢ়স্য তস্যৈব কর্ম্মণ্যঃ কারণ মুচ্যতে" এবং গীতার সম্পূর্ণ উপদেশ অনুসারে উহার এই অর্থও ঠিক লাগিবে যে "এখন যোগারূঢ়ের কর্ম্মেরই শম কারণ হইতেছে।" (৩) টীকাকারদিগের অর্থকে ত্যাজ্য বলিবার তৃতীয় কারণ এই যে, সন্ন্যাসমার্গ অনুসারে যোগারূঢ় পুরুষের কিছুই করিবার আবশ্যকতা থাকে না, উহার সকল কর্ম্মের শেষ শমেতেই হয়; এবং ইহা যদি সত্য হয় তবে "যোগারূঢ়ের শম কারণ হয়", এই বাক্যের 'কারণ' শব্দ, সম্পূর্ণই নিরর্থক হইয়া যায়। 'কারণ' শব্দ সর্ব্বদাই সাপেক্ষ। 'কারণ' বলিলে ইহার কোন না কোন কার্য্য অবশ্য থাকিবে এবং সন্ন্যাসমার্গ অনুসারে যোগারূঢ়ের তো কোনই 'কার্য্য' বাকী থাকে না। যদি শমকে মোক্ষের 'কারণ' অর্থাৎ সাধন বল, তবে তাহা খাপ খাইবে না। কারণ মোক্ষের সাধন জ্ঞান, শম নহে। আচ্ছা, শমকে জ্ঞানপ্রাপ্তির 'কারণ' অর্থাৎ সাধন বলিলে এই বর্ণনা যোগারূঢ় অর্থাৎ পূর্ণাবস্থাতে উপনীত পুরুষেরই ঘটে, এইজন্য তাহার জ্ঞানপ্রাপ্তি তো কর্ম্মের সাধনে পূর্ব্বেই হইয়া যায়। তবে এই শম 'কারণই' বা কাহার? সন্ন্যাসমার্গী টীকাকারদিগের নিকটে এই প্রশ্নের কোনও সমাধানবাচক উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু উহাদিগের

এই অর্থ ছাড়িয়া বিচার করিতে লাগিলে উত্তরার্দ্ধের অর্থ করণে পূর্ব্বার্দ্ধের কর্ম্ম-পদ সান্নিধ্য সামর্থ্য বলে সহজেই মনে আসে ; এবং তখন এই অর্থ নিষ্পন্ন হয় যে, যোগারূঢ় পুরুষের লোক-সংগ্রহ কারক কর্ম্ম করিবার জন্য এক্ষণে 'শম', কারণ বা সাধন হয়, কারণ যদিও তাহার কোনও স্বার্থ অবশিষ্ট থাকিয়া যায় নাই, তথাপি লোক-সংগ্রহ কারক কর্ম্ম কাহারও দূর হইতে পারে না (৩।১৭-১৯)। পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই বচন আছে (৫।১২), ইহা হইতেও এই অর্থই সিদ্ধ হয়। কারণ উহাতে শান্তির সম্বন্ধ কর্ম্ম ত্যাগে যুক্ত না করিয়া, কেবল ফলাশা ত্যাগেরই সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সে স্থলেই স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে যোগী যে কর্ম্ম-সন্ন্যাস করিবে, তাহা' মনসা' অর্থাৎ মনের দ্বাবা করিবে (৫।১৩); শরীরের দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার কর্ম্ম করাই চাই। 'আমার এই মত যে অলঙ্কার শাস্ত্রে অন্যোন্যা-লঙ্কারের সদৃশ অর্থ-চমৎকার বা সৌরস্য, শ্লোকে সাধিত হইয়াছে ; এবং পূর্ব্বার্দ্ধে 'শম' এর কারণ কর্ম্ম কখন্ হয়, তাহা বলিয়া, উত্তরার্দ্ধে ইহার বিপরীত বর্ণিত হইয়াছে যে 'কর্ম্মের কারণ শন' কখন্ হয় ; ভগবাম বলিতেছেন যে প্রথম সাধনাবস্থাতে 'কর্ম্মই শমের অর্থাৎ যোগ সিদ্ধির কারণ। ভাব এই যে যথাশক্তি নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতেই চিত্ত শান্ত হইয়া উহা দ্বারাই শেষে পূর্ণ যোগ সিদ্ধ হয়। কিন্তু যোগী যোগারূঢ় হইয়া সিদ্ধাবস্থাতে পৌছিলে পর, কর্ম্ম ও শমের উক্ত কার্য্য কারণ ভাব বদলাইয়া যায় অর্থাৎ কর্ম্ম শমের কারণ হয় না, কিন্তু শমই কর্ম্মের কাবণ হইয়া যায় অর্থাৎ যোগারূঢ় পুরুষ নিজের সমস্ত কার্য্য এক্ষণে বুঝিয়া ফলের আশা না রখিয়া শান্ত চিত্তে করিয়া যান। 'সার কথা' এই শ্লোকের ভাবার্থ ইহা নহে যে সিদ্ধাবস্থাতে কর্ম্ম দূর হয় : গীতার কথা 'এই যে সাধনাবস্থাতে 'কর্ম্ম' ও শম' দুয়ের মধ্যে যে কার্য্য কারণ ভাব হয়. কেবল তাহাই সিদ্ধাবস্থায় বদলাইয়া যায়। গীতাব কোথাও উক্ত হয় নাই যে কর্ম্ম যোগীর শেষে কর্ম্ম

ছাড়িয়া দিতে হইবে, এবং এরূপ বলিবার উদ্দেশ্যও নাই। অতএব অবসর লইয়া কোন প্রকারে গীতার মধ্যস্থিত কোন শ্লোকেরই সন্ন্যাস মূলক অর্থ, লাগানো উচিত নহে। আজকাল গীতা অনেকের দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে তাহার কারণ ত ইহাই।

সমন্বয় গীতা। যোগারূঢ়াবস্থায় সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মের নিবৃত্তি এ অর্থ যুক্তিযুক্ত নহে; সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের মতের বিরোধী।

সন্তদাস। সাধক অবস্থায় নিষ্কাম ভাবে বিহিত কর্ম্ম করা। আরূঢ় হইলে নিষ্কাম কর্ম্ম-চেষ্টা রূপ সাধনের আর আবশ্যকতা থাকে না। তিনি স্বভাবতঃ কর্ম্মও কর্ম্মফলে অনাসক্ত অবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম সংকল্প পরিত্যাগ করেন; কর্ম্ম-সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্ম সাধনে রত হন। চিত্তের বিক্ষেপ-শূন্য সমাধিতে স্থিতিই কারণ বলিয়া উক্ত তখন হয়।

রামদয়াল। সমত্ব-চিত্তত্বই যোগ, ইহাই ধ্যান। সিদ্ধি, অসিদ্ধিতে সমান, এই নিশ্চল অবস্থার নাম সমাধি, ইহাই ধ্যানযোগ (২।৪৩)। (হামদয়লে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন)। যাঁহারা ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, আরুরুক্ষ, তাঁহাদের সাধনা, কর্ম্ম। যাঁহারা যোগারূঢ় হইয়াছেন তাঁহাদের সাধনা শম=উপশম, অর্থাৎ পূর্ণ-মাত্রায় কর্ম্ম-সন্ন্যাস। এই সদেব বাসনা ত্যাগ বা শমের দুই অঙ্গ। (১) স্থায়ী বৈরাগ্য, "সংকল্প প্রভবান্ কামান্ সত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ, (২) স্থায়ী অভ্যাস, "আত্ম সংস্থং মনঃকৃত্বা কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ"।...ধ্যানযোগই গীতার মুখ্য যোগ।

কৃষ্ণানন্দ। অন্তঃকরণ শুদ্ধিজনিত বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্যের নাম যোগ। বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হইলে সাধু যোগারূঢ় হন। যোগারূঢ় হইয়া জ্ঞান নিষ্ঠায় পরিপক্ক হইলে তাঁহার আর কর্ম্ম করিতে হয়

না ; কিন্তু যাহাদের বৈরাগ্যের উদয় হয় না, তাঁহাদের যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়।

অরবিন্দ। ধর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে, কোন্ ক্রম অনুসারে? প্রথমে যোগ-শৈলে আরোহণের সময় কর্ম্ম করিতে হইবে, কারণ তখন কর্ম্মই কারণ। কিসের কারণ? আত্মশুদ্ধির, মুক্তির, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের কারণ।...কিন্তু যখন কেহ শিখরে উঠিয়াছেন? তখন আর কর্ম্ম কারণ নহে। কর্ম্মের দ্বারা আত্মজয় এবং আত্মোপলব্ধির যে শান্তি লাভ করা যায়, তখন তাহাই হয় কারণ। আবার কিসের কারণ? আত্মাতে ব্রহ্মচৈতন্য অবিচল প্রতিষ্ঠার কারণ, যে পূর্ণ সমতায় মুক্ত মানবের দিব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদিত হয় তাহার কারণ। শম=Calm of self mastery and self possession gained by works.

Radhakrishnan. সিদ্ধাবস্থায় we act, not for gaining any end, but out of our anchorage in God-consciousness, শম does not mean cessation of work. It means serenity. Through work, we struggle to obtain self control; when self control is attained, we obtain peace. It does not follow that we then abandon all action. For. In VI—I, it is stated that the true yogin is one who performs work, and not one who renounces it. শম does not mean the cessation of Karma. It can not be the cause (Karana) of wisdom, for the perfected sage has already attained wisdom. A yogin performs actions with a perfect equanimity.

Telang. শম=tranquility (is said to be a means).

Gandhi. শম=Repose. Toil, unsevered from tranquility. In Lao Tze's language 'to teach without words and to be useful without action. He who has achieved even-mindedness will easily achieve Self-realisation...শম is opposed to অশম of XIV–12, which is restlessness, or toil without tranqnility.

Krishna-Prem. When the disciple is firmly established in the Path that the serenity of meditation can be a means of further advance. Forcibly opening of a bud will not produce a blossom.

গিরীন্দ্রশেখর। গীতার আরুরুক্ষ ও যোগারূঢ় এই তুইটি শব্দ পারিভাষিক, অর্থ নিম্ন ও উচ্চাধিকারী সাধক। যোগারূঢ় মানে যোগসিদ্ধ নহে; সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তির চেষ্টা আছে, কিন্তু তিনি পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নাই। গীতায় যোগসিদ্ধকে যুক্ত বলা হইয়াছে। পাতঞ্জল সূত্রে আরুরুক্ষুর সাধনা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি (যো, সূ, ২।৯) অর্থাৎ প্রধানতঃ কর্ম্মময়; তাই গীতায় বলা হইয়াছে, আরুরুক্ষুর কর্ম্মই সাধনা। যুঞ্জান্ সাধকের (পাঃ সূঃ ২।১) মধ্যমাধিকারীর সাধনাও ক্রিয়া; অর্থাৎ তপঃ, অধ্যয়ন, ঈশ্বর প্রণিধান। গীতায় আরুরুক্ষু শব্দে এই তুই প্রকারই সাধক বুঝাইতেছে। যোগারূঢ়ের সাধনা পাতঞ্জল সূত্রের প্রথম পাদের ১২ হইতে ১৬ সূত্রে, যথা অভ্যাস ও বৈরাগ্যাদি দ্বারা সমুদয় চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ হয়। চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য যত্নের নাম অভ্যাস; বহুকালে অভ্যাস দৃঢ় হয়। দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে নিস্পৃহতার নাম বশীকার বৈরাগ্য। ইহা হইতে পরাবৈরাগ্য বা প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে; ইহাই যোগের অসাধারণ উপকরণ। পাতঞ্জল শাস্ত্রে ১।৩৩ হইতে ১।৩৯ চিত্তস্থৈর্য্যের উপায়

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা (পরের সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপে যথাক্রমে সুখী, দয়ালু, আনন্দিত ও উদাসীন হইবার চেষ্টা)। প্রাণায়াম শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে ধারণা ও ধ্যান দ্বারা অতীন্দ্রিয় বিষয়ানুভূতির চেষ্টা, ধ্যান দ্বারা বিশোকা বা জ্যোতিস্মতী নামক শান্তিপূর্ণ, আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্তির চেষ্টা, বৈরাগ্যযুক্ত অপর ব্যক্তির মানসিক অবস্থা কল্পনা ও ধ্যান, স্বপ্নাবস্থায় বা নিদ্রাবস্থায় ধ্যান, অথবা যে কোনও প্রিয়বস্তুর ধ্যান, এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য হয়। চিত্তস্থৈর্য্যই যোগারূঢ়ের সাধনা; এজন্য গীতায় শম নামক মনের স্থিরতাকে যোগারূঢ়ের সাধনা বলা হইয়াছে। শম মানে উপশম বা কর্ম্ম-নিবৃত্তি বা যোগসিদ্ধি নহে।...যোগারূঢ় অবস্থা; সিদ্ধাবস্থায় বা যুক্তাবস্থায় পৌছিবার সোপান মাত্র: এ অবস্থায় পৌঁছিয়াও সাধনার আবশ্যক; সেইজন্য পরবর্ত্তী শ্লোক।

ব্যোমব্রহ্ম। যোগমার্গে উন্নতিকামী মুনির উন্নতির কারণ কর্ম্ম; যোগে আরূঢ় ব্যক্তির একাগ্রতা লাভের কারণ হইল কর্ম্মত্যাগ। শম—কাম্য কর্ম্ম ও ফলাশা ত্যাগ।

ভুপেন্দ্রনাথ। যখন এইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে—যাহা হবার তাহাই হোক—কিছু ফল প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ মনে আনন্দ হইলে—তখন কর্ম্ম করিয়া চলেন, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া। তাহার নাম যোগারূঢ়। মন স্থির হইয়া মৌন হইলেই মুনি হয়। আরুরুক্ষুর আজ্ঞাচক্রে তখনও স্থিতি হয় নাই। ক্রিয়া করিতে করিতে ইহা হইয়া পড়ে, প্রাণে স্থিরতা আসে, অন্তরেন্দ্রির মনে সমতা আসিয়া যায়। এই শম ভাব প্রাপ্ত বিক্ষেপহীন মনে, আর তখন কোনও বৃত্তির উদয় হয় না। ইহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা—"সমাধাবচলা বুদ্ধি" এই অবস্থা পরিপাক প্রাপ্ত হইলেই যোগারূঢ় বা জ্ঞানযোগের অবস্থা।..."শম" অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় মনের সম্পূর্ণ বিক্ষেপ নিরোধ হওয়া আবশ্যক।

বিত্থানন্দ। যোগে আরূঢ় হইবার সাধন কর্ম্ম, আর যোগারূঢ়ের সাধন, অর্থাৎ সব সঙ্কল্পিত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া।

মহানামব্রত। কর্তৃত্বাভিমানও একটি কামনা, ফলাকাঙ্ক্ষাও একটি কামনা; আর এই কামনার মূলে আছে সঙ্কল্প; সঙ্কল্প প্রভবান্ কামান্ (৬।২৪)।...যিনি ধ্যানমার্গে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনি কামনাহীন হইয়া করিবেন; আর যিনি উর্দ্ধ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি সঙ্কল্পশূন্যতাবশতঃ শান্ত হইয়া যাইবেন (৬।৩।৫)।

ভক্তিপ্রদীপ। আরুরুক্ষোঃ মুনে যোগন্=for the yogin who is aspirant after Jnana-yoga কারণম্ উচ্যতে=is safd to be the means. শম=refraining from all Karmas.

(৪) সাধক কথন্ যোগারূঢ় কথিত হন?

(৪) যদাহি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্প সংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪

পদচ্ছেদ। যদা হি ন ইন্দ্রিয় অর্থেষু ন কর্ম্মষু অনুধজ্জতে, সর্ব্ব সংকল্প সংন্যাসী যোগ আরূঢ় তদা উচ্যতে।

অন্বয়। যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেমু কর্ম্মসু ন অনুথজ্জতে, সর্ব্ব সংকল্পসংন্যাসী তদা যোগারূঢ় উচ্যতে। (অনুষজ্যতে পাঠান্তর)

কঠিন শব্দ। ইন্দ্রিয়ার্থেষু=ইন্দ্রিয়দিগের শব্দাদি বিষয় সকলে। কর্ম্মসু=কর্ম্ম সমূহে, "নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম সকলে" (মধুসূদন)। ন অনুষজ্জতে=আসক্ত হন না; "তিনি সেই সমস্ত বিষয়ের মিথ্যাত্ব দর্শন কবিয়াছেন বলিয়া এবং আত্মার অকর্তৃত্ব, অভোক্তৃত্ব পরমানন্দ ও অদ্বিতীয় যে স্বরূপ তাহা তিনি দর্শন করিয়াছেন বলিয়া "আমি ইহাদের কর্ত্তা, এইগুলি আমার ভোগ্য" এই প্রকার অভিনিবেশ (অভিমান) রূপ যে অনুষঙ্গ তাহা তিনি করেন না, কেন না তাহাতে তাঁহার কোনও

প্রয়োজন নাই" (মধুসূদন)। হি=যেহেতু। সর্ব্ব-সংকল্প-সংন্যাসী= সর্ব্বপ্রকার পরিকল্পনাত্মক অর্থাৎ সংকল্প-বিকল্পাত্মক চিত্তবৃত্তির যিনি সংন্যাস, অর্থাৎ ত্যাগ করিয়াছেন। "ইহা আমার করিতে হইবে, ইহার ফল আমায় ভোগ করিতে হইবে," ইত্যাদি রূপ মনোবৃত্তির বিশেষে, এবং সেই সংকল্পের বিষয় যে কামনা ও তাহাদের সাধনস্বরূপ কর্ম্ম-ত্যাগ, যাঁহার স্বভাব হইয়া গিয়াছে।" (মধুসূদন)।

অনুবাদ। যখন, না রূপরসাদির দিকে (যে রূপ-রস-ভোগ ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজনে আসে), আর, না ভোগ সাধন কর্ম্মাদির দিকে, আসক্তি থাকে, তখন, এইভাবে অবস্থিত, সর্ব্ব-সঙ্কল্প-সন্ন্যাসী পুরুষ যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন। (ইহাতে, যোগ কি, আবার বলা হইল; এইগুলি যতদিনে না হয় ততদিন যোগারূঢ় নাম পাওয়া হয় না। মনোলয়ই যোগ, যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ। এইরূপ মন, কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে করিতে হয়।

সর্ব্বসঙ্কল্প সন্ন্যাস, ইহাই ঔপনিষদিক "আনন্দের" ভিতরের কথা; ইহাই পাই আমরা ২।৫৫; ৩।১৭, ১৮, ২২ ও আরও বহু শ্লোকে।

শ্রীধর। ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ্য শব্দাদি ও তাহার উপায় স্বরূপ কর্ম্মে আসক্তি না করেন, ও ঐ সমস্ত ভোগ বিষয়ক ও কর্ম্ম বিষয়ক বাসনা পরিত্যাগ করিতে যখন তাঁহার স্বভাব দৃঢ় হয় ইত্যাদি।

শঙ্কর। কর্ম্ম=নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে, কোনও প্রয়োজন নাই দেখিয়া আসক্ত হয় না; সর্ব্ব-সংকল্প ত্যাগী, ইহার আশয় এই যে, সকল কামনা ও সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া উচিত কারণ ইহাদের মূল, সংকল্প (মনু ২।৩; মহাভা শান্তি ২৭৭।২৫ বৃ০ উ০ ৪।১।৫; মনু ২।৪); সুতরাং সর্ব্ব-সংকল্প সন্ন্যাসী' বাক্যে, ভগবান সমস্ত কামনা ও সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করাইতেছেন।

রামানুজ। যখন সেই যোগী কেবল আত্মানুভব-স্বভাবের হইয়া যাওয়ার জন্য, প্রাকৃত বিষয়ে আসক্তি রাখে না, ইত্যাদি। সেই জন্য আরুরুক্ষু পুরুষের বিষয়ানুভব করিবার সম্ভাবনা হওয়ার কারণ তাহার জন্য ঐ বিষয় সমূহে অনাসক্ত থাকিবার অভ্যাসরূপ যে কর্ম্মযোগ, তাহাই যোগারূঢ়তার প্রাপ্তির উপায়।

তিলক। সংকল্পের সন্ন্যাস দ্বিতীয় শ্লোকে যে অর্থে লওয়া হইয়াছে সেই অর্থে এখানেও লওয়া হইল ; কাম্যবুদ্ধি রূপ ফলাশার (প্রত্যক্ষ কর্ম্মের নহে) সন্ন্যাস করা।

গোয়েন্কা। সংকল্প=মমতা, আসক্তি ও দ্বেষ পূর্ব্বক সাংসারিক বিষয়ের চিন্তন।

ভূপেন্দ্রনাথ। মাত্র কর্ম্ম ত্যাগেই বাসনা যায় না, সর্ব্ব সংকল্প ত্যাগেই বাসনা মিটে, এবং কর্ম্মও মিটিয়া যায়।... যোগাভ্যাস ব্যতীত আত্মদর্শন অসম্ভব। তরঙ্গের নৃত্য থামিলেই যেমন তরঙ্গও থামিয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণাপানের গতিরুদ্ধ হইলেই নটরাজ ভগবানের নৃত্য ও তৎসহ অনন্ত অঙ্গভঙ্গী বা চাঞ্চল্যও থামিয়া যায়। প্রাণায়াম অভ্যাসকারীর প্রাণস্পন্দন তিরোহিত হয়, তৎসহ চিত্তের স্পন্দনও থামিয়া যায়, বাসনা সংকল্পও জাগিযা উঠে না, বাসনা নির্ব্বাপিত হইলেই যে সর্ব্বসংকল্পহীন নিরোধ অবস্থা আসে, তাহাই ধ্যানাবস্থা। এই ধ্যানাবস্থার প্রগাঢ় ভাবের নামই সমাধি।

Modi. সর্ব্ব সংকল্প সন্ন্যাসী=শম।

Radhakrishnan. One who has renounced all purposes, has given up likes and dislikes etc., All desires are born of সংকল্প (মনু, মহাভারত)। The freed soul works without the egoistic will of which desires are born.

Krishna Prem. Only he may be said to be established in the Path who feels no more attachments.

পরমহংসদেব বলিতেন, কামনা বাসনা রূপ ইন্দুরের গর্ত্ত দিয়া, আমাদের সাধনার সব জল, অ-স্থানে চলে যায়, ক্ষেত্রে আর যায় না।

মহানামব্রত। সংন্যস্ত সংকল্প যিনি নহেন, তিনি কর্ম্মযোগীও নহেন, সন্ন্যাসীও নহেন। কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মযোগী হয় না, কর্ম্ম ছাড়িলেই সন্ন্যাসী হয় না। যোগাভ্যাস করিলেই যোগারূঢ় হয় না। কর্ম্মের সংকল্প ত্যাগই কর্ম্মযোগী, সংকল্প ত্যাগই সন্ন্যাসী, সর্ব্বসংকল্প সন্ন্যাসীই যোগারূঢ় (৬।২,৪)।

ভক্তিপ্রদীপ। ন অনুসজ্জতে=has no attachment সর্ব্ব সংকল্প সন্ন্যাসী=has totally abandoned all desires for the fruits thereof যোগারূঢ়=adopt in yoga.

(৫) ধ্যান যোগে মনই সব। শুধু ধ্যান যোগে কেন, সকল সময়ই মনের কিরূপ গুরুত্ব তাহা শোন :—

(৫) উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ;
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫॥

পদচ্ছেদ। উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানং ন আত্মানং অবসাদয়েৎ, আত্মা এব হি আত্মনঃ বন্ধুঃ আত্মা এব রিপুঃ আত্মনঃ।

অন্বয়। আত্মনা আত্মানং উদ্ধরেৎ, আত্মানং ন অবসাদয়েৎ, হি আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধু, আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ।

কঠিন শব্দ। এই শ্লোকে এবং পরের শ্লোকে "আত্মা" শব্দ এরূপ বহু ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, যে, শ্লোক দুটিকে প্রহেলিকা করিয়া দিয়াছে, ইহা দৃষ্ট হইবে। গীতার কঠিন শ্লোকগুলির অর্থ, গীতাতেই কাছাকাছি স্থানে পাওয়া যায়, তাহা মনে রাখিতে হইবে, এবং ধারা ঠিক রাখিতে প্রসঙ্গ বা প্রকরণকে ভুলিলে চলিবে না, ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। আমরা এ দুটি কথা মনে রাখিয়া আমাদের মনে যে অর্থ আসিয়াছে নিম্নে তাহা

দিলাম। সুধীজনেরা ক্ষমা করিবেন। এ অধ্যায় ধ্যান যোগ, এবং প্রসঙ্গ মনকে শমে রাখা. অর্থাৎ সঙ্কল্প বিকল্পে স্পৃষ্ট হইতে না দেওয়া। ইহাকেই বলে মনকে একাগ্র ও নিরোধ করা।

আত্মনা আত্মানং উদ্ধরেৎ=পরমাত্মার দ্বারা অর্থাৎ পরমাত্মা সমাহিত হইয়া মনকে নিম্নস্থিতি হইতে উদ্ধার করিবে, মনকে চঞ্চল অবস্থা হইতে একাগ্র ও নিরোধ অবস্থায় আনিবে (মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত-আসীত মৎপরঃ ৬।১৪ ২০, ২৫, ২৬ ও প্রায় সমস্ত অধ্যায়; ৩।৪২, ৪৩)। অথবা, আত্মনা অর্থাৎ নিজের দ্বারা, অর্থাৎ নিজের পুরুষকার দ্বারা, স্বয়ং কৃত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা (৬।৩৪), মনকে চঞ্চল অবস্থা হইতে, একাগ্র ও নিরোধ অবস্থায় আনিবে। উপনিষদে আত্মা শব্দের এক অর্থ পরমাত্মা ; পরমাত্মা বলিয়া পুরাতন উপনিষদে বিশেষ কোন শব্দ নাই। গীতায় আত্মা=পরমাত্মা, জীবাত্মা, বুদ্ধি, মন, ইত্যাদি। ন আত্মানং অবসাদয়েৎ =মনকে অবসাদগ্রস্ত করিবে না অর্থাৎ মনকে বিক্ষিপ্ত হইতে দিয়া তাহাকে শক্তিহীন করিবে না। (২;৪১, "লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে, জানিনা কখন ডুবে যাবে কোন্, অকূল গরল পাথারে" (রজনী সেন)। আত্মৈব হি আত্মনঃ বন্ধু আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ যেহেতু মনই নিজের বন্ধু, মনই নিজের শত্রু হয়, অর্থাৎ মনই মানুষের উপকার করে, মনই মানুষের অপকার করে, মানুষকে মনই দেবতা করে, মানুষকে মনই পশু করে মনই মানুষকে স্বর্গে লইয়া যায় ও মনই মানুষকে নরকে লইয়া যায়। ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। পুরুষকার প্রয়োগে যত্নশীল থাকিলে, ভগবান সাহায্য করেন। হি=যেহেতু।

অনুবাদ। নিজের দ্বারা (অর্থাৎ অভ্যাস বৈরাগ্য ও পুরুষকার দ্বারা), নিজেকে অর্থাৎ নিজের মনকে, চিত্ত চাঞ্চল্য পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার করিবে। মনকে দুঃখময় নিরুত্তম পরিস্থিতিতে ফেলিবে না।

[অথবা, জ্ঞানপ্রাপ্ত মনের দ্বারা জীবাত্মাকে, অনাত্মায় তদাত্মকত্ব ভাবে থাকা হইতে উদ্ধার করিবে ; তাহাকে উত্তমহীন ভাবে সেই তদাত্মকত্বে রাখিবে না। অথবা, পরমাত্মার কৃপা সাহায্যে জীবাত্মাকে বা এই মনকে, ইত্যাদি)। যে হেতু মনই নিজের বন্ধু, মনই নিজের শত্রু। (মহাভা ৬৫।৩৮।৬৫ । দিব্য জীবন পাইবার পথে সহায় ও অন্তরায় উভয়ই আমাদের মন। মনই বন্ধন আনে, মনই মোক্ষ প্রদান করে। মৈত্রায়নী উপনিষদে আছে, মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ, বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম। "কারও দোষ নয় মা শ্যামা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি"।

এই শ্লোকগুলিতে, আত্মা শব্দ নানা অর্থে আসিয়াছে। মনকে বিস্তৃত করিয়া অন্তঃকরণ ভাবে ধরিলে, অর্থাৎ ইহা মনোময় কোশ, বিজ্ঞানময় কোশ, ইত্যাদি দ্বারা গঠিত, ও ইহাতে সঙ্কল্পাত্মক মন, নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি, চিত্ত বা স্মৃতি, ও অহঙ্কার, এবং ঐ মন ও বুদ্ধিতে lower and higher mind, lower and higher বুদ্ধি রহিয়াছে ধরিলে, বুঝিবার কিছু সুবিধা হয়তো হইবে। ঐ গুলি ত্রিগুণাত্মক তবে higher বুদ্ধি আত্মার অতি নিকটে থাকায়, ইহা সাত্বিক গুণ সমৃদ্ধ হয়। ইহাতেই থাকে বিবেক ও পুরুষকার, ইহাতেই থাকে Lower মনকে সংযমিত করিবার ক্ষমতা। আমাদের নিজেদের ভিতরই শক্তি রহিয়াছে নিজেদের উদ্ধার করিতে। এই ভাবের কথাই আমরা পাই ৩।৪২, ৪৩, শ্লোকে। (মহাভা ৩।৩৪।৫৩) (সুধীজনেরা আমাদের ব্যাখ্যার ভুল-ভ্রান্তি যেন ক্ষমা করেন)।

Telang. A man should elevate his self (by means of a mind possessed of true discrimination) He should not debase his self.

মধুসূদন। এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মানং অর্থাৎ নিজেকে অর্থাৎ সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন জীবকে, আত্মনা অর্থাৎ বিবেক যুক্ত মনের দ্বারা, তাহা হইতে উদ্ধৃত করা উচিত, যেহেতু আত্মৈব আত্মনো বন্ধুঃ অর্থাৎ নিজেকে সংসার রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে একমাত্র নিজেই সমর্থ, অন্য কেহ নহে ; ইহার কারণ এই যে লৌকিক যে বন্ধু সেও বন্ধনেরই হেতু কেন না সে স্নেহানুবন্ধ জন্মাইয়া থাকে অর্থাৎ স্নেহাদিও অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া যাহাকে আমার বন্ধন মোচক বন্ধু বলিব, সেই ব্যক্তিই স্নেহরূপ বন্ধন জন্মইয়া আমার বন্ধেরই কারণ হইয়া থাকে। আর, আত্মৈব আত্মনঃ রিপুঃ অর্থাৎ নিজেই, অন্য কেহ নহে, নিজের শত্রু ; গুটীপোকা যেমন নিজ জালে নিজেই জড়িত হইয়া, নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হয় বলিয়া আপনিই আপনার শত্রু হইয়া থাকে, সেইরূপ বিষয়রূপ কারাগারে জীব নিজেকে প্রবিষ্ট করায় বলিয়া নিজেই নিজের শত্রু, বাহ্য শত্রু যে, সেও আত্ম-প্রযুক্ত— অর্থাৎ স্বভাবতঃ জন্ম হইতেই কাহারও সহিত শত্রুতা নাই বলিয়া কেহ শত্রু নহে, কিন্তু নিজ আচার ব্যবহারেই অপরের সহিত শত্রুতা জন্মিয়া থাকে, এই জন্য "এব" শব্দের দ্বারা যে অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয় নির্দ্দেশ, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।

শঙ্কর। সংসার সাগরে নিমগ্ন নিজেকে আত্ম-বল দ্বারা উচ্চে তুলিতে হইবে, অর্থাৎ যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত করাইতে হইবে।..... আপনিই আপনার বন্ধু, সংসার হইতে মুক্ত করিবার আর কেহ নাই। সাংসারিক বন্ধু বস্তুতঃ মোক্ষের বিরোধী। আপনিই আপনার শত্রু, কারণ বাহিরের শত্রুতো নিজেরই কৃত হয়।

রামানুজ। "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ, বন্ধায় বিষয়াসক্ত মুক্তৈ নির্ব্বিষয় মনঃ (বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।১৮)। বিষয় হইতে টানিয়া আনিয়া মনকে যে জিতিয়া লইয়াছে মন তাহার বন্ধু হয়। যে জিতিতে পারে নাই ইত্যাদি।

শ্রীধর। বিচার বুদ্ধির দ্বারা মনকে সংসার হইতে উদ্ধার, অর্থাৎ অনাসক্ত করিবে ;...আসক্তিহীন মনই নিজের বন্ধু, আসক্তিযুক্ত মনই অপকারক।

রামদয়াল। ঐ যে অনেকে পরের ঘাড়ে দোষ দেয়, "ঐ লোকটা আমায় নষ্ট করিল, ঐ লোকটা ইষ্ট করিল" ইহা কথার কথা মাত্র।

তিলক। মানুষ নিজের উদ্ধার নিজে করিবে ; প্রত্যেকে স্বয়ং নিজের বন্ধু, স্বয়ংই নিজের শত্রু। (মহাভারত ৫।৩৪।৬০)।

ভূপেন্দ্রনাথ। সাধনা করিলে প্রাণের গতি ইড়া পিংগলা হইতে সুষুম্নায় প্রবাহিত হয়, তখন মূলাধারাদি পঞ্চচক্র ভেদ করিয়া মন আজ্ঞা চক্রে আসিয়া স্থির হয়, ইহারই নাম আত্মার উদ্ধার বা উর্দ্ধে উন্নয়ন। আজ্ঞচক্রের নিম্নে থাকিলেই মন বিষয়ের টানে পড়ে তাই তাহাকে অধোদেশে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের নিম্নে আনিতে নিষেধ করা হইতেছে। মালার মত চক্রে চক্রে মনকে ও শ্বাসকে ফিরাইতে পারিলেই কাম-সংকল্প নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। মনের উৎপত্তি প্রাণ হইতে, প্রাণ চঞ্চল হইলে মনকে রিষয়মুখী করে। প্রাণায়ামাদির দ্বায়া মনকে স্থির করিলে আত্মসাগরের বুদ্‌বুদ্ মন আত্মাতে নিমগ্ন হইয়া যাইবে।

Gandhi—Self alone is the friend of self.

Radhakrishnan--The Self alone is the friend of the self. The Gita asks us to raise the self by Self (পরমাত্মা)। The cards in the game of life are given to us ; we do not select them. They are traced to our past কর্ম্ম ; but we can call as we please, lead what suits me well, and as we play we gain or lose. And there is freedom. If our personal self offers itself to the Universal Self. then the

latter becomes the guide and teacher. Every one of us has the freedom to rise or fall, and our future is in our own hands.

Krishna Prem. If the self is in harmony with the self etc.

Dhamma Pada. The Self is the Lord of the self, The Self is the goal of the self.

পরমহংসদেব বলিতেন করুণার বাতাস তো সর্ব্বদাই বইছে, তুই পাল তুলে দে।

মতিলাল। আত্মনা=by a mind which is absolutely free form mundane affinities. আত্মানম্=a Jiva. ন অবসাদয়েৎ must not be sunk down. আত্মনা এব=the mind (under different circumstances). আত্মানঃ হি বন্ধু=is friend to yogi.

সমন্বয় গীতা। সংসার সাগরে নিজেকে নিমগ্ন বরিবে না······ যে ব্যক্তি সংসারে মগ্ন হইয়া থাকে, সে আপনার শত্রু।

(৬) এই মন সম্বন্ধে আরও শোন। অন্বর ব্যতিরেকে বলা যাউক।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ।৬।

পদচ্ছেদ। বন্ধুঃ আত্মা আত্মনঃ তস্য যেন আত্মা এব আত্মনা জিতঃ অনাত্মনঃ তু শত্রুত্বে বর্ত্তেত, আত্মা এব শত্রুবৎ।

অন্বয়। আত্মনঃ, তস্য আত্মা বন্ধুঃ, আত্মনা এব যেন আত্মা জিতঃ তু অনাত্মনঃ আত্মা এব শত্রুত্বে শত্রুবৎ বর্ত্তেত।

(আত্মার দ্বারা আত্মার উদ্ধার ইত্যাদির অর্থ স্পষ্টভাবে যদি না ব্যাখ্যা করা হয়। তাহা হইলে উহারা প্রহেলিকাই থাকিয়া যায়।

আত্মা নিজের বন্ধু বা আত্মা আত্মার বন্ধু ইত্যাদি বাক্য সমূহ অনেকটা রূপক বাক্য ; নীচে এইগুলিকে সেইজন্য আমরা সরল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। চাই পুরুষকার বা তাহাতেও যদি কিছু না হয়, তাহা হইলে চাই শরণাগতি, ও তদ্দ্বারা এই মনের নিরোধ, মনকে ইন্দ্রিয়ের পিছনে দৌড়িতে না দেওয়া)। (২।৬৭)

কঠিন শব্দ। আত্মনঃ তস্য আত্মা বন্ধু এখানে আমরা অর্থ করিলাম আত্মনঃ = স-মন অর্থৎ নিজস্ব মন যাহার, অর্থাৎ মন বশে আছে যাহার, আমরা এই পংক্তিব "আত্মনঃ" এবং পরের পংক্তির "অনাত্মনঃ" এই দুইটির অর্থের ভিতর সংগতি রাখিতে প্রথমটির অর্থ "স-মন" (অর্থাৎ মন বশীভূত যাহার, তাহার) এবং দ্বিতীয়টির অর্থ "অ-মন" অর্থাৎ মন বশীভূত নহে যাহার, তাহার) করিলাম। ইহাতে অর্থ হইল, আত্মনঃ, তস্য আত্মা বস্ত = মন বশীভূত যাহাব, মন তাহার বন্ধু হয়, তাহার অপকার করিতে সাহস করে না বরং উপকার করিতে থাকে। মন বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়াদিও বশীভূত হইয়া পড়ে ; যে জিতাত্মন, সে জিতেন্দ্রিয় ও। আত্মনঃ = "এই লোকের" এ অর্থ লইলে অনাত্মনঃ শব্দের অর্থ ঠিক হয় না। যেন আত্মা এব আত্মনাজিতঃ = আত্মা এব যেন আত্মনাজিত অর্থাৎ মন, পরমাত্মা বা নিজ পুরুষকার সাহায্যেই জিত বা বশীভূত হয় ; (এই কথা পূর্ব্ব শ্লোকেও কথিত হইয়াছে—মনকে বশীভূত করিতে, হয় পরমাত্মার সাহয্য চাই (২।৫৯ ৩।৪৩), বা পুরুষকার চাই। তু, অনাত্মনঃ আত্মা এব শত্রুত্বে বর্ত্তেত = কিন্তু, অ–মন অর্থাৎ মন বশে নাই যাহার তাহার মনই শত্রুতা করিতে শত্রুবৎ প্রবর্ত্তিত হয় (এই অধ্যায়ের কেন্দ্রীয় কথা মন, জীবাত্মা নহে, ইন্দ্রিয়ও নহে ; মন বশীভূত হইলে ই্ন্দ্রিয় বশীভূত হইয়া যায়)। লয়–বিক্ষেপ রহিতং মনঃকৃত্বা সুনিশ্চলং, এতজ জ্ঞানম্ চ মোক্ষম্ চ শেষাস্ত গ্রন্থ বিস্তরাঃ। চিত্তই সংসার (পঞ্চদশী)। মৈত্রায়নী উপঃ ৪।২১।

অনুবাদ। আত্মনঃ অর্থাৎ অনাত্মায় তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হয় নাই যে জীবাত্মা তাহার জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা বশীকৃত মন, সুহৃদ হয়। অনাত্মনঃ অর্থাৎ অনাত্মায় তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত যে জীবাত্মা, তাহার মন জিত না হওয়ায় শত্রুভাবে শত্রুত্বে থাকে।

(এই দুই পংক্তিতে একবার অন্বয় ও একবার ব্যতিরেক ভাবে মনের শক্তি বর্ণিত হইয়াছে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। কৃপা না হইলে কিছুই হয় না সত্য, কিন্তু প্রথমে দেখানো চাই তুমি কৃপার যোগ্য। প্রথমে পুরুষকার চাই। (গীতা ১২।২৪ ৩।৪২, ৪৩)।

মধুসূদন। এইরূপ ব্যাখ্যাদি দিয়াছেন :—"আত্মনা এব আত্মানং জিতঃ = বিবেকযুক্ত মনের দ্বারাই, (কিন্তু শস্ত্রাদি দ্বারায় নহে), আত্মাকে অর্থাৎ কার্য্যকারণসংঘাতরূপ দেহেন্দ্রিয়দিগকে যিনি জয় করিয়াছেন, তস্য আত্মা আত্মনঃ বন্ধুঃ অর্থাৎ তাঁহার আত্মা অর্থাৎ নিজ স্বরূপ নিজের বন্ধু কারণ তাহার দেহেন্দ্রিয়াদি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না বলিয়া তাহারা তাঁহার নিজেদের হিত সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি অনাত্মা অর্থাৎ অজিতাত্মা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিতে পারে নাই, তাহার আত্মাই নিজের শত্রু ভাবে বর্ত্তমান থাকে, কারণ বহিঃশত্রু যেমন অনিষ্ট সাধন করে, সেইরূপ স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি দ্বারা নিজেই নিজের অনিষ্ট করায়, নিজেই নিজের শত্রুর ন্যায় হইয়া থাকে।

শঙ্কর। সেই জীবাত্মার, সেই মিত্র যে স্বয়ং কার্য্য করণের সমুদয় শরীররূপ আত্মাকে নিজের করিয়া লইয়াছে অর্থাৎ যে জিতেন্দ্রিয়। যে, কার্য্য-করণের সংঘাত শরীররূপ আত্মাকে নিজের বশে আনে নাই, তাহার উহা শত্রুর মত শত্রু ভাবে আচরণ করে, অর্থাৎ……সে নিজেই নিজের শত্রুতা করিতে থাকে।

রামদয়াল। এখানে ৩টী আত্মার কথা বলা হইয়াছে, (১) যে

আত্মা "নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্" সর্ব্ব সাক্ষী দ্রষ্টা পুরুষ (২) নিবৃত্তি মার্গের প্রকৃতির সহিত যখন থাকেন, তখন তিনি শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধিরূপে কায়দণ্ড, বাক্‌দণ্ড ও মনদণ্ড দ্বারা শরীর বাক্য ও মনকে জয় করেন; এই আমিই আমার বন্ধু, (৩) আর বিষয়াসঙ্গ মনই শত্রু আত্মা।

তিলক। যে নিজে নিজেকে জয় করিয়াছে, সে স্বয়ং নিজের বন্ধু; কিন্তু যে নিজে নিজেকে জানে না সে স্বয়ং নিজের সঙ্গে বৈরতা সাধন করেন।......এই দুই শ্লোকে আত্ম স্বতন্ত্রতা বর্ণিত হইয়াছে এবং এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে যে প্রত্যেককে নিজেদের উদ্ধার নিজেদেরই দ্বারা করা উচিত এবং প্রকৃতি যতই বলবান হউক না কেন উহাকে জয় করিয়া আত্মোন্নতি করা প্রত্যেকের স্বায়ত্ত্ব।......সংস্কৃত আত্মা শব্দের তিন অর্থ। (১) অন্তরাত্মা (২) আমি স্বয়ং এবং (৩) মন।

গিরীন্দ্রশেখর। এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যোগারূঢ় ব্যক্তি শমাদি সাধন দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন, অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক সুখ দুঃখে এবং সর্ব্ববিধ সংসার কর্ম্মে আত্মা নির্লিপ্ত আছেন এই অনুভূতি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন। আত্মজ্ঞান জন্মিলে সিদ্ধাবস্থা বা মুক্তি হয়। অনাত্মা=অজিতাত্মা।

কৃষ্ণানন্দ। যে বিজ্ঞানময়াখ্য আত্মার সূক্ষ্ম শক্তির প্রভাবে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ নামে প্রকাশিত এই শরীররূপ আত্মা বশীভূত হয় সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু, আর বিবেক বিচারহীন অবিদ্যা অঙ্গীভূত আত্মা, আত্মার শত্রুর ন্যায় মহা অপকারী হয়; জীবকে......শোকাদি অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে। যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু।

সন্তদাস। আত্মার দ্বারা অর্থাৎ নিজ চেষ্টার দ্বারা যিনি বহির্মুখী বৃত্তি সকল রুদ্ধ করিয়াছেন তাহার আত্মা তাঁহার বন্ধু।......শত্রুত্বের বিষয়ে..

ইন্দ্রিয়াদি ভোগ্য বিষয়াদির প্রতি ধাবিত হওয়া সম্বন্ধে সেই ব্যক্তিই নিজেই সহায়কারী হয় ;

রামানুজ। যে পুরুষ নিজের দ্বারায় নিজের মনকে বিষয় হইতে সরাইয়া লইয়া, জিতিয়া লইয়াছে, সেই মন তাহার বন্ধু হয়। অনাত্মা, অর্থাৎ যে মনকে জিতিতে পারে নাই, তাহার সে মনই তাহার শত্রুর মত ব্যবহার করে।

শ্রীধর। যিনি বিবেক দ্বারা কার্য্যকরণের মিলনরূপ মনকে বশীভূত করিয়াছেন, মনই তাঁহার বন্ধু ; যিনি পারেন নাই তাঁহার মনই নিজের শত্রুর ন্যায় অপকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

গোয়েঙ্কা। ইন্দ্রিয় মন যাহার আপন নহে, উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী হইরাছে সে আত্মবান নহে, সে অনাত্মা।

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়া সর্ব্বদা না করিলে মৃত্যু হইবে ; মৃত্যুর পর আর শত্রু কি ? যিনি ক্রিয়া করিয়া প্রাণ (শ্বাস) কে স্থির করিতে পারিয়াছেন তাঁহার আর দেহাভিমান থাকে না, প্রাণই চঞ্চল স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ রূপ জীব শরীরকে প্রকাশ করে ; স্থূল শরীর নিদ্রার সময় ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর তখনও জাগিয়া থাকে। সুষুপ্তি সময়ে সূক্ষ্ম শরীরও ঘুমাইয়া পড়ে তখন কেবল অজ্ঞান রূপ আবরণ থাকে......চঞ্চল প্রকৃতিই আমাদের প্রাণ, এই প্রাণ স্থির হইলে তবে প্রকৃতির ক্রিয়া রুদ্ধ হইবে, জ্ঞান লাভ হইবে। এইরূপ পুরুষই প্রকৃত পক্ষে জিতেন্দ্রিয়।

Aravinda To the man is his self a friend in whom the (lower) self has been conquered by the (higher) self ; but to him who is not in possession of his (higher) self the lower self is an enemy and it acts as an enemy. To master the lower self by the higher, the natural self

by the spritual, is the way of man's perfection and liberation.

Gandhi. "Atma" is really speaking neither friend nor foe, but the lower self makes him friend or foe, accordig as it strives to lift itself up to Him, or lower itself down from Him. "There is not a worse trouble some or worse enemy to the Soul than thou thyself art, when not well agreeing with spirit." (Form "Imitation of Christ)"

বিত্তানন্দ। সেই জীবাত্মার, সেই আত্মা বন্ধু যে জীবাত্মা দ্বারা আত্মাজয় করা হয়েছে, কিন্তু অনাত্মা অর্থাৎ যে আত্মাকে জয় করে নাই তাহার সহিত শত্রুতা.করিতে তাহার আত্মা শত্রুবৎ ব্যবহার করে।

ভক্তিপ্রদীপ। আত্মা = the mind. তস্য আত্মনঃ = to that Jiva যেন অত্মনা আত্মা এব জিতঃ = who has full control of, self আত্মা এব = Jiva অনাত্মনঃ = who has not controlled it.

Telang. To him who has subjugated his self by his self (i. e. rsstraining by mind his self) is a friend etc.

(৭, ৮)। মন যাঁহার বশীভূত, শমে যিনি অবস্থিত, তাঁহাতে যে গুণগুলি ফুটিয়া উঠে, যে গুণগুলি যুক্ত হইলে তিনি যোগী বা "যুক্ত" বলিয়া উক্ত হইবেন, নিম্নের শ্লোকগুলিতে তাহা কথিত হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞের যাহা যাহা লক্ষণ, গুণাতীতেরও যাহা যাহা লক্ষণ, তাহাই ধ্যানযোগীরও লক্ষণ। সকল যোগের এক লক্ষ্য, গুণাতীত হওয়া ; বহু বহু স্থানেই গীতার এই কথাই পাওয়া যায় ; গীতার ইহাই কেন্দ্রীয় কথা।

৭। জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭।

৮। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥

পদচ্ছেদ। জিত-আত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিত, শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু তথা মান-অপমানয়োঃ। জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্ত-আত্মা কূটস্থঃ বিজিত ইন্দ্রিয়ঃ যুক্তঃ ইতি উচ্যতে যোগী সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ।

অন্বয়। শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ প্রশান্তস্য জিতাত্মনঃ পরমাত্মা সমাহিতঃ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ যোগীযুক্তঃ ইতি উচ্যতে।

কঠিন শব্দ। শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান এই কথাগুলির দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্যকারী সকল রকম কারণ উপলক্ষিত হইতেছে। কারণ এবং তাহার বিপরীত কারণ কোনও কিছুতে, শারীরিক ও মানসিক কোনও কিছুতে, যুক্ত যোগী প্রভাবান্বিত হন না; তিনি নির্দ্বন্দ্ব। (২।১৪, ৫৩, ৩৮,৪০, ৪৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮; ৩।৩৪ ইত্যাদি) প্রশান্তস্য=এইগুলিতে যিনি প্রশান্ত অবিচলিত থাকেন, যাঁহার মনে বিক্ষেপ উৎপন্ন হয় না, যিনি শমে থাকেন, তাঁহার। (১২।১৮)। জিতাত্মনঃ=মন ও বুদ্ধি যাহার বশীভূত, কুচিন্তা, কুবুদ্ধির যিনি প্রশ্রয় দেন না, অর্থাৎ আত্মবান। পরমাত্মা সমাহিত =যিনি ভগবানের ধ্যানে সমাধিযুক্ত বা মগ্ন থাকেন অর্থাৎ নিত্যসত্ত্বস্থ। সেই যোগী কাহার ধ্যানে থাকিবেন? ভগবান বলিয়া দিলেন, ভগবানের ধ্যানে। গুণাতীতত্বের উপাদানগুলির ভিতর বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে—নির্দ্বন্দ্বতা, ইন্দ্রিয়-বিজয় এবং ভগবৎ যুক্ত হইয়া থাকা। গুণাতীতত্বই গীতার লক্ষ্য, প্রতি বটকে গীতা তাহা বলিয়াছে—গোড়াতেই বলিয়াছে "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন, নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্; (নিত্য-সত্ত্বস্থ, আমরা ইহার অর্থ দিয়াছি, "সৎ-এ নিত্য অবস্থিতি, ভগবানে অবস্থিতি; কারণ গুণাতীতত্বের কোনও বিবৃতিতে গীতা "ভগবানে অবস্থিতি"

ছাড়ে নাই)। জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা=যে জ্ঞানের বিষয় তিনি শুনিয়াছেন বা পড়িয়াছেন, সেই পরোক্ষ জ্ঞানে, বা তাহার উপলব্ধিতে অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানে যাহার মন তৃপ্ত, যিনি ছিন্ন সংশয় হইয়াছেন, (৩.৪১, ৪।২, ৯।১, ১৮।৪২)। কূটস্থ="বিষয়ের সন্নিধানেও যিনি বিকাব বিহীন" (মধুসূদন) যিনি উর্দ্ধ চৈতন্যে অর্থাৎ ব্রহ্মেস্থিত। বিজিতেন্দ্রিয়=ইন্দ্রিয় যাহার বশীভূত অথাৎ ইন্দ্রিয় বাহিরের রূপ রসাদি পাইবার জন্য লালায়িত হয় না। (জিতাত্মনঃ কূটস্থ ও বিজিতাত্মা, এগুলির ভিতর আমাদের ধারণায় যে পার্থক্য আছে উপরে তাহা আমরা দেখাইয়াছি, গীতা একটিও বাজে কথা বলে না। মধুসূদন এই ভাবের অর্থ দিয়াছেনঃ জিতাত্মন= সুখ দুঃখ, মানাপমানাদি চিত্তবিক্ষেপের হেতু-রূপ বিদ্যমান থাকিলেও, তিনি সেগুলিতে সমবুদ্ধি হইয়াছেন বলিয়া তিনি জিতাত্মা। বিজেতেন্দ্রিয়= ইন্দ্রিয়সকলকে রাগদ্বেষমূলক বিষয়গ্রহণ হইতে যিনি বিজিত অর্থাৎ ব্যবৰ্ত্তিত (স্বতন্ত্রীকৃত) করিয়াছন ; সমলোষ্টাশ্ম কাঞ্চন=যাঁহার কাছে মাটি, পাথর ও সুবর্ণ সমান হইয়াছে, অর্থাৎ "ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়" যাঁহার এ বুদ্ধি আর নাই (১৪।২৪)। (পরমহংসদেবের টাকা মাটি, মাটি টাকা সাধনা)। যোগী=সাধক ; "পরমহংস পরিব্রাজক, যিনি পরবৈরাগ্যযুক্ত" (মধুসূদন)। যুক্ত=যোগারূঢ় হইয়া অবস্থিত। "জ্ঞান-বিজ্ঞান" ৩।৪১, অধ্যায় (৪।২) ও আরও কয়েক স্থলে আলোচিত হইয়াছে, বিশেষ ৭।২ শ্লোকের ব্যাখ্যায়।

অনুবাদ। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাবের ব্যাপারে (অর্থাৎ চাঞ্চল্যকর পরস্পর বিরোধী ব্যাপার সমূহে), যাঁহার অবস্থা প্রশান্ত থাকে, মন ও বুদ্ধি যাঁহার আয়ত্বাধীন, পরমাত্মায় অর্থাৎ ভগবানে যিনি সমাধিযুক্ত থাকেন, পরোক্ষ জ্ঞানে এবং তাহার অপরোক্ষ অনুভূতিতে যিনি তৃপ্ত অর্থাৎ ছিন্ন সংশয় হইয়াছেন, বিষয় সন্নিধানেও যিনি

বিকারবিহীন, ইন্দ্রিয় যাঁহার বশীভূত, মৃত্তিকা, প্রস্তর ও স্বুবর্ণ যাঁহার কাছে তুল্য মূল্যের (অর্থাৎ এটি হেয়, এটি উপাদেয় এ বোধ যাঁহার আর নাই) এইরূপ যে যোগী তিনিই যুক্ত, অর্থাৎ যোগারূঢ় হইয়া অবস্থিত করিয়া কথিত হন। (গীতা ১২।১৮) (দৃষ্ট হইবে, এসব গুণাতীতের লক্ষণ)।

যোগের চিহ্ন সাম্যতা (এই শ্লোক ও ২।৪৮ ইত্যাদি) ও জ্ঞান বা সাংখ্যেরও চিহ্ন সাম্যতা (২।৩৮, ৫।৫ ; ৫'১৯ ইত্যাদি)। তাই ঠিকই বলা হইয়াছে, সাংখ্যও যাহা, যোগও তাহা (৫।৪)।

শঙ্কর। জিতাত্মনঃ=মন, বুদ্ধি আদি সংঘাতরূপ শরীর যাহার বশে। প্রশান্ত=অন্তঃকরণ সদা প্রসন্ন। সে সন্ন্যাসীর ভাল করিয়া সর্ব্বত্র পরমাত্মা ব্যাপ্তি হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ আত্মভাবে বিদ্যমান থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা অর্থাৎ যাহার বিশ্বাস হইয়াছে আর কিছু জানিবার বাকী নাই।

৫ঃ

রামানুজ। জিতাত্মা=মনের দ্বারা যে শীতোষ্ণাদি জয় করিয়াছে। প্রশান্ত=বিকার রহিত। তাহার মনে পরমাত্মা সম্যক্ রূপে স্থিত থাকে। পরমাত্মা=শুদ্ধ স্বরূপে স্থিত প্রত্যগাত্মা (জিতাত্মা), কারণ "প্রকরণ" তাহার এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার অপেক্ষায় তাহার পরমাত্মত্বও বর্ত্তমান ; অথবা, পরমাত্মা সমাহিত=আত্মা পরং সমাহিত=আত্মা সুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান-বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা=আত্ম-স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান আর তাহার প্রকৃতি-বিলক্ষণ আকার বিষয়ক বিজ্ঞান, ইহাতে মন তৃপ্ত। কূটস্থ= যে দেবাদি অবস্থাতে স্থিত থাকায় সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানের একাকারতারূপ আত্মাতে স্থিত থাকে। সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ=প্রকৃতি-সংসর্গ রহিত শুদ্ধ আত্ম স্বরূপে স্থিতি হওয়ার কারণে বিভিন্ন প্রাকৃত বস্তু সকলে ভোগ্য বুদ্ধির অভাব ব্যঞ্জক ইত্যাদি এইরূপ যে কর্ম্মযোগী সেই যুক্ত আত্মা, অর্থাৎ আত্ম-সাক্ষাৎ-কার রূপ যোগাভ্যাসের অধিকারী বলা হয়।

শ্রীধর। জিতাত্মন=চিত্তজয়ী। প্রশান্ত=রাগদ্বেষহীন সামহিত= পরমাত্মনিষ্ঠ। (এই সব যোগারূঢ়ের লক্ষণ)। জ্ঞান-বিজ্ঞান=উপদেশ প্রাপ্ত জ্ঞান ও অপরোক্ষ অনুভূতি। তৃপ্ত=চিত্ত আকাঙ্ক্ষাহীন। মৃৎপিণ্ড, স্বর্ণাদি কোন্‌টি অবজ্ঞা যোগ্য এবং অন্যটি আদর যোগ্য বিবেচনা করেন না।

শ্রীধর, বলদেব ও বিশ্বনাথ। পরমাত্মা শব্দ পরম+আত্মা এইভাবে ছেদ করিয়াছেন; শ্রীধর 'পরমে'র অর্থ 'কেবল' করিয়াছেন, এবং বলদেব ও বিশ্বনাথ উহা "অতিশয়াত্মক" বলিয়াছেন।

রামদয়াল। রাগদ্বেষশূন্য ব্যক্তির। প্রত্যগাত্মা শীত, গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখে অথবা মান, অপমান প্রাপ্ত হইলেও সমাহিত হন; আপন পরম শান্ত স্বরূপে অবস্থান করেন।

অরবিন্দ। এই উচ্চতর আত্মা হইতেছে অক্ষর কূটস্থ, তাহা প্রাকৃত সত্ত্বার সকল পরিবর্ত্তক ও বিক্ষোভের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। আর ইহার সহিত যোগীকে তখনই যুক্ত বলা যায়, যখন তিনি ইহার মত কূটস্থ হন।

মধুসূদন। বিজ্ঞান অর্থে যেরূপ বিচার করিলে শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণ জন্য পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানের উপর যে অপ্রামান্য শঙ্কা তাহার যাহাতে নিরাকরণ হইয়া থাকে, সেইরূপ বিচার করিয়া অনুভব দ্বারা সেইগুলির সেই প্রকার অপরোক্ষ করা।

তিলক—পরমাত্মা, আত্মা অর্থেই প্রযুক্ত, দেহের আত্মা সাধারণতঃ সুখদুঃখের উপাধিতে মগ্ন থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা উপাধিসকলকে জয় করিলে এই আত্মাই প্রসন্ন হইয়া পরমাত্মারূপ বা পরমেশ্বররূপ হইয়া যায়। মানব শরীরে স্বীয় আত্মাই পরমাত্মা, (মহাভা০ শান্তি প০, ৮৭, ২৪), প্রকৃতির গুণে (সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিকারে) বদ্ধ থাকিবার কারণে, আত্মাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বা শরীরের জীবাত্মা বলে, এবং এই গুণ হইতে মুক্ত হইলে উহাই পরমাত্মা হইয়া যায়। অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তও ইহাই। যিনি বলেন যে গীতাতে অদ্বৈত মত প্রতিপাদিত হয়

নাই, বিশিষ্টাদ্বৈত বা শুদ্ধাদ্বৈতই গীতার গ্রাহ্য, তিনি পরমাত্মা শব্দকে একপদ না মানিয়া পরম ও আত্মা, এই রূপে দুই করিয়া পরমকে সমাহিতের ক্রিয়া বিশেষণ মনে করেন। এই অর্থ ক্লিষ্ট, কিন্তু এই উদাহরণের দ্বারা বুঝা যাইবে যে সাম্প্রদায়িক টীকাকার নিজের মতানুসারে গীতার কি প্রকার টানা বুনা করেন।""জ্ঞান-বিজ্ঞান=বিবিধ জ্ঞান। কূটস্থ=মূলে নিয়া পৌঁছিয়াছে যাহা।

গিরীন্দ্রশেখর। মৎস্য পুরাণে জিতাত্মার অর্থ যিনি পঞ্চাত্মক বিষয়ে ও অষ্ট লক্ষণ কারণে প্রতিহত হইয়াও ক্রুদ্ধ হন না··· পাতঞ্জল যোগী ও ভগবানে যুক্ত হইলেও সমবুদ্ধি প্রাপ্ত হন। জ্ঞান বিজ্ঞান=অনুভব সিদ্ধ জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যুক্তি বিচার সিদ্ধ জ্ঞান। কূট শব্দের নানা অর্থ। আভিধানিক অর্থ—গিরি শৃঙ্গ, নিশ্চল, "ধ্রুব" যাহা আবর্ত্তিত হয় না, গুহ্য। কূটস্থ (১) উচ্চে অবস্থিত, অতএব অন্যের সহিত নিঃসম্পর্ক; সর্ব্ব সাধারণ জ্ঞানৈকাকারাত্মনি (রামানুজ); (২) স্থানু, অপ্রকম্প (শঙ্কর) (৩) নির্বিকার (শ্রীধর); (৪) লুক্কায়িত, সাধারণের অবোধ্য (রাজ শেখর বসু); (৫) ছল কূটস্থ=যিনি মায়ার দ্বারা বা ছলনার দ্বারা বদ্ধ; (৬) গৃহ যথা মূলগন্ধ কুটী, যিনি গৃহে বা দেহে অবস্থিত জীবাত্মা, ১৫।১৬ শ্লোকে অক্ষর বা অবিনাশী আত্মাকে কূটস্থ বলে। পরমাত্মার যে অধিকারী অংশ জীবাত্মায় অনুপ্রবিষ্ট আছে (পঞ্চদশী)।

বিনোবা। ধ্যান যোগে আছে তিনটী মুখ্য কথা—(১)

চিত্তের একাগ্রতা, (২) তার জন্য উপযুক্ত জীবনের পরিমিততা, (৩) সমদৃষ্টি, সাম্যভাব।···ভগবান বলিয়াছেন, আত্মায় মনস্থির করিবে, আর কোনও দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না।···ধ্যান যোগে চাই অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

গোয়েন্‌কা। পরমাত্মার নির্গুন নিরাকার তত্ত্বের প্রভাব ও মাহাত্ম্যাদির রহস্যসহিত যথার্থ জ্ঞানকে জ্ঞান, এবং সগুণ নিরাকার এবং সাকার তত্ত্বের লীলা রহস্য মহত্ত্ব গুণ প্রভাবাদির যথার্থ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। যে, দুই তত্ত্ব জানিয়াছে সে তৃপ্তাত্মা, তাহার আর কিছু জানিবার বাকী থাকে না। কূটস্থ = "নেহাই" যাহার উপর সোনা, রূপা, লোহা আদি রাখিয়া পেটা যায়, ও যাহা বাঁকিয়া যায় না, অবিচলিত থাকে; এখানে যে সদা সর্ব্বদা অবিচলিত ভাবে পরমাত্মায় থাকে।

কৃষ্ণানন্দ। গুরূপদেশমাজ্জিত শাস্ত্রোক্ত পদার্থ বুঝিবার নির্ম্মলা বুদ্ধির নাম জ্ঞান, আর সেই দিব্য বুদ্ধি বৃত্তি অনুমোদিত ····শঙ্কা নিবারণ ক্ষম বিচার দ্বারা শাস্ত্রোক্ত পদার্থানুভব রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। কূটস্থ = অবিচলিত।

সন্তদাস। পরমাত্মা, এই রূপ প্রশান্ত চিত্ত পুরুষের সম্যক ধারণা যোগ্য হইয়া থাকে। ব্যোমব্রহ্ম। জ্ঞান বিজ্ঞান = অতীন্দ্রিয় বিষয়ের বোধ ও স্থূল প্রকৃতি বিষয়ক ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ বোধ।

ভুপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে দ্বন্দ্ব ভাব থাকে না; প্রারব্ধ বশে সুখ দুঃখ আসে, কিন্তু সাধক বিচলিত হন না।···

জ্ঞান হইতেছে কি না, কূটস্থ দর্শন (অর্থাৎ "আমি আনি" যে করি আমার মধ্যে সত্য আমি কে, ইহা জানা)। বিগত জ্ঞান = বিজ্ঞান, অর্থাৎ যখন অন্তঃকরণ লয় হইয়া গিয়া সব ফুরাইয়া যায়, ইহা ব্রহ্মে আটকাইয়া থাকা, তখন ঢিল, পাটকেল সব সোনা হইয়া যায়। মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, নামরূপ লয়। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

Radhakrishnan—The wisdom of the vedanta and the detailed knowledge of the সাংখ্য may be meant by জ্ঞান and বিজ্ঞান। শঙ্কর explains জ্ঞান as Knowledge of the self and other things acquired from the scripfures and the teachers, and বিজ্ঞান as personal experience, অনুভব of the thing so taught, For রামানুজ, জ্ঞান relates to আত্মস্বরূপ or discriminatory knowledge of the self In the translation have given, জ্ঞান is taken as spiritual knowledge and বিজ্ঞান as logical knowledge. শ্রীধর supports both the interpretations, যুক্ত = The yogin is said to be যুক্ত when he is concentrating on the Supreme above the changes of the world…The Supreme self is not different from the self in the body ; when the self is bound by the modes of প্রকৃতি or nature,

it is called ক্ষেত্রজ্ঞ।···পরমাত্মা সমাহিত :—শঙ্কর says that the Supreme Self regards him as His very self. রামানুজ takes পরম as an adverb and holds that the self is sublimely realised. শ্রীধর says that such a person becomes concentrated in his self. আনন্দগিরি holds that the self of such a person becomes completely concentrated.

বিদ্যানন্দ। যে পুরুষ, কায়িক বাচিক ও মানসিক, কার্য্য-কারণের সংঘাত দ্বারা বিচলিত হয় না···সকল দিক হইতে নিজের বৃত্তি রুদ্ধ করিয়া শান্ত থাকে, এইরূপ পুরুষ পরমাত্মা সমাহিত, অর্থাৎ সমভাবের উপর স্থিত হইয়া যায়···মিত্র, দ্বেষের পাত্র, ইত্যাদির মধ্যে বিশেষতা করে না।

ভক্তিপ্রদীপ। জিতাত্মনঃ = has perfect control over his mind. প্রশান্তস্য = is never perturbed, আত্মা পরং সমাহিত = his soul is deeply absorbed in meditation on the Supreme Lord, যুক্তঃ = যোগারূঢ়। কূটস্থ = ever true to his own real self.

Telang—The self of one who has subjected his self and is tranquil, is absolutely concentrated (on itself) in the midst of cold and heat etc. The devotee whose all knowledge and experience is said to be devoted.

(৯) এই যোগারূঢ় দিগের ভিতর, কে "বিশেষ" পদবাচ্য? তাহার উত্তর—

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সম বুদ্ধি বিশিষ্যতে ।। ৯ ।।

পদচ্ছেদ। সুহৃদ-মিত্র-অরি-উদাসীন-মধস্থ-দ্বেষ্য, সাধুষু অপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে।

অন্বয়। সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ্য বন্ধুসু, সাধুষু চ পাপেষু অপি সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে। (বিমুচ্যতে পাঠান্তর)।

কঠিন শব্দ। সুহৃৎ=প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়াই এবং পূর্ব্ব সম্বন্ধ না থাকিলেও যে উপকার করে। মিত্র=স্নেহ বশতঃ যে উপকার করে। অরি=কোনও অপকার না করা হইলেও যে নিজ ক্রুর স্বভাবে, যে অপকার করে নাই তাহার অপকার করে। উদাসীন="দুইজন কলহকারী ব্যক্তির উভয়কেই যে উপেক্ষা করে" (মধুসূদন); পক্ষপাত রহিত ব্যক্তি। মধ্যস্থ="কলহমান ব্যক্তিদ্বয় উভয়েরই যে হিতৈষী" (মধুসূদন)। দ্বেষ্য="কোনরূপ অপকার করা হইয়াছে বলিয়া যে অপকার করে" (মধুসূদন); বন্ধু="যাহার সহিত কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া যে উপকার করে" (মধুসূদন)। পাপেষু অপি=পাপীদিগের প্রতিও; "সাধুষু চ পাপেষু অপি" ইহার তাৎপর্য্য "সকল প্রকার লোকের প্রতি"। সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে=যে সমবুদ্ধি সম্পন্ন যে সমদৃষ্টি রাখে, সে প্রশংসনীয় (বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ইত্যাদি (৫।১৮); বক্ষমান শ্লোক

অনেকটা এই ভাবের)। সমবুদ্ধি, গুণাতীতত্বের একটি বিশেষ উপাদান এবং গীতার অন্যতম কেন্দ্রীয় কথা (১৪।:২ ২৫)। সমবুদ্ধি=যিনি সকলকার ভিতর "সম"কে বা সেই এক চৈতন্যকে বা ব্রহ্মকে দেখিতে পান। (সুহৃৎ, মিত্র, ইত্যাদি শব্দ, বিভিন্ন টীকাকারেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন)

অনুবাদ। (আর, ইহাঁদিগের ভিতরে) যিনি, সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুতে এবং সাধুতে অসাধুতে ও সমভাব যুক্ত তিনিই বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রশংসনীয়। (সাম্য ভাব, সাম্য দৃষ্টিই বিশেষ কথা)।

তিলক। ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নয়, সকল গুলি একত্র করিয়া একটা ব্যাপক অর্থ লইতে হইবে।

গোয়েন্‌কা। সমবুদ্ধি=সতত পরমাত্ম বুদ্ধি।

গিরীন্দ্রশেখর। রাম মোহন রায় তিন রকম যোগারূঢ়ের বর্ণনা দিয়াছেন—প্রথম বা কনিষ্ঠ ৬।৪; যুক্ত যোগারূঢ় ৬ ৮; মধ্যম হইতে শ্রেষ্ঠ, ৬ ৯। শঙ্কর তিন প্রকার যোগারূঢ়ের উল্লেখ না করিলেও ৬।৯ শ্লোকে বিশিষ্যতে="সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম" অর্থ ধরিয়া শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। (গিরীন্দ্রশেখর এইবিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।)

ভূপেন্দ্রনাথ। যোগারূঢ়ের সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং। এই শ্লোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ গুলি বলিলেন। উদাসীন=মাথার উপরে বসিয়া আছেন যিনি।

শঙ্কর। সুহৃদ = প্রত্যুপকার না চাহিয়া যে উপকার করে। মিত্র = প্রেমী। উদাসীন = পক্ষপাত রহিত। মধ্যস্থ = দুই পক্ষের হিতৈষী। বন্ধু = কুটুম্ব।

শ্রীধর। সুহৃদ — স্বভাবতঃ মঙ্গলাকাংক্ষী। মিত্র = স্নেহ-বশতঃ উপকারী। উদাসীন = বিবাদকারী উভয় পক্ষের অনাদরকারী। মধ্যস্থ = উভয় পক্ষের হিতকারী। বন্ধু = যাহার সহিত সম্বন্ধ আছে, বা সবেতে যাহার সমান দৃষ্টি; তিনিই বিশিষ্ট।

রামানুজ। সুহৃদ = ছোট বড় বিচার নিরপেক্ষ, হিতৈষী। মিত্র = সমান বয়সের। অরি = কোন কারণে অহিত চায়। উদাসীন = না হিত না অহিত। মধ্যস্থ = জন্ম হতেই দুইভাব রহিত। দ্বেষ্য = অনিষ্ট কারক। বন্ধু = জন্ম থেকেই হিত চায়। ইহাদের প্রতি সমবুদ্ধি থাকাই উচিত, কারণ আমার আত্মার সহিত সম্বন্ধিত।

মতিলাল। যোগারূঢ় যে, তার লক্ষণ — যোগ সিদ্ধিরই লক্ষণ। চিত্ত বৃত্তি সমূহ কিছুতে একাগ্র হইলেই, তাহাকে যোগ বলে।

ভক্তিপ্রদীপ। বিশিষ্যতে = is greatly honoured and respected. বিজ্ঞান = transcendental realisation of God-head and his own self.

যোগী কি ভাবে যোগে পৌঁছাইবেন ও থাকিবেন, তাহার উত্তর—

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

পদচ্ছেদ। যোগী যুঞ্জীত সততং আত্মানং রহসি স্থিতঃ একাকী যত-চিত্ত-আত্মা নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ।

অন্বয়। যত-চিত্তাত্মা নিরাশী অপরিগ্রহঃ একাকী রহসি স্থিতঃ যোগী সততং আত্মানং যুঞ্জীত।

কঠিন শব্দ। যতচিত্তাত্মা = "যাহার অন্তঃকরণ এবং দেহ সংযত, অর্থাৎ যোগের প্রতিবন্ধকীভূত ব্যাপার বিহীন হইয়াছে" (মধুসূদন)। নিরাশী = আশা বা আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগী; "বৈরাগ্য দৃঢ় হওয়ায় তৃষ্ণা বিহীন" (মধুসূদন)। অপরিগ্রহ = কাহারও নিকট কিছু না চাহিয়াও ভোগাদি বিরহিত হইয়া; বা যে কাজে যুক্ত তাহার প্রতিবন্ধক দ্রব্যাদির দ্বারা মনকে গৃহীত না হতে দেওয়া "যেরূপ গ্রহণ শাস্ত্রে সন্ন্যাসীর পক্ষে অনুজ্ঞাত হইয়াছে—তাহা যদি যোগের প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া" (মধুসূদন)। একাকী রহসি স্থিতঃ = সঙ্গ শূন্য ভাবে নির্জ্জনে থাকিয়া; "সমস্ত পরিজন ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী হইয়া, রহঃস্থানে অর্থাৎ যোগের প্রতি-বন্ধকীভূত দুর্জ্জনাদি রহিত গিরিগহ্বরাদি দেশে অবস্থান করিয়া" (মধুসূদন)। সততং আত্মানং যুঞ্জীত = নিরন্তর নিজেকে যোগ যুক্ত রাখিবে, বা যোগ যুক্ত অভ্যাসে থাকিবে; বা নিরন্তর নিজেকে ঈশ্বরে সমাহিত রাখিবার অভ্যাসে থাকিবে; "নিরন্তর

চিত্তকে যুক্ত করিবে অর্থাৎ চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত ভূমি গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে একাগ্র ও নিরোধ ভূমিতে সমাহিত করা উচিত।"

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ঘটি যদি নিত্য না মাজা যায় তাহা হইলে তাহা পরিষ্কার থাকে না, সেইরূপ ধ্যানযোগী যদি নিত্য ধ্যানে না বসেন, ধ্যানী থাকিতে সমর্থ হইবেন না।

অনুবাদ। মন, বুদ্ধি ও দেহ সংযত করিয়া আকাঙ্ক্ষাহীন ভাবে, যোগের প্রতিবন্ধক দ্রব্যাদি দ্বারা মনকে গৃহীত হইতে না দিয়া (কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ না করিয়া) সঙ্গ শূন্য ভাবে নির্জনে থাকিয়া যোগী নিরন্তর নিজেকে "চিত্তস্থৈর্য্য রূপ যোগ"-যুক্ত রাখিবেন, (নিরন্তর নিজেকে ঈশ্বরে সমাহিত রাখিবার অভ্যাসে থাকিবেন)।

চিত্তস্থৈর্য্য আয়ত্ত করাই যোগ এবং এ অধ্যায়ের ইহাই মূল কথা। ইহা ধ্যানাভ্যাসে পাওয়া হয়, (ধ্যান যোগীও কর্ম্মযোগী ; তবে এখান হইতে ধ্যান যোগী এই অর্থ যোগী শব্দে দিলে বুঝিবার সুবিধা হইবে)। গীতায় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনেক বিষয়ে পাতঞ্জল যোগ হইতে ভিন্ন হইলেও সেই যোগের অষ্টাঙ্গ, এই শ্লোকগুলিতে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে, যথা—যম, নিয়ম, ১০ ও ১৪ শ্লোকে, আসন ১১ শ্লোকে প্রত্যাহার ১২, ২৪ ও ২৬ শ্লোকে, ধারণা ১০ ও ২৬ শ্লোকে, ও ধ্যান ১৮ ও ৩০ শ্লোকে। প্রাণায়াম ও সমাধি এই শ্লোক গুলির ভাবেতেই আসিয়া যায়, তাহা ছাড়া পূর্ব্বাধ্যায় গুলির বহু স্থানে এ গুলির

কথা আছে যথা ৫:২৭,২৮। পাতঞ্জল যোগের কিন্তু ঈশ্বর-চিন্তা অনেকটা বিকল্পের মত; এখানে তাহাই প্রধান; ফল সহ ইহা বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে (১৪,১৫)। পাতঞ্জলের ঈশ্বর ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক বর্জ্জিত পুরুষ মাত্র; গীতায় ঈশ্বরই সব। পাতঞ্জল যোগ ভগবৎ সংযোগ নহে, চিত্ত বৃত্তি নিরোধের উদ্যোগ, প্রকৃতি পুরুষের বিয়োগ সাধন; ইহাতে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, সুখ প্রাপ্তি হয় না। এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া, "স যোগী পরমো মতঃ" ইত্যন্ত ২৯ শ্লোকে সাঙ্গ-যোগের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন" (মধুসূদন)। যুঞ্জীত = চিত্তের ক্ষিপ্ত মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত ভূমিগুলিকে ত্যাগ করিয়া চিত্তকে একাগ্র ও নিরোধ ভূমিতে সমাহিত করা উচিত। আমাদের মনে হয় ধ্যান যোগে বা পাতঞ্জল যোগে শিক্ষা দিবার জন্য এই ধ্যান যোগ প্রকরণ সঙ্কলিত হয় নাই, হইয়াছে "লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা" হইতে মনকে কি করিয়া টানিয়া আনিতে পারা যাইবে, তাহার শিক্ষা দিতে যাহা কর্ম্ম যোগে, কার্য্য করিবার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। (২ ৪১) (শ্বে, ২ ৮-২৫; কঠ ৬ ১৫-২৭, মৈত্রী ৬।১৮-৩০, গীতা ৬।১০-২৬ ৫।২৭-২৮; ৫:২৭-২৮; ছা,৮।১৫ পাতযোগসূ, ২।২৯।

পরমহংসদেব। ধ্যান কোরবে মনে, বনে ও কোণে।

শঙ্কর। একাকী শব্দ হইতে এই ভাব আসে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যোগ সাধন করিবে। (শঙ্করের মতে এ গুলি

কর্ম্ম-সন্ন্যাসের কথা এবং গৃহীর ধ্যানযোগে অধিকার নাই। যোগী = ধ্যানী।

তিলক। যুঞ্জীত = অভ্যাসে থাকিবেন। এই পদে পাতঞ্জল সূত্রের যোগ বিবক্ষিত, তথাপি ইহার অর্থ নহে যে কর্ম্মযোগ প্রাপ্তির অভিলাষী পুরুষ নিজের সমস্ত জীবন পাতঞ্জল যোগে অতিবাহিত করিবে। সাম্যবুদ্ধি লাভ করিতে সাধন রূপে পাতঞ্জল যোগ বর্ণিত হইয়াছে।

গিরীন্দ্রশেখর। নির্জ্জন স্থানে অর্থে পর্ব্বত গুহা নহে।

রামদয়াল। অহরহঃ সমাধি অভ্যাসই যোগারূঢ়ের কার্য্য। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যোগ হয় না; যাহাতে চিত্তের ঐ অবস্থা না আসে, এই রূপ দেশ ও কাল, সাধন কালে আবশ্যক। যাহা দেখিবে তাহাতে বিচার করিবে "আমি সব সাজিয়া রঙ্গ করিতেছি।"

Telang — যতচিত্তাত্মা = Mind and self (senses) restrained

সমন্বয় গীতা। একাকী এই বিশেষণ দেখিয়া শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গৃহীর ধ্যানযোগে অধিকার নাই, কিন্তু তিনি অন্যত্র যে ভাষ্য লিখিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত তাহার বিরোধী।

রামানুজ। একান্ত অর্থাৎ মনুষ্য ও শব্দ রহিত। যতচিত্তাত্মা = মন ও চিত্তকে বশে আনিয়া। নিরাশী = আত্মার অতিরিক্ত সমস্ত বস্তুতে অপেক্ষা রহিত। অপরিগ্রহী = আত্মা-

তিরিক্ত অন্য কোনও বস্তুতে মমতা না রাখা। আত্মাকে যুক্ত করিবে=নিজে নিজেকে আত্মদর্শনে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

শ্রীধর। একাকী গোপনে নিঃসঙ্গ ভাবে থাকিয়া মনকে সমাধি যুক্ত (একাগ্র) করিবে, চিত্ত ও দেহকে ভোগ্য বিষয় হইতে সংযত করিবে।

ব্যোমব্রহ্ম। নিরাশী=যিনি ইন্দ্রিয় সমূহের ভোগে রত নহেন। অপরিগ্রহ=ঝঞ্ঝাট শূন্য।

ভুপেন্দ্রনাথ। যোগারোহণেচ্ছুক ব্যক্তির কি কি করা আবশ্যক, তাহাই বলিতেছেন। নিরালাভাবে থাকিতে হইবে, ক্ষিপ্তাদি অবস্থায় যোগ হয় না। শরীরের মধ্যে রহস্য স্থান সুষুম্না, তাহার মধ্যে প্রাণকে লইয়া যাইতে হইবে।...সেখানে সব আছে অথচ কিছু নাই।

Radhakrishnan—অপরিগ্রহ=Free from longing for possession. This freedom is a spiritual and not a material condition, আত্মা অপেক্ষা কোনও বস্তুতে মমতা না রাখা। যত-চিত্তাত্মা=যতং সংযতং চিত্তং আত্মা দেহস্য যস্য (শঙ্কর, শ্রীধর) Here the teacher develops the technique of mental discipline on the lines of Patanjali's yoga sutra. Its main purpose is to raise our conscious ness from its ordinary waking condition to higher lives until it attains union with the Supreme.

বিত্তানন্দ। অপরিগ্রহ=ভাল সামগ্রীর সংগ্রহ না রাখিয়া।

ভক্তিপ্রদীপ। আত্মানং যুঞ্জীত=Should fix his mind composed in deep meditation on God. রহসি স্থিতঃ=in seclution, নিরাশী=void of any desire for fruitive action যত-চিত্তাত্মা=self controlled অপরিগ্রহঃ=free from contamination of unholy things.

সমন্বয় গীতা। প্রাণায়ামে বাতাধিক্য হয়; প্রাচীনগণ বলেন; স্নায়ু বিকার হয় আধুনিক গণ বলেন।

Chidbhavananda. Reduce bodily needs to bare minimum.

(১১ ও ১২) যোগী, কি কি নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া ধ্যান করিবেন? তাহার উত্তর।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২॥

পদচ্ছেদ। শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরং আসনং আত্মানং, ন অতি-উচ্ছ্রিতং ন অতি-নীচং চৈলা-অজিন-কুশ-উত্তরম্। তত্র একঅগ্রম্ মনঃ কৃত্বা যত-চিত্ত-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ; উপবিশ্য আসনে যুঞ্জ্যাৎ, যোগম্ আত্ম-বিশুদ্ধয়ে।

অন্বয়। শুচৌ দেশে স্থিরং ন অতি উচ্ছ্রিতং ন অতি নীচং চেলা-জিন কুশোত্তরম। আত্মনং আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র উপবিশ্য, মনঃ একাগ্রম কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়ঃ আত্মবিশুদ্ধয়ে যোগম্ যুঞ্জ্যাৎ। (চেলাজিন কুশোত্তরম্, পাঠান্তর)।

কঠিন শব্দ। শুচৌ দেশে = শুদ্ধ স্থানে (কৃষ্ণানন্দ ঃ—গোময় লিপ্ত হইলে ভাল হয়) অমেধ্যাদি রহিত স্থানে (শঙ্কর)। স্থিরম্ = নিশ্চল, স্থির থাকে, টল্‌মল্ না করে এরূপ ভাবে। ন অতি উচ্ছ্রিতম্, ন অতি নীচম্ = না অতি উচ্চ, না অতি নিম্ন। চেলাজিন কুশোত্তরম = প্রথমে কুশ, তদুপরি মৃগচর্ম্ম বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তদুপরি রেশমী বা পশমী বস্ত্র ; চেল অর্থাৎ মৃদু কোমল বস্ত্র, মধুসূদন) (কৃষ্ণানন্দঃ—গৃহস্থের পক্ষে বস্ত্রাসন নিসিদ্ধ ; কম্বল আসন উত্তম। রেশম ঠিক নহে, রেশমের জন্য কোষ কীটের প্রাণ বিনাশ করিতে হয়)। আত্মনঃ আসনং = নিজের আসন; "আত্মনঃ পদটী পরের আসনের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিষেধ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ আসন পরের হইলে পরের ইচ্ছায় নিজের নিয়ম চলে না বলিয়া, নিজেকে পরের ইচ্ছার নিয়মে থাকিতে হয় বলিয়া যোগের বিক্ষেপ জন্মাইয়া থাকে (মধুসূদন)। (উপবেশন করিয়া যোগানুষ্ঠান করিতে হয়, দাঁড়াইয়া বা শয়ন করিয়া নহে, কারণ স্পষ্ট)। যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ = চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া অর্থাৎ বৃত্তি সকল সংযত করিয়া, (সংযত বা উপরত অর্থাৎ নিবৃত্ত করিয়া, (মধুসূদন)। আত্ম-বিশুদ্ধয়ে = চিত্ত শুদ্ধির জন্য (অর্থাৎ সকল প্রকার বিক্ষেপ বিহীন হওয়ায়

অতি সূক্ষ্ম হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের যোগ্য হয়, সেই নিমিত্ত" (মধুসূদন); অন্য কোনও উদ্দেশ্যে বা সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য নহে। একাগ্রং কৃত্বা = একাগ্র করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্ব কথিত রাজস, তামস ও ব্যুত্থান নামক তিনটী ভূমি পরিত্যাগ করিয়া মনকে দৃঢ়-ভূমিতে প্রযত্নের দ্বারা অর্থাৎ একটি বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে···যাহাতে সত্ত্বের উদ্রেক হয় সেই রূপ করিয়া" (মধুসূদন)। যোগং যুঞ্জ্যাৎ = ধ্যান যোগে নিজেকে যুক্ত করিয়া তাহা অভ্যাস করিবে।

অনুবাদ। পবিত্র স্থানে, না অতি উচ্চ, না অতি নীচু, ও স্থির অর্থাৎ টলমল না করে, এবং প্রথমে কুশ তাহার উপরে মৃগ চর্ম্ম তাহার উপরে রেশমী, পশমী বা নরম বস্ত্র দিয়া প্রস্তুত এরূপ নিজস্ব আসন স্থাপন করিয়া ও তাহার উপর উপবেশন করিয়া, মন একাগ্র করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সকলের বৃত্তি গুলি সংযত করিয়া যোগী, চিত্ত-শুদ্ধির জন্য, ধ্যান যোগে নিজেকে যুক্ত করিয়া তাহা অভ্যাস করিবে।

মধুসূদন। ধ্যানাভ্যাসের প্রকর্ষ হইলে, অহঙ্কার বিরহিত ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তি প্রবাহ উদিত হইয়া থাকে, তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি নামে কথিত হয়; ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান 'যোগী যুঞ্জীত সংযতঃ' 'যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্ম-বিশুদ্ধয়ে' "যুক্ত আসীত মৎপর" ইত্যাদি সন্দর্ভে বহুবার ধ্যানাভ্যাসের প্রকৃষ্টতর বিধান করিয়াছেন, অর্থাৎ ধ্যানাভ্যাস যাহাতে প্রকৃষ্টরূপ হইয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধির উৎপাদক হইতে পারে তাহা করা উচিত। (যোগী

মধুসূদন এই শ্লোক গুলির ব্যাখ্যায় বহু বহু যোগের কথার, বিবৃতি দিয়াছেন)। (আসন নিম্ন স্থানে করিতে মানা করা হইয়াছে এই জন্য যে মৃত্তিকার কীটাদি তাহার উপর আসিতে না পারে ও জল স্পৃষ্ট বা আর্দ্রতাযুক্ত যেন না হয়। অতি উচ্চ স্থানেও টলমলায়মান আসন করিতে মানা করা হইয়াছে এই জন্য যে যাহাতে যোগী নিশ্চল ভাবে বসিতে সমর্থ হন ও পড়িয়া না যান)।

অরবিন্দ। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল হওয়ায় গীতা, মন ও তাহার ক্রিয়াকে জয় করিতে একটী শক্তিশালী পদ্ধতি দিতেছেন।

শঙ্কর। যত-চিত্তেন্দ্রিয়=যে মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সংযম করিয়াছে।

শ্রীধর। আত্ম বিশুদ্ধি=মনের উপরামের জন্য।

রামানুজ। যুঞ্জ্যাৎ=আত্ম সাক্ষাৎকার, আত্ম চিন্তন করে।

৬।১১,১২ ভক্তিপ্রদীপ। যুঞ্জ্যাৎ=Should practise, যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ=withdrawing the attention, senses and actions from the outside world.

জগদীশ্বরানন্দ। বুদ্ধদেব ধ্যানাসনে বসিয়া এইরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ্যাতু, অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্ল্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

(১৩—১৪) পদ্ধতি সম্বন্ধে আরও নির্দ্দেশ দিলেন, বিশেষ করিয়া, কাহার ধ্যান করিবে সেই সম্বন্ধে।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩।
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপর ॥ ১৪।

পদচ্ছেদ। সমং কাযঃ-শিরঃ-গ্রীবং ধারয়ন্ অচলম্ স্থিরঃ, সংপ্রেক্ষ্য নাসিকা-অগ্রং স্বম্ দিশঃ চ অনবলোকয়ন্, প্রশান্ত-আত্মা বিগত-ভীঃ ব্রহ্মচারি-ব্রতে স্থিতঃ, মনঃ সংযম্য মৎ-চিত্তঃ যুক্তঃ আসীত মৎপরঃ।

অন্বয়। কায়শিরোগ্রীবং সমম্ অচলম্ ধারয়ন্ স্থিরঃ স্বম্ নাসিকাগ্রম্ সংপ্রেক্ষ্য দিশঃ চ অনবলোকয়ন, প্রশান্তাত্মা বিগত ভীঃ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ মৎ চিত্ত মৎপরঃ মনঃ সংযম্য যুক্তঃ আসীত।

কঠিন শব্দ। কায়শিরোগ্রীবম্ সমং অচলং ধারয়ন্= শরীর, মস্তক ও গলদেশকে সরল অর্থাৎ এক ঋজু রেখায় নিশ্চল ভাবে রাখিয়া, "মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মূর্দ্ধান্ত পর্য্যন্তকে অর্থাৎ সহস্রার পর্য্যন্তকে অবক্র এবং অকম্প ভাবে ধারণ করিয়া, অর্থাৎ এক তত্ত্বাভ্যাস করতঃ বিক্ষেপের সহভাবী যে অঙ্গ মেজয়ত্ব অর্থাৎ শরীর কম্পন তাহা রহিত করিয়া" (মধুসূদন)। স্থিরা=স্থির হইয়া "দৃঢ় প্রযত্ন হইয়া" (মধুসূদন)। স্বং নাসিকাগ্রম্ সংপ্রেক্ষ্য=নিজ নাসিকার অগ্রভাগে

2

দৃষ্টি রাখিয়া ; "অর্থাৎ যাহাতে নিদ্রা বা চিত্তের লয় না হইতে পারে সেই জন্য বিষয়-প্রবৃত্তি হীন হইয়া এবং নেত্রদ্বয়কে নিমীলিত করিয়া কেবলমাত্র নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া, দর্শন নহে "যেন দৃষ্টি রাখিয়া"। চক্ষু সম্পূর্ণ মুদিত করিলে পর, বা সম্পূর্ণ খোলা রাখিলে, বিক্ষেপ ভয় থাকে।

দিশশ্চ অনবলোকয়ন=অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, "অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে এদিকে ওদিকে না চাহিয়া" (মধুসূদন)। প্রশান্তাত্মা=প্রশান্ত-চিত্ত হইয়া অর্থাৎ মনকে বিক্ষেপ হীন করিয়া, মনে রাগ দ্বেষাদি না রাখিয়া, "নিদান (মূল করণ) নিবৃত্ত হওয়ায় প্রকৃষ্ট ভাবে শান্ত অর্থাৎ রাগাদি দোষ রহিত হইয়াছে অন্তঃকরণ যাহার" (মধুসূদন)। বিগত ভীঃ=মৃত্যু বা কোন রকম কষ্টে পড়িব এরূপ ভয় না করিয়া ; মনুষ্য, পশু, দেব, দানবাদি কেহ আমার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না, মনে এই বিশ্বাস রাখিয়া, শাস্ত্রে যেরূপ কথিত হইয়াছে তদ্‌বিষয়ে যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকায় তদনুসারে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ; "ইহা করা সঙ্গত হইল, না অসঙ্গত হইল" এইরূপ আশঙ্কা আর যাহার মনো মধ্যে স্থান পায় না, তিনি বিগত ভীঃ" (মধুসূদন) ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত=প্রথম অবস্থায় গুরুকূলে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ চর্য্যা স্থিতিতে থাকিতে হয় যাহারা এইরূপে থাকে বোধ হয় সেই জন্য তাহাদের নাম ব্রহ্মচারি হইয়াছে (আমাদের মোটা বুদ্ধিতে ব্রহ্ম=বেদ অর্থ দিলাম)। এই ব্রতে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের কৃচ্ছ্‌তাপূর্ণ বহু নিয়মাদি

পালন করিতে হয়, বিশেষ করিয়া স্ত্রী সঙ্গ বর্জ্জন। বেদাধ্যয়নাদির পরে ও বিবাহাদি না করিয়া এই ভাবে যাঁহারা থাকেন, ঐ ব্রহ্মচারিন্ নামেই তাহারা আখ্যাত হন, "অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগীকে ব্রহ্মচারী বলা হয়" "ব্রহ্মচর্য্য, গুরু শুশ্রূষা এবং ভিক্ষা ভোজনাদিতে অবস্থিত হইয়া" (মধুসূদন)। মৎচিত্ত= "পরমেশ্বর বিষয়ক ধারাবাহিক চিত্তবৃত্তি যুক্ত হইয়া (মধুসূদন)। মৎপর="পুত্রাদি প্রিয় বস্তু থাকিতে কি প্রকারে মৎচিত্ত হওয়া যায়, তাই বলিলেন আমিই পরমানন্দ স্বরূপ বলিয়া আমাকে অতিপ্রিয় জানিয়া, কারণ শ্রুতি বলেন, আত্ম-তত্ত্বই অতি প্রেয়" (মধুসূদন)। যুক্ত আসীত="সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিশিষ্ট হইয়া যথা শক্তি উপবেশন করিয়া (সমাহিত হইয়া) থাকা উচিত কিন্তু স্বেচ্ছায় ব্যুত্থিত হওয়া উচিত নহে"। মধুসূদন এই বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"এ স্থলে ভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—কোন কোন আসক্তি পরায়ণ ব্যক্তি চিত্তে নিয়ত স্ত্রীর চিন্তা করিতে থাকে বটে, পরন্তু এই স্ত্রীকেই পরম আরাধ্যা বলিয়া গ্রহণ করে না, কিন্তু সে রাজাকে অথবা কোনও দেবতাকেই আরাধ্য বলিয়া গ্রহণ করে; এই যোগী ব্যক্তি কিন্তু মচ্চিত্ত হইবে এবং মৎপরও হইবে, এবং সেইরূপ হইয়া আমাকেই সর্ব্বদা আরাধনীয় বলিয়া মনে করিবে; অর্থাৎ চিত্ত এক বিষয়ে আসক্ত ও অনুরক্ত থাকিবে, এবং অন্য এক বিষয়কে উৎকৃষ্ট এবং উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিবে; ইহা সাধারণ মনুষ্যের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়;

যোগী যিনি হইবেন তাঁহার এরূপ হইলে চলিবে না, এক ঈশ্বরই তাঁহার বিষয় হইবেন, এবং তিনিই তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট এবং পরমারাধ্য হইবেন, যোগীকে এইরূপ করিতে হইবে। ইহাই হইল ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা। যাহাই হউক্, ভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচার্য্যও গীতার ব্যাখ্যাতা, আর আমিও (টীকাকার মধুসূদন সরস্বতীও ইহার ব্যাখ্যাতা।) কিন্তু আমি ব্যাখ্যাতা হইলেও এ স্থলে ভাষ্যকারের সহিত কখনও আমার তুলনা হইতে পারে না ; গুঞ্জা (কুঁচ) সুবর্ণের সহিত একই তুলায় (নিক্তিতে) আরোপিত হইলেও কি তাহা স্বর্ণের সমান হইতে পারে?

অনুবাদ। শরীর মস্তক ও গলদেশকে সরল অর্থাৎ এক ঋজুরেখায় নিশ্চল ভাবে রাখিয়া স্থির হইয়া নিজ নাসিকার অগ্র ভাগে দৃষ্টি রাখিয়া, অন্য কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রশান্ত-চিত্ত, উদ্বেগ বা ভয় রহিত হইয়া (অর্থাৎ কেহই আমার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না মনে এই বিশ্বাস রাখিয়া) ব্রহ্মচারি-ব্রতে, কৃচ্ছ সাধনে থাকিয়া, আমাতে মন সম্পূর্ণ ভাবে রাখিয়া, আমি, (ভগবান) তাহার পরম প্রিয় বা পরম আশ্রয় ইহা মনে স্থির দিয়া (বা মৎ পরায়ণ অর্থাৎ আমাতে পূর্ণ অনুরাগ রাখিয়া) মন সংযত করিয়া, ধ্যান যোগে সমাহিত ভাবে যোগী অবস্থান করিবেন। বৃউ ৩।৮; মহাভা ১২।২৪০।৩২, কঠ ২।১৩; ৫।১; ছাঃ ৮ ১।৩; মঃ ১।২।৭; ৩।২।৪।

ধ্যানযোগে কাহাতে মন যুক্ত রাখিবে? তাহার উত্তর, মচ্চিত্তঃ, যুক্ত আসীত মৎপরঃ এই উত্তর হইতে মনে হয় ইহা

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ধ্যান-যোগ ও ভক্তি-যোগের সমন্বয়। পাতঞ্জল যোগের সহিত এই খানে একটু প্রভেদ। বিগতভীঃ= ইহার "কাজ ব্যর্থ হইবে বা পুনরায় জন্ম হইবে, এইরূপ ভয় না রাখিয়া" এরূপ অর্থও হইতে পারে। ব্রহ্মচারিব্রত, গৃহস্থ জীবনেও পালিত হয় যদি স্ত্রী সম্ভোগ, অন্ততঃ অবিহিত ভাবে স্ত্রী সম্ভোগ না করা হয়। "নাশিকাগ্র" ইহার অর্থ ভ্রূমধ্য, অনেকেই করেন। দুই অর্থই চলে; পূর্ণদৃষ্টি চঞ্চলতা ও মুদিত নেত্রে ঘুম আসে। শরীরগ্রীবা ও মস্তক এক ঋজু-রেখায় রাখিয়া বসিলে সুখাসন হয়; কুব্জ হইয়া, বা ঘাড় বাঁকাইয়া বা মাথা ঢলিয়া পড়া ভাবে বসিলে ঘুম আসে ও প্রণায়ামাদিতে কষ্ট হয়। এরূপ নির্জ্জন স্থান লইবে যেখানে গোলমাল নাই, ভয়ও নাই। মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই যে কাজ সফল হইবে। যোগী নিজেকে ব্রহ্মচারিব্রতে রাখিবে, জিতেন্দ্রিয় ও কৃচ্ছ্রতায় থাকিবে। "ধ্যানের সময় ছাড়া বাকী সময় একটু আরাম করিয়া লই না কেন?" এভাব মনে রাখিলে বা নিজেকে একটু শ্লথ করিলে শরীর মোটেই ধ্যানের উপযোগী থাকিবে না। "মচ্চিত্ত" থাকিলে স্মৃতিতেও ভোগের স্মৃতি আসিবে না; "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" (২।৬১), মনে ভগবান থাকিলে পুরুষকার সহায়তা পায়।

রামানুজ। প্রশান্ত মন=অত্যন্ত সন্তুষ্ট মন। মৎপরঃ আসীত=বসিয়া আমারই চিন্তা করিবে।

শঙ্কর। নাসিকার অগ্র ভাগ দেখ। তাৎপর্য্য এই যে

দৃষ্টি বিষয় হইতে রোধ করিয়া ওখানে স্থাপন করাই ইষ্ট। মন আমায় থাকিবে, নাসিকায় নহে।

শ্রীধর। কায়=দেহের মধ্য ভাগ। স্থির=দৃঢ় প্রযত্ন হইয়া। বিগতভীঃ=যাহার ভয় চলিয়া গিয়াছে। মৎপরঃ= আমাকেই পুরুষের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন।

রামদয়াল। সর্ব্বশক্তিমান ভগবান সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। ভয় কাহাকে ?=বিগতভীঃ। ভক্তি মার্গের সমাধি এই শ্লোকে।

গিরীন্দ্রশেখর। ব্রহ্মচারি-ব্রত=শৌচ, ব্রত, আচার, অনুষ্ঠান, গুরু গৃহে বাস, গুরু শুশ্রূষা, বেদাধ্যয়ন, অগ্নি ও রবির উপাসনা, বিনয়, ভিক্ষা লব্ধ অন্ন ভোজন, ইত্যাদি। স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগের পৃথক্ উল্লেখ নাই (বিষ্ণু ৩৯)। বিগতভীঃ=সিদ্ধি সম্বন্ধে নির্ভয়।

অরবিন্দ। সমগ্র চিত্তকে সংযত করিয়া ভগবানের দিকে ফিরাইতে হইবে, তাঁহাতে যুক্ত করিতে হইবে, যেন চৈতন্যের নিম্নতম ক্রিয়া, ঊর্দ্ধতম শান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়, কারণ এই সাধনা দ্বারা নির্ব্বাণের শান্তি লাভই লক্ষ্য ; আমার মধ্যে সেই পরম শান্তির ভিত্তি, শান্তিনির্ব্বাণ-পরমাং মৎসংস্থাম্।

তিলক। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (২,৮,১০)। প্রাচীন উপনিষদে যে যোগের বর্ণনা আছে, উপরের বর্ণনার মত। ২৪ শ্লোকে (মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় রোধ) তাহার সহিত মেলে ; হঠযোগ নহে।

কৃষ্ণানন্দ। নাসার অগ্র আকাশের প্রতিলক্ষ্য। সম্প্রজ্ঞাত

সমাধি ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক শরণাগত না হইলে আত্ম চৈতন্য প্রকাশিত হয় না। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য। ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তি প্রবাহকে নিদিধ্যাসন কহে। এই শ্লোক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহাতে পরবৈরাগ্যের অভাব বশত; ব্রহ্ম চৈতন্যের বিকাশ না হইয়া বিচ্যুতি লাভ হইতে পারে।

ভুপেন্দ্রনাথ। (১১) পবিত্রদেশে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থেকে— আট্ কিয়া হৃদয়াসনে স্থির হয়ে—আত্মাকে রেখে। লোকে বসে আসনে, না অতি নীচু না অতি উঁচু, অর্থাৎ মধ্য স্থানে, হৃদয়েতে থাকিয়া। চেল অর্থাৎ রেশম যাহাকে শীতকালে অন্ধকার ঘরে রগড়াইলে আগুনের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ পায়। তিনি রুদ্র-স্বরূপ, মণিপুর নাভিস্থানে বিরাজমান, তদুপরি হৃদয়াসনে উপবেশন করিয়া বসিবে।····মাটিতে বা কাষ্ঠাসনে বসিতে নাই।···ক্ষিতি শক্তি পরিচালক ; Conductor···যোগীর বাহিরের দ্রব্যাদি নির্ম্মিত আসন হইলেই চলিবে না ; শরীরের অভ্যন্তরে স্থির আসন পাতিতে হইবে। সুষুম্নার অভ্যন্তরে পরম পাবনী ব্রহ্ম নাড়ী, তাহাই সরস্বতীর উপকূল, এই স্থানেই ব্রহ্মর্ষিরা ব্রহ্ম ধ্যানে মগ্ন (আটকাইয়া) থাকেন। আসন হইবে হৃদয়াকাশে বা অনাহত চক্রে অর্থাৎ না অতি উচ্চ স্থানে না নিম্ন স্থানে। কুশ=কু (পৃথিবী), শী=শয়ন, পৃথিবী অর্থাৎ মূলাধার চক্রে যিনি শয়ন করিয়া আছেন ; ব্রহ্মা। অজিন-চর্ম্ম, যাহার উপর কৃষ্ণ লিঙ্গ মূলে স্বাধিষ্ঠানে বিরাজমান। চেল—তেজোৎ পাদক মণিপুর চক্র তাঁহার স্থান নাভিতে।

মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর—এই তিন চক্রের উপর হৃদয়-চক্রে মনকে প্রতিষ্ঠিত করা, অর্থাৎ যখন ক্রিয়া করিতে হইবে, শ্বাস টানিয়া ফেলিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে হৃদয় চক্রে। মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিয়া শ্বাস টানিতে গেলেই হৃদয়ে একটু জোর লাগে, তখন হৃদয়কে যেন একটু সঙ্কোচ করিয়া লইতে হয়, পরে ফেলিবার সময় ফেলাটা যেন বায়ুর স্থান অনাহত চক্র পর্য্যন্ত নামিয়া আসে, হৃদয় তখন একটু সম্প্রসারিত হয়। সুতরাং প্রাণের বেগ ধারণ হয় অনাহত চক্রে। এই চক্রে প্রাণ শক্তির স্থিরতা জন্মিলেই হৃদয়-গ্রান্থ ছিন্ন হয়। (১২), আজ্ঞাচক্রে মন রাখিয়া কিছু চিন্তা করিলেই চিত্ত স্থির হইয়া যায়। এ সব করিতে হইবে প্রাণায়াম করিয়া, তাহার পর।··· সংকল্প-বিকল্প রহিত হইয়া মন একাগ্র হইলেই, চিত্ত হইতে আর বৃত্তি একেবারেই উত্থিত হইবে না। চিত্তের এই বৃত্তি নিরোধের নাম সমাধি।···চিত্তেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিতে হইলে শ্বাসকে স্থির করিতে হইবে; শ্বাসে লক্ষ্য রাখিতে পারিলে শ্বাস আপনা আপনি স্থির হইয়া আসে, ইহাই উপায়।···প্রাণ (প্রকৃতি) আন্দোলিত হইলে, স্বরূপ সত্তারই যেন আন্দোলন হয়, ইহাই চিত্তেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। প্রাণায়াম অভ্যাসে প্রাণ স্থির হয়, উহা হইলে চিত্তেন্দ্রিয়ও স্থির হয়। চিত্তের এই অক্রিয়াবস্থাই আত্মার স্বরূপ। আত্ম-শুদ্ধির জন্য একদিকে যেমন প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া প্রাণকে স্থির করিতে হইবে অপর দিকে মনকে ভগবদ্‌মুখী করিতে হইবে। (১৩) মেরুদণ্ড গ্রীবা, মাথা সরল

ভাবে রাখিয়া, কণ্ঠ একটু চাপিয়া, থুথ্‌নী একটু কণ্ঠ কূপের দিকে নামাইয়া, শরীরটি যাহাতে না কাঁপে এবং দৃষ্টি ভ্রূ-মধ্যস্থ হয়, তাহা করিবে। বাহিরের নাসাগ্র দর্শন নহে; আর ঠিক অগ্রভাগ দর্শনই বলিবার উদ্দেশ্য নহে, 'যেন' নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া। নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিতে হইলে, মন নাসিকাগ্রে সমাহিত হইয়া পড়িবে, উহাতে বিপরীত ফলও হইতে পারে। সুতরাং আত্মাতে মন সমাধান করিতে হইবে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনকে আজ্ঞাচক্রে রাখিলেও হয়, অথবা অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে মনে মনে কূটস্থকে চিন্তা করিলে চাক্ষুষী-বৃত্তি-শূন্য ভাবে অবস্থান করিবে। (১৪)। সমাহিত অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। আমিও কিছুই নই, আমারও কিছু নয়—এইটী বার বার ধারণা করিতে পারিলে, প্রতি চক্রে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলে, মন মনের মধ্যে প্রবেশ করে, আর তাহাতে সংকল্প বিকল্পের ঢেউ উঠে না। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিলে বৃত্তি বিস্মরণ বা চিত্ত নিরোধ হয় ইহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা। এই অবস্থায় এক অখণ্ড আত্ম-সত্তা ব্যতীত আর কোনও বৃত্তিরই স্ফুরণ থাকে না। ইহাই ব্রহ্মচর্য্য বা ব্রহ্মে বিচরণ। মনে এই শান্তাকার ভাব আসিলে, সাধক ভয় শূন্য হইয়া যান, অর্থাৎ দ্বিতীয়ের অভিনিবেশ থাকে না। ইহাই যুক্তাবস্থা বা সমাধির অবস্থা।

Krishna Prem :—Aspiration must be purely directed towards the one Self.

Radhakrishnan—It is not ascetic celibacy,

but control. It means not only sexual cotinence, but observation of all the cardinal vows for the attainment of Brahman···ব্রহ্মা taught ইন্দ্র the knowledge of Reality after making him undergo ব্রহ্মচর্য্য for 10 years.

ভক্তিপ্রদীপ। দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ = avoiding deflection. সংযম্য মনঃ = dispassioned. মচ্চিত্তঃ = intent on Me. মৎপরঃ = with undivided attention to Me. যুক্তঃ আসীত = must practise yoga.

জ্ঞানেশ্বরী। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনচারি পৃষ্ঠায় কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এত রূপকে পূর্ণ যে তাহার সংক্ষেপে করা গেল না।

গোয়েন্‌কা। বিগতভীঃ = "ভগবান সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, তবে আর কিসের ভয়" মনে এই বিশ্বাস রাখা।

Chidbhavananda. The eyeballs would seem as if they are gazing at the tip of the nose while actually at rest.···In heroic delibration to train the mind, fear finds no place.

(১৫) যোগ সমাধির ফল বলিতেছেন :—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মনং যোগী নিয়ত মানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণ পরমাং মৎসংস্থামধি গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

পদচ্ছেদ। যুঞ্জন্ এবম্ সদা আত্মনম্ যোগী নিয়ত-মানসঃ শান্তিং নির্ব্বাণ-পরমাং মৎ-সংস্থাম্ অধিগচ্ছতি।

অন্বয়। নিয়ত মানসঃ যোগী সদা আত্মানং এবম্ যুঞ্জন্ মৎসংস্থাম্ নির্ব্বাণ পরমাম্ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।

কঠিন শব্দ। নিয়ত মানসঃ=সংযত চিত্ত, নিয়ন্ত্রিত চিত্ত; "অভ্যাসের আধিক্য হেতু যিনি মনকে নিরুদ্ধ করিয়াছেন" (মধুসূদন)। আত্মানম্ এবম্ যুঞ্জন্=নিজ মনকে এই প্রকারে যোগে (বা ভগবানে) যুক্ত করিয়া, "অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে সমাহিত করিয়া" (মধুসূদন)। নির্ব্বাণ পরমাম্=নির্ব্বাণরূপ পরম শান্তি; "অদ্বৈতাত্ম তত্ত্ব-রূপ পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎ হইলে তদ্দ্বারা সকার্য্য অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ মুক্তিতে যাহা পর্য্যবসিত হয়, এতাদৃশী যে শান্তি" (মধুসূদন)। মৎ-সংস্থাম্=আমাতে অবস্থিতা মদধীনা; "আমার (ঈশ্বরের) স্বরূপভূত যে পরমানন্দ স্বরূপ যে নিষ্ঠা" (মধুসূদন)। আমাতে থাকা, নির্ব্বাণ অবস্থা বিশেষ; অচেতন বা শূন্য নহে; ইহা বিষয়াকার বৃত্তিশূন্য অদ্বৈত জ্ঞান বা বিশুদ্ধ চৈতন্য, (মধুসূদন)। ইহা annihilation নহে; ইহা খণ্ডচৈতন্যের যেখান হইতে আসিয়াছে, সেখানে মিশিয়া যাওয়া। মৎ সংস্থা কৈবল্য নহে।

অনুবাদ। সংযত চিত্ত যোগী সদা নিজমনকে এই প্রকারে আমাতে (বা যোগেতে) যুক্ত রাখিয়া, আমাতে অবস্থিতা (মদধীনা) বা যাহা কি আমার স্বরূপাবস্থা সেই পরম শান্তি তাহা লাভ করেন। (বা আমাতে থাকা রূপ সেই পরম শান্ত

অবস্থা লাভ করেন) এই শ্লোক ও ২৮ শ্লোক তুলিত হইতে পারে।

মধুসূদন। আত্মা ও অনাত্মা বিষয়ে ধ্যান, ধারণা ও সমাধি ইত্যাদি যোগের অনেক বিষয়, প্রায় ৩৪ পৃষ্ঠায় অতি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

গোয়েন্‌কা। শান্তি—ইহা সেই শান্তি যাহা নৈষ্ঠিকী (৫।১২), শাশ্বতী শান্তি (৯।৩১) পরাশান্তি (২।৫১,৫২), যাহা পরমেশ্বর-প্রাপ্তি, পরম দিব্য পুরুষ প্রাপ্তি, পরম গতি প্রাপ্তি আদি নামে বর্ণিত। এই শান্তি, আনন্দস্বরূপ ভগবানে অচল ভাবে স্থিত।

শঙ্কর। নিয়তমানসঃ=যে মনকে জয় করিয়াছে। যুঞ্জন্নেব সদাত্মানম্=সদা আত্মার সমাধান অর্থাৎ মনকে পরমাত্মাতে স্থির করিতে থাকিয়া। শান্তিং ইত্যাদি=নির্ব্বাণদায়িনী উপরতি, অর্থাৎ যে শান্তির পরম নিষ্ঠা অর্থাৎ অন্তিম স্থিতি মোক্ষ, আর যাহা আমাতে স্থিত, আমার অধীন তাহা পায়।

রামানুজ। নিয়ত মানসঃ=যাহার মন আমার সংস্পর্শে পবিত্র হইয়া নিশ্চল হইয়া গিয়াছে। যুঞ্জন্নেব সদাত্মানং= আমি, অর্থাৎ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমে মন লাগাইয়া। শান্তিং ইত্যাদি=আমাতে স্থিত নির্ব্বাণের পরাকাষ্ঠারূপ পরম সুখ পায়।

শ্রীধর। এই প্রকারে মনকে সমাধিস্থ করিয়া যাহার চিত্ত নিয়ত অর্থাৎ নিরুদ্ধ হইয়াছে, তিনি জন্ম-মরণ-রূপ সংসার হইতে

নিবৃত্তি লাভ করেন। সেই শান্তি কীদৃশী যে শান্তিতে মোক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য বিষয় হয়? মৎ সংস্থা = আমার ন্যায় অবস্থিতি, আমার সারূপ্য।

মধুসূদন। "আত্ম সমাধান করতঃ" এ স্থলে একাগ্র ভূমিতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি উক্ত হইয়াছে। "সংযত মনা" এ স্থলে সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ফল-স্বরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নিরোধ ভূমিতে উক্ত হইয়াছে। "শান্তি" এ স্থলে নিরোধ সমাধি হইতে যে সংস্কার উত্থিত হয় তাহার ফল-স্বরূপ "প্রশান্ত বাহিতা উক্ত হইয়াছে। নির্ব্বাণ প্রধান এ স্থলে "ধর্ম্ম-মেঘ" নামা সমাধি হইতে যে তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয় সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কৈবল্য লাভের হেতু উক্ত হইয়াছে। "আমাতে স্থিতি" এ স্থলে উপনিষদের অভিমত কৈবল্য প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রত্যক্ষ করা রূপ ধর্ম্ম সিঞ্চন করে, এ জন্যে তত্ত্ব-সাক্ষাৎ-কারের হেতু "ধর্ম্ম-মেঘ"; ধর্ম্ম-মেঘ সমাধি হইতে ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়।

কৃষ্ণানন্দ। যে অনির্ব্বচনীয়া অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের বাসনা-বিকারের বীজ বিদগ্ধ হইয়া যায়, তাহার নাম পরমানির্ব্বাণ, ইহা সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ।

তিলক। পাতঞ্জল যোগ, মনকে নিরোধ করিবার এক যুক্তি বা ক্রিয়া...চিত্তের একাগ্রতা আহরিত হইলে তাহার অপপ্রয়োগ করা উচিত নহে; এই একাগ্রতা বা সমাধি পরমেশ্বরের স্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্তি বিষয়ে হওয়া উচিত।

রামদয়াল। মোক্ষ প্রাপ্তি যোগ্যা নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া আমার স্বরূপ যে পরমানন্দ তৎ রূপা শান্তি বা সংসার উপরতি প্রাপ্ত হয়।...পরবৈরাগ্য হইলে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়; যোগীর সমাধি এইভাবের; (রামদয়াল একাগ্র সমাধির নানা ভেদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ব্যোমব্রহ্ম। নির্ব্বাণ...অধিগচ্ছতি = দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি রূপ শান্তি লাভ করেন যে শান্তি আমাতে আছে।

কৃষ্ণানন্দ। তুরীয় অবস্থায় ব্রহ্ম-স্বরূপতা নির্ব্বাণ লাভ হয়। নির্ব্বাণ, অবস্থা-বিশেষ, অচেতন, শূন্য নহে; উহা বিষয়াকার বৃত্তি শূন্য অদ্বৈত জ্ঞান বা বিশুদ্ধ চৈতন্য।

ভক্তিপ্রদীপ। এবং যদা আত্মানম্ যুঞ্জন্ = by such constant practise of concentration, নিয়ত মানসং = with perfect composure of mind, নির্ব্বাণ পরমাম্ = leading to complete emancipation. মৎসংস্থাম্ = spiritual realisation of Me.

Telang—A devotee...attains that tranquility which culminates in final emancipation and assimilation with Me.

Chidbhavananda. Attains the peace abiding in Me and culminating in Nirvana.

যোগাভ্যাসে উপযোগী আহার ইত্যাদির কথায়, কি হিতকারী কি অহিতকারী বলিতেছেন।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্ত মনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥১৬।
যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭।

পদচ্ছেদ। ন অতি—অশ্নতঃ তু যোগঃ অস্তি ন চ একান্তম্ অনাশ্নতঃ, ন চ অতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতঃ ন এব চ অর্জুন। যুক্ত-আহার-বিহারস্য, যুক্ত-চেষ্টস্য কর্ম্মসু, যুক্ত-স্বপ্ন-অববোধস্য যোগ: ভবতি দুঃখহা।

অন্বয়। তু অর্জ্জুন অতি অশ্নতঃ যোগঃ ন অস্তি, ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ, অতি স্বপ্নশীলস্য চ ন, জাগ্রত এব চ ন। যুক্তাহার-বিহারস্য কর্ম্মসু যুক্ত চেষ্টস্য যুক্ত সপ্নাববোধস্য যোগঃ দুঃখহা ভবতি।

কঠিন শব্দ। অত্যশ্নতঃ=যে অধিক ভোজন করে। একান্তম্ অনশ্নতঃ=অত্যন্ত অনাহারী। অতি স্বপ্নশীল=অত্যন্ত নিদ্রালু। যুক্তাহার বিহার=পরিমিত ভাবে আহার এবং পরিমিত ভাবে শরীর চালনা করা। যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু =কর্ম্মসমূহে পরিমিত অর্থাৎ যথোপযুক্ত ভাবে চেষ্টাকারী। যুক্ত স্বপ্ন অববোধস্য=পরিমিত নিদ্রাশীল ও পরিমিত জাগরণশীল। দুঃখহা=দুঃখ হরণকারী, শারীরিক ও মানসিক গ্লানি নাশকারী হয়; যোগ=সিদ্ধি আনয়নকারী যে যোগ সকল দুঃখ নাশক। "সকল প্রকার সংসারিক দুঃখের কারণ স্বরূপ যে অবিদ্যা, ব্রহ্ম-বিদ্যার দ্বারা তাহার উন্মূলন হয়; উক্ত প্রকার

যোগ সেই ব্রহ্ম-বিদ্যার উৎপাদক হয় বলিয়া তাহা মূলের সহিত সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে''। (মধুসূদন) ''সব্যঞ্জন অন্নের দ্বারা উদরের অর্দ্ধেক্ অংশ, এবং জলের দ্বারা তৃতীয় অংশ পূর্ণ করিয়া উদরের চতুর্থ অংশ বায়ু সঞ্চরণের নিমিত্ত খালি রাখা উচিত। আট গ্রাস যোগীর ও ৩২ গ্রাস গৃহস্থের। (এক গ্রাস কুক্কুট ডিম্বের মত হইবে)। একদিনে এক যোজনের অর্থাৎ চারি ক্রোশের অধিক চলা উচিত নহে। বাক্য প্রভৃতির চাপল্য ত্যাগই কর্ম্ম চেষ্টার নিয়তত্ব। রাত্রিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া, প্রথম ও অন্তিম অংশে জাগরণ এবং মধ্যম অংশে নিদ্রা।'' (মধুসূদন, আনন্দগিরি)। মহাভারত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব ৩০০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এখানে যুক্ত অর্থে যোগযুক্ত নহে, যাহা উচিত যাহা পরিমিত।

অনুবাদ। কিন্তু অর্জ্জুন, যে অতি ভোজন করে তাহার ধ্যান যোগ হয় না, অত্যন্ত অনাহারীরও হয় না, অত্যন্ত নিদ্রালুরও হয় না, এবং যে (অত্যন্ত) জাগিয়া থাকে, তাহারও হয় না। যিনি পরিমিত আহার এবং পরিমিত শরীর চালনাদি করেন, যিনি কর্ম্ম সমূহে পরিমিত অর্থাৎ যথোপযুক্ত ভাবে চেষ্টাকারী, যিনি পরিমিত নিদ্রাশীল ও পরিমিত জাগরণশীল, ধ্যান-যোগ (তাহার পক্ষে) দুঃখ হরণকারী হয়। অর্থাৎ আহার বিহার, নিদ্রা জাগরণে শরীরকে নিয়মে রাখিয়া ধ্যানযোগে থাকিলে শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার গ্লানি বিদূরিত থাকে, ও তাহারই যোগ সিদ্ধ হয়, যে যোগ সকল দুঃখ নাশক।

অধিক ভোজনে নিদ্রা ও আলস্য বৃদ্ধি ও নানারকম রোগ উৎপন্ন হয়; অন্যদিকে অনাহারে প্রাণ শক্তি, দেহ ও ইন্দ্রিয় শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়। অধিক নিদ্রায় আলস্য ও তমোগুণের বৃদ্ধি হয়, অন্য দিকে জাগরণে ক্লান্তি আসে, মেধা নষ্ট হয়, মাথা গরম হয়। ভগবান বুদ্ধদেবও এই মধ্য পথই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। (ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যোগের নিয়মাদি বলিয়াছেন, মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বে ৩০ম অধ্যায়—মহাভারত)।

শঙ্কর। দুঃখহা = অভিপ্রায় এই যে, সংসার-রোগ নাশ করে যে যোগ, সেইযোগ-যুক্ত যোগীর যোগ সিদ্ধ হয়।

রামানুজ। দুঃখহা, অর্থাৎ বন্ধন ছিন্ন করে যে যোগ, তাহা সম্পন্ন হয়।

শ্রীধর। সর্ব্ব দুঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয়। অনেকে, কর্ম্মের অর্থ প্রণব জপাদি করিয়াছেন।

তিলক। যোগ = পাতঞ্জল যোগ। যুক্ত = পরিমিত। কর্ম্মযোগে সিদ্ধি লাভ জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, এবং উহার সাধন টুকুরই জন্য পাতঞ্জল যোগের এই বর্ণনা। এই অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগই প্রতিপাদ্য তাহা নহে, কর্ম্ম যোগই প্রতিপাদ্য।

ব্যোমব্রহ্ম। যুক্ত-স্বপ্ন = নিয়মিত সময়ে কার্য্য করিয়া কার্য্যান্তে বিশ্রাম। যুক্তাববোধ = উদ্দেশ্যঃ বিষয়ে জাগরূক ও কর্ম্ম-বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান।

গোয়েন্‌কা। দুঃখহা = যোগসিদ্ধি হইলে ধ্যান যোগীর পরমানন্দ ও পরমশান্তির অনন্ত সাগর পরমেশ্বর প্রাপ্তি হয়,

যাহাতে তাহার সকল দুঃখ, কারণ সহিত চিরকালের মত নষ্ট হইয়া যায়।

Chidbhavananda—The wire of a Vina snaps if tightened too much, and gives no music, if loosened too much.

Radhakrishnan—Compare the middle path of the Buddhists, the golden mean of Aristotle.

ভূপেন্দ্রনাথ। সমাধি অভ্যাসের ফলে কি লাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন :—মনের বৃত্তি সমূহ বিনিবৃত্ত হইলেই যোগী নিজ স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং এইরূপ, স্বরূপে অবস্থিতি হইলেই পরম শান্তি লাভ করিয়া যোগী কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।…শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, সাধন দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপের যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা গুহ্য ; সেই গুহ্যজ্ঞান দ্বারা আত্ম স্বরূপকে দেহ হইতে পৃথক্ ভাবে অনুভব করিতে পারিলেই ঐ অনুভূতিকে গুহ্যতর জ্ঞান বলে, এবং যখন এই গুহ্যতর জ্ঞান দ্বারা ভগবানের স্বরূপ অনুভব করিয়া সাধক যখন আপনাকে ঈশ্বর স্বরূপ হইতে অভিন্ন ভাবে দর্শন করেন, তখনই সেই গুহ্যতম জ্ঞান বলে।…এই অনুভূতি লাভ হইলে তবে সাধক ব্রহ্ম-পদ লাভ করিয়া থাকেন। প্রাণায়ামাদি সাধন ও বিচার; দুইই চাই।…ভগবানকে সর্ব্বপ্রিয় করিয়া, তিনি যে "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাম্, এই ভগবদ্ বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, তাহার উপর নির্ভর করিয়া যে প্রযত্ন করিবে, সে কখনও নিরাশ হইবে না।

সগুণ উপাসনাই কূটস্থ দর্শন দ্বারা হইবে, এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় নির্গুণ উপাসনা হইবে। সগুণ উপাসনা দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধ হইলেও সম্পূর্ণ জ্ঞান হইবে না। ক্রিয়ার পরাবস্থায় স্থিতি লাভ করিলে অদ্বৈত ভাবের উপলব্ধি হইবে। তখন জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ কৃতকৃত্য হইয়া যাইবে। মনই সমস্ত উপদ্রবের মূল। মনকে নিরোধ করিতে হইবে, কিন্তু প্রাণ স্থির হইলে তাহা হয় না; প্রাণায়ামাদি যোগ-ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণকে স্পন্দন রহিত করা যায়। প্রাণ মনের স্থিরতা অভ্যাস করিতে করিতে যে নিরোধ অবস্থা জন্মে তাহা প্রধানতঃ দুই স্তরে বিভাগ করা যায়—(১) সম্প্রজ্ঞাত ও (২) অসম্প্রজ্ঞাত। (ইহার পরে, সান্ন্যাল মহাশয়, এই দুইটী বিষয় জ্ঞানপ্রদ, ও অতি বিষদ ভাবে প্রায় ছয় পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ইহারই ভিতর যে সকল বিষয় পড়ে, যথা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশাদি পঞ্চক্লেশ, বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে; এ বিষয়ে তাঁহার গীতা দ্রষ্টব্য।)···ধ্যেয় বস্তুতে মনের সম্পূর্ণ একাগ্র ভাবই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অভীষ্ট পদার্থে চিত্ত নিরুদ্ধ না হইয়া একেবারে যখন নিরাবলম্ব হইয়া যায়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে নিরোধ সমাধি বা যোগ, বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। বুদ্ধি যখন পরাবুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করে তাহাই চরম অপরোক্ষ জ্ঞান বা কৈবল্য পদ। ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি।···বুদ্ধি তত্ত্ব লীন লইলে "অস্মিতা" ভাবও থাকে না, উহা আত্ম-স্বরূপের সহিত এক হইয়া যায়।

তাহার আর তখন জ্ঞাতা কেহ থাকিতে পারে না। ইহাই শান্ত আত্মা।···সংসারে থাকিয়া সমাধি সাধন হইতে পারে না, তাহা নহে। প্রাচীন কালে অধিকাংশ ঋষিরাই গৃহস্থ ছিলেন। ···মাত্র মনের একতানতা হওয়া সমাধি নহে—তুষ্মন্তের চিন্তায় শকুন্তলার হইয়াছিল, উহা সামাধি নহে।···ধ্যেয় বিষয়ে মনের একতানতা, ও তাহা ভগবানে প্রয়োজিত হওয়া চাই।

(১৬,১৭)। রাত্রের আহার লঘু হওয়া চাই। বৎসরের মধ্যে ২।৩টা নিরম্বু উপবাস মন্দ নহে। যোগাভ্যাস কালে বহ্নি সেবা, স্ত্রী সম্ভোগ, বহু দূর চলা, প্রাতঃ স্নান, উপবাস বা কায়ক্লেশাদি করিতে নাই। মুগ, গম, যব, শালীতণ্ডুলের অন্ন, ক্ষীর, দুগ্ধ, শুণ্ঠি, পটল ও ফল, পলতা, হিঞ্চে শাক, সুপথ্য। মাংস, দধি, কুলথ কলাই, রসুন, পেঁয়াজ, শাক, কটু, অম্ল, তিক্ত, পিণ্যাক (তিলের খোল) হিং, সৌবীর (কুল) সরিষার তৈল ত্যাগ করিবে। কোনও দ্রব্য শীতল হইয়া গেলে তাহা পুনরায় উষ্ণ করিয়া খাওয়া নিষিদ্ধ।

তখনই যোগ সর্ব্ব দুঃখের নাশক হয় যখন যোগী দেহাভিমান না রাখিয়া কেবল আত্ম-রতিতেই সমুৎসুক।···তিনি যাহা কিছু করেন, সমস্তই নারায়ণে সমর্পণ করিয়া করেন, নিজের জন্য মনে করিয়া আহার বিহারাদিও করেন না।

ভক্তিপ্রদীপ। যুক্ত = moderate ; দুঃখহা = free from all afflictions.

Telang—That devotion which destroys all misery is his, etc.

(১৮) আর, কখন বা কি প্রকারের হইলে, যোগীকে যুক্ত বলা যাইতে পারে তাহা আর এক ভাবে বলিতেছেন। ইহাতে যোগ নিষ্পন্ন হইলে কি, লক্ষণ হয়, তাহা বলা হইতেছে।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮॥

পদচ্ছেদ। যদা বিনিয়তম্ চিত্তম্ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে, নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ যুক্তঃ ইতি উচ্যতে তদা।

অন্বয়। যদা বিনিয়তম্ চিত্তম্ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে, তদা সর্ব্ব কামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ যুক্ত ইতি উচ্যতে।

কঠিন শব্দ। বিনিয়ত=বিশেষ ভাবে সংযত; "সর্ব্ব বৃত্তি শূন্য অবস্থায় স্থাপিত; একাগ্রভূমিতে যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তাহার কথা বলিয়া, এই বারে নিরোধ ভূমিতে যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তাহাই বলিবার উপক্রম করিতেছেন। চিত্ত=মন; রজঃ ও তমোবিহীন অন্তঃকরণ; সত্ত্ব ইহা অতি স্বচ্ছ বলিয়া সমস্ত বিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়"। (মধুসূদন) আত্মনি এব=আত্মাতেই (বা পরমাত্মাতেই); "যাহা অনাত্মাকার প্রাপ্ত হয় নাই সেই প্রত্যক্ চৈতন্যেই" (মধুসূদন)। অবতিষ্ঠতে =অবস্থিত হয়; "নিশ্চল হয়", চিত্ত আত্মার সন্নিহিত থাকে বলিয়া চিত্তের আত্মাকারতা প্রাপ্তি হয়, সেই জন্য তাহাতে চৈতন্যের প্রাধান্য হয়, ও উহা অপ্রধান হইয়া নিশ্চল হইয়া

যায়"। (মধুসূদন) নিঃস্পৃহ=স্পৃহাহীন; "পর বৈরাগ্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাধন"।

অনুবাদ। যখন বিশেষ ভাবে সংযত মন (বাহ্য বিষয়ের চিন্তা ছাড়িয়া), আত্মাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে বা নিজেতে স্থিত থাকে তখন, সকল কামনায় স্পৃহাহীন সেই যোগী, যুক্ত অর্থাৎ যোগারূঢ় অবস্থায়, অবস্থিত বলা যায়। (আত্মতুষ্ট অবস্থা ২।৫৫; ৩।১৭,১৮ (যুক্ত শব্দের আর এক বর্ণনা)।

শঙ্কর। আত্মাতে অর্থাৎ নিজের স্বরূপে স্থিত থাকে। যুক্ত=সমাধিস্থ, পরমাত্মাতে স্থিত।

রামানুজ। বিনিয়ত=আত্মাকেই নিজ নিরতিশয় প্রয়োজন বুঝিয়া, তাহাতেই নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ নিশ্চল হইয়া যায়। যুক্ত=যোগের অধিকারী।

ভক্তিপ্রদীপ। যুক্ত=যোগযুক্ত। বিনিয়তম্ চিত্তম্ = thoughts controlled আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে = fixed on self and God.

শ্রীধর। বিনিয়ত ইত্যাদি=বিশেষ রূপে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই নিশ্চল ভাবে ধারণ করে। যুক্ত=প্রাপ্ত যোগ বা যোগ সিদ্ধ।

সন্তদাস। বিনিয়ত ইত্যাদি=যখন চিত্ত সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্তাধীন হইয়া নিজ স্বরূপে অবস্থিত থাকে।

রামদয়াল। নিরোধ সমাধিতে চিত্তের কোন্ অবস্থা হয় তাহা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।...চিত্তের সকল কামনা

ত্যাগ ভিন্ন, চিত্ত বিশেষ রূপে নিয়মিত হওয়া ভিন্ন, ইহা কেবল মাত্র আত্মাতে স্থিতি লাভ করিতে পারে না। বৈরাগ্য দুই প্রকার—পর এবং অপর। অপর বৈরাগ্য চারি প্রকার—যতমান সংজ্ঞা, ব্যতিরেক সংজ্ঞা, একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা, বশীকার সংজ্ঞা (এগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

ভূপেন্দ্রনাথ। সর্ব্ব সম্বন্ধ রহিত যোগীর আত্মাই তখন একমাত্র অবলম্বন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না (গীতা ১৮।৫৫)। কিন্তু এই প্রকার তাঁহার ভক্ত কে হইতে পারে ? গীতা উত্তর দিয়াছে ১২।১৪ শ্লোকে। এই ভক্তি লাভ করিবে কে ? গীতা উত্তর দিয়াছে ১৮।৫৪ শ্লোকে...প্রাণ স্থির না হইলে ভগবদুপাসনা কথার কথা মাত্র। ইহার জন্যই প্রাণায়ামাদি। আত্মার প্রমাণ বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করেন, সেই অজ্ঞান আবরণ এই প্রাণায়াম দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (পাতঞ্জল দর্শনে অনেক শ্লোক যাহা প্রাণায়াম সম্বন্ধীয় তাহা এখানে আলোচিত হইয়াছে)।

Radhakrishnan. In these verses the Teacher gives the procedure by which the seeker can gain the experience of the Essential Self. ....It may be thought that by draining our consciousness of every image, we end in a pure and simple nothingness. The Teacher makes out that the negative process is adopted to

apprehend the Pure Self to achieve beatific vision.

সমাহিত চিত্তের অবস্থার দৃষ্টান্ত—(যোগ সিদ্ধের লক্ষণ)।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯

পদচ্ছেদ। যথা দীপঃ নিবাতস্থঃ ন ইঙ্গতে সা উপমা স্মৃতা, যোগিনঃ যতচিত্তস্য যুঞ্জতঃ যোগম্ আত্মনা।

অন্বয়। যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ ন ইঙ্গতে আত্মনঃ যোগম্ যুঞ্জত-যত চিত্তস্য যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা।

কঠিন শব্দ। নিবাতস্থঃ দীপঃ=যেখানে বায়ু বহনশীল ভাবে নাই সেস্থানে অবস্থিত প্রদীপ। ন ইঙ্গতে=কম্পিত বা চঞ্চল হয় না। আত্মনঃ যোগম্ যুঞ্জতঃ=আত্মার ধ্যানে যুক্ত যোগীর ; (আত্ম পদটীকে এখানে আত্মার যথা শ্রুত অর্থে ব্যাখ্যা করিলে দোষ দুষ্ট হয় ; কি কি দোষ হয় মধুসূদন তাহার আলোচনা করিয়াছেন। সেই জন্য পূর্ব্বে যেরূপ অন্তঃকরণার্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাই সমীচীন ;—মধুসূদন)। যতচিত্তস্য যোগিনঃ=সংযত চিত্ত যোগীর। স্মৃতা=জানিবে।

অনুবাদ। যেমন, যেখানে বায়ু বহনশীল ভাবে নাই, সেখানে অবস্থিত প্রদীপ কম্পিত বা চঞ্চল হয় না, সংযত চিত্ত ও আত্মবিষয়ক ধ্যানের অভ্যাসে যুক্ত (অথবা অন্তঃকরণে সমাধি অভ্যাসে যুক্ত) যোগীর উহা, (অর্থাৎ ঐ দীপের অবস্থা), উপমা জানিবে। (ঐ ভাবে অবস্থিত দীপে যেমন বিক্ষেপ

হয় না, যোগীর নিরুদ্ধ মনেও বিক্ষেপ হয় না ; দীপের শিখাও যেমন উর্দ্ধমুখী থাকে, যোগীর চিত্ত ও সেইরূপ উর্দ্ধমুখী ভগবানের দিকে থাকে)।

শ্রীধর। আত্মার সহিত একাকার ভাবে অবস্থিত চিত্তের উপমা।

তিলক। এইরূপ উপমা মহাভারতে আছে।

জ্ঞানেশ্বরী। বুদ্ধির সহিত যোগের মিলন হইয়া, যেখানে এইরূপ উত্তম প্রয়োগ নির্ম্মিত হয়, সেখানে যাহার মন ক্ষেত্র সন্ন্যাসে স্থির থাকে, তাহাকে যোগযুক্ত জানিবে।

রামদয়াল। চিত্তের সত্তাই অচঞ্চল ব্রহ্ম। তরঙ্গ না থাকিলে যেমন স্থির সমুদ্র থাকে সেইরূপ বৃত্তি-তরঙ্গ শূন্য হইলে স্থির নিশ্চল ব্রহ্ম থাকেন।

ভুপেন্দ্রনাথ। যোগাভ্যাসের দ্বারা যোগীর চিত্তও সংযত হইতে হইতে, সকল বৃত্তি গুলি এক মুখী হইয়া একাকার থাকে, শেষে সূক্ষ্মতম স্পন্দন চিত্ত অসীম চিদাকাশের মধ্যে মিলিয়া এক হইয়া যায়।···চিত্তের চঞ্চলতাই মিথ্যা কল্পনাদি করে ; স্পন্দন রহিত অবস্থাতে জ্ঞানের বিশেষ হয়, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন হয়।

Radhakrishnan. The yogi's thought is absorbed in the Atman. Fleeting glimpses

or passing visions should not be confused with the insight into Atman which is the one safe-guard against all delusions.

Krishna Prem. The true concentration comes when the disciple is able to surrender himself to, and identify himself with the Atman.

ভক্তিপ্রদীপ। যতচিত্ত = যোগযুক্ত, আত্মনঃ যোগম্ যুঞ্জতঃ = performing yoga for the purification of his self, সা উপমা স্মৃতা = is compared, ন ইঙ্গতে = is unflickering.

শঙ্কর। ঐ উপমা, আত্মধ্যান অভ্যাসকারী সমাধি স্থিত যোগীর বিজিত অন্তঃকরণের ইত্যাদি।

রামানুজ। ঐ উপমা যাহার আত্মার অতিরিক্ত অন্য সমস্ত মনোবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, এইরূপ সংযতচিত্ত অর্থাৎ আত্ম-বিষয়ক যোগে যুক্ত সাধকের আত্ম-স্বরূপের ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই, যেমন দীপ…নিশ্চল ও প্রকাশ যুক্ত থাকে, সেইরূপ অন্য সমস্ত মনোবৃত্তির নিবৃত্ত হইলে, আত্মা নিশ্চল 'ও জ্ঞান প্রকাশ যুক্ত হইয়া স্থিত হয়।'

(২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪) যোগ কিরূপ হয় (মধুসূদনের মতে নিরোধ সমাধি কিরূপ হয়) তাহা বলিতেছেন।

যত্রো পরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধি গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্‌ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

তং বিদ্যাদ্দুঃখ সংযোগ বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ন চেতসা ॥২৩॥

পদচ্ছেদ। যত্র উপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধম্‌ যোগ-সেবয়া, যত্র চ এব আত্মনঃ আত্মানম্‌ পশ্যন্‌-আত্মনি তুষ্যতি। সুখং আত্যন্তিকম্‌ যৎতৎ বুদ্ধি-গ্রাহ্যং অতি-ইন্দ্রিয়ম্‌, বেত্তি যত্র ন চ অয়ম্‌ স্থিতঃ চলতি তত্ত্বতঃ। যম্‌ লব্ধা চ অপরং লাভং মন্যতে ন অধিকম্‌ ততঃ, যস্মিন্‌ স্থিতঃ ন দুঃখেন গুরুণা অপি বিচাল্যতে। তম্‌ বিদ্যাৎ দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগ-সংজ্ঞিতম্‌, সঃ নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ যোগঃ অনির্ব্বিণ্ন-চেতসা।

অন্বয়। যত্র যোগ সেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তম্‌ উপরমতে, যত্র চ আত্মনা এব আত্মনি আত্মানং পশ্যন্‌ তুষ্যতি ; যত্র অয়ং বুদ্ধি গ্রাহ্যং অতীন্দ্রিয়ং আত্যন্তিকম্‌ যৎ সুখম্‌ তৎ বেত্তি, (যত্র) চ স্থিতঃ তত্ত্বতঃ ন চলতি ; যম্‌ লব্ধা চ অপরম্‌ লাভম্‌ ততঃ অধিকম্‌ ন মন্যতে, যস্মিন্‌ স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন অপি ন বিচাল্যতে ; তম্‌ দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগম্‌ যোগ সজ্ঞিতম্‌ বিদ্যাৎ অনির্ব্বিণ্ণ

চেতসা নিশ্চয়েন সঃ যোগঃ যোক্তব্যঃ। মধুসূদন ইহার পরের শ্লোকটিকেও এই সঙ্গে লইয়াছেন :—

সংকল্প প্রভবান্ কামাং স্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয় গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

পদচ্ছেদ। সংকল্প প্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্ব্বান্ অশেষতঃ, মনসা এব ইন্দ্রিয়-গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ।

অন্বয়। সংকল্প প্রভবান্ সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ তক্ত্বা মনসা চ সমন্ততঃ ইন্দ্রিয় গ্রামং বিনিয়ম্য,—নিশ্চয়েন সঃ যোগঃ যোক্তব্যঃ।

কঠিন শব্দ। যত্র=যে অবস্থায়, "চিত্তের যে পরিণাম বিশেষ হইলে" (মধুসূদন); (ইঁহার মতে, যত্র="যে কালে", ইহা অসঙ্গত অর্থ)। যোগ সেবয়া=যোগাভ্যাস দ্বারা। নিরুদ্ধং চিত্তম্ উপরমতে=নিরুদ্ধ চিত্ত উপরত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়, (সর্ব্ব বৃত্তি নিরোধ রূপে পরিণত হয়)। আত্মনা এব আত্মনি আত্মানং পশ্যন্ তুষ্যতি=নিজের দ্বারা নিজের ভিতর (সাধক) পরমাত্মাকে দেখিয়া বা আপনি আপনাকে জানিয়া তৃপ্তি লাভ করে ; (তদা দ্রষ্টুম্ স্বরূপেঽবস্থান, যোগ সূত্র), ("রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা অনভিভূত শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ অন্তঃকরণের দ্বারা আত্মানং অর্থাৎ প্রত্যক্ চৈতন্যকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, অনন্ত ও অদ্বিতীয় বলিয়া, বেদান্ত প্রমাণ জনিত বৃত্তি বিশেষের দ্বারা (ইহাকেও ব্রহ্ম-জ্ঞান বলা হয়) সাক্ষাৎ করিতে থাকিয়া, পরমানন্দ স্বরূপ

যে আত্মা, সেই আত্মাতেই তুষ্যতি অর্থাৎ সন্তুষ্ট হন, অন্য বস্তুতে নহে (মধুসূদন)"।

অয়ম্ = এই সাধক। বুদ্ধি গ্রাহ্যম্ = মাত্র বোধি দ্বারা, অর্থাৎ মাত্র পারমার্থিক অনুভব বা জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধব্য, যাহা সাধারণ বুদ্ধি বা জ্ঞান নহে অথচ অজ্ঞানে প্রাপ্ত যথা নিদ্রায়, তাহাও নহে ; "রজঃ ও তমোরূপ মল বিহীন হওয়ায় (কেবল মাত্র শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করিবার বিষয়)" (মধুসূদন)।

অতীন্দ্রিয়ম্ = ইন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ অগোচর, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহাকে পাইতে পারা যায় না ; যাহা বিষয়ে ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষে অভিব্যক্ত হয় না" (মধুসূদন)।

বেত্তি = অনুভব করেন। আত্যন্তিকম = নিরতিশয়। তত্ত্বতঃ = সেই পরম জ্ঞান হইতে ; আত্মস্বরূপের বা পরমাত্মার ধারণা বা মচ্চিত্ত ভাব (৬ ২৬) বা যাহা ২৬ হইতে ৩২ শ্লোকে বলা হইয়াছে, সেই ভাব হইতে। নৈব চলতি = মোটেই বিচলিত হয় না।

"আত্যন্তিকম্" পদটির দ্বারা ব্রহ্ম-সুখ-স্বরূপতা কথিত হইল ; "অতীন্দ্রিয়ম" ইহা দ্বারা বিষয় সুখে নিষেধ করা হইল ; "বুদ্ধি গ্রাহ্যম্" ইহার দ্বারা সুষুপ্তি কালীন সুখের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে, যে হেতু সুষুপ্তি কালে বুদ্ধির লয় হইয়া থাকে, কিন্তু সমাধি দশায় বুদ্ধির লয় হয় না, তাহা বৃত্তি বিহীন হইয়া অবস্থান করে।...সমাধি কালে বৃত্তি দ্বারা সুখানুভব নিষিদ্ধ (কারণ ঐ

সুখাস্বাদ ব্যুত্থান স্বরূপ), তবে আত্মার স্বরূপভূত যে সুখ তাহা বিদ্যমান থাকে ; কাজেই তাহা যত্ন সহকারে বৃত্তি দ্বারা গ্রহণ করিতে না হইলেও তাহা নির্বৃত্তিক ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে ; এতাদৃশ সুখানুভব সমাধি বিরোধী নহে, (মধুসূদন)।

যং লব্ধা = চিত্তের যে পরিণাম বিশেষ লাভ করিলে ; "নিরতিশয় আত্ম সুখের ব্যঞ্জক চিত্তের যে নির্বৃত্তিক অবস্থা তাহা...অভ্যাসের পরিপক্কতা দ্বারা লাভ করিয়া, (মধুসূদন)"। ন মন্যতে = মনে করেন না। গুরুণা দুঃখেন অপি ন বিচাল্যতে = বৃহৎ বা দুঃসহ দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হন না ; "শস্ত্র-নিপাতাদি নিমিত্ত গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হন না, সুতরাং তিনি যে তখন (মশক দংশনাদিরূপ) ক্ষুদ্রদুঃখে বিচলিত হইবেন না, তাহা কি আর বলিতে হইবে ?" (মধুসূদন)। দুঃখ সংযোগ-বিয়োগ = দুঃখ যুক্ত অবস্থা যাহা হইতে দেয় না, বা যাহা বিনাশ করে, ইহাকেই ১৭ শ্লোকে "যোগোভবতি দুঃখহা" বলা হইয়াছে। তম্ = সেই চিত্তের পরিণাম বিশেষকে। যোগ সংজ্ঞিতম্ বিদ্যাৎ = "যোগ" এই সংজ্ঞার দ্বারা, অর্থাৎ এই নামের দ্বারা জানিবে। নিশ্চয়েন = নিশ্চিত সহকারে। অনির্ব্বিণ্ণ চেতসা = ঔদাসীন্য বিহীন ও অবসাদ বিহীন মনে, অর্থাৎ "যোগ সাধনে লাগিয়া থাকার কি প্রয়োজন ?—অনেক তো করা হইল" মনে এই রূপ ভাব, অর্থাৎ নির্ভরসা না রাখিয়া ; "এই জন্মেই হউক অথবা জন্মান্তরেই হউক, যোগ অবশ্যই সিদ্ধ হইবে, ত্বরায় প্রয়োজন কি ? এই রূপ ধৈর্য্য-যুক্ত মনে যোগাভ্যাস করিতে

হয়" (মধুসূদন)। যোক্তব্য = যুক্ত থাকিবার অভ্যাস করিতে হয়। সংকল্প প্রভবান্ কামান্ = চিত্তের বৃত্তি হইতে উৎপন্ন অভিলাষ সকল; "দোষ যুক্ত বিষয় সমূহেও তাহাদের অশোভনতা না দেখিয়া তাহাদের উপর যে শোভনাভ্যাস করা, তাহার নাম সংকল্প; সেই সংকল্প হইতেই "ইহা আমার হউক" এই প্রকারের "কামনা সকল প্রাদুর্ভূত হয়" (মধুসূদন)। "আমার এই প্রকার হউক" ঈদৃশ চিত্তের অভিলাষ। মনসা এব = মনেরই দ্বারা। ইন্দ্রিয়গ্রামং = ইন্দ্রিয় সকলকে। সমন্ততঃ = সমস্ত বিষয় হইতে। বিনিয়ম্য = বিশেষরূপে নিয়মিত অর্থাৎ সংযত করিয়া। (উদ্ধরেদ্‌শক্রবৎ (৬।৫), (ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ (৩।৪২) (সকল দর্শনের লক্ষ্য আত্যন্তিকী দুঃখ নাশ করা; যে সাধনায় তাহা হয় (দুঃখ সংযোগ-বিয়োগ), তাহা "যোগ"।) (মহাভারত ৩।২১৩, ৩৩)।

অনুবাদ। সেই তাহাকেই (অর্থাৎ চিত্তের সেই স্থির পরিণাম, বা অবস্থা-বিশেষকেই) যোগ নামে অভিহিত করা হয় জানিবে, যাহাতে, যোগাভ্যাস দ্বারা, নিরুদ্ধ চিত্ত, নিষ্ক্রিয় বৈরাগ্য বা উপরতি (অর্থাৎ বিষয়ে পূর্ণ বিমুখতা) প্রাপ্ত হয়; চিত্তের যে পরিণাম বিশেষ হইলে, নিজের দ্বারা, নিজের অন্তরে, নিজের স্বরূপকে (বা পরমাত্মাকে) দেখিয়া (তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থান, যোগসূত্র ২) সাধক তৃপ্তি লাভ করে (মন বাহিরের কিছু চাহে না, আত্মরতি প্রাপ্ত হয়, ৩।১৭); চিত্তের যে পরিণাম বিশেষে, সেই সাধক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা বোধে

আসে না, এবং মাত্র বোধির দ্বারা যাহা উপলব্ধ হয়, এইরূপ যে নিরতিশয় সুখ, (সুষুপ্তিতে প্রাপ্ত যে সুখ মোটেই তাহার মত নহে) সেই নিরতিশয় সুখ অনুভব করেন ; চিত্তের যে পরিণাম বিশেষে অবস্থিত হইলে সেই পরম জ্ঞান হইতে, অর্থাৎ আত্মস্বরূপের বা পরমাত্মার ধারণা হইতে, সাধক আর আর বিচলিত হন না ; চিত্তের সেই স্থৈর্য্য অবস্থা (বা ভগবানে যুক্ত অবস্থা) যাহা লাভ করিলে আর কোন লাভকে (সাধক) তাহা হইতে অধিক লাভ বলিয়া মনে করেন না, যাহাতে অবস্থিত থাকিলে গুরুভার দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হন না, দুঃখ যুক্ত অবস্থা যাহাতে বিযুক্ত হয় (৬।১৭)—চিত্তের এইরূপ পরিণাম বিশেষকে "যোগ" এই নামে জানিবে ; এবং ঔদাসীন্য-বিহীন ও অবসাদ-বিহীন ভাবে (অর্থাৎ, "আর করিবার ইচ্ছা নাই, অনেক তো করা হইল," মনে এই ভাব না রাখিয়া) নিশ্চয়তার সহিত, সেই যোগে, অভ্যাস সহকারে যুক্ত থাকিবে ; সঙ্কল্প, অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি হইতে উৎপন্ন অভিলাষ সকল, নিঃশেষ রূপে ত্যাগ করিয়া এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে সমস্ত বিষয় হইতে উৎপন্ন অভিলাষ সকল, নিঃশেষ রূপে ত্যাগ করিয়া এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে সমস্ত বিষয় হইতে বিশেষ রূপে সংযত করিয়া (৩।৪২,৬।৫), স্ফূর্ত্তি যুক্ত মনে, অভ্যাস সহকারে যুক্ত থাকিবে (পাতঞ্জল যোগসূত্রের দ্বিতীয় সূত্রের ধ্যান-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

যোগী কাহার ধ্যানে থাকিবেন ? মনে হইতেছে গীতা

শ্রীকৃষ্ণ বা সগুণ ব্রহ্মের কথা আনিয়াছেন ; ৬।১৪,২৯—৩২ শ্লোক তাহার নির্দ্দেশক। মনে হয়, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বর্ণিত হইয়াছে।

এই শ্লোকগুলি যোগাবস্থার চমৎকার বর্ণনা ; প্রায়ই উদ্ধৃত হয়, বিশেষ করিয়া "যং লব্ধা" শ্লোক।

শঙ্কর। যত্র = যে সময়ে, আত্মানাত্মনং পশ্যন্ ইত্যাদি = সমাধি দ্বারা, অতি স্বচ্ছ অন্তঃকরণ দ্বারা, পরম চৈতন্য জ্যোতিঃ স্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎ করিতে থাকিয়া নিজে নিজেতেই সন্তুষ্ট হয়। আত্যান্তিক অনন্ত যে সুখ, ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না করিয়া কেবল বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ যোগ্য হয়।...অর্থাৎ যেকালে, ঐ সাধক আত্মস্বরূপে স্থিত হইয়া, সেই তত্ত্ব বাস্তবিক স্বরূপ হইতে বিচলিত হয় না,...যে আত্ম প্রাপ্তি রূপ লাভকে পাইয়া অন্য কোন লাভ...এমন কি স্মরণেও আনে না।..."যত্রো-পরমতে" হইতে ২২ শ্লোকের শেষ পর্য্যন্ত সকল বিশিষ্ট আত্মার অবস্থা বিশেষ রূপ যে যোগ, তাহাই উক্ত হইয়াছে।...সেই যোগ নামক অবস্থাকে "দুঃখ সংযোগ বিয়োগ" (বিয়োগ, এই বিপরীত শব্দ কৌতুহল জাগাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে)।...যে চিত্তে নির্বিন্নতা (উদাসীনতা) নাই, তাহা অনির্বিন্ন-চিত্ত।...(গুরুতর দুঃখ যথা শস্ত্রাঘাত প্রাপ্তি)।

রামানুজ। যোগ-সেবন রূপ হেতু দ্বারা, সর্বত্র রুদ্ধ করা চিত্ত যে যোগে "ইহা অতিশয় সুখ এই মানিয়া" তাহাতে রমন করে...। মনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার করিতে

4

থাকিয়া অন্যের প্রতীক্ষা না করিয়া আত্মাতেই সন্তুষ্ট হয়, যাহা এরূপ অতীন্দ্রিয়, কেবল এক আত্মা বিষয়ক বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হইতে পারে ; এরূপ আত্যন্তিক সুখ; যাহা মনুষ্য যে যোগে অনুভব করে, যে যোগে স্থিত যোগী সুখের অধিকতার জন্য, তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হয় না ; যে যোগ প্রাপ্ত হইয়া, যোগ হইতে নিবৃত্তির পর, যোগী পুনরায় তাহারই আকাঙ্ক্ষা করে, আর অন্য কোন লাভকে অধিক মানে না, যে যোগে অবিরত থাকিবার সময় গুণবান পুত্রের বিয়োগাদি গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হয় না ; যাহা দুঃখ সংযোগ নাশের জন্য বিরোধী সেনার, সমান সেই তাহা যোগ শব্দ দ্বারা কথিত জ্ঞানকে জানা চাই।...এই জন্য প্রারম্ভিক অবস্থায় নিশ্চয় পূর্ব্বক নির্বেদ রহিত অর্থাৎ হর্ষ পূর্ণ চিত্তে অভ্যাস করা উচিত।

শ্রীধর। যোগ অর্থে কর্ম্মও হয়, আবার সমাধিও হয়, এক্ষণে কোন্‌টী মুখ্য যোগ? ইহার উত্তর ঃ—"যে অবস্থা বিশেষে যোগের অভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত শান্ত ভাব ধারণ করে, ইহাকে যোগের স্বরূপ লক্ষণ বলিলেন, পাতঞ্জল সূত্রেও আছে "যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ" ; যে অবস্থা বিশেষে শুদ্ধ মন দ্বারা জীব আত্মার দর্শন করেন, দেহাদিকে নয়। আত্মাতে সন্তোষের কারণ "সুখম্" ইত্যাদি, নিরতিশয় নিত্য সুখ। যদি বল, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের অভাবে কিরূপে সুখ হয়? তাই বলিতেছেন অতীন্দ্রিয়, কেবল আত্মার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণীয়, অতএব যে অবস্থায় থাকিয়া যোগী আত্ম-স্বরূপ

হইতে বিচলিত হয় না। যে আত্মানন্দ-রূপ লাভ পাইয়া অপর লাভকে, ইত্যাদি, এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া কঠোর শীত ও উষ্ণাদির ক্লেশেও অভিভূত হন না; সেই দুঃখের সম্পূর্ণ রাহিত্যকে যোগ বলিয়া জানিবে। দুঃখ শব্দ দ্বারা দুঃখ মিশ্রিত বৈষয়িক সুখকেও গ্রহণ করা হইয়াছে। দুঃখের সংযোগে অর্থাৎ স্পর্শমাত্রেই তাহার নাশ যে অবস্থা বিশেষে হইয়া থাকে তাহাই যোগ শব্দ দ্বারা কথিত হয়, জানিবে। পরমাত্মাতে জীবাত্মার যোজনই যোগ, অথবা বীর পুরুষে "কাতর" শব্দের সংযোগের ন্যায় দুঃখের সংযোগ দ্বারা বিয়োগেরই বিরুদ্ধে লক্ষণ দ্বারা "যোগ" বলা হয়। তাহার উপায় স্বরূপ হওয়ায়, কর্ম্মে যোগ শব্দ কেবল ঔপচারিক।...(এমন যোগ স্থির-সঙ্কল্প দ্বারা অভ্যাস করিতে হইবে। যদি শীঘ্র সিদ্ধ না হয়, তথাপি নির্বেদ-শূন্য চিত্তে অভ্যাস করিতে হইবে। ক্লেশ-কর বিবেচনায় যত্ন বিষয়ে শিথিলতাই নির্বেদ। (শ্রীধর ২৪ সংখ্যক শ্লোককে মধুসূদনের ন্যায় ইহাদের সহিত লইয়াছেন)।

তিলক। যোগানুষ্ঠানের দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত যে স্থানে রত হইয়া যায় এবং যেখানে স্বয়ং আত্মাকে দেখিয়া আত্মাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে...যেখানে যে একবার স্থির হয়, তাহা হইতে টলে না...তাহাকে দুঃখের স্পর্শ হইতে বিয়োগ, অর্থাৎ যোগ নামক স্থিতি বলা হয়। এই যোগের আচরণ, মনকে ব্যস্ত হইতে না দিয়া করা চাই। পাতঞ্জল সূত্রের যোগ "চিত্ত বৃত্তি নিরোধ"; ইহারই সদৃশ ২০ শ্লোক। এখন এই "যোগ"

শব্দের নূতন লক্ষণ দিয়াছেন যে, সমাধি এই চিত্তবৃত্তি নিরোধেরই পূর্ণাবস্থা, এবং ইহাকেই যোগ বলে। উপনিষদে ও মহাভারতে বলা হইয়াছে যে নিগ্রহ কর্ত্তা ও উদ্যোগী পুরুষের সাধারণ রীতিতে এই যোগ ছয় মাসে সিদ্ধ হয়।.... কিন্তু ২০, ২৮ শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে পাতঞ্জল যোগের সমাধি প্রাপ্ত সুখ কেবল চিত্ত নিরোধের দ্বারা নহে, প্রত্যুত চিত্ত নিরোধের দ্বারা নিজে নিজের আত্মাকে চিনিয়া লইলে হয়। এই দুঃখ-রহিত স্থিতিকেই ব্রহ্মানন্দ বা আত্ম প্রসাদজ সুখ বা আত্মানন্দ বলে (১৮।৩৭)। আত্মজ্ঞানের জন্য আবশ্যক চিত্তের এই সমতা এক পাতঞ্জল যোগ হইতেই উৎপন্ন হয় না, কিন্তু চিত্ত-শুদ্ধির এই পরিণাম জ্ঞানও ভক্তিতেও হয়। এই মার্গই অধিক প্রশস্ত ও সুলভ মনে হয়।

গিরীন্দ্র।....বিষয় হইতে উপরতি বা নিবৃত্তি। আত্মার দ্বারাই আত্মোপলব্ধি হইয়া আত্মাতেই তৃপ্তি....। তত্ত্ব জ্ঞানই আত্ম জ্ঞান। দুঃখ সংযোগ বিয়োগ যে অবস্থাতে দুঃখ সংযোগ হইতে মুক্তি হয়। নির্বেদ-শূন্য ইত্যাদি=অবসাদ বা নৈরাশ্য-শূন্য ও ঔৎসুক্য সহকারে।

সন্তদাস। যে অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া চিত্ত আপন প্রসন্নতায় (নির্ম্মল সত্ত্ব গুণাত্মক আনন্দে) স্থিতি লাভ করে—নিজ স্বরূপকে দর্শন করিয়া আপনাতে সন্তুষ্ট থাকে, ...ইন্দ্রিয়াতীত নির্ম্মল বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য...যাহাতে স্থিত হইলে আর তত্ত্বজ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটে না,....তাহাকেই দুঃখনাশক যোগ

বলিয়া জানিবে। সর্বপ্রকার অবসাদ বিহীন, অনুরাগযুক্ত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা ঐ যোগের অভ্যাস কর্তব্য।

কৃষ্ণানন্দ। যে অবস্থায় শুদ্ধান্তঃকরণে আত্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে....যে অবস্থায় স্থিত হইলে যোগী আত্মরূপ হইতে কিছুতেই বিচলিত হয় না....আত্মায় চিত্ত স্থিত হইলে অর্থাৎ নিবদ্ধ হইলে সমস্ত বৃত্তি (চিন্তা) তিরোহিত হয়, ইহাই চৈতন্য সমাধি বা রাজযোগ। ইহাতে শ্বাস দ্বারা জড় সমাধির প্রয়োজন হয় না।

অরবিন্দ। এই আনন্দ ইন্দ্রিয় ও মনের প্রাপ্য অশান্ত সুখ নহে। পরন্তু ইহা অভ্যন্তরীন প্রশান্ত সৌখ্য। মানসিক দুঃখের তীব্রতম আক্রমণেও আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না কারণ আমাদের মানসিক দুঃখ আইসে বাহির হইতে, তাহা বাহ্য বস্তুরই প্রতিক্রিয়া...ইহা হইতেছে দুঃখের সহিত সংযোগ দূর করিয়া দেওয়া, দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগম্। সুদৃঢ় ভাবে এই অবিচ্ছেদ্য আনন্দ লাভই যোগ। ইহা সকল লাভের পরম লাভ...অতএব এই যোগ দৃঢ় অধ্যাবসায়ের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে, অনির্বিণ্য চেতসা, যতদিন না মুক্তিলাভ করা যায়, যতদিন না নির্বাণের আনন্দ চিরদিনের জন্য আয়ত্ত করা যায়, ততদিন দুস্করতা বা অসাফল্যের দ্বারা এতটুকু নিরুৎসাহ চলিবে না।

গোয়েন্কা। যে অবস্থায় পরমাত্মার সহিত যোগ হয় (২৩ শ্লোক)। যং লব্ধা=পরমাত্মা প্রাপ্তিরূপ যে লাভ।...যাহা

দুঃখরূপ সংসারের সংযোগ হইতে রহিত। ধৈর্য্য ও উৎসাহের সঙ্গে...। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগকে, যোগ "হেয়, হেতু" বলিয়াছে।...জন্ম মরণরূপ দুঃখের মূল কারণ।

রামদয়াল। উপরতি=সর্ব্ব বৃত্তি নিরোধ রূপ পরিণাম।... জ্যোতিঃ স্বরূপ পরম চৈতন্য আত্মাকে সমাধি-শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া...যে সুখ...(কেবল সুষুপ্তি সুখের মত, বুদ্ধি গ্রাহ্য নহে)।...বিষয় সুখ অনুভবের জন্যই ইন্দ্রিয়, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় রোধ করিলে যখন চিত্তের সমস্ত বৃত্তি রোধ হয়, তখনও বুদ্ধির লয় হয় না; সুষুপ্তিতে বুদ্ধিরও লয় হয়, সমাধিতে হয় না। বিষাদ দ্বারাও সমচিত্ততা প্রাপ্ত হয় বলিয়া, প্রথম অধ্যায়ে বিষাদ=যোগ। "এতদিন সাধন করিলাম, কিছুই হইল না" এইরূপ হতাশ ভাবকে নির্বেদ বলে।

Gandhi. The severance of the union with all misery, is to be achieved by the accomplishment of the union of the Atman with the Supreme.

Radhakrishnan. Perceived by the intelligence and beyond the reach of the senses (Katha Up. III 12). All true knowledge is knowledge by identify (by becoming one with the things). ...In verses 10-12 the intense fixation of the mind on its object with a view

to liberation is taught. The self rejoices in the self. It is the কৈবল্য of the সাংখ্য পুরুষ though in the Gita, it becomes identified with the blessedness in God. The Supreme is seizable by Reason. ...

Krishna Prem. In Buddha's teaching, all experience is (in itself) দুঃখ..."The disconnection" from union with all finite experience is the secret of successful যোগ।

ভূপেন্দ্রনাথ। (২০, ২১, ২২, ২৩) ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে—চিত্ত বিজ্ঞান পদ প্রাপ্ত হইয়া, যেখানে রাত নাই—সব রূপ দেখে—বায়ু স্থির হইয়া যায় ক্রিয়ার দ্বারা। যেখানে আপনাকেই আপনি দেখে আপনি সন্তুষ্ট; যেখানে সুখের অন্ত নাই—যে সুখ বুদ্ধির গ্রাহ্য নহে—ও ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহে—"ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে—"এই বস্তু এই" ইহা বলিয়া জানিতে পারা যায় না—অথচ বায়ু স্থির রহিয়াছে—অথচ চলিতেছে পঞ্চতত্ত্বেতে—অর্থাৎ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য—কারণ তাহা না হইলে মরিয়া যাইত; যে লাভ হইলে অন্য বস্তুকে লাভ বলে জ্ঞান হয় না অর্থাৎ পরম লাভ প্রাপ্তি, ইহাকেই কহে প্রকৃষ্ট রূপে আপ্তি প্রাপ্তি। ইহারই নিমিত্ত সর্ব্ব শাস্ত্রেই আভ্রান্ত দিগের কথা মান্য কহেন, যেখানে অষ্ট প্রহর স্থিতি হইলে অত্যন্ত দুঃখ হইলেও সে প্রাপ্তি

অর্থাৎ লাভ বিচলিত হয় না—(বড়ক্লেশ পাইলেও ক্রিয়া ছাড়ি না)। এই অধ্যাত্ম বিদ্যাই বিদ্যা। ক্রিয়াই বিদ্যা, ইহা অনেক দুঃখেতে সম্যক প্রকারে যোগ অর্থাৎ প্রাপ্তি হয়। ইহার বিশেষরূপে ভালরূপে আটকাইয়া থাকিলেই যোগ বলা যায়। তন্নিমিত্ত গুরুবাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া, নিশ্চয় হইয়া ক্রিয়া করা উচিত, অন্যদিকে আসক্তি রহিত হইয়া। ক্রিয়ার দ্বারা বায়ু স্থির হয় মানেই প্রাণের চাঞ্চল্য তখন তিরোহিত হয়—ইহাই চিত্তের নিরোধ রূপ যোগের অবস্থা। একতানতা আরও বাড়িলে, ধ্যাতা ও ধ্যেয় এই দুইটী বস্তু মাত্র বোধের বিষয় হয়। আরও নিশ্চল অবস্থায় ধ্যাতা, ধ্যেয় বস্তুর মধ্যে ডুবিয়া যায়, খণ্ড চৈতন্য অখণ্ড চৈতন্যের সহিত একাকার হইয়া যায়, ইহাই যোগ। এ অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই বিজ্ঞানপদ বা অনুভব পদ প্রাপ্তি হয়। কত কি জ্যোতির্ময় দৃশ্য দর্শন হয়। কিন্তু এ সব দৃশ্য অন্য পৃথক্ বস্তু নহে, আপনাকেই আপনি দেখা।··· প্রাণ প্রবাহ যখন থাকে না ইন্দ্রিয়াদি তখন সুপ্ত; বাহ্য অনুভব থাকে না, কিন্তু অন্তরে নিরন্তর, এক অসীম আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। নির্ম্মল বুদ্ধির দ্বারা এই আনন্দ অনুভব হয়, ইহাই সুখ।···ইহাই যোগ শাস্ত্রোক্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর, ইহার পরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।··· বাহিরের বায়ু যদিও স্থির হইয়া যায়, কিন্তু ভিতরে মূলাধার হইতে বিশুদ্ধাখ্য পর্য্যন্ত চক্রে চক্রে বায়ু সূক্ষ্ম ভাবে তখনও চলিতে থাকে, তাহা না চলিলে দেহ থাকিত না।···অন্তঃকরণ

বৃত্তি নিরোধ হইলে বুদ্ধি আত্মার সহিত সমাহিত হইয়া যায়, চিত্ত একাগ্র ভূমি হইতে নিরোধ ভূমিতে যায়…যে সাধনার দ্বারা এই সুখময় অবস্থা লাভ হয়—সেই সাধন যোগকে সাধক আর কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না। ইহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।…সাধন করিতে গেলে সাধকের (১) অধ্যবসায় (২) অনির্বিন্ন চিত্ত থাকা অতিশয় প্রয়োজনীয়। "হাঁসি খেলে ন পিয়া মিলে"…দৃঢ় অবস্থায় ও গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। গুরু প্রদত্ত সাধনা ফলিবেই, মনকে বুঝাইতে হইবে যে যাহা কিছু আগু-পিছু হইতেছে তাহা নিজের দুষ্কৃতির পরিণাম। "তত্র স্থিতৌ যত্নহভ্যাসঃ"…প্রাণ ব্রহ্মেরই প্রকৃতি; ইহার মধ্যে একটি অসীম স্থিরতার ধারা আছে।…অচঞ্চল স্থির প্রাণকেই আত্মা বলে।…প্রাণ গতিশীল হইয়া, অর্থাৎ বায়ুরূপে, মনকে উৎপন্ন করিতেছে এবং তাহা জীব দেহকে আশ্রয় করিয়া নিরন্তর বিষয়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। "মনোনাথস্তু মারুতঃ" এই অসীম চাঞ্চল্যের অন্তরালে প্রাণের যে মহাস্থির ভাব বর্ত্তমান, তাহাই মহামহেশ্বর ভাব, তাহাই ব্রহ্ম স্বরূপ। (ইহার পর, যোগীবর ভূপেন্দ্রনাথ তাঁহার গুরু যোগীবর শ্যামাচরণ মহাশয়ের ব্যাখ্যাত গ্রন্থ হইতে শরীরস্থ প্রাণাদি বায়ু সম্বন্ধে দশ পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; ঊনপঞ্চাশ বায়ু কি ভাবে হইয়াছে, কোন নাড়ীর কি কাজ, পঞ্চপ্রাণের কর্ম্ম সমূহ, দেবতা সমূহ, নানাবিধ ক্ষমতা সমূহ ইত্যাদি—এত কথা এই দশ পৃষ্ঠায় আছে যে তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা অসম্ভব, কৌতূহলী পাঠককে মূলগ্রন্থ দেখিতে অনুরোধ করি।

(২৪) সংকল্প হইতে জাত অসংখ্য কামনাই যোগাভ্যাসের প্রতিকূল। সাধন দ্বারা প্রাণকে স্পন্দন রহিত করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় মনও নিস্পন্দ হইয়া যাইবে।

বিদ্যানন্দ। উপরে উক্ত বর্ণনানুসারে ধ্যানযুক্ত যোগী সেইখানেই টিকিয়া থাকে, যেখানে যোগাভ্যাস প্রভাবে, বশীকৃত মন, ইতস্ততঃ না যাইয়া, পূর্ণরূপে উপরাম প্রাপ্ত হয়; আর যেখানে বিশুদ্ধ অন্তরাত্মা দ্বারা পরব্রহ্ম পরমাত্মার সাক্ষাৎ করিয়া সেই পরমাত্মার সৎ, চিৎ ও আনন্দময় স্বরূপেতেই সন্তোষ পায়। যেখানে স্থিত হইয়া, ইন্দ্রিয় অগোচর, কেবল শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা অনুভবনীয় আত্যন্তিক যে সুখ, তাহা সেই যোগী অনুভব করে; আর পরমাত্মা হইতে বিচলিত বা বিচ্যুত হয় না; যাহার লাভ এরকম যে তাহা অপেক্ষা অন্য কোন লাভ বলিয়া গণিত হয় না, যে ভগবৎ স্বরূপে স্থিত হইলে, বৃহৎ হইতে বৃহৎ দুঃখ বিচলিত করিতে পারে না—দুঃখ সংযোগ বিযুক্ত সেই তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে। সেই যোগকে নির্ব্বেদ রহিত চিত্তে নিশ্চয়তার সহিত অভ্যাস করিবে।

ভক্তিপ্রদীপ। নিরুদ্ধম্=is wholly observed in deep meditation. যত্র উপরমতে=detached from all worldly affinities. আত্মনা আত্মানম্ পশ্যন্=realises the true nature of his own self and paramatman, by his pure intelligence. আত্মনি এব তুষ্যতি=becomes self delighted. যত্র=in that state.

যৎ অতীন্দ্রীয়ম্ = which is transcendental. বুদ্ধি গ্রাহ্যম্ = realisable by pure intelligence. তত্ত্বতঃ = being well established. ন চ এব অয়ংচলতি = does not budge an inch. চাপরং লাভং = any other bliss. যম্ লব্ধা = which he has realised in that stage, i.e. trance. যস্মিন্ স্থিতে = secured and firmly established. ন বিচাল্যতে = is not swayed. বিদ্যাৎ = should know. দুঃখসংযোগবিয়োগম্ = elimination of the contamination of misery. তম্ যোগসংগিতম্ = as being called যোগ, । নিশ্চয়েন অনির্বিণ্ণাচেতসা = with a heart resolute persevering and forbearing.

Telang—That (mental condition) in which the mind restrained by practice of abstraction, cases to work, in which too, by seeing the self by the self (i.e. sees the highest principle by a mind purified by obstruction) is pleased in the self, in which one experiences that infinite happiness, etc. যোগ, in which there is severance of all connection with pain.

নির্বিণ্ণাচেতসা = undesponding heart.

Chidbhavananda—Self knowledge and self satisfaction are inter related.

(২৪,২৫,২৬) কি করিয়া যোগ অভ্যাস করিতে হইবে তাহা বলিতেছেন।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ
মনসৈবেন্দ্রিয় গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪।
শনৈঃ শনৈ রুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫।
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬।

পদচ্ছেদ। ২৪ সংখ্যক শ্লোকের পদচ্ছেদ, পূর্ব্ব শ্লোক সমূহে উহাকে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখানে ২৫ ও ২৬ লওয়া হইল।—শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতগৃহীতয়া, আত্ম-সংস্থম্ মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিৎ অপিচিন্তয়েৎ। যতঃ যতঃ নিশ্চরতি মনঃ চঞ্চলং অস্থিরম্, ততঃ ততঃ নিয়ম্য এতৎ আত্মনি এব বশম নয়েৎ।

অন্বয়। সংকল্প প্রভবান্ সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যাক্ত্বা মনসা চ সমন্ততঃ ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য, ইতি গৃহীতয়া বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ, মনঃ আত্ম-সংস্থম্ কৃত্বা কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ; চঞ্চলম্ অস্থিরম্ মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি (নিশ্চলতি, পাঠান্তর) ততঃ ততঃ এতদ্ নিয়ম্য আত্মনি এব বশম্ নয়েৎ।

কঠিন শব্দ। সংকল্প প্রভবান্ কামান্=চিত্তের বৃত্তি হইতে উৎপন্ন অভিলাষ সকল। সমন্ততঃ=সমস্ত বিষয় হইতে। বিনিয়ম্য=বিশেষ রূপে সংযত করিয়া। (এই শ্লোকের কঠিন

শব্দ সমূহের মধুসূদন প্রদত্ত অর্থ, পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে)। শনৈঃ শনৈঃ=ধীরে ধীরে অর্থাৎ হঠকারীতার দ্বারা নহে। ধৃতি গৃহীতয়া বুদ্ধ্যা=ধারণাবতী বুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ ধৈর্য্য সহকারে বশে আনা হইয়াছে এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা; ধৈর্য্য অবলম্বন করতঃ 'ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য' এই প্রকার নিশ্চয় বুদ্ধি সহকারে।" উপরমেৎ=উপরত হইবে, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে মনশ্চাঞ্চল্য বিহীন অবস্থায় আসিবে। আত্ম-সংস্থম্ মনঃকৃত্বা =মনকে নিজের ভিতর অথবা আত্মা বা অন্তর্য্যামী ভগবানে স্থাপিত করিয়া, (তদা দ্রষ্টুম্ স্বরূপেঽবস্থান)। ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ=জাগতিক কোনও চিন্তাকে মনে আসিতে দিবে না; ইহাই মনোলয় অথবা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় চিন্তা নাই যাহাতে এমন সর্ব্ব বিলুপ্তি অবস্থায় আসিবে। "বিবেক বুদ্ধির দ্বারা চিত্তকে আত্ম-সংস্থ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিস্থ হইয়া, আত্মাই হউক আর অনাত্মাই হউক, কোনও বস্তুর বিষয়ে চিন্তা করিবে না। অর্থাৎ কোনও বস্তুকে বৃত্তির দ্বারা বিষয়ী-ভূত করা উচিত নহে। কারণ অনাত্মাকারা বৃত্তি হইলে সমাধি হইতে ব্যুত্থান হইয়া পড়িবে আর যদি আত্মাকারা বৃত্তি থাকে, তাহা হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিই হইবে, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইবে না। (মধুসূদন)"। যতঃ যতঃ="শব্দাদি বিষয় এবং রাগদ্বেষ প্রভৃতি যে যে নিমিত্তের জন্য" (মধুসূদন) নিশ্চরতি=ধাবিত হইতে বা বিচরণ করিতে থাকিবে।" "নির্গত হইয়া অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হইয়া

থাকে এবং তাহার ফলে, প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি ...বৃত্তি উৎপাদন করে” (মধুসূদন)। অস্থির = “লয়াভিমুখ হইয়া নির্গত হয়।” (মধুসূদন); অশান্ত, বিক্ষেপ যুক্ত। ততঃ ততঃ = সেই সেই বিষয় হইতে ; “বিক্ষেপের এবং লয়ের কারনীভূত সেই সেই বিষয় হইতে।” এতদ্ = এই মনকে। নিয়ত = সংযত বা নিবৃত্ত করিয়া। আত্মনি এব বশং-নয়েৎ = বুদ্ধি বা বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত আত্মার বশে আনিবে ; (মনসস্তুপরা বুদ্ধি র্যোবুর্দ্ধেঃ পরতস্তু সঃ (৩।৪২)। ইহাই অভ্যাস, ইহাই প্রত্যাহার। আত্মনি এব = “স্বয়ং প্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ যে আত্মা, কেবল মাত্র তাহারই বশবর্ত্তী করিতে হয়.... কেবল মাত্র আত্মাই সমাধির আলম্বন করিতে হয়।” (মধুসূদন)। (মধুসূদন এই সব শ্লোকের ব্যাখ্যায় যোগের নানা কথার বহু পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা দিয়াছেন, বিভিন্ন ভূমির কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্মমান ভূমি চতুর্থ ভূমি।

পারমার্থিক স্থিতির জন্য, তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় আলোচিত।

অনুবাদ। চিত্তের বৃত্তি হইতে উৎপন্ন অভিলাষ সকল, নিঃশেষ রূপে ত্যাগ করিয়া এবং মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে সমস্ত বিষয় হইতে বিশেষ রূপে সংযত করিয়া, ধৈর্য্য সহকারে বশে আনা হইয়াছে এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা, ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ হঠকারিতার দ্বারা নহে) সম্পূর্ণভাবে মনশ্চাঞ্চল্য বিহীন অবস্থায় আনিবে। মনকে নিজের ভিতর, অর্থাৎ আত্মা বা অন্তর্য্যামী

ভগবানে স্থাপিত করিয়া কোনও জাগতিক চিন্তাকে মনে আসিতে দিবে না, অথবা জ্ঞাতা—জ্ঞেয়—জ্ঞান এ ত্রিপুটী অনুভবকেও মনে আসিতে দিবে না, (সর্ব্ব বিলু'প্ত অবস্থা, অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে থাকিবে)। চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত মন যে যে বিষয়ে অস্থির ভাবে বিচরণ করিতে উদ্যত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে এই মনকে সংযত বা নিবৃত্ত করিয়া, বুদ্ধির (বা বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত আত্মার) বশে আনিবে। (যোগের ক্রম সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে) এখানে মনে হয় গীতাকার অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা আনিলেন।

যোগ সম্বন্ধে সকল কথা জানিবার জন্য পাতঞ্জল যোগ সূত্র ও ব্যাস ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

শঙ্কর। সংকল্প উৎপন্ন সমস্ত কামনা নির্লে'প ভাবে ছাড়িয়া এবং বিবেক-যুক্ত মন দিয়া ইন্দ্রিয়দের সকল দিক্ হইতে রুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ সংযম করিয়া, ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা, ক্রমে ক্রমে উপরত্তি প্রাপ্ত করিবে। "এ সব আত্মাই, তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়" এই প্রকার, মনকে আত্মাতে অচল করিয়া অন্য কোনও বস্তুরই চিন্তন করিবে না। ইহাই যোগের শ্রেষ্ঠ বিধি।...শব্দাদি বিশয়-রূপ নিমিত্ত হইতে, মনকে রুদ্ধ করিয়া এবং সেই সেই বিষয় রূপ নিমিত্তকে যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ দ্বারা আভাস মাত্র দেখাইয়া, বৈরাগ্য ভাবনা দ্বারা ঐ মনকে বারংবার আত্মাতে নিরোধ করিয়া, আত্মারই বশীভূত করিবে। এইভাবে মন আত্মাতে শান্ত হইয়া যায়।

রামানুজ। ইন্দ্রিয় স্পর্শ জনিত আর সংকল্প জনিক কাম (ভোগ) দুই প্রকারের হয়। শীতোষ্ণতাদি স্পর্শ জনিত ও পুত্র পৌত্র ক্ষেত্রাদি সংকল্প জনিত। সংকল্প জনিত ভোগ স্বরূপতঃ ছাড়া যায়···ইহাকে পূর্ণ ভাবে ছাড়িয়া, এবং স্পর্শ জনিত অনিবার্য্য ভোগের হর্ষ ও উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া····বিবেক জনিত বুদ্ধির দ্বারা আত্মাতিরিক্ত সমস্ত অনাত্ম বস্তু হইতে শনৈঃ শনৈঃ উপরত হইয়া, মন আমাতে স্থির করিয়া, অন্য কিছু চিন্তা না করিয়া—মন বিষয় প্রবণতা রূপ-হেতু বাহিরে যে দিকে যাইবে, সেখান হইতে যত্ন পূর্ব্বক সরাইয়া অতিশয় সুখের ভাবনায় আত্মার বশবর্ত্তী করিবে।

শ্রীধর। অভিলাষ উৎপন্ন যোগের প্রতিকূল ভোগ গুলি বাসনার সহিত ত্যাগ করিয়া এবং বিষয়ের দোষ দর্শনকারী মন দ্বারা সর্ব্ব দিকে বিস্তারশীল ইন্দ্রিয় সমূহকে বিশেষ রূপে সংযত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। কিন্তু যদি প্রাক্তন সংস্কার বশে বা রজঃগুণ বশতঃ মন বিচলিত হয় তাহা হইলে ধারণা দ্বারা অর্থাৎ ধারণা বশীভূতা বুদ্ধি দ্বারা মনকে প্রত্যাহার করতঃ আত্মাতে সংস্থিত করিয়া, ধীরে ধীরে, অর্থাৎ অন্য কিছু মাত্র বিষয়ে চিন্তা করিবে না, আত্মাতেই নিশ্চল করিবে; নিশ্চল মনে স্বয়ং-প্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ হইয়া আত্মধ্যান হইতেও নিবৃত্ত হইবে না।

উপনিষদ্। ছাঃ ৮।১৫, মৈত্রী ৬ ১৮-২০, কঠ—১, ৩, ৩; ৬।১০-১৭; শ্বে ২।৮-১৫।

গিরীন্দ্র। ধৃতি=জীবনের যে আদর্শ আমাদের বৃত্তি ও কর্ম্ম চেষ্টাকে কোনও নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে ধারণ করিয়া রাখে।

অরবিন্দ। বুদ্ধ্যাধৃতি গৃহীতয়া=মনকেও বুদ্ধি দ্বারা ধরিয়া ভিতরের দিকে টানিয়া লইতে হইবে। আত্ম সংস্থাম্ ইত্যাদি= দৃঢ় প্রতিষ্ঠ বুদ্ধির দ্বারা মনের ক্রিয়া বন্ধ করিতে হইবে এবং মনকে ঊর্দ্ধতন আত্মায় নিবিষ্ট করিয়া সাধক কোনও কিছু চিন্তা করিবে না।...মন যখন সম্পূর্ণ ভাবে শান্ত হইবে তখনই যোগী ব্রহ্মভূত আত্মার উচ্চতম বিক্ষোভ হীন সুখলাভ করিবেন।... এইভাবে সর্ব্বদা নিজেকে যোগযুক্ত রাখিয়া যোগী সহজে এবং সুখে আনন্দময় ব্রহ্ম-স্পর্শ উপভোগ করেন। অথচ ইহার ফলে জীবিতাবস্থাতে এমন নির্ব্বাণ হয় না যাহাতে সংসারের সমস্ত কাজ, সাংসারিক জীবের সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়।

রামদয়াল। সংকল্প জাত কামনা ও বিষয়াভিলাষ সকলকে নিরবশেষ ত্যাগ করিয়া (বিষয়ে দোষ দর্শী) মন দ্বারা (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া), ধৈর্য্য-যুক্ত বুদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্পে (সহসা নহে...), বিষয় হইতে উপরত হইবে, (বিষয় ত্যাগ করিয়া সমাধি অবলম্বন করিবে)। এইরূপে মনকে আত্মাকার বিশিষ্ট করিয়া অন্য কিছুই ভাবনা করিবে না।...“আমি অনাত্মা ত্যাগ করিয়াছি, আত্মরতি লাভ করিতেছি।” এইরূপ ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় ইহার কিছুই না চিন্তা করিয়া পরম শান্ত আত্ম-স্বরূপে থাকিতে হইবে।...

সংকল্পই মায়া, ইহাই অজ্ঞান। সংকল্প জাত কাম বা কামনা বিবিধ ;—শীত উষ্ণ অনুভব করা ইহা স্পর্শজ কাম এবং পুত্র পৌত্র ক্ষেত্রাদি হউক, ইহা সংকল্পজ কাম। (রামদয়াল প্রত্যাহারাদি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা এখানে করিয়াছেন)··· প্রতি ব্যক্তি, বাক্য হইতে মনে, মন হইতে জ্ঞান-আত্মায়, জ্ঞানাত্মা হইতে মহতে, মহৎ হইতে শান্ত-আত্মায় গমন করিবেন।··· মহৎ তত্ত্বে সমস্ত পর্য্যবসান না হওয়া পর্য্যন্ত পুরুষকার অবলম্বন আবশ্যক।····ইহার পরে, পুরুষ-প্রযত্ন, অপেক্ষা না করিয়াও তত্ত্ব-দর্শন হইয়া থাকে। ইহাই নিরোধ সমাধি।···অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। চিন্তা শূন্য অবস্থায় থাকিবে, এই রূপে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়,···প্রথমে গবাদির ন্যায় বাঙ্‌ নিরোধ ····ইত্যাদি, চারি ভূমিকা লাভ হইলেই যোগ সাধন হয়।

তিলক। কঠোপনিষদে এইরূপ বর্ণনা মত রথের বর্ণনা,··· মনকে একদিক হইতে রোধ করিবার প্রযত্ন করিতে লাগো, তো সে অন্য দিকে সরিয়া যায়।

কৃষ্ণানন্দ। বাহ্য ব্যাপার বিমুখকারিণী মনোবৃত্তির নাম ধৃতি ; এ শ্লোকে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, এ ত্রিপুটীর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার উপদেশ। "আমি আত্মদর্শন করি" মনে এ ভাবেরও উদয় হয় না—ইহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।···

সন্তদাস। ধারণা দ্বারা বুদ্ধিকে অচল করতঃ ধীরে ধীরে আরামে (নিশ্চেষ্ট ভাবে) স্থিত হও; মনকে আত্ম সংযত করিয়া আর কোনও বিষয়েই চিন্তা করিবে না।

গোয়েঙ্কা। কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ=ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না।

Abercrombi. Learn to feel a Supreme interest in the discipline of the mind ; study the remarkable power which yon can exercise over its habits of attention and its trains of thought and cultivate a sense of the deep importance exercising this power according to the principles of wisdom and virtue.

Radhakrishnan. Quoted by Gandhi. "Thought is best when the mind is gathered into herself and none of these things trouble, neither sound nor sight nor pain nor pleasure" (Plato's Phaedo). Desire as such is not forbidden in the Upanishads. It all depends on the object.

শঙ্কর বলেন—ছ-রকমের বাসনা হয় মলিনা জন্মনা হেতুঃ-স্যাৎ শুদ্ধা জন্ম বিনাশিনী (২।৫৫, ৭।১১)।

মহানাম ব্রত। নির্ম্মল আত্মা মলিন সঙ্কল্প করিতে করিতে বিষয়বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে আত্মাকে সঙ্কল্পশূন্য করিয়া বিষয় বিমুক্ত করিতে হইবে। বিমুক্ত মন দ্বারা বিমূঢ় মনকে উপরে টানিয়া তুলিতে হইবে। এই নিম্নমুখী আত্মাকে ঊর্দ্ধমুখী করাই,

যোগসাধনা, উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং (৬।৫)।...মনের সবটাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া নিয়া, সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী হইতে পারিলে, যোগারূঢ় হওয়া যায়। যোগারূঢ় যোগসিদ্ধ যোগীকে, গীতা মুক্তযোগী বলিয়াছেন (৬।৮)। ৬।৭-৯ যুক্তযোগীর লক্ষণ।....এই ভূমিতে আরোহণ করিতে হইলে নিরন্তর পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত চাই-ই, আবার বিশেষভাবে দিনে রাত্রে, বিশেষ সময়ে, তাঁহার সান্নিধ্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, তাহাই ধ্যানযোগ।... তাহার উপায়, প্রথম শরীর সম্পর্কে দশটি নিয়ম। ইহার সহিত মানসিক ৬ ১৯ হইতে ৬।২৫। বুদ্ধ্য ধৃতি গৃহীতয়া (৬।২৯), মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিবে ; মনোযোগ না দিলে, চক্ষু দেখে না।... ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ (৬।২৫), চিন্তাই মনের ধর্ম্ম, যতক্ষণ চিন্তা আছে, ততক্ষণ মন আছে, চিন্তাশূন্য হইলে মন লয় হইল। চিত্তকে চিন্তাহীন একেবারে ফাঁকা পাইলে সেথায় ইষ্টের প্রকাশ ঘটিবে।

ভক্তিপ্রদীপ। অশেষতঃ ত্যক্ত্বা = wholly relinquishing. সর্ব্বান্ সঙ্কল্প প্রভবান্ কামান্ = all his desires born of mind. বিনিয়ম্য ইন্দ্রিয়গ্রামান্ = regulating all his senses. ধৃতি গৃহীতয়া বুদ্ধ্যা = by virtue of his pure intelligence. শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ = gradually attains complete dispassion. সমন্ততঃ = from sense percepts. আত্মসংস্থম্ মনঃ কৃত্বা = by controlling

the mind through meditation, ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ =realises his own self, isolated from all worldly relativities. যতঃ যতঃ নিশ্চলতি=as often as it roams over sense-objects. ততঃ ততঃ এতৎ নিয়ম্য=so often it should be bridled. আত্মান এব বশম্ নয়েৎ=brought under the control of the real self.

(২৭, ২৮) আত্মাতে মন স্থাপিত করিলে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে বিক্ষেপ শূন্য করলে হকি হয় বলিতেছেন।

২৭। প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭॥

২৮। যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগত কল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮॥

পদচ্ছেদ। প্রশান্ত—মনসম্ হি এনম্ যোগীনম্ সুখম্ উত্তমখ্ উপৈতি শান্ত—রজসম্ ব্রহ্মভূতম্ অকল্মষম্। যুঞ্জন্ এবম্ সদা আত্মানম্ যোগী বিগত কল্মষঃ সুখেন ব্রহ্ম=সংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখম্ অশ্নুতে।

অন্বয়। শান্ত রজসম্ প্রশান্তমনসম্ অকল্মষম্ ব্রহ্মভূতম্ এনম্ যোগীনম্ হি উত্তমম্ সুখম্ উপৈতি। এনম্ আত্মানং সদা যুঞ্জন বিগত কল্মষঃ যোগী সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখম্ অশ্নুতে।

কঠিনশব্দ। প্রশান্ত মনসম্=শান্তচিত; বৃত্তি শূন্য, সংকল্পশূন্য নিরুদ্ধ মন। শান্ত রজসম্=রজঃ গুণরাহিত্য, অর্থাৎ ভোগেচ্ছা বা বিক্ষেপাদি শূন্য স্বভাবের হওয়ায়, (ইহা হইলে তবে প্রশান্ত মনসঃ হয়)। অকল্মষং ব্রহ্মভূতম্=তমোগুণ রহিত হওয়ায় এই ভাবে ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ নির্লিপ্ত উদার সমদৃষ্টি শালী গুণাতীত যিনি হইয়াছেন। রজঃগুণ ও তমোগুণ দুই-ই থাকিবে না। সেই জন্য, তমোগুণ নাই জানাইবার জন্য অকল্মষং শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; তবে "প্রশান্ত

রজঃ” এই কথাটির দ্বারাই যখন তমোগুণ উপলক্ষিত হয়, তখন অকল্মষং অর্থে তমোগুণ ধরিলে পুনরুক্তি হয়, এই কারণে অকল্মধঃ=সংসারের হেতু যে ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহা যাঁহার নাই এই রূপি অর্থ লইতে হইবে”। সুখমুত্তমমুউপৈতি=উত্তমসুখ অর্থাৎ পরম শান্তি আশ্রয় করে (৬।২৯)। ব্রহ্ম=ভূত= “ব্রহ্মই সব”, এইপ্রকার নিশ্চয় অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হইয়াছে— বলিয়া যিনি সমস্বরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন তাদৃশ জীবন্মুক্ত' (মধুসূদন)। এবং=এইপ্রকারে। আত্মানম্ সদাযুঞ্জন্= মনকে সদা যুক্ত—রাখিয়া (অর্থাৎ ধ্যানে বা পরমাত্মাতে যুক্ত রাখিয়া)। বিগত—কল্মষঃ=নিষ্পাপ; “বিগত মল অর্থাৎ সংসারের হেতু স্বরূপ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম তদ্‌বিরহিত হইয়া” (মধুসূদন) সুখেন=অনায়াসে। ব্রহ্ম সংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখম্ সুখেন অশ্নুতে=ব্রহ্মের দ্বারা স্পৃষ্ট থাকায়। অর্থাৎ ব্রহ্মের উপলব্ধি বা ব্রহ্মের গুণের অংশ পাওযায়। অর্থাৎ মনে উদার সাম্য গুণাতীতত্ত্বের ভাব আসায়। আত্যন্তিকী সুখ অর্থাৎ পরমতৃপ্তি, পরমাশান্তি, অনায়াসে লাভ করেন; “স ব্রহ্ম যোগ যুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে (৫।২৯)। শান্তিন্ নির্ব্বান পরমাং মৎসংস্থান বিগচ্ছতি (৬।১৫)। ব্রহ্ম সংস্পর্শ=“বিষয়স্পর্শ=বিহীন ভাবে ব্রহ্মের স্পর্শ—অর্থাৎ তাদাত্ম্য (অভিন্নতা) যাহাতে আছে” (মধুসূদন)। সুখ=লয়=বিক্ষেপ বিলক্ষণসুখ; সর্ব্ব প্রকার বৃত্তি বিরহিত মনের দ্বারাই এই সুখ অনুভব হয়, আর তাহা সমাধি কালেই হয়” (মধুসূদন)। (দুঃখনাশের

কথা ২৭, ২২ ও ২৩ শ্লোকে এবং সুখলাভের কথা ২১, ২৭ ও ২৮ শ্লোকে বলা হইল, (চিন্তামণি)। এই ব্রহ্ম সংস্পর্শের লক্ষণ কি, তাহাই আমাদের মনে হয় ২৯—৩২ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

অনুবাদ। রজোগুণ রহিত বিক্ষেপাদি শূন্য স্বভাবের হওয়ায় এবং পাপ অর্থাৎ তমোগুণ রহিতও হওয়ায় সংকল্প শূন্য শান্ত চিত্ত, এবং এই প্রকারে ব্রহ্ম=ভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ নির্লিপ্ত, উদার, সাম্যদৃষ্টিশালী গুণাতীত ভাব যুক্ত যে যোগী, তাঁহাকে উত্তম সুখ অর্থাৎ পরম শান্তি আশ্রয় করে। এই প্রকারে মনকে সদা ধ্যানে বা পরমাত্মাতে যুক্ত রাখিয়া, নিষ্পাপ এবং ব্রহ্ম সংস্পর্শ প্রাপ্ত, অর্থাৎ উদার 'সম' বা গুণাতীতত্ব ভাবের প্রভাব প্রাপ্ত। বা ব্রহ্মের উপলব্ধি প্রাপ্ত সেই যোগী অনায়াসে নিরতিশয় সুখ ভূমা, অর্থাৎ পরমাশান্তি

(অথবা যাহাকে ব্রহ্মানন্দ বলা হয়, তাহা) এবং পরমতৃপ্তি লাভ করেন। (২।৫৩ সহিত এই শ্লোক তুলিত হইতে পারে)।

Chidbhavarananda. These slokas speak of the aftermath of wipen, out all desires,

শঙ্কর। যাহার মোহাদি ক্লেশ রূপ রজোগুণ ভাল ভাবে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, যে ব্রহ্মরূপ অর্থাৎ জীবন্মুক্ত, অর্থাৎ "এ যাহা কিছু—সব ব্রহ্মই" এ রূপ নিশ্চয় হইয়াছে, এবং যে অধর্মাদি দোষ রহিত, সেই যোগীর নিরতিশয় উত্তম সুখলাভ হয়।

রামানুজ। মন প্রশান্ত=মন আত্মাতে লীন হইয়াছে; যাহার সমস্ত পাপ ভস্ম হইয়া গিয়াছে, ও সেই কারণে যাহার রজোগুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর এই কারণে যে ব্রহ্মী ভূত অর্থাৎ নিজ স্বরূপে স্থিত হইয়াছে, সেই যোগী উত্তম সুখ রূপ 'আত্ম' স্বরূপকে পায়। হি=হেতু।

শ্রীধর। এই রূপে প্রত্যাহারাদি দ্বারা মন বশীভূত করিলে রজোগুণের বিনাশে যোগ-সুখ লাভ হয়।...যাহার মন নিশ্চল হইয়াছে এই রূপ পাপহীন ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্ত যোগীর নিকট উত্তম সমাধি জনিত সুখ স্বয়ংই আগমন করে।

নীলকণ্ঠ। ইহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলিয়াছেন।

রামদয়াল। 'এই রূপে প্রশান্ত চিত্ত এই যোগী রজোগুণ জানিত বিক্ষেপ শূন্য এবং তমোগুণ জনিত লয় শূন্য হইয়া "ব্রহ্মই সমস্ত" নিশ্চয় করেন, এ জন্য তাঁহাকে উত্তম সমাধি সুখ আশ্রয় করে। রজোগুণ ও তমোগুণ দূর হইলে শুদ্ধ সত্ত্ব মাত্র থাকে। সত্ত্ব গুণেই ব্রহ্মের প্রকাশ অধিক। এ জন্য যোগী ব্রহ্মীভূত হন। (ইহাই সর্ব্বোত্তম সুখ)।

Telang. Obtains that happiness contact with Brahman (assimilation with the Brahman.

গোয়েন্‌কা। অভিন্নভাবে ব্রহ্মে স্থিত পুরুষকে ব্রহ্মভূত বলে। ব্রহ্ম=ভূত উচ্চশ্রেণীর অভেদ মার্গীয় সাধকের বাচক; রজোগুণ ও তমো গুণ তো শান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও গুণরহিত হয় নাই। তিনি নিজের দৃষ্টিতে ব্রহ্মের

স্বরূপেই স্থিত, কিন্তু এখনও ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন নাই। এই ব্রহ্ম= স্বরূপে দৃঢ় স্থিতি হইবার পর, শীঘ্রই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। এখানে ঐ স্থিতির কাল আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি, আর পঞ্চম অধ্যায়ে ফল বলা হইয়াছে, নির্ব্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্তি। ব্রহ্ম-সংস্পর্শ, যখন সাধকে দেহাভিমান থাকে না, তাহার ব্রহ্মের স্বরূপে অভেদ রূপে স্থিতি হইয়া যায়, তখন তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি সুখপুর্ব্বক হয়। সুখঃ—"যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং", (ছাঃ উঃ ৭।২৩।১)।

কৃষ্ণানন্দ। রজস্তমো গুণের ক্ষয় দ্বারা যখন চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান হইলে আত্মবৎ প্রতীত হইতে থাকে, তখন আত্ম চৈতন্যের বিকাশ হয়। সুখ=ঈশ্বর প্রণিধান রূপ সুগম উপায়।

তিলক। যোগী=কর্ম্মযোগী, কর্ম্ম যোগের সাধন বুঝিয়াই পাতঞ্জল যোগের বর্ণনা করা হইয়াছে।

Radhakrishnan, ব্রহ্মভূত=One with God, Even as the wasp which is threatened by the bee, thinks of the bee so intently, that it is tramsformed into the bee (ভ্রমর-কীট ন্যায়) so also the উপাসক becomes one with the উপাস্য।.... When the frame is perfected, the light shines without any obstruction ;'ব্রহ্ম সংস্পর্শন্' = contact with the Eternal, God is no more a mere a

rumour, a vague aspiration, but a vivid reality with which we are in actual contact... These facts of religious experience are universal, in space and in time.

Krishna Prem. ব্রহ্ম সংস্পর্শন্=Contact with the Eternal, contact that will drench the soul in bliss.

ভূপেন্দ্রনাথ। (২৫) ক্রমশঃ উর্দ্ধেগমন অর্থাৎ মূলাধার হইতে চক্র গুলি ধীরে ধীরে অতিক্রম করিতে হইবে, বলাৎকারে নহে, 'অতি বেগে চালনা করাইলে, অনেক বিঘ্ন ঘটিতে পারে। যদিও যোগ শাস্ত্রে "বলাৎ কারণে গৃহ্নীয়াৎ" কথার উল্লেখ আছে, কিন্তু প্রথম অবস্থায় সে রূপ বল প্রকাশ যুক্তি যুক্ত নহে।....ধীরে ধীরে প্রাণকে আকর্ষণ করিলে মন প্রতি চক্র স্পর্শ করিয়া উঠিতে পারিবে, নচেৎ তত্তৎ স্থানে শক্তি জাগ্রত হইবে কি রূপে ? ....পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ মনে অন্য চিন্তার উদয় হওয়া সম্ভব ; দেখিতে হইবে যে তাহা না হয়।....শঙ্কর বলিয়াছেন আত্মাই সব, তাহা ছাড়া অন্য কোনও, কিছুর অস্তিত্বই নাই—এইরূপ ধারণার নাম আত্ম-সংস্থ অবস্থা, মনকে এই রূপ আত্ম-সংস্থ করিয়া অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। ক্রিয়ার পর অবস্থা ঘনীভূত হইলে, চিন্তা আপনা আপনি হয় না। ক্রিয়া করিয়া একটু একটু যে নেশার মত ক্রিয়ার পরাবস্থা আসে, তাহাই ধারণার অবস্থা।...মনে কোনও চিন্তার উদয় হইতে না

দিলে, মনের যে নিশ্চল অবস্থায় স্থিতি হয়, তাহাই প্রত্যাহার। ইহা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে ধারণা ও ধ্যান নাম পায়; দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইলে সমাধি নাম পায়।...সুষুপ্তির মত সমাধিনিদ্রার তৃতীয় স্তরে মনে আর কোনও বৃত্তি থাকে না প্রভেদ এই যে, গভীর নিদ্রায় বুদ্ধি লুপ্ত হইয়া যায়, বাহ্যচৈতন্য থাকে না, এখানে বুদ্ধি জাগিয়াই থাকে কেবল বৃত্তি বিস্মরণ রূপা অবস্থা আসে। ইহাই' অস্মিতা রূপ সবিকল্প সমাধির অবস্থা—এই অবস্থা হইতেও একাগ্র বা চিদ্‌মুখ মনকে চিত্তের সহিত এক করিয়া ফেলিতে হইবে, অর্থাৎ উপাধি শূন্য চিন্মাত্র রূপেতে যে স্থিতি—তাহাই আত্মাকারিত ভাব, ইহাই অসম্প্রজ্ঞাত ভাব, বা আত্ম-দর্শন।...এখানে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, ত্রিপুটীর নাশ হয়...শ্রুতি ...বলেন বাক্যকে মনে, মনকে জ্ঞানাত্মায়, জ্ঞানাত্মাকে মহতে এবং মহৎকে শান্ত আত্মায় লইয়া যাইবেন, ইহাই সমাধি অভ্যাসের ক্রম। প্রাণায়ামে প্রাণ শক্তিকে স্থিরীকৃত করিলে, মনের সংকল্প সমূহ বিলীন হইতে থাকে। এই ভাবে একাগ্র হওয়া, মনকে জ্ঞানাত্মায়, লইয়া যাও। এ অবস্থায় যাহা জানিতে ইচ্ছা হয় তাহাই জানা যায়, তাই জ্ঞানাত্মা নাম। জ্ঞানাত্মাকে মহতের মধ্যে, মহৎকে শান্ত আত্মায় লইয়া যাইবেন! মহতের মধ্যে প্রবেশ বা মহাকাশ রূপ হইয়া যাওয়া; তাহার পর সেই চিদাকাশের মহাকাশ পরাকাশের মধ্যে এবং পরাকাশ পরম ব্যোমে বিলীন হইয়া যাইবে ইহাই শান্ত আত্মা; এই অবস্থাই নির্বিকল্প সমাধি।...ধৈর্য্যের প্রয়োজন...দাগ মিটাইতে। মহৎ আত্মা,

বুদ্ধি অতি সুক্ষ্ম ভাব। ধৃতি গৃহীতয়া বুদ্ধি দ্বারা নির্বিকল্প সমাধি আয়ত্ত করিতে হইবে।...ইহাই অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতির শুদ্ধ চৈতন্য রূপ, পরম পুরুষের মধ্যে আত্ম নিমজ্জন ; পুরুষান্ন পরম কিঞ্চিত সা কাষ্ঠা, সা পরাগতিঃ।....মন নিশ্চল হইলে আমি যে ধ্যান করিতেছি, এ ধারণাও থাকিতে পারে না (আরও অনেক কথা এই ব্যাখ্যায় রহিয়াছে যাহার সংক্ষেপ করা কঠিন)।

(২৬) সমাধির বিঘ্ন চারিপ্রকার—কষায়, বিক্ষেপ, লয়, রসাস্বাদ (ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে)। যাঁহাদের প্রাণায়াম করা অভ্যাস আছে তাঁহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুচারীবার প্রাণায়াম করিলে বিপদের প্রবল আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।....সাধনে একটু আধটু সিদ্ধিলাভ করিলে, লোকে তাহাতে হুমড়ী খাইয়া পড়িয়া থাকে, ইহা বিঘ্ন ; সাধন আর চলে না।

(২৭)। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে অন্য দিকে আসক্তি পুর্ব্বক আর দৃষ্টি যাইবে না, সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায়। "আমি আমার" থাকে না। যোগী নিরতিশয় সুখ আত্ম সাক্ষাৎ কার প্রাপ্ত হন, রজস্তমোগুণের ক্ষয়ে দ্বারা বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হইলে, সে বুদ্ধি নির্ম্মল স্বচ্ছ আত্মার সহিত একভাবাপন্ন হইয়া যায়। বুদ্ধি স্বরূপে আসিলে আত্মার কল্পিত অশুদ্ধি দূর হয়, (আত্মাতো নিত্য শুদ্ধ)।

(২৮) অভ্যাসে অবহেলা করিলে পাপ কাঠান কিছুতেই ঘটিবে না।...ক্রিয়ার পরাবস্থা হইতে সুখময় অবস্থা আর নাই।

পরিপূর্ণ চিদানন্দময়, "নিজ বোধ রূপ" অবস্থা।....মনকে নিষ্পাপ অবস্থায় রাখিতে হইলে মনের পাপরূপ মল গুলির সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক ; উহারা—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধ ভূমীকত্ব ও অনবস্থিতত্ব, (সব গুলির ব্যাখ্যা দিয়াছেন)।

ভক্তিপ্রদীপ। শান্তরজসম্ = who has curbed his passionate nature. ব্রহ্মভূতম্ = has attained the highest bliss in communion with Brahman, সদা আত্মানম্ যুঞ্জন্ এবম্ = passions completely restrained by suchconstant practice. ব্রহ্মসংস্পর্শম্ = contact with Brahman.

(২৯) এই যোগাভ্যাসের ফলে যাহাকে আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন বা সর্ব্বত্র সমদর্শন বলে, উদার অবস্থিতি প্রাপ্তিতে যোগী তাহা লাভ করেনঃ—গীতার ইহা অন্যতম কেন্দ্রিয় কথা। ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, অপূর্ব্ব শ্লোক, জ্ঞানকর্ম্ম ও অনন্য ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়।

২৯। সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯।

পদচ্ছেদ। সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মানম্ সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি ঈক্ষতে যোগ-যুক্ত-আত্মা সর্ব্বত্র সম-দর্শনঃ।

অন্বয়। সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ যোগ-যুক্তাত্মা আত্মানম্ সর্ব্বভূতস্থম্ সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি ঈক্ষতে।

কঠিনশব্দ। সমদর্শনঃ=সমদর্শী ; সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম আছেন এবং এই ভাবে সব সমান ; "বিদ্যাবিনয়···স্থিতা" (৫।১৮, ১৯) যোগ যুক্তাত্মা=ধ্যানযোগে সমাহিত চিত্ত পুরুষ।

সর্ব্বভূতস্থং আত্মানম্=সর্ব্বভূতে আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বিরাজমান ; "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যম্ স আত্মা (ছা উ)। সেই এক চৈতন্য নিজের ভিতর এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত (৫।১৮) ; ময়ি সর্ব্বমিদং···ইব (৭।৭) (৯।৮ ইত্যাদি)। সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি=সর্ব্বজীব সেই ভগবানে রহিয়াছেন। (৯।৮ ; ৪।৩৫)। তিনিই আধার, তিনিই আধেয় ; সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। জীবে ব্রহ্ম, ব্রহ্মে জীব। ইহাই জ্ঞানীর ব্রহ্ম দর্শন বা আত্ম দর্শন। এই দুইটী বাক্যের "সর্ব্ব জীবের ভিতর নিজেকে রাখিয়া তাহাদের সুখ দুঃখ বোধ করা, এব সংকীর্ণ না করিয়া সর্ব্ব জীবের প্রতি উদার দৃষ্টি রাখা (৪।৩৫) আর ঈশোপনিষদের যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি ইত্যাদি (৬), ও শ্বেতাশ্বতরের ৬।১২ শ্লোক সব এক কথা। ইহাই ব্রহ্ম সংস্পর্শ। ইহাই "সম" কে দর্শন করা। সর্ব্ব জীবের ভিতর নিজেকে দেখিতে পাওয়া, ইহার এক অর্থ। "কেহই তাহার পর নহে (সবই সে)" বুঝিতে পারা! 'কর্ম্ম যোগ ও ধ্যান যোগ, দুই অর্থই এই শ্লোক হইতে চলিয়াছে, কারণ "সমদর্শন" কর্ম্ম যোগ ও ধ্যানযোগ দুইয়েতেই পড়ে। "সমত্বং যোগ উচ্যতে" (২।৪৮), দুইয়েতেই পড়ে। ইহাই আসল অদ্বৈত দৃষ্টি। (মহাভারত ১২।২৪০।২৯ ; মনুস্মৃতি ১২।৯১ ; গীতা ৪।৩৫,

মহাভারত ৫।৪৬।২৫, ঈশঃ উ ৬৭ ঃ আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ১।২৩।৯ ঃ কঠ৪।৫, ২২, ১৩ বৃ উ ৪।৪।১৫। এই শ্লোকের প্রথম পংক্তি প্রায়ই উদ্ধৃত হয়)।

অনুবাদ। "সর্ব্বভূতে সেই পরমাত্মা. বা সেই এক চৈতন্য বিরাজমান এবং সেই পরমাত্মায় সর্ব্বভূতা অবস্থিত", সর্ব্বত্র-সমদর্শন যিনি, ও সমত্ব-যোগে চিত্ত যাহার যুক্ত থাকে, তিনিই এইরূপ দর্শন করেন। (ইহাই immanent ও transcendent দর্শন ; পরের শ্লোকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে।

এই শ্লোক গুলি কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়, এবং ভক্তি ষট্কের সূত্র। যিনি যোগ যুক্তাত্মা ও যিনি সমদৃষ্টি শালী, দুইই আত্ম সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন। আত্মানম্ অর্থাৎ পরমাত্মাকে। ইহাই ভক্তি যোগ সম্পন্ন দৃষ্টিতে পরের শ্লোকে কথিত হইবে, সেখানে আসিবে আত্মানম্ শব্দের পরিবর্ত্তে মাং অর্থাৎ বাসুদেবকে। (ঈ উ ৬; মহাভা ১২।২৪০।২১ ; মনু ১২।৯১ ; গীতা ৪।৩৫ ; মহাভা ৫।৪৬।২৫ ; ঈ উ ৭ ; আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ১।২১।১ ; কঠ ৪।৫, ১২ ; ১৩ ; বৃ উ ৪।৪।১৫।

শঙ্কর। সমাহিত অন্তঃকরণ যুক্ত ও সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি শালী যোগী, যাহার ব্রহ্ম ও আত্মার একতা বিষয়ক জ্ঞান, ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত বিভক্ত প্রাণী সমূহে ভেদ ভাব রহিত অর্থাৎ সম হইয়াছে, এরকম পুরুষ, নিজ আত্মাকে সকলভূতে স্থিত ও নিজ আত্মাতে সকল ভূত স্থিত

দেখে, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর আত্মায় একতা রইয়াছে দেখে।

রামানুজ। আত্ম জ্ঞানের একাকারতার জন্য, প্রকৃতি-সংসর্গ রহিত স্বরূপে স্থিত নিজ ও অন্য সকল প্রাণীর আত্ম স্বরূপে সমানতা রহিয়াছে; বিষমতা তো প্রকৃতির অন্তর্গত। অতএব প্রকৃতি সংসর্গ রহিত আত্মা সমূহে সর্ব্বত্র জ্ঞানের একাকারতা, ইহা যে দেখে এইরূপ যোগ-যুক্তাত্মা পুরুষ নিজ আত্মাকে সকল ভূতে, আর সকল ভূতকে নিজ আত্মাতে স্থিত দেখে। "সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ" এই বাক্যে, আর "যোঽয়ং যোগস্তয়া প্রোক্ত সাম্যেন" (৬।৩৩) ও 'নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম' (৫।১৯) এই বাক্য গুলিতে এই অভিপ্রায়ই আছে কি এক আত্মাকে দেখিয়া লইলে, সকল আত্মবস্তু তাহারই সমান হওয়ায়, সমস্ত প্রাণীর আত্মতত্ত্ব দেখা হইয়া যায়।..."সর্ব্বভূতস্থ" হইতে আরম্ভ করিয়া চারিটি শ্লোকে চারিপ্রকার উত্তরোত্তর যোগের বিকাশাবস্থা উক্ত হইয়াছে।....আপনার আত্মা এবং অপর ভূতগণকে প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত করিয়া লইলে, এক জ্ঞানাকারে তাহাদিগের সাম্য উপস্থিত হয়।

শ্রীধর। যোগাভ্যাসে চিত্ত সমাহিত করিয়া সর্ব্বস্থানে সম অর্থাৎ ব্রহ্মই দর্শন করেন, তাহার সমদর্শন হইলে অবিদ্যা-জনিত দেহাদি—সীমাশূন্য আত্মাকে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্তভূতে দেখিতে পান, এবং সেই ভূতগুলিকে আত্মাতে ভেদশূন্য ভাবেই দর্শন করেন।

Telang. Sees the self abiding in all beings, and all being in the self (i.e. realises the essential unity of every thing).

অরবিন্দ। যুক্তাহার ইত্যাদিতে যুক্ত শব্দের অর্থ পরিমিত নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এখানে যুক্ত অর্থে ভগবানে যুক্ত, যোগে যুক্ত। বাসনা এবং ব্যক্তিগতসংকল্প, এই সব আমাদের কর্ম্মের প্ররোচক হয়, কেবল নিম্নতম প্রকৃতিতে। যখন অহং বিনষ্ট হয়, তখন যোগী ব্রহ্ম হন, তখন বিশ্বময় চৈতন্যের মধ্যে বাস করেন, এমন কি তাহাই হন।....তখন ব্যক্তিগত ইচ্ছা-শক্তি অপেক্ষা মহত্তর অন্য এক শক্তি সেখান হইতে আসিয়া যোগীর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দেয়।....যে মানবের আত্মা যোগযুক্ত। যিনি সর্ব্ব ভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখেন এবং আত্মার মধ্যে সবর্ব ভূতকে দেখেন, তিনি সকল জিনিষকেই সমদৃষ্টিতে দেখেন। তিনি যাহা কিছু দেখেন, তাঁহার নিকট সবই আত্মা ; সব তাঁহারই আত্মা। সব ভগবান।

যোগ বাশিষ্ঠ ঃ—সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং, সর্ব্বভূতানি চাত্মনি, পশ্যত্বং যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ। (৪৩)। সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি, য পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারম্ স পশ্যতি (৩০)।

তিলক। এই প্রকার যাহার আত্মা যোগ-যুক্ত হইয়াছে তাহার দৃষ্টি 'সম' হইয়া যায়, এবং সে সবর্বত্র দেখে যে আমি সকল প্রাণীর মধ্যে আছি, এবং সকল প্রাণী আমার মধ্যে আছে।

বলদেব। এই রূপ সমাধি সহকারে যোগী স্বকীয় ও

পরাত্মা প্রত্যক্ষ করেন, সেই পরাত্মা সর্ব্বগত ও ব্রহ্মাদি সকলেরই আশ্রয়। যোগী কুত্রাপি তাঁহার বৈষম্য দর্শন করেন না। "সেই পরমাত্মা পরিব্যাপ্ত এবং তিনি অমৃত এবং সেই জন্যে পরম হরী"। যোগী পরমাত্মাকে নিখিল জীবের অন্তর্য্যামী রূপে সন্দর্শন করেন।

কৃষ্ণানন্দ। তিনি সমস্ত বস্তুর মধ্যে আপনাকে, ইত্যাদি। যোগীর সমাধির পূর্ব্বাবস্থায় যে জগৎ প্রপঞ্চ প্রতিভাষিত হইত. এবং যে ভেদ বুদ্ধির উদয় হইত, এক্ষণে আর সেরূপ হয় না। তিনি প্রপঞ্চ জগৎ একমাত্র আত্মার বিকাশ দেখেন।

ঈশোপনিষদ্। "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈ বা ভূদ্বিজানতঃ তত্র কো মোহ=কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ (৩) শ্বেতাশ্বতর, উপ. "তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাঃ, তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ (৬।১২)

জ্ঞানেশ্বরী। আমি সকল দেহে রহিয়াছি এবং সমস্ত জগৎ আমাতে রহিয়াছে।

গোয়েন্‌কা। এক অদ্বিতীয় আত্মাই সকল রূপে দৃষ্ট হইতেছে বস্তুতঃ তাহা ছাড়া আর কিছুই নাই। ইহাই সকল ভূতে আত্মাকে দেখা। সকল চরাচর প্রাণী আত্মায় কল্পিত দেখা, স্বপ্নে যেমন কল্পিত দেখা হয়, ইহাই সকল ভূতকে আত্মায় দেখা। এই শ্লোক গুলি সাংখ্য যোগের সাধন, পরের শ্লোক ভক্তি যোগের সাধন।

Radhakrishnan. On the ethical plane,

this means that there shd grow a detachment from the world and when it is attained, a return to it, through love, suffering and sacrifice.

Gandhi—They represent progressive steps in yogic experience (৪।৩৫). One starts with seeing oneself in his near neighbour, then in his distant neighbours then in still more distant humanity and ends in seeing himself in all; and seeing one self in another is to love the other. That is the same thing as seeing other beings in one self, the next natural step is to see God in every one and everyone in God....“ He that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen ? (St. John 4,20-21).

Krishna Prem. Gone is the sense of a separate finite self...and in its place comes the the experience of the one atman abiding in all beings.

ভক্তি প্রদীপ ; যোগযুক্তাত্মা=entranced in Brahman আত্মানম্ সর্ব্বভূতানি=in Me all beings. সর্ব্বত্র

সমদর্শনঃ = thus realises the Supreme Lord in all entities sentient and insentient.

(৩০) সেই ভগবৎ দর্শনের বিষয়ে আরও বলিলেন, (আত্মার স্থলে মাং ব্যাবহৃত হইল)

৩০। যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০।

পদচ্ছেদ। যঃ মাম্ পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি তস্য অহং ন প্রণশ্যামি সঃ চ মে ন প্রণশ্যতি।

অন্বয়। যঃ মাম্ সর্ব্বত্র পশ্যতি, সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি, অহং তস্য ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

কঠিনশব্দ। ন প্রণশ্যামি = নষ্ট অর্থাৎ = অ-দেখা হইয়া যাই না, অর্থাৎ সর্ব্বদা সে আমাকে দেখিতে পায়; সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বোধে সে সর্ব্বদাই থাকে। তার কাছে আমি প্রত্যক্ষ ভাবে থাকি, ডাকিলেই সাড়া দি। ন প্রণশ্যতি = নষ্ট হয় না, অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টির বাহিরে পড়িয়া যায় না। যে যথামাং প্রপদ্যন্তে (৪।১১)। অথবা যোগী, নিজেকে আমা হইতে পৃথক্ জানিতে ইচ্ছা করে না, আমিও তাহাকে আমা হইতে পৃথক জানিতে ইচ্ছা করি না; আমরা অবিচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত। "অহং ভক্ত—পরাধানঃ", "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" সে আমাকে সর্ব্বদাই দেখিতে পায়।

অনুবাদ। যে আমাকে, (বাসুদেবকে) সর্ব্বত্র দেখে, এবং সর্ব্ববস্তু আমাতে দেখে (৪।৩৫)। আমি তাহার কাছে

"নাই" এরকম হয় না, সেও (কৃপার যোগ্য পাত্র ভাবে) সর্ব্বদা আমার দৃষ্টির ভিতর থাকে। (যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে)। (আমরা পরস্পরের নিকট যেন প্রত্যক্ষ থাকি)।

পূর্ব্ব শ্লোকে পরমাত্মার দর্শন, এ শ্লোকে ভগবৎ দর্শন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন; অবশ্য পারমার্থিক ভাবে দুইই এক। (যেন ভূতানি অশেষানি দ্রক্ষ্যসি আত্মনি অথ ময়ি) (৪।৩৫, ১০।৮, ৯।৪ ইত্যাদি)

এই "আমি" কে? কেন তাঁহাকে ভক্তি করিব আর সেই ভক্তি করিবার প্রক্রিয়াই বা কিরূপ? চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন, অষ্টাদশ অধ্যায়েও কিছু বলিবেন আর এ বিষয়ে বলিবার জন্য একটি সম্পূর্ণ ষট্‌ক, ভক্তি ষট্‌ক লইয়াছেন। তাহা ছাড়া প্রায় প্রতি অধ্যায়ে, এ সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলিয়াছেন। এই শ্লোকগুলি, ভক্তি ষট্‌কের সূত্র।

৪।৩৫ এবং এখানকার এই শ্লোক গুলিতে যোগীরা যুক্তাত্মার দর্শনের স্বরূপটী ভগবান বিশদ করিয়া বলিতেছেন। "রজঃ এবং তমঃ শান্ত হইয়া গেলে যোগী যখন সত্ত্বঃ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হন তখন তাঁহার এই দর্শন ফুটিয়া উঠে। প্রথমে সর্ব্বভূতের ভিতর আত্মদর্শন হয় এবং আত্মাতেই সর্ববভূতের দর্শন হয়। "সত্ত্বে আরূঢ় হইয়া সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে ত্বং পদের শোধন হইয়া যায়। এই শুদ্ধ ত্বং ভূমি লাভ হইলে যে দর্শন হয় তাহাই ২৯ শ্লোকে বলিতেছেন।....ইহা আত্মা ও ব্রহ্ম....অভিন্ন বুদ্ধির মধ্য দিয়া, সত্ত্বের মধ্য দিয়া দর্শন। এই ৩০ শ্লোকে এইবার

"অথোময়ির" বিস্তার করিতেছেন এই ভূমিতে বাহ্য জগৎ হইতে গুটাইয়া লইয়া আত্মাতে ডুবিয়া থাকার আর প্রয়োজন হয় না। এখন যেমন ভিতর তেমনি বাহিরে, যেমন ত্বং—এ তেমনি তৎ—এ যেমনি আত্মায় তেমনি ঈশ্বরে সর্ব্বভূতের দর্শন হয়। এখন কোনও ভূমিতে আর সাধকের তত্ত্ব দৃষ্টি অন্তর্হিত হয় না"।

অম্লবিন্দ। কিন্তু ক্ষরের পরিবর্ত্তন শীলতার মধ্যে থাকিলে আত্মাকে হারাইয়া পুনরায় মনের মধ্যে পতিত হইয়ার আশঙ্কা থাকে না, কি ? গীতা বলিতেছেন—না, এরূপ কোনও আশঙ্কা নাই।

রামদয়াল। যিনি সমাধি করিতে পারেন, তিনিই অনুভব করিতে পারেন। সাধারণেও তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে তিনি, আপনি যাহা সুখ মনে করেন, সকলেই সেই সুখ প্রাপ্ত হউক, এই প্রার্থনা সর্ব্বদা করেন। আপনি যাহাতে ক্লেশ বোধ করেন, অন্যের সেরূপ ক্লেশ না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করেন আকাশের মত আত্মদেব অলেপক। তবে যে তাঁহাকে দয়াময় বলা হয়, সে কেবল তাঁহার সৃষ্টি রক্ষার জন্য তিনি অনুকম্পা করেন মাত্র। লোকের মত হইয়া লোককে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, সে কেবল তাঁহার দয়া।...তোমার এই দেহে কত জীব আশ্রয় করিয়া আছে। তোমারই আত্মা ঐ সব জীবের আত্মা এই সমস্ত জীব তোমার আত্মাতেই থাকিয়া অজ্ঞানে আপন আপন রক্তবিন্দু টুকুতেই সংসার পাতিয়া খেলা করিতেছে, জন্মিতেছে,

মরিতেছে।....আমি সকলের ভিতর চৈতন্য রূপে অবস্থিত.... আমার নিরাকার মন সাকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে যদি একাগ্র ভাবে তোমার চিত্ত তাহাই দেখিতে চায়....নিত্য সত্য গুণে থাকিলে সর্ব্বদাই আমাকে দেখিতে পাইবে, কারণ সত্ত্ব গুণেই আমি সর্ব্বদা প্রকাশিত।....“নারা” অর্থে জল, এই জল হইতেছে কারণ—বারি, অর্থাৎ জগতের উপাদান স্থানীয় আণবিক অবস্থারও পূর্ব্ব তরল অবস্থা। “নারা”—ই বা শক্তি—ই আমার অয়ন বা স্থান বলিয়াছেন আমি নারায়ণ। “নারা” ভিন্ন আমার ব্যক্ত মূর্ত্তি হয় না। আমি ব্যক্ত হইয়ার জন্য সংকল্প করিয়া শক্তিকে ভাবনা করি॥ ভাবনা হইতে মহাশূন্যে একটা চলন বা স্পন্দন হয়। ইহাই শব্দ। শব্দ হইতেই এই জগৎ।... আমার শক্তি রূপিনী মায়া প্রভাবে আমি ব্রহ্মাদি জীব ও অনন্ত কোটি জগৎ আমাতে আরোপিত করিয়া খেলা করিতেছি।— যোগী নিজেকে আমা হইতে পৃথক্ দেখে না।...আমি তাহাকে আমা হইতে পৃথক্ দেখি না।

তিলক। যে আমাকে (পরমেশ্বর পরমাত্মাকে) সকল স্থানে এবং সকলকে আমাতে দেখে, তাহা হইতে আমি কখনও বিচ্ছিন্ন হই না; এবং সেও আমা হইতে কখনও দূরে যায় না। ২৯ ও ৩০ শ্লোকে প্রথম বর্ণনা আত্মা শব্দের প্রয়োগ করিয়া অব্যক্ত অর্থাৎ আত্ম-দৃষ্টিতে, এবং দ্বিতীয় বর্ণনা প্রথম পুরুষে দর্শক ‘আমি’ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ব্যক্ত, অর্থাৎ ভক্তি দৃষ্টিতে করা হইয়াছে। কিন্তু অর্থ দুইয়েরই এক। মোক্ষ ও কর্ম্ম

যোগ, এই তুইয়েরই আধার এই ব্রহ্মাত্মৈক্য দৃষ্টিই। ২৯ শ্লোকের প্রথম অর্দ্ধাংশে কিছু পৃথক্ আকারে মনুস্মৃতিতে (১২।৯১) (মহাভারতে শাঃ ২,৮, ২১ ও ২৬৮, ২২) এবং উপনিষদে (কৈব ১।১০, ঈশ ৬) পাওয়া যায়।

গোয়েন্কা। ভক্তির সহিত "সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি', ও 'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্রং' উদাহরণ দিয়াছেন।

গোয়েন্কা। মেঘে আকাশ আর আকাশে মেঘের মত, সকল ভূত ভগবানে আর ভগবান সকল ভূতে।

ব্যোমব্রহ্ম। ন প্রণশ্যামি=হিংসা করি না।

শঙ্কর। যে সকলকার আত্মা আমাকে, বাসুদেবকে সকলভূতে ব্যাপক দেখে, ও ব্রহ্মা আদি সকল প্রাণীকে আমাতে অর্থাৎ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরে দেখে, এই প্রকারে, আত্মার একতা যে দেখে, সেই জ্ঞানীর জন্য আমি, ঈশ্বর কখনও অদৃশ্য হই না; অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ হই না। সেই জ্ঞানী ও, আমি বাসুদেবের কাছে কখনও পরোক্ষ হয় না, কারণ তাহার ও আমার স্বরূপ একই। নিঃসন্দেহ, নিজ আত্মা নিজের প্রিয়ই। আর যে সর্ব্বাত্ম ভাবে একতাকে দেখে, সে আমিই।

রামানুজ। নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্য মুপৈতি (মু উ ৩।১।৩); বিশুদ্ধ হইয়া পরম পুরুষের সমতা প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার কথিত আমার স্বধর্ম্মতা প্রাপ্ত যে যোগী—নিজ স্বরূপে স্থিত সমস্ত আত্মবস্তুর আমার সহিত সমানতা দেখিতে থাকিয়া, সর্ব্বত্র অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মতত্ত্বে আমাকে দেখে ও সম্পূর্ণ আত্ম

—তত্ত্ব আমাতে দেখে, অর্থাৎ পরস্পর সমানতা থাকায় জন্য, একটিকে দেখিলে, অন্যটিও 'এইরূপ এই প্রকার দৃষ্ট হয়। সেই নিজে আত্ম-স্বরূপ-দর্শনকারী যোগীর নিকট আমি অদৃশ্য হই না, কারণ তাহার আমার সহিত সমানতা আছে। আমার দর্শনকারীদের নিকট আমারও অদর্শন হয় না, কারণ, সমানতা হওয়ার জন্য যে নিজের আত্মাকে আমার সমান দেখে, সে আমার দৃষ্টির বাহিরে যায় না।

শ্রীধর। আমি পরমেশ্বরকে যিনি ভূতমাত্রে ও সমস্ত প্রাণী মাত্রে আমাতে দেখেন, তাহার পক্ষে আমি অদৃশ্য হই না।.... অর্থাৎ আমি প্রত্যক্ষ হইয়া কৃপাদৃষ্টিতে তাহাকে অবলোকন পুর্ব্বক অনুগ্রহ করি।

Radhakrishnan. It is personal mysticism as distinct from the impersonal one ... the verse reveals the experience of the profound unity of all things in One who is the personal God.

মহানামব্রত। এইরূপ ধ্যানরূপ কর্ম্মে,....গভীর সুখানুভূতি আসিবে, ঐ সুখটি ব্রহ্ম সংস্পর্শজ। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান একীভূত।...আছে প্রিয়তমের স্পর্শসুখ।....উহা তৎকালীন পরমফল। জীবনের মধ্যে ঐ ধ্যানফলের স্থায়ী লাভ হয়, একটি দৃষ্টিভঙ্গী। যুক্তযোগী তখন সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আত্মায় দর্শন করেন (৬।২৯)। প্রিয়ের স্পর্শসুখে ভক্ত হইয়া, প্রাণ শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বভূতে

অবস্থিত দেখেন, (যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে)। আবার শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বভূতের অবস্থিতি দেখেন (৬৷৩০)। নিরন্তর, দুইজনে দুইজনকে দেখিতে থাকেন, (তস্যাহং ন প্রণশ্যামি) (৬।৩৯) সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ আছেন এই অনুভবে স্থিত হইয়া, সর্ব্বভূতস্থ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন ও সর্ব্বভূতকেই পরমপ্রীতি করিয়া থাকেন। জীবের জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম করা সম্ভব হয় কর্ম্মে মৎকর্ম্মকৃৎ, জ্ঞানে মদ্ ভাবমাগতা ভক্তিতে মদগত প্রাণ (১০।৮), ও সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ

ভক্তি প্রদীপ ঃ প্রণশ্যামি = I am not invisible ন প্রণশ্যতি = is not deprived of blissful vision i.e. blessings.

Telang. I am never Lost and he is not lost to me, (i.e. he has access to me and I am kind to him).

(৩১) সেই "আমাকে" ভজনা। তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব শ্লোকগুলির সম্প্রসারণে আরও বলিতেছেন—

৩১। সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১।

পদচ্ছেদ ঃ সর্ব্ব-ভূত-স্থিতং যঃ মাং ভজতি একত্বং আস্থিতঃ, সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি সঃ যোগী ময়ি বর্ত্ততে।

অন্বয় ঃ সর্ব্ব ভূতস্থিতং মাং যঃ একত্বং আস্থিতঃ ভজতি, সঃ যোগী সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি, ময়ি বর্ত্ততে।

কঠিন শব্দ ঃ সর্ব্বভূতস্থিতং মাং=সেই আমি বাসুদেব, সেই এক মহাচৈতন্য, সর্ব্বভূতে অবস্থিত; (সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানাং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি (৬।২৯)। যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি (৬।৩০), (জীবে ব্রহ্ম, ব্রহ্মে জীব)। একত্বং আস্থিতঃ=সমদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া; সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম আছেন, এবং এই ভাবে সব সমান. অন্তরে এবং ব্যবহারে এই বুদ্ধি রাখিয়া সর্ব্বভূতস্থ আমাকে প্রতিভূতে ভিন্ন ভাবে না দেখিয়া, "ঈক্ষতে যোগ-যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (৬।১৯); "নিজের সহিত অর্থাৎ ত্বংপদের লক্ষ্যের সহিত একত্ব অর্থাৎ অত্যন্ত অভেদ বোধ করিয়া, অর্থাৎ উপাধিগত ভেদ দূর করিয়া তৎ ও ত্বং পদের অত্যন্ত অভিন্নতা অবধারণ করতঃ" (মধুসূদন)।

যো মাং ভজতি=যিনি আমাকে ভজনা করেন। "অর্থাৎ, অহম্ ব্রহ্মাস্মি এই বেদান্ত বাক্য জনিত তত্ত্ব সাক্ষাৎকার পূর্ব্বক আত্মাকে অপরোক্ষ করেন, সেই ব্যক্তির অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্যসকল নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া তিনি জীবন্মুক্ত কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন, তাঁহার আর কোনও কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। তবে বাধিত কর্ম্মের অনুবৃত্তি বশতঃ যত দিন তাঁহার শরীরাদি দর্শন থাকে, ততদিন প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রবলতা থাকে; এ কারণে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যাদির ন্যায় সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অথবা জনকাদির ন্যায়, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, কিম্বা দত্তাত্রেয়াদির মত প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া, সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি

ইত্যাদি (মধুসূদন)। সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি = সর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়াও, অর্থাৎ যে কোনও অবস্থায় তিনি থাকুন না কেন, যে কোনও আশ্রম-নিয়ম অনুযায়ী ভাবে, বা আশ্রম-নিয়ম বহির্ভূত ভাবেই থাকুন না কেন; স যোগী ময়ি বর্ত্ততে = সেই যোগী আমাতেই অবস্থিত পাপ শূন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত তিনি; মায়ার ভিতর থাকিয়াও তিনি মায়াতীত; তিনি সর্ব্বদাই আমার কৃপারআশ্রিত থাকেন; "নিঃস্ত্রৈগুণ্যে পথিবিচরতাং কো বিধিঃ .কা নিষেধঃ" "হত্বাদি স ইমান্‌লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে" (১৮৷১৭)। অবশ্যই ইহা নহে যে তিনি সত্যই কোনও পাপ করেন, কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকার ইহা প্রশংসা। "পরমাত্মাতেই অভিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকেন; ফলিতার্থ এই যে, কোনও দিক থেকেই তাঁহার মোক্ষের কোনও রূপ প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কা নাই; দেবগণ মহাপ্রভাব, (কাজেই তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনেক বিঘ্ন ঘটাইতে সমর্থ হইলেও) তাঁহার মোক্ষ প্রাপ্তি যাহাতে না হয় সেরূপ করিতে তাঁহারাও সমর্থ হন না, অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণের তো কথাই নাই। (মধুসূদন)

অনুবাদ। সর্ব্বভূতে আমি রহিয়াছি এইরূপ একত্ব ভাবে বা সমদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ আমি ছাড়া আর কিছু নাই। আমিই সব এই জ্ঞানে, যিনি আমাকে ভজনা করেন, সেই আমাতে যুক্ত যোগী, যে কোন বাহিরের অবস্থায় থাকুন, না কেন, তিনি আমাতেই অবস্থিত থাকেন।

রামানুজ। যে যোগী, সমাধি কালে বিস্তৃত জ্ঞানের

একাকারতার দ্বারা প্রাকৃত ভেদ বোধ ত্যাগ করিয়া, একত্ব ভাবে স্থিত হইয়া, পরমেশ্বরকে অর্থাৎ আমাকে দৃঢ়তার সহিত ভজনা করে, সে ব্যুত্থানকালে যে ভাবে থাকুক না কেন, আমাতেই থাকে, অর্থাৎ নিজের আত্মাকে ও সকলভূত প্রাণীকে দেখিতে থাকিলেও আমাকে দেখিতে থাকে। অর্থাৎ মৎ সাম্যং আমার "সম"কে দেখে।

পরমহংসদেব। জীবই শিব। **বিবেকানন্দ।** জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

শ্রীধর। এইপ্রকার পুরুষ বিধির অধীন হন না। সকল ভূতে স্থিত আমাকে অভিন্ন ভাবে আশ্রয় করিয়া যিনি ভজনা করেন, সেই যোগী জ্ঞানবান হইয়া সকল প্রকারে কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক বর্ত্তমান থাকিলেও আমাতেই থাকেন, মুক্ত হন, কদাপি ভ্রষ্ট হন না।

বঙ্কিমচন্দ্র। হিন্দুর ঈশ্বর সর্ব্বভূতময়। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিবে যে, সকল জীবই আমি, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই; ভক্তি ও প্রীতি হিন্দু ধর্ম্মে অভিন্ন।

পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, যে নাচিতে জানে, তাহার পা ঠিকই পড়ে। আরও বলিয়াছেন 'যিনি ঈশ্বর পেয়েছেন, তাঁর গায়ে আর দাগ লাগে না,।

গিরীন্দ্রশেখর। একত্ব স্থিত অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম এই অনুভব করিয়া সর্ব্বত্রই একমাত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন।

বিশ্বনাথ ঃ পরমাত্মা একই জানিয়া যিনি তাঁহার শ্রবণ স্মরণাদি রূপ ভজনা করেন তিনি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করুন বা না করুণ সংসারে বদ্ধ হন না, অনাশক্তিতেই বর্ত্তমান থাকেন। (দামোদর)

বলদেব। সকল জীবের হৃদয় প্রদেশে…আমি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করি (দামোদর)

গোয়েঙ্কা ঃ সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র নিজ এক মাত্র ইষ্টদেব ভগবানে ধ্যান করিতে করিতে, সাধক নিজ ভিন্ন-স্থিতি ভুলিয়া এত তন্ময় হইয়া যায় যে পুনরায় তাহার জ্ঞানে এক ভগবান বিনা আর কিছুই থাকিয়া যায় না।…সবই ভগবান এই অনুভব হইলে লোকোচিত যথা যোগ্য ব্যবহার কি ভাবে হইতে পারে তাহার উত্তর, ছুরি, কাঁচিতে একই লোহা আছে, কিন্তু ব্যবহার কি এক ?…সাধক যে কোনও অবস্থাতেই থাকুক, তাহা হইলে পাপেতেও তো সে থাকিতে পারে ? তাহার উত্তর ভগবৎ প্রাপ্ত লোক পাপে থাকে না।

নীলকণ্ঠ ঃ দত্তাত্রেয়াদির ন্যায় নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে থাকিলেও।

ব্যোমব্রহ্ম ঃ সেই যোগী সর্ব্বভূতের সহিত সংশ্রব রাখিলেও আমাতেই থাকেন. অর্থাৎ ভূতের সহিত সম্বন্ধকে আমার সহিত সম্বন্ধ।জ্ঞান করেন। সর্ব্ব সংশ্রব যুক্ত হইলেও নির্লিপ্ত।

Radhakrishnan. Whatever be his outer life, in his inward being, he dwells in God.

Aravinda. 'He who has reached Divine Oneness, and loves Me in all beings, that yogi, however he lives and acts', is living and acting in Me. He loves Me in all beings, for, from all, from the thief and the harlot and the out-cast as from the saint aud the sage, the Beloved looks forth and cries to him. "This is I" What greater word of power, for the utmost intensi-ties and profundities of Divine and Uuiversal Love has been uttered by any philosophy and religion,

Gandhi—So long as "self subsists, the Supreme Self is absent" when self is exten-guished, the Supreme Self is seen everywhere.

বিশ্বানন্দ। সর্ব্বভূতে আত্মরূপে স্থিত আমি ভগবানকে যে একত্ব বুদ্ধিতে অর্থাৎ একমাত্র আমারই, বা সর্ব্বত্র আমিই ব্যপ্ত এই ভাবনায় স্থিত হয়ে ভজনা করে, সে সাংসারিক সকল ব্যবহারে থাকিলেও, একমাত্র পরমাত্মাতেই রহিয়াছে।

ভক্তি প্রদীপ। সর্ব্বভূতস্থিতম্=as the All pervading and all permeating Lord of the

Universe সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি = whatever cricumst-ances he may be placed in.

শঙ্কর। এই প্রকার প্রথম শ্লোকের অর্থ রূপ যথার্থ জ্ঞানের এই অর্দ্ধ শ্লোকের অনুবাদ করিয়া তাহার ফল স্বরূপ মোক্ষের বিধান করিতেছেন। সেই পুর্ণ জ্ঞানী অর্থাৎ যোগী, সকলপ্রকারে প্রবর্ত্তিত হইতে থাকিলেও, বৈষ্ণব পরম পদ আমি, আমাতে, পরমেশ্বরে বর্ত্তিত থাকে, অর্থাৎ সে সদামুক্তই থাকে, তাহার মোক্ষ কেহই রোধ করিতে পারে না।

Telang. The devotee who worships Me in all beings, holding that all is one (ঈ উ.) iives in Me, however he may be living (even abandoning) all action, says Sridhara.

বঙ্কিম সেন। জীবের সাধনতত্ত্ব তাহার প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে আত্মধর্ম্মের উজ্জীবক হওয়া প্রয়োজন। (গীতামাধুরী)

(৩২) ভগবান পূর্ব্ব শ্লোকগুলির আরও সম্প্রসারণ করিলেন। "সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি" অর্থে, যোগীযথেচ্ছাচার করেন তাহা নয় ইহাতে বলা হইল, ব্যবহারে তিনি আদর্শ।

৩২। আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥৩২।

পদচ্ছেদ। আত্ম-উপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যঃ অর্জ্জুন, সুখং বা যদি বা দুঃখম্ সঃ যোগী পরমঃ মতঃ।

অন্বয়। অর্জ্জুন, যঃ সর্ব্বত্র সুখম্ বা যদি বা দুঃখম্ আত্মৌপম্যেন সমং পশ্যতি, সঃ যোগীপরমঃ মতঃ।

কঠিনশব্দ। আত্মৌপম্যেন=আপনার সহিত তুলনার দ্বারা সম ভাবে, অর্থাৎ তাঁহাতে যেমন ভাবে রহিয়াছে সেই ভাবে অর্থাৎ আপনার সুখ যেমন প্রিয়, এবং দুঃখ যেমন অপ্রিয়, অন্যেরও তাহাই এই ভাবে যিনি দেখেন ও তাহাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হন, "আত্মাই ঔপম্য অর্থাৎ উপমা" অর্থাৎ আত্ম দৃষ্টান্তের দ্বারা"। সর্ব্বত্র=সর্ব্বভূতে। পরমঃ=সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মতঃ=আমার অভিমত; "নির্দিষ্ট হন" (মধুসূদন)। (মধুসূদন এই বিষয়ে দ্বাদশ পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করিয়াছেন)। "সে আমিই", এই দৃষ্টিতে আর স্বার্থ ভেদ আসে না।

অনুবাদ। অর্জ্জুন, যিনি সর্ব্ব জীবে সুখ বা দুঃখ আপনার সুখ দুঃখের সমান দেখেন সেই যোগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই আমার অভিমত। (ভাগবত ১১।১২, ১০)

ব্রহ্ম সর্ব্বজীবে আছেন এবং সর্ব্ব জীব ব্রহ্মে অবস্থিত, এই জ্ঞান, (যাহা অতি উচ্চ জ্ঞান, কিন্তু শুষ্ক জ্ঞান, তাহার সহিত জীব-প্রেম যুক্ত করিতে হইবে; যে তাহা করে, সেই যোগীর ভিতর শ্রেষ্ঠ যোগী। "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। বিবেকানন্দ) আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।

তিলক। "সুখ হউক বা দুঃখ হউক, নিজের সমান অপরেও হয়" যে এইপ্রকার অত্মৌপম্যেন দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে, সেই

কর্ম্মযোগী পরম, তাহাকে উৎকৃষ্ট বলা হয়। "প্রাণী মাত্রে একই আত্মা", এই দৃষ্টি সাংখ্য ও কর্ম্মযোগে একই প্রকার। এই রূপেই পাতঞ্জল যোগে ও সমাধি লাগাইয়া পরমেশ্বরকে জানা হইলে পর, এই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগী উভয়েরই সকল কর্ম্মের ত্যাগ ইষ্ট; অতএব তাহারা ব্যবহারে এই সাম্যবুদ্ধির উপভোগ করিবার অবসরই আসিতে দেয় না, এবং গীতার কর্ম্মযোগী এরূপ না করিয়া অধ্যাত্ম জ্ঞান হইতে প্রাপ্ত এই সাম্যবুদ্ধির ব্যবহারেও নিত্য উপভোগ করিয়া জগতের সকল কার্য্যই লোক সংগ্রহের জন্য করে; এ দুয়েতে ইহাই বড় গুরুতর প্রভেদ। এবং এই কারণেই এ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে তপস্বী অর্থাৎ পাতঞ্জল যোগী, ও জ্ঞানী অর্থাৎ সাংখ্য জ্ঞানী এই দুইয়ের অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগী শ্রেষ্ঠ।

গিরীন্দ্রশেখর। যিনি আত্মাকে উপমা মানিয়া অর্থাৎ আত্মার নির্লিপ্ততা মনে রাখিয়া সুখ বা দুঃখকে সর্ব্বত্র সমজ্ঞান করেন, তিনি পরমযোগী। শঙ্করের ব্যাখ্যায় "পরের সুখে সুখী হওয়ায়" নির্লিপ্ততার ভাব আসে না।

কৃষ্ণানন্দ। তত্ত্বজ্ঞান মনোনাশ ও বাসনা-ক্ষয় এক সঙ্গেই চাই।

শঙ্কর। ....সে যোগী, কি জিনিষ, তুল্য দেখে ? যেমন আমার সুখ প্রিয় তেমনই সকলকার, যেমন আমার দুঃখ অপ্রিয় তেমনই সকলকার···এইপ্রকার যে দেখে···যে এই প্রকারের অহিংসক পুরুষ, পূর্ণ জ্ঞানে স্থিত, সেই যোগী অন্যসকল অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট। এখানে "বা" শব্দে প্রয়োগ, "চ" শব্দের অর্থ হইয়াছে।

রামানুজ ঃ যে যোগী নিজের এবং অন্যের আত্মাতে বিস্তৃত জ্ঞানের একাকারতার কারণ সমানতা থাকায়, নিজের আত্মাতে এবং অন্যেরও আত্মাতে, সর্ব্বত্র যাহা ঘটে সেই পুত্র জন্মাদি রূপ সুখকে ও তাহাদের ইত্যাদি।

শ্রীধর ঃ আমার ভজনকারী যোগিগণের মধ্যে সর্ব্বভূতে দয়ালু পুরুষই শ্রেষ্ঠ। নিজের সাদৃশ্যে, যেরূপ আমার পক্ষে সুখ প্রিয় ও দুঃখ অপ্রিয়....সর্ব্বত্র সমান ভাবে দৃষ্টি করিয়া, যিনি সকলের সুখই বাঞ্ছা করেন, কাহারও দুঃখ আকাঙ্ক্ষা করেন না ইত্যাদি।

Abou Ben Adhem said to the Angel "Write me as one who loves his fellow men." The next day the Angel came to him "and showed the names whom love of God had blessed, "And lo! Ben Adhem's name led all the rest".

Bible. All things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them, (Math. 7,12).

Radhakrishnan. As he sees God in the world, he fears nothing but embraces all in the equality of the vision of the self.

Gandhi. The sloka concretely puts the practical consequence of the yogic vision.

(২৯) ব্যুত্থিত যোগীর অনুভব কিরূপ, তাহাই বলিতেছেন। যখন সমাধিস্থ থাকেন, তখন ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত কোনও দৃশ্য পদার্থই থাকে না। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হয়। যখন প্রারব্ধ বশে ব্যুত্থিত হন, তখন জগৎ প্রতিভাসিত হয়, কিন্তু তিনি তাহা দেখেন ব্রহ্মাকারাকারিত; কারণ ক্রিয়ার পরাবস্থায় জগতের স্বরূপ তিনি বুঝিয়া লইয়াছেন।...জীবের ভীষণ ক্লেশ দেখিয়া তিনি নিশ্চয়ই ক্লিষ্ট হন, সমদর্শন সুখের হয় না। না, এরূপ নহে। তাঁহার সম-দর্শন হয় জ্ঞান দ্বারা, জ্ঞান দুঃখ নিবারক; জ্ঞানীর দুঃখ হওয়া সম্ভব নহে।....কিন্তু জ্ঞানীর যদি আমার দুঃখ দেখিয়া দুঃখই না হয়, তাঁহার সঙ্গ করিয়া কি লাভ? সুপ্ত পুরুষ স্বপ্নে ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া ক্লিষ্ট হইতেছে দেখিলে, বন্ধু যেমন তাহার গাত্রে হস্তদিয়া জাগাইয়া দেয়, তদ্রূপ ভব রোগ-ক্লিষ্ট অজ্ঞানী জীবের অজ্ঞান নিদ্রাজনিত সংসার স্বপ্ন-রূপ ক্লেশ দেখিয়া, জ্ঞানী তাহাকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা জাগ্রত করিয়া দেন।....চিনির পুতুল সমূহে অজ্ঞানী নানা চমৎকার পুতুল দেখে, জ্ঞানী তাহাতে মাত্র চিনি দেখে। জ্ঞানীর নিকট বস্তুর জড়ত্ব ভাব ঘুচিয়া তাহার শুদ্ধ চৈতন্য ভাব মাত্র প্রকটিত হয়। ইহাই প্রকৃত সমদর্শন।...কিন্তু এই রূপ সমদৃষ্টি সম্পন্ন উদাসীন পুরুষের দ্বারা আর্ত্ত জীবের কি লাভ হইবে? না, যোগীশ্বর পুরুষই জীব দুঃখ, ব্যাথিতের ব্যথা, খুবই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

ভগবান তো পারেনই—নচেৎ তাঁহাকে দীন বন্ধু বলিয়া পুজা করিবার আগ্রহ মনুষ্য হৃদয়ে আসিতই না। "মোক্ষই ষ্যামি মা শুচঃ" ইহাই যে তাঁহার অভয় বানী। কিন্তু যোগী বা ভগবানের দুঃখবোধ করা আমাদের দুঃখ বোধকরার মত নহে।....দুঃখ বোধ হয় প্রকৃতির ক্ষেত্রে,—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, দুঃখ অনুভব করে। আত্মার সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। যে পুরুষ আত্মস্থ, তাহার দুঃখ নাই। দুঃখ বোথ অধ্যাস জনিত ভ্রম। ক্রিয়ার পরাবস্থায় যখন মন বুদ্ধি, আত্মার সহিত একাকার হইয়া যায়। তখনই ত্বম্‌-পদ বাচ্য জীবের শোধন হয়। ত্বং ও তৎ এক হইয়া যায়। ইহাই সমদর্শন। (৩০) কূটস্থ ব্রহ্মে চিত্ত নিয়ত নিবিষ্ট থাকিলে ক্ষণ মাত্রও তাঁহাতে ব্রহ্ম সহবাস হইতে বঞ্চিত হইতে হয় না। "যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। "সবের" মধ্যে যে তিনি, তাঁহাকে দেখিয়া যোগী কৃতকৃত্য হন। অগ্রে আপনার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে; নিজের মধ্যে তাঁহার সাড়া পাইলেই সর্ব্বত্রে তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়।....এক তিনিইআছেন; ইহা, উহা, তাহা, মায়া মাত্র।....ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদয় হইলে তখন অন্য কোনও বস্তু বোধের বিষয় হয় না ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। (৩১) ক্রিয়ার পরঅবস্থায় অবস্থিত যোগীর সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকে ব্রহ্মে; তিনি দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলেও প্রকৃতই কোনও বিধয়ে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না।....কোনও বিধির কিংকরত্ব তাঁহার নাই।...যে যোগীর সাধনার দ্বারা ব্রহ্ম নাড়ী

সুষুম্না খুলিয়া যায়, তাঁহার এইরূপি একত্বই বোধ হয়। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈত বোধ, শুধু মুখে ব্রহ্মাস্মি বলা নহে।

(৩২) যাঁহারা যোগাভ্যাসে রত, তাঁহারা অপরের কথা প্রথমে ভাল করিয়া ভাবিতে পারে না, কারণ অন্য ভাবনা আসিলেই যোগে বিঘ্ন হয়। কিন্তু যাঁহারা পক্ক যোগী, আরূঢ়, তাঁহাদের জীবের দুঃখে চিত্ত বিগলিত হয় বটে কিন্তু তাহাতে কোনও মোহ থাকে না। পক্ক যোগীর ব্যুত্থিতাবস্থায় সুখ দুঃখের অনুভব হয়। এই অনুভব থাকিতে কেহ মুক্তাত্মা হইতে পারে না। সুতরাং কেবল তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ হইলেই যোগী হওয়া হয় না। তত্ত্বাভ্যাস ও মনোনাশ দুইটি সাধনাই করিতে হয়। তত্ত্বাভ্যাসের উপায় যোগাভ্যাস। তাই যোগীন্দ্র পুরুষেরা বলেন, সাধনা দ্বারা মনোনাশ কর, এবং ব্যুত্থিত কালে সর্ব্ব রূপে যে তিনিই রহিয়াছেন এই ভাবনা কর, তাহা হইলে ব্রহ্ম-ধ্যান আর ছুটিবে না।…কিন্তু—যোগী যদি নিজের বা অপরের সুখ দুঃখই অনুভব করিলেন, তবে নিরোধ অবস্থা থাকিল কই? নিরোধ ভাবে মন থাকে না। যাঁহার নিরোধ নাই, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী বিবেচিত হইলেন কি করিয়া? উত্তর—ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থায়, যোগীর দুই ভাবই থাকে—ব্রহ্ম সংলীন ভাব, এবং জগৎ দর্শন। এই অবস্থায় যোগী অপরের ক্লেশ দেখিয়া তাহা মোচন করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে পারেন। যোগী যখন ভবরোগ ক্লান্ত ব্যক্তির দুঃখ স্মরণ করিয়া নিজের পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করেন তখন তাহাকে সদুপদেশ না দিয়া থাকিতে পারেন না….যাঁহারা ইচ্ছা

করিবা মাত্র ব্রহ্মে তল্লীন হইতে পারেন, অথচ তাঁহারা সেই অনুপম পরমানন্দকেও তুচ্ছ করিয়া যখন ব্যথিত কাতর জীবকে অনুগ্রহ করিতে উদ্যত হন, সেই কৃপা সিন্ধু যোগীন্দ্র গণ যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ যোগী হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি ? স্বয়ং ভগবানই জগৎ জীবের জন্য ঠিক এই রূপই করিয়া থাকেন।—ঐ সকল মুক্তাত্মারাই জগদ্‌গুরু।

ভক্তি প্রদীপ। যোগী পরমঃ = great yogin, সর্ব্বত্র = all beings আত্মৌপম্যেন = as dear as his own self.

Telang. That devotee is deemed to be the best, who looks alike on pleasure or pain whatever it may be, in all (creatures) comparing all with his own (pleasure or pain). Who believs that pleasure and pain are as much liked or disliked by others as by hsmself, and puts himself in fact in the place of others.

অরবিন্দ। কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে নীচের প্রকৃতির জিনিষ গুলি বর্জ্জন করিতে, ভয় করিতেহইবে না কি? গীতা বলিতেছেন, আত্ম-দর্শনের সমতার সমস্তকেই আলিঙ্গন করা যায়।

বলদেব। বুথ্যান দশাতেও যিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, অর্থাৎ সকলের সুখ দুঃখ স্বকীয় সুখ দুঃখের ন্যায় জ্ঞান করেন, সেই সর্ব্বানুকম্পা যোগী আমার মতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

রামদয়াল। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ যোগীরও দুঃখাদি থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্মাবশে সমাধি হইতে ব্যুত্থান হইলে চিত্ত আবার বিক্ষিপ্ত হয়, ইহাতে হয়, দুঃখ অনুভূত। তুমি তত্ত্বাভ্যাস মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয় সমকালে অভ্যাস কর।।

বঙ্কিম সেন। (গীতা মাধুরী) ।২৯ হইতে ৩২ শ্লোকে যোগযুক্তাত্মা সাধকের উত্তরোত্তর উন্নত অবস্থা লাভের ক্রম আমরা পাই।

(৩৩, ৩৪) অর্জ্জুনের মনে সমস্যা উঠিল, মন যে চঞ্চল, সাম্যে থাকা কি সম্ভব? তাই জিজ্ঞাসা করিলেন—

৩৩। অর্জ্জুন উবাচ। যোঽয়ং যোগস্ত্বয়াপ্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩

৩৪। চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥৩৪।

পদচ্ছেদ। যঃ অয়ং যোগঃ ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন, এতস্য অহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতি স্থিরাং। চঞ্চল্ হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্, তস্য নিগ্রহম্ অহম্ বায়োঃ ইব সুদুষ্করং মন্যে।

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। মধুসূদন, সাম্যেন অয়ং যোগং ত্বয়া প্রোক্তঃ এতস্য স্থিরাম্ স্থিতিম্ চঞ্চলত্বাৎ অহং ন পশ্যামি। কৃষ্ণ, হি মনঃ চঞ্চলং প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম, তস্য নিগ্রহম্ অহম্ বায়োঃ ইব সুদুষ্করং মন্যে।

কঠিন শব্দ। সাম্যেন = সমত্ব পূর্ব্বক, অর্থাৎ মনে রাগ

দ্বেষ বিক্ষেপ আদি বিসর্জ্জনের দ্বারা প্রাপ্তব্য ; অথবা সকল জীবে সেই এক "সম" বা ব্রহ্ম আছেন এ সমদর্শনে স্থিত হইবার জন্য। স্থিরাং স্থিতি=স্থায়ী বিদ্যমনতা। চঞ্চলত্বাৎ=মনের চঞ্চলতা হেতু। প্রমাথি=শরীর ও ইন্দ্রিয়দিগকে প্রমথিত করা বা মন্থন করা যাঁহার স্বভাব অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে জোর করিয়া, ইহা যে কাজ ইচ্ছা বাহির করিয়া লইতে পারে। দৃঢ়=কঠিন স্বভাবের। নিগ্রহ=নিরোধ করা। কৃষ্ণ=The lord of the aet of ploughing and processing mind (Chibbhavananda)

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, সাম্য মনোভাবের দ্বারা লব্ধব্য যে যোগ, (বা প্রশান্ত ভাবে স্থিতি, যে যোগ) যাহা তোমার দ্বারা উক্ত হইল, মনের চঞ্চলতা এরূপ যে উহার স্থায়ী বিদ্যমানতা হইতে পারে, ইহাতো আমি দেখিতেছি না। যে হেতু, হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয় মন্থনকারী বলবান ও অতি কঠিন স্বভাবের ; উহার নিরোধ বায়ু নিরোধের ন্যায় অতি অতি দুষ্কর ; অর্থাৎ ঝড়কে থামান, অথবা অনুযৎ ছিদ্রের ভিতর দিয়াও বায়ুর যাওয়া আসা করিতে পারে, তাহা বন্ধ করা, যেমন কঠিন, সেইরূপ আমি কঠিন মনে করি। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহং কি করিষ্যতি (৩।৩৬)?

ভক্তিপ্রদীপ। প্রমাথি = impetuous. তস্য নিগ্রহম্=to keep that restless and formidable mind under control.

রামদয়াল। তুই চারিদিন ধরিয়া চিত্ত সমদর্শন করিলেও করিতে পারে, কিন্তু চিত্তের এই সাম্যভাব কি স্থায়ী হওয়া সম্ভব ?

তিলক। সাম্য অথবা সাম্য বুদ্ধি হইতে প্রাপ্ত এই যে কর্ম্ম যোগ তুমি বলিলে, আমি দেখিতেছি না যে মনের চঞ্চলতার উহা স্থির থাকিবে,···এই শ্লোকের "সাম্য বুদ্ধি হইতে প্রাপ্ত এই বিশেষণ দ্বারা যোগ শব্দে "কর্ম্ম যোগ" হইতেছে। যদিও পাতঞ্জল যোগের সমাধির বর্ণনা এই শ্লোকে আসিয়াছে—তথাপি এই শ্লোকে পাতঞ্জল যোগ বিবক্ষিত নহে, কারণ ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "সমত্বং যোগ উচ্চতে"।

বলদেব ও বিশ্বনাথ। বন্ধু ও শত্রু, দুইয়ের সুখে, দুঃখে সমজ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি তুমি বল যে সর্ব্বত্র নির্বিশেষ ভাবে পরমাত্মা আছেন, বিবেক বলে ইহা উপলব্ধি করিবা তদনুসারে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়াই আবশ্যক, তাহা হইলে আমার বক্তব্য যে তাদৃশ বিবেক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ মন অতি চঞ্চল ও বলিষ্ঠ···(দামোদর)

শঙ্কর। এই সমত্ব-ভাব রূপ যোগ, মনের চঞ্চলতার কারণ ইহাতে অচল স্থিতি দেখিতেছি না, একথা প্রসিদ্ধ। (কৃষ্ণ, অর্থাৎ ভক্ত জনের পাপাদি দোষের নিবৃত্তি করেন বলিয়া, ভগবানের নাম কৃষ্ণ।) মন চঞ্চল শুধু নহে, উহা প্রমথনশীল অর্থাৎ শরীরকে ক্ষুব্ধ ও ইন্দ্রিয়দিগকে বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরবশ

করিয়া দেয়। মন বড় বলবানও; অর্থাৎ কাহারও দ্বারা বশে আনা অসম্ভব; সঙ্গে সঙ্গে উহা বড় দৃঢ় অর্থাৎ তন্তুনাগ নামক জলচর জীবের মত অচ্ছেদ্য;...যেমন বায়ু রুদ্ধ করা অসম্ভব ইত্যাদি।

রামানুজ। দেব মনুষ্যাদির-ভেদে স্থিত ও জীব ঈশ্বরের ভেদে স্থিত আজ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভাবে অনুভব করা সমস্ত জীবাত্মাতে জ্ঞানের একাকারতার জন্য পরস্পরের সমানতায়, তথা কর্ম্মবশ্যতার অভাবের কারণ ঈশ্বরের সমানতায়, সর্ব্বত্র সমদর্শন-রূপ যে যোগ আপনি বলিলেন ইত্যাদি।

শ্রীধর। সাম্য দ্বারা=মনের লয় ও বিক্ষেপ বিহীন, কেবল আত্মার আকারে অবস্থানের স্বরূপ যে যোগ তুমি বলিয়াছ।....স্থিরা=দীর্ঘকাল ব্যাপিনী। স্থিতিম্=নিশ্চলাবস্থা। চঞ্চল=সভাবতঃই অস্থির। প্রমাথি=দেহ ও ইন্দ্রিয়ের উদ্বেগ জনক। প্রবল=বিচার দ্বারা জয় করা যায় না। দৃঢ়বিষয় বাসনার সম্বন্ধ যুক্ত হওয়ায় দুর্ভেদ্য।...প্রবাহিত বায়ুকে কলস প্রভৃতিতে আরদ্ধ করা দুষ্কর...।

রামানুজ। এই মন, মনুষ্যকে বল পুর্ব্বক মন্থন করিয়া বিষয়ান্তরে নির্ব্বাধ রূপে বিচরণ করিতে পারে।—নিজের অত্যন্ত বিষয়েতেও সদা চঞ্চল স্বভাব মনকে তাহার বিপরীতাধার আত্মাতে স্থাপিত করিবার জন্য রোধ করা আমি সেইরূপ কঠিন ভাবি, যেমন প্রতিকূলগতি-বিশিষ্ট মহান্ বায়ুকে পাখা আদির দ্বারা রোধ করা। মনের নিগ্রহের উপায় বল।

৬

ব্যোমব্রহ্ম। সাম্যেন = মোটামুটি। স্থিরাং স্থি তিং = ঠিক ভাবটি, তুমি এই যে মোটামুটি যোগের কথা বলিলে, আমি, চঞ্চলতা বশতঃ ইহার ঠিক ভাব বুঝিতে পারিতেছিনা,

ভূপেন্দ্রনাথ। শরীরের তেজের দ্বারায় অনুভব হইতেছেঃ—এই যে যোগ আপনি বলিলেন ইহা আমি বুঝিলাম না। ···যোগের দুইটি প্রধান বিঘ্ন হইতেছে অলব্ধ-ভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব—। মন বড় চঞ্চল, ঘোল মন্থনের মতন অস্থির, ইহাকে ঘর থেকে বার করা দুঃসাধ্য, যেমত বায়ু—ঘর থেকে বার করা দুঃসাধ্য। বাসনা ও বিক্ষেপ সংস্কার যুক্ত মন, বড়ই বলবান,—জন্মান্তরের সংস্কার সমূহ আরও তাহাকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছে।—পূর্ব্বে প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণ বায়ুকে স্থির করিতে বলিয়াছ—প্রাণ নিশ্চল হইলে মন নিশ্চল হইবে, কিন্তু প্রাণ বায়ুকে সুস্থির করানও তো সহজ বলিয়া মনে হইতেছে না। এই বাসনা বিক্ষুব্ধ মনকেও শান্ত করা যেমন অসম্ভব, ভয়ঙ্কর চঞ্চল প্রাণ বায়ুকেও স্থির করা সেই রূপ অসম্ভব।

Radhakrishnan. সাম্য = Nature of equality; evenness of mind.

বিদ্যানন্দ। মনের চঞ্চলতা বার বার বাধা দিতেছে, আমাকে এই যোগের নিশ্চিত স্থিতি দেখিতে দিতেছে না।

মহানামব্রত। সমদর্শনই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সংবাদ, ইহা অর্জ্জুন বুঝিলেন (৬।৩৯)—বর্হির্ম্মুখী চঞ্চল মনকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া অন্তস্থ করিতে যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা তাহাই অভ্যাস। মন যে চঞ্চল, ইহাও যে অভ্যাসের ফল, সেই জন্য স্থিরত্ব আনিতে

অভ্যাসেরই প্রয়োজন। বৈরাগ্য, নশ্বর বস্তুতে আসক্তি হীনতা ইহার জন্য অবিনশ্বর বস্তুতে আসক্তি বাড়ান প্রয়োজন। ভক্তি প্রদীপ। স্থিরাসিদ্ধি=firm success possible এতস্য=in this yoga সাম্যেন=as based on equanimity.

(৩৫) ভগবান, উত্তরে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের পরামর্শ দিলেন।

৩৫। শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥৩৫

পদচ্ছেদ। অসংশয়ং মহাবাহো মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।

অন্বয়। শ্রী ভগবান উবাচ—মহাবাহো মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং চ। অসংশয়ং তু কৌন্তেয় অভ্যাসেন, বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।

কঠিন শব্দ। দুর্নিগ্রহ—জব্দ করা যায় না। নিরোধ মানে না। গৃহ্যতে=বশীকৃত করা যায়। (মধুসূদন ৬।৭ পৃষ্ঠাব্যাপী যোগের অনেক কথার আলোচনা করিয়াছেন)। বৈরাগ্য= অনুরাগের একান্ত বিপরীত ভাব সংসারে দোষ দর্শন ইত্যাদিতে হয়। ইহার positive side ভগবানে দৃঢ় অনুরাগ (পাতঞ্জল যোগ সূত্র ১।১২)। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যকে পরমহংসদেব "বিদ্যামায়া" বলিয়াছেন। প্রকৃতির ত্রিগুণের সাত্ত্বিক গুণে ইহা আসে ও মানুষকে ভগবদভিমুখী করায়।

অনুবাদ। শ্রী ভগবান বলিলেন—মহাবাহো (অর্জ্জুন)

মন চঞ্চল ও উহাকে বসে আনা অতি কঠিন। ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, কৌন্তেয়। অভ্যাসের দ্বারা ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইহাকে বশে আনা যায়।

আমাদের এ জন্মের স্বভাব, পূর্ব্ব-জন্ম সমূহের কর্ম্মের এবং কর্ম্ম প্রসূত অভ্যাসের ফল। এ জন্মের অভ্যাস পরজন্মের স্বভাব গঠিত করিবে অভ্যাস সহিত স্বভাবের এইরূপ যোগ থাকায়, এ জন্মের অব্যাহত অভ্যাস পূর্ব্বজন্ম-জাত স্বভাবে পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়, নূতন স্বভাব ধীরে ধীরে গঠিত হইতে থাকে। Habit is second nature, অভ্যাসের দ্বারা চঞ্চল মনকে স্থিরীকৃত করা যাইতে পারে। তবে, মন যদি ভোগে আসক্ত থাকে বা তাহাতে যদি ভোগ তৃষ্ণা থাকে, তাহা হইলে তাহা অভ্যাসের প্রভাব উড়াইয়া দিবে, আভ্যাসকে নিষ্ফল করিয়া দিবে। যাহা মনকে টানে, তাহা হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিতে হইবে। বার বার এ প্রত্যাহার প্রয়োজন, যতদিন না মন সেই আকর্ষণের উপর উঠিতে সমর্থ হয়। ধ্যানের জন্য চিত্ত-স্থৈর্য্যের প্রয়োজন, চিত্ত-স্থৈর্য্যের জন্য যুগপৎ বৈরাগ্য ও অভ্যাসের প্রয়োজন। (যোগসূত্র ১।১২ – অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তান্ নিরোধ (তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ)। আসক্তি হইতে দূরে থাকার নাম বৈরাগ্য। সংসার ত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিয়া, বনে বা গিরিগুহায় থাকাকেই আমরা বৈরাগ্য বলি না; সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্ত ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করাও বৈরাগ্য।

বলদেব ও বিশ্বনাথ। যেমন বলবান রোগও সদ্বৈদ্য

প্রযুক্ত প্রকারানুসারে যথোপযুক্ত ঔষধ পুনঃ পুনঃ সেবন দ্বারা দীর্ঘকালে উপগমিত হয়, তদ্রূপ ইত্যাদি।

গিরীন্দ্র। অভ্যাস ও বৈরাগ্য পাতঞ্জল সূত্রোক্ত পরিভাষিক শব্দ। চিত্ত-স্থৈর্য্যের যত্নের নাম অভ্যাস। প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রতি বিতৃষ্ণাই প্রকৃত বৈরাগ্য (৬।৩৫), পাতঞ্জল যোগসূত্র ১।১২

রামদয়াল। অভ্যাসাৎ সর্ব্ব সিদ্ধিং স্যাদিতি বেদানু শাসনম্ (যোগবাশিষ্ঠ)। পতঞ্জলি বলেন "তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" দ্রষ্টা ভাবে অবস্থান—যত্নের ফলে চিত্ত নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইয়া যখন স্বস্বরূপে অবস্থান করে, তখনই প্রকৃত অভ্যাস।—বৈরাগ্য অভ্যাস যিনি নিরন্তর করেন, তিনিই অভ্যাসী।—ঈশ্বর বিষয়ক যে অভ্যাস ঈশ্বরের কথালাপ লইয়া, মন্ত্র রূপ লইয়া, তাহাই অভ্যাস। নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ যাঁহার কাছে নাই, আছে একমাত্র ব্রহ্ম, তাহাকে ব্রহ্মাভ্যাসী বলে।—পর ও অপর ভেদে বৈরাগ্য দুই প্রকার তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।—আবার যতমান বৈরাগ্য (দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক সমস্ত বিষয়ই দোষ যুক্ত) ব্যতিরেক বৈরাগ্য (চিত্তের কোন্ কোন্ দোষ গেল,কি বা থাকিল), একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য (বিষয়ে আসক্তি নাই, তথাপি কখনও কখনও ঔৎ সুক্য) এবং বশীকার বৈরাগ্য যখন কোনও কিছুতে ঔৎসুক্য থাকে না)—এই চারিপ্রকার বৈরাগ্যের কথাও বলা হইয়াছে। —বৈরাগ্যে দৃশ্য জগৎ মন হইতে মুছিয়া যাওয়া এবং অনুরাগে অন্তাদেবের নাম রূপে জগৎ ভরিয়া খেলা—এই দুইপ্রকার

নিগ্রহঃ কিন্তু হঠ করিয়া চিত্ত-নিগ্রহ স্থায়ী হয় না। চক্ষুর সম্মুখে রূপ আসিল, অমনি চক্ষু বন্ধ করিলাম, ইহা হঠ নিগ্রহ, মনের নিগ্রহ হয় না।—একেবারে বাসনা ক্ষয় যাঁহাদের অসম্ভব, তাঁহাদের জন্য শুভ বাসনা করা প্রথম সোপান। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা অভ্যাস করা। অভ্যাস দুইভাগে বিভক্ত, জ্ঞান অভ্যাস ও যোগ অভ্যাস, আর বৈরাগ্য তাহা বাসনাক্ষয়।

শঙ্কর। কিন্তু অভ্যাসে, অর্থাৎ কোনও চিত্তভূমির এক সমান বৃত্তির বার বার আবৃত্তি করার দ্বারা, আর দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট ভোগে বার বার দোষ দর্শনের অভ্যাস দ্বারা উৎপন্ন অনিচ্ছা রূপ বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ রূপ চঞ্চলতা রোধ করা যায়; অর্থাৎ এইপ্রকারে সেই মনের নিগ্রহ নিরোধ করা যায়।

রামানুজ। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ইত্যাদি, তথাপি আত্ম গুণের ভাণ্ডার এই অভ্যাসের দ্বারা হয় যে আত্মাভিমুখতা ও আত্মাতিরিক্ত বিষয় দোষের আকর এই অনুভূতিতে যে বৈরাগ্য হয়, তাহার দ্বারা উহাকে কোনও রকমে বশ করা যাইতে পারে।

শ্রীধর। কথিত চাঞ্চল্য স্বীকার করিয়াই ভগবান মনঃ সংযমের উপায় বলিতেছেনঃ—বিষয়ের চিন্তা না করিয়া অভ্যাস দ্বারা, অর্থাৎ পরমাত্মার বিশ্বাস রূপ ব্যাপার এবং বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা দ্বারা মনকে নিগ্রহ করা যায়। অভ্যাস হেতু মনের লয়ে বাধা, এবং বৈরাগ্য দ্বারা মনের চঞ্চলত্বে বিঘ্ন হওয়ায় মনের বৃত্তি

নিবৃত্ত হইলে তাহা পরমাত্মার আকারে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব যোগ শাস্ত্রে কথিত আছে "বৃত্তি শূন্য মনের যে ব্রহ্মের আকারে অবস্থান, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়।

তিলক। প্রথমে যে বিষয় কঠিন দেখা যায়, তাহাই অভ্যাস ও দীর্ঘ উদ্যোগের দ্বারা শেষে সিদ্ধ হইয়া যায়। ,কানও কার্য্য বার বার করাকে অভ্যাস বলা হয়। এবং বৈরাগ্যের অভিপ্রায় রাগ বা প্রীতি বিহীনতা।

(পাতঞ্জল সূত্র, যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ ও অভ্যাস ও বৈরাগ্যাভ্যাং তত্র নিরোধঃ) । এই শব্দ' গুলিই গীতায় আসিয়াছে, কিন্তু ইহা বলা যায় না যে গীতা পাতঞ্জল সূত্র হইতে এই গুলি লইয়াছে!

কৃষ্ণানন্দ। বশীকার বৈরাগ্য নামক পর বৈরাগ্যের উদয় হইলে ত্রিগুণাত্মক কোনও বিষয়ে ব্যবহারে চিত্তে তৃষ্ণার উদয় হয় না।

ভূপেন্দ্র নাথ। শরীরের তেজঃ দ্বারা মনকে রোধ নিগ্রহ করা অবস্তব রোধ হইলে, তখন কূটস্থ দ্বারা অনুভব হয় যে অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধন দ্বারা মনকে রোধ করিতে হইবে। পরমাত্মায় মনের স্থিতির জন্য উৎসাহ পূর্ব্বক যে যত্ন, তাহার নাম অভ্যাস।""মনকে অনাবশ্যক সংকল্পাদি না করিতে দেওয়াই বৈরাগ্য। বৈরাগ্য পর ও অপর ভেদে দুই প্রকার, তন্মধ্যে অপর বৈরাগ্য চারিপ্রকারঃ—যতমান, ব্যতিরেক একেন্দ্রিয় ও বশীকার (এ গুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে)....বশীকার বৈরাগ্যের উদয়

হইলেই আত্মানাত্ম বিবেক বা প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য প্রত্যক্ষ হয়। সাধনাভ্যাসের জন্য অধ্যাত্ম বিদ্যালাভ, সাধু-সঙ্গ, বাসনা ও সংকল্পের হ্রাস এই সব দরকার।...অভ্যাসে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়। ....যোগশাসনের ব্যাস ভাষ্যে আছে, চিত্ত নামক নদী উভয়দিগ্ বাহিনী—কল্যাণের দিকে, পাপের দিকেও।....বৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা বিষয় শ্রোত আটকাইতে হইবে, এবং মনোনিরোধ অভ্যাস প্রযত্ন করিয়া মনের নিশ্চলতা রূপ পরম কল্যাণ শ্রোত উদ্ঘাটিত করিতে হইবে।

Gandhi. Depression means the couverting of the natural yearning for things of the flesh into a consuming passion for things of the spirit.

ভক্তিপ্রদীপ i গৃহ্যতে = can be subdued, বৈরাগ্যেণ = by genuine asceticism.

বঙ্কিম সেন। (গীতামাধুরী)। তেমন সাধনভজনের কোন মূল্য থাকে না। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের পক্ষে উপযোগীও হয় না, যদি আমরা চিত্ত মূলে কৃষ্ণ সেবার চিন্ময় আনন্দের সংস্পর্শ না অনুভব করি।....মদ্গত চিত্ত যোগীদের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য মঙ্গল জনক নহে। উদ্ধবের প্রতি উপদেশ।

৩৬। অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তু মুপায়তঃ ॥৩৬

পদচ্ছেদ। অ-সযত-আত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপ্যঃ ইতি

মে মতিঃ।, বশ্য-আত্মনা তু যততা শক্যঃ অবাপ্তুন্ উপায়তঃ।

অন্বয়। অসংযতাত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতি, তু উপায়তঃ যততা বশ্যাত্মনা অবাপ্তুম্ শক্যঃ

কঠিন শব্দ। অসংযতাত্মনা = অসংযত চিত্ত পুরুষ কর্ত্তৃক। দুষ্প্রাপঃ = পাওয়া কঠিন। উপায়তঃ = বিহিত উপায়দ্বারা, পুরুষকারের দ্বারা। অবাপ্তুম্ শক্য = লাভ করা সাধ্য হয়।

অনুবাদ। অসংবতচিত্ত পুরুয কর্ত্তৃক চিত্তস্থৈর্য্যরূপ যোগ পাওয়া কঠিন। কিন্তু অভ্যাসবৈরাগ্যাদি বিহিত উপায়ের দ্বারা, যত্নশীল ও বশীভূত চিত্ত পুরুযকর্ত্তৃক ইহা লাভ করা সাধ্য হয় ইহা আমার অভিমত।

শ্রীধর। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের বলে যাহার চিত্ত বশীভূত, সেই পুরুষ, পুনর্ব্বার, এই উপায়েই যত্ন করিয়া. যোগ পাইতে সমর্থ।

রামানুজ। অসংযতাত্মার, অর্থাৎ যে নিজ মনকে জিতিয়া লয় নাই, এইরূপ পুরুষকে অনেক বল লাগাইবার পরেও আত্মদর্শন রূপ যোগ প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন; কিন্তু উপায় করিয়া মনকে বশ যে.করে এই রূপ পুরুষের, অর্থাৎ যে আমার আরাধনা রূপ পূর্ব্বোক্ত অন্তর্গত জ্ঞান সঞ্চিত কর্ম্মের দ্বারা, নিজের মনকে জিতিয়া লইয়াছে, এই রূপ সাধকের, যত্ন করিতে থাকিলে, সমদর্শন রূপ যোগ প্রাপ্ত হইতে পারে।

শঙ্কর। যাহার অন্তঃকরণ অভ্যাস বা বৈরাগ্যের দ্বারা সংযত করা হয় নাই, এই রূপ পুরুষ অতি কঠিনতায় যোগ

৭

পায়।—যাহার মন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা বশীকৃত, আর যে, তাহার উপরেও যত্ন করিতেই থাকে ইত্যাদি।

বলদেব। উপায়তঃ=ভগবদারাধন লক্ষণ জ্ঞানাকার নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ প্রভাবে ইত্যাদি।

রামদয়াল। পুনঃ পুনঃ পুরুষকার প্রয়োগ দ্বারা নিশ্চয়ই প্রারব্ধ খণ্ডন হইবেই। যাহারা ক্লীব, তাহারাই প্রারব্ধ দুরতিক্রম্য মনে করিয়া চিত্তকে অবসন্ন করে ঃ—"সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেন পৌরুষাৎ সম বাপ্যতে। (যোগবাশিষ্ঠ)

রামানুজ। অর্জ্জুন, পরের শ্লোকে যে প্রশ্ন করিলেন তাহা 'নেহাভিক্রম নাশোঽস্তি ইত্যাদি যোগের যে মাহাত্ম্য শুনিয়াছিলেন, তাহাই আরও ভাল করিয়া শুনিবার জন্য; কারণ কর্ম্ম যোগে আত্মজ্ঞানের অন্তর্ভাব হওয়ার জন্য, এবং কর্ম্ম যোগের নাম "যোগ" হওয়ার জন্য, সেখানেই' যে মাহাত্ম্য বলা হইয়াছে তাহা বস্তুতঃ আত্মদর্শন রূপ যোগেরই মাহাত্ম্য।

ভূপেন্দ্রনাথ। প্রাণায়ামাদি যোগ কৌশল, সংযমের সহিত অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা করিলে, তবে প্রাণ স্পন্দন রোধ হয়। প্রাণ স্পন্দন রুদ্ধ হইলেই প্রজ্ঞার উদয় হয়, প্রজ্ঞার উদন হইলেই প্রারব্ধ ক্ষীণ হইয়া থাকে। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ সাধনই একমাত্র উপায়;—সাংসারিক সুখ দুঃখ ভোগের ন্যায়, ইহা প্রারব্ধের উপরই কেবল নির্ভর করে না, ইহাতে পুরুষার্থের প্রয়োজন আছে—শ্রদ্ধা, বীর্য্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায় দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ হয়; (ইহারা ব্যাখ্যাত

হইয়াছে), শ্রদ্ধা শ্রদ্ধেয় বিষয়ে তীব্র অনুরাগ ; মনের প্রবল উৎসাহের নাম বীর্য্য (যেমন বুদ্ধদেবের হইয়াছিল, "জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই আসন হইতে উঠিব না")। জ্ঞানকে স্মৃতি পথে রাখা, স্মৃতি ; মন্ত্রাদি, চিত্তের একতানতাই ধ্যান, এই ধ্যান ঘন হইলে তাহাকে সমাধি বলে (সম্প্রজ্ঞাত সমাধি)। ইহা হইতে প্রজ্ঞা বা যোগজ জ্ঞান হয় ।—অদৃষ্ট দ্বারা সুখ দুঃখাদি ভোগ হয়, কিন্তু যাহা ভোগ নয়, যাহা সাধনা, যাহা নিত্য অনুষ্ঠেয়, তাহার অনুষ্ঠান না করিয়া, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা মুর্খতা মাত্র। ভগবান সেই জন্য উপায়তঃ কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন।

Radhakrishnan. Defeat is temporary. He who starts well reaches the End.

ভক্তি প্রদীপ। যততা=has taksn recourse to the proper method of controlling. উপায়তঃ= by the above two processes. যোগঃ অবাপ্তুম্ শক্য= can attain perfection in yoga.

(২৭) অর্জ্জুন বলিলেন, ধরিলাম যত্নশীলের যোগ সম্ভব হয়, কিন্তু পরে যদি স্খলিত যত্ন হইয়া যায় ?

৩৭। অর্জ্জুন উবাচ। অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগোচ্চলিতমানসঃ
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭।

পদচ্ছেদ। অযতিঃ শ্রদ্ধয়া উপেতঃ যোগাৎ চলিত মানসঃ, অপ্রাপ্য যোগ-সংসিদ্ধিং কাম্ গতিম্ কৃষ্ণ গচ্ছতি ?

অন্বয়ঃ অর্জ্জুন উবাচ। কৃষ্ণ, শ্রদ্ধয়া উপেতঃ অযতিঃ যোগাৎ চলিত মানসঃ যোগ সংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য, কাম্ গতিম্ গচ্ছতি ?

কঠিন শব্দঃ শ্রদ্ধয়া উপেতঃ=শ্রদ্ধা দ্বারা যুক্ত; শ্রদ্ধার ভিতর সাধন চতুষ্টয় অর্থাৎ শমদমাদিও পড়ে (মধুসূদন)। অযতি=তেমন যত্নশীল যিনি হন নাই; "অ" এই শব্দটি অল্পার্থক (মধুসূদন): চলিত মানসঃ=স্খলিত মন; "পরমায়ুর অল্পতা নিবন্ধন এবং মরণকালে ইন্দ্রিয় সকল ব্যাকুল হওয়ায় তাঁহার পক্ষে আর সাধনার অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নাই, কাজেই তাঁহার মানস, যোগ হইতে, অর্থাৎ শ্রবণাদির পরিপক্কতা হইতে যে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার জন্মে, সেই তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইতে চলিত হইয়াছে অর্থাৎ তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের ফল অপ্রাপ্ত হইয়াছে"। (মধুসূদন) যোগ সংসিদ্ধি অপ্রাপ্য=যোগ সিদ্ধিলাভ না হওয়ায়; "তত্ত্ব জ্ঞান যাহার হেতু তাদৃশ আত্ম-জ্ঞান না হওয়ায় (মধুসূদন)।

অনুবাদঃ অর্জ্জুন বলিলেন কৃষ্ণ, তোমা কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত যোগে যিনি শ্রদ্ধার সহিত যুক্ত হইয়াছেন, এইরূপ পুরুষ যদি (দৈব দুর্বিপাকে) যোগ সাধনা হইতে স্খলিত হন, আর সেই জন্য (সেই জন্মে) যদি যোগে সিদ্ধিলাভ করা তাঁহার দ্বারা ঘটিয়া না উঠে, তাহা হইলে তিনি (সেই শ্রদ্ধালু কিন্তু যোগ ভ্রষ্ট পুরুষ) কি গতি প্রাপ্ত হইবেন ? (অর্থাৎ, তিনি যতটুকু

করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা কি সব নষ্ট হইবে? তাহার কোন ফল তিনি কি পাইবেন না?)

রামদয়াল। দৃঢ়-প্রযত্ন রহিত (অথচ প্রথমে) শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত, কিন্তু অভ্যাস বৈরাগ্য অভাবে যোগ পথ হইতে ভ্রষ্ট-স্মৃতি, অতএব যোগের (সম্যক দর্শন রূপ) সম্যক সিদ্ধি লাভে অসমর্থ, এরূপ ব্যক্তি যদি মৃত হয়, তবে সে কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়?....শেষ দশায় প্রারব্ধ ভোগ করিতে করিতে যদি ইহার ইন্দ্রিয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে, অবিদ্যা বীজ নষ্ট না হওয়ায় যদি তাহার জন্য যোগ-স্মৃতি ভ্রষ্ট হয় ইত্যাদি।

তিলক। অনেক লোক দুই এক জন্মেও এই পরমাবস্থাতে পৌঁছিতে পারে না। এই প্রকার লোক এই সিদ্ধি কি করিয়া পাইবে? কারণ, একজন্মে যতটা সম্ভব ততটা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ অভ্যাস করিয়া কর্ম্ম যোগের আচরণ করিতে থাকিলে, তো তাহা মৃত্যুকালে অর্দ্ধেকই থাকিয়া যাইবে। এবং পরজন্মে আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিলে তো আবার পরবর্ত্তী জন্মেও ঐ অবস্থাই হইবে, তাই অর্জ্জুন উপরি উক্ত প্রশ্ন করিলেন। (তিলক, এই দিকে, যোগ অর্থে কর্ম্ম যোগই লইতেছেন।

গোয়েঙ্কা। অযতি=অসংযমী (যত্নহীন অর্থ নহে, কারণ পূর্ব্বশ্লোকে অসংযতাত্মার কথা হইয়া গিয়াছে, তাহা ছাড়া শ্রদ্ধালু পুরুষ যত্নহীন হয় না। যোগ এখানে সকল প্রকার যোগ, সাংখ্য, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম।

কৃষ্ণানন্দ। যে, শ্রদ্ধাপন্ন হইয়াও যোগ সাধনে বিশেষ যত্ন করে নাই, অথবা যোগ সাধন করিতে চিত্ত চাঞ্চল্য দোষে ভ্রষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি

শঙ্কর। যে সাধক যোগ-মার্গে যত্নশীল নহে, কিন্তু শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক বুদ্ধি যুক্ত, ও অন্তকালে যাহার মন যোগ হইতে বিচলিত হইয়া গিয়াছে, সেই চঞ্চল চিত্ত ভ্রষ্ট-স্মৃতি যোগী যোগসিদ্ধি অর্থাৎ যোগ ফলরূপ পুর্ণ জ্ঞান না পাইয়া কি গতি পাইবে ?

Krishna Prem. The night of the Death may come before the haven is reached ; but one must not despair.

ভক্তিপ্রদীপ। শ্রদ্ধয়া উপেতঃ = who having at first achieved a little sucess due to his faith, যোগসংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য = but having failed to attain perfection, অযতি = for want of steady practice and dispassion.

Telang, What is the end of him who does not attain the consummation of his devotion being not assiduous and having a mind shaken off from devotion (though) full of faith.

শ্রীধর। প্রথমে যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া (কপট করিয়া নহে) যোগে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পরে সম্যক্ যত্ন করিতে

পারিলেন না, চিত্ত যোগ ভ্রষ্ট হইয়া, বিষয় প্রবণ হওয়ায়, মন্দ-বৈরাগ্য হইলেন, এই রূপে····জ্ঞান না পাইয়া, কি গতি প্রাপ্ত হন ?

রামানুজ । যে আত্ম দর্শনরূপ যোগ সাধনে শ্রদ্ধা পুর্ব্বক লাগিয়া থাকে, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ় অভ্যাস রূপ যত্নের কম হওয়ায় পুর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবার প্রথমেই যাহার মন যোগ-সাধন হইতে বিচলিত হইয়া গিয়াছে····কোন্ গতি প্রাপ্ত হইবে ?

(৩৮) এই সম্বন্ধে আরও জিজ্ঞাসা করিলেন—

৩৮। কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮॥

পদচ্ছেদ । কচ্চিৎ ন উভয়-বিভ্রষ্ট ছিন্ন-অভ্রম্ ইব নশ্যতি, অপ্রতিষ্ঠঃ মহাবাহো বিমূঢ় ব্রহ্মণঃ পথি।

অন্বয় । মহাবাহো, ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ় অপ্রতিষ্ঠঃ উভয় বিভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি কচ্চিৎ।

কঠিন শব্দ । ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ = ব্রহ্ম লাভের পথে বিভ্রম যুক্ত হইয়া পড়ায়, অর্থাৎ বিভ্রান্ত পথহারাভাবে অগ্রসর হইতে না পারায়—"ছিন্ন হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং আত্মা (পরমাত্মা ও প্রত্যগাত্মার) একতা সাক্ষাৎকার করিতে না পারিয়া" (মধুসূদন) অপ্রতিষ্ঠ = স্থিতিহীন। উভয় বিভ্রষ্ট॥ যোগ থাকায় কর্ম্মাদি করিতে পারেন নাই বলিয়া স্বর্গ প্রাপ্তি তাঁহার ঘটিবে না, আবার যোগ খণ্ডিত হইয়া যাওয়ার জন্য ব্রহ্ম প্রাপ্তিও তাঁহার ঘটিবে না, সুতরাং স্বর্গ ও ব্রহ্ম দুইই তিনি

পাইবেন না ; অথবা যোগে থাকায় সংসারে সু-অবস্থান বা সুখভোগ তাহাও হইল না, আবার যোগ খণ্ডিত হইয়া যাওয়ায় পারলৌকিক সুগতিও তিনি পাইলেন না ; "কর্ম্ম মার্গ ও জ্ঞান মার্গ হইতে বিভ্রষ্ট ব্যক্তি" (মধুসূদন)। ছিন্নাভ্রম্ ইব = বায়ুর দ্বারা, কোনও বড় মেঘ হইতে পৃথকীকৃত (কর্ম্ম মার্গ হইতে বিচ্যুত) এবং অন্য কোনও বড় মেঘের সহিত যুক্ত হইতে অসমর্থ (জ্ঞান মার্গে যুক্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে অসমর্থ) হওয়ায় "জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়-পক্ষ নিরাকৃত হইল" (মধুসূদন)'। নশ্যতি কশ্চিৎ = নষ্ট হইয়া যাইবে কি ? কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় হয় না বলিয়া, ধ্যান যোগ কর্ম্ম হইলেও এখানে সে কোন মূল্য পাইবেনা, অর্থাৎ ব্রহ্ম ভাবনার যে ফল, তাহাতে কর্ম্মের ফল যুক্ত হইবে না ; আবার ব্রহ্ম ভাবনার নিজস্ব ফল, জ্ঞান মার্গের ফল, তাহাও, ব্রহ্ম ভাবনায় থাকিতে না পাওয়ায় শূন্য ফল হইবে। ছিন্ন মেঘ অর্থাৎ মেঘের ছোট টুকরা বাতাসে উড়িয়া যায়। বড়মেঘের সহিত যদি যুক্ত থাকিতে পারিত অথবা অন্য কোনও বড়মেঘের সহিত যদি যুক্ত হইতে পারিত, তবে, কালে, বৃষ্টিতে পরিণত হইত, অর্থাৎ কৃতকৃত্যতা পাইত।

অনুবাদ। মহাবাহো (কৃষ্ণ), বিভ্রান্ত পথহারাভাবে ব্রহ্মলাভের পথে অগ্রসর হইতে না পারায়, সেই স্থিতিহীন দুদিক্ ভ্রষ্ট পুরুষ, বিচ্ছিন্ন মেঘের টুকরার মত নষ্ট হইয়া যাইবে কি ? কারণ, কর্ম্ম মার্গে ছিল না বলিয়া সে স্বর্গ

পাইবে না, (অথবা সংসারে থাকে নাই বলিয়া তাহার সংসার সুখ পাওয়া হয় নাই ; আর জ্ঞান মার্গ বা যোগ মার্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ায়, তাহার ব্রহ্ম লাভও হইবে না।

রামানুজ। যেমন মেঘের ছোট অংশ, আগেকার বড় মেঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, আর অন্য বড় মেঘের সহিত যুক্ত না হইয়া, মাঝেই নষ্ট হইয়া যায় ইত্যাদি।

এই অর্থ "অপ্রতিষ্ঠ" ও 'ব্রহ্ম মার্গে বিমূঢ়' এই দুই বিশেষণ দ্বারা কথিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, বিধিপূর্ব্বক করা যে স্বর্গাদির সাধন রূপ যে কর্ম্ম হয়, তাহা ফল-কমনা রহিত উপরি উক্ত পুরুষের জন্য নিজে ফলের সাধক রূপে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় দিবার হয় না, সেই জন্য উহা অপ্রতিষ্ঠ। আর ব্রহ্ম প্রাপ্তির মার্গে সেই যোগী যতদূর গিয়াছে সেখানে, বিমূঢ় হইয়া যাওয়ায় পথ ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য. দুই দিক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাওয়ায় সেই সাধক কি নষ্টই হইয়া যায় ?

কৃষ্ণানন্দ। কর্ম্ম ও উপাসনা দুই হইতেই ভ্রষ্ট ইত্যাদি।

শ্রীধর। কর্ম্মগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হওয়ায় এবং তাহার অনুষ্ঠান না করায় তিনি কর্ম্ম-ফল স্বর্গাদি পান না, আবার যোগ পূর্ণ না হওয়ায় মুক্তি লাভও করেন না। এই রূপ উভয় ফল হইতে চ্যুত হইয়া প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি না পাইয়া নিরাশ্রয় হইয়া, অতএব ব্রহ্ম প্রাপ্তির পথে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হন, কি হন না, যেমন ছিন্ন, মেঘ পূর্ব্ব মেঘ মণ্ডল হইতে চ্যুত হইয়া, অন্য মেঘ-মণ্ডল না পাইয়া মধ্য পথে লয় পায়।

শঙ্কর। আশ্রয়-রহিত ও ব্রহ্ম প্রাপ্তির মার্গে মোহিত পুরুষ, কর্ম্ম মার্গ ও জ্ঞান মার্গ, দুই দিক্ দিয়া ভ্রষ্ট হইয়া, কি ছিন্ন মেঘের মত, ইত্যাদি।

বিশ্বনাথ। সেই যোগভ্রষ্ট ব্যাক্তির দুইদিক্ই নষ্ট হয়। যোগ মার্গে সংপ্রবিষ্ট হওয়ায় বিষয় ভোগে বিরতি জন্মিয়াছে, অথচ বৈরাগ্যের পূর্ণতা না ঘটায়, ভোগেচ্ছা সম্যক রূপে অপগত হয় নাই; সুতরাং ইহলোকে তাহার সকল সুখই নষ্ট হইয়াছে। স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করায়, এবং মোক্ষ সাধন যোগ্যতার অপরিপাক হেতু স্বর্গ ও মোক্ষ উভয়ই তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন (দামোদর)।

রামদয়াল। অপ্রতিষ্ঠ (ফল-সন্ন্যাস বা কর্ম্ম-সন্ন্যাস হেতু স্বর্গাদি ভোগ রহিত) ব্রহ্ম প্রাপ্তি পথ (যে জ্ঞান) তাহা হইতেও বিক্ষিপ্ত, এই উভয় ভ্রষ্ট সেই যোগী ছিন্নমেঘ খণ্ডের মত নষ্ট হয় না কি? ফল-সন্ন্যাস লইয়া কর্ম্ম করায়, এ জগতে কোন কিছু,এবং স্বর্গাদিও ভোগ হয় না, এবং পিতৃযান ও দেবযান মার্গ দুই'ই তাহার হয় না। ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব স্থাপিত, যোগভ্রষ্ট হওয়ায়, ঘটিয়া উঠে না। পূর্ব্বমেঘ হইতে বিশ্লিষ্ট এবং উত্তর মেঘে মিশিতে পারিতেছে না, এরূপি একখণ্ড মেঘ মধ্য আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে নষ্ট হইয়া যায়। ভ্রষ্ট যোগীর গতি কি তদ্রূপ হইবে?

গিরীন্দ্র। ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় না, এবং যোগ ভ্রষ্ট হওয়ার অপরাধে ঐহিক কষ্ট ইত্যাদিও হয়।....অভ্র ও মেঘ এক পদার্থ

নহে ; জল শোধিত হইয়া প্রথমে অভ্র হয়, অভ্র মেঘে পরিবর্ত্তিত না হইলে বৃষ্টি হয় না।

সন্তদাস। ব্রহ্ম-প্রাপ্তির মার্গে যে পুরুষের বুদ্ধি ঐ প্রকার মোহ প্রাপ্ত হয়....সুতরাং সে কর্ম্ম মার্গ ও যোগ মার্গ উভয় হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় খণ্ডিত হইয়া স্থান ভ্রষ্ট শূন্যে স্থিত অভ্রের মত কি বিনাশ প্রাপ্ত হয় ?

তিলক। মোহ গ্রস্থ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তির মার্গে স্থির না হইবার কারণে দুই দিক্ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, ইত্যাদি। "দুই দিকের আশ্রয় বিরহিত" কর্ম্মের দুই প্রকার ফলঃ (১) কাম্যবুদ্ধিতে কিন্তু শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিলে তো স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, এবং (২) নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলে ইহা বন্ধক না হইয়া মোক্ষ দায়ক হইয়া যায়। পরন্তু মনুষ্যের এ অসম্পূর্ণ কার্য্যের স্বর্গাদি কাম্য ফল লাভ হয় না, কারণ উহার এইপ্রকার হেতুই থাকে না, এবং সাম্য বুদ্ধি পূর্ণ না হইবার কারণে তাহার মোক্ষলাভ হইতে পারে না।

ভূপেন্দ্রনাথ। (৩৭, ৩৮) বেশ সংযমের সহিত সাধন করিতে করিতে হঠাৎ বিষয়ে রসাস্বাদনে আগ্রহ জন্মে...এই অবস্থাতে হঠাৎ যদি মৃত্যু ঘটে ও প্রারব্ধ ফলে মৃত্যু ক্লেশ বশতঃ ভগবদ্স্মরণ না হয় তাহা হইলে যোগ ভ্রষ্টের তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের অভাবে কি গতি লাভ হয়, অর্জ্জুনের ইহাই প্রশ্ন।—ধর্ম্ম ও মোক্ষ দুই পথ হারাইয়া বসিল যে।—যোগাভ্যাস আরম্ভ করায় প্রচলিত কর্ম্মানুষ্ঠানের পথ গ্রহণ করিতে পারে নাই, সুতরাং

পিতৃযান মার্গ তাহার পক্ষে রুদ্ধ। আবার যোগাভ্যাস করিয়া যোগফল যে ব্রহ্মেতে থাকা, তাহাও হইল না সুতরাং মোক্ষেরও অযোগ্য হইয়া রহিল।

ভক্তি প্রদীপ। অপ্রতিষ্ঠ = without anything to stand upon, উভয়বিভ্রষ্ট = fallen as he is from both the paths of সকাম কর্ম্ম and যোগ। ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ = stupified on his way towards Brahman.

স্বিত্যানন্দ। না বৃষ্টিতেই পরিণত হয়, না আকাশেই স্থিত থাকে, একেবারেই উবিয়া যায়।

(৩৯) অর্জ্জুন ভগবানের কাছে অনুনয় করিলেন, তাঁহার সংশয় অপনোদন করিয়া দিতে—

৩৯। এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯

পদচ্ছেদ। এ তদ্ মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুম অর্হসি অশেষতঃ। ত্বৎ অন্যঃ সংশয়স্য অস্য ছেত্তা ন হি উপপদ্যতে।

অন্বয়। কৃষ্ণ, মে এতদ্ সংশয়ং অশেষতং ছেত্তুম্ অর্হসি ; হি ত্বৎ অন্যঃ অস্যসংশয়স্য ছেত্তা ন উপপদ্যতে।

কঠিনশব্দ। অশেষতঃ = নিঃশেষরূপে বা সম্পূর্ণ ভাবে। "অর্থাৎ সংশয়ের মূলীভূত যে অধর্ম্মাদি তাহার উচ্ছেদ পুর্ব্বক" (মধুসূদন)। ছেত্তুম অর্হসি = ছেদন করা অর্থাৎ অপনীত করা তোমার উচিত। তদন্যং = তুমি ছাড়া "অন্য কোনও অনীশ্বর

অসর্বজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি ঋষিই হউন অথবা দেবতাই হউন" (মধুসূদন) ন উপপদ্যতে = হয় না বা সমর্থ নহে।

অনুবাদ। কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় সম্পূর্ণভাবে ছেদন বা অপনীত করা তোমার উচিত (বা তুমিই যোগ্য) কারণ তুমি ছাড়া অন্য কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে যোগ্য বা সমর্থ নহে।

রামদয়াল। যে ব্যক্তি বিশ্বাসী; ব্যাধির যাতনায় বা প্রারব্ধ বশে ভগবানকে ঠিক মত না ডাকিতে পারে, তথাপি কল্যাণ কর্ম্মে সর্ব্বদা চেষ্টা ছিল বলিয়া, অবশ্যই মৃত্যুর পরে সদ্গতিই হইবে।

শঙ্কর। আপনি ছাড়া অন্য কোন ঋষি বা দেবতা, ইত্যাদি

শ্রীধর। তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তোমার দ্বারাই আমার এই সন্দেহ নিরসন যোগ্য, ইত্যাদি।

রামানুজ। এই সংশয়, পুর্ণ রূপে কাটিতে তুমিই সমর্থ, কারণ তুমি প্রত্যক্ষ রূপে একই সঙ্গে সকলকে সব সময় নিজে নিজেই দেখ, অতএব তুমি ছাড়া, ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্রনাথ। আমাদের নিজের মনকে আমরা নিজেই বুঝিতে পারি না, কিন্তু যিনি হৃদয়ে অন্তর্য্যামী-রূপে বিরাজ করিতেছেন আমার হৃদয়ের সবকথা তিনি যেমন বুঝিবেন, এমন আর কেহ পারিবে না; তাই অর্জ্জুন বলিলেন ইত্যাদি।.... সুধুম্নাই জ্ঞান প্রবাহিনী যাঁহারা সুধুম্নায় অবস্থিত হইতে পারেন, তাঁহারাও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া যান। পরমাত্মাতেই এই সর্ব্বজ্ঞত্বের

বীজ, পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান।...তত্র নিরতি শয়ং সর্ব্বজ্ঞ বীজং। যিনি পুরুষোত্তম বা ভগবান, তিনি এই অক্ষর পুরুষ বা চৈতন্য হইতেও অভিন্ন। অক্ষরাদপি চোত্তমম্। তমীশ্বরাণাম্ পরমং মহেশ্বরং বাসনা শূন্য মন আত্মাকারে স্থিতি লাভ করিলেই, নিখিল জ্ঞানের তখন তিনি প্রকাশক। ইনিই প্রকৃত গুরু—আত্মা বৈ গুরুরেক, এই জন্য আত্মজ্ঞ পুরুষকে গুরু বলা হয়।

ভক্তি প্রদীপ। কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ = him who does the good thing.

(৪০) অর্জ্জুনের প্রশ্নে এবং অনুনয়ে ভগবান বলিলেন—

।৪০।শ্রী ভগবানুবচচ। পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।

নহি কল্যানকৃৎ কশ্চিদ্‌দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০।

পদচ্ছেদ। পার্থ ন এব ইহ ন অমুত্র বিনাশঃ তস্য বিদ্যতে নহি কল্যাণ কৃৎ কশ্চিত দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।

অন্বয়। শ্রীভগবান উবাচ। পার্থ তস্য ইহ বিনাশঃ ন বিদ্যতে, অমুত্র এব ন, হি তাত কশ্চিৎ কল্যানকৃৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি।

কঠিন শব্দ। ইহ = এই লোকে। অমুত্র = পরলোকে। কল্যাণকৃৎ = শুভ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, "কল্যাণকারী অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী" (মধুসূদন)। তাত = বৎস (আদরের সম্বোধন)। দুর্গতি = কুগতি বা কুফল, যথা ইহ লোকে রিক্ত-পুঁজী হওয়া, এবং পরলোকে নরকাদি ভোগ বা পরজন্মে

নীচ যোনিতে জন্ম। (যে যতটুকু করিয়াছে, সে করা নষ্ট হইয়া যায় না; প্রত্যবায় জনিত তাহার পাপ হইবে না; কর্ম্ম যোগও এই রূপ, ২।৪০। কবি গুরুর কথায় "জীবনে যত কিছু হোল না সারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা")।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন - পার্থ তাহার (অর্থাৎ সেই সাধনস্খলিত যোগীর ইহলোক নষ্ট হওয়া বা পরলোক নষ্ট হওয়া (অর্থাৎ, নরক ভোগ বা নীচ যোনিতে জন্ম পাওয়া), কোনটাই হয় না; কারণ, যে শুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, হে বৎস তাহার দুর্গতি হয় না,—ইহলোকেও না, পরলোকেও না। (২।৪০ শ্লোকে ভগবান এই কথাই বলিয়াছেন, এই শ্লোক গুলিতে তাহারই বিশদীকরণ করিলেন।

শ্রীধর। ভগবান অর্জ্জুনের প্রশ্নের সাড়ে চারি শ্লোকে উত্তর দিলেন। তাহার পক্ষে এই পার্থিব জীবনে উভয় হইতে ভ্রংশ হওয়ায় পাতিত্য ও পরলোকে নরক প্রাপ্তি হইতেই পারে না, যে হেতু কোনও শুভকারী পুরুষ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হন না। ইনি শ্রদ্ধা পুর্বিক যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং শুভকারী।

শঙ্কর। এই লোকে ও পরলোকে কোথাও নাশ হয় না। প্রথমাপেক্ষা হীন জন্ম প্রাপ্তির নাম নাশ, তাহা যোগ ভ্রষ্টের হয় না।....শুভকার্য্যকারী কোন মনুষ্য দুর্গতি, অর্থাৎ নীচ গতি পায় না।....শিষ্য পুত্রের সমান বলিয়া তাত সম্বোধন।

মধুসূদন। পঞ্চাগ্নি বিদ্যা, দেবযানাদি গতি ইত্যাদি আলোচনা করিয়াছেন।

তিলক। যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ।

গোয়েন্‌কা। ভগবান পাপীকেও অবসর দেন ভগবৎ ভজনা দ্বারা শুদ্ধ হইবার জন্য।

ভূপেন্দ্রনাথ। সাধন জনিত দিব্য জ্ঞানেই জানা যায়, কল্যাণকৃতের দুর্গতি হয় না। কল্যাণকৃৎ সেইই, যে দেহ মনের পাল্লায় পড়া কি তাহা বুঝিয়াছে, ইত্যাদি।....একবার ক্ষণিকের জন্যও আত্মজ্যোতিঃ দর্শয় করিয়াছে, তাহার অসদ্‌গতি হয় না।.... যে, সমাধি সাধনের চেষ্টায় থাকিতে থাকিতে মরিয়া যায়, তাহার মনের সংস্কার যাইবে কোথায়?...শ্রীমদ্‌ ভাগবতে নারদ বলিতেছেন—"যাঁহারা স্বধর্ম্ম অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণাশ্রমানুযায়ী বিধি কিংকরত্ব পরিত্যাগ করিয়া হরি পাদ পদ্মে ভজন করে, অর্থাৎ আত্ম-দর্শন লাভার্থ ক্রিয়া করিষা যায় এবং সেই আত্ম দর্শনের যোগ্যতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই যদি পদস্খলন হয় বা মরিয়া যায়, যে কোনও অবস্থাতেই সে পতিত হউক, তাহাকে (ইহলোকে নয়) পরলোকে আবার উচ্চ স্থানে উন্নীত করে, কেবল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালনে সেরূপ পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না।

Gardhi. "Know of a certainty that no evil can happen to a good man either in life or in death" (Socrates).

Radhakrishnan. c.p. Goethe: "whoever

strives and labours, him may we bring redemption."

Sacrates (quoted by বঙ্কিম সেন)। No evil can befall on a good man here, or in the other world.

রামানুজ। শ্রদ্ধা পুর্ব্বক যোগে অগ্রসর হইয়া, কোনও কারণ বশতঃ যে তাহা হইতে পড়িয়া যায় এরূপ পুরুষের এখানে ও সেখানে, কোথাও নাশ হয় না। তাৎপর্য্য এই, প্রাকৃত স্বর্গাদি ভোগের অনুভবে ও ব্রহ্মের অনুভবে যে ইষ্টের অপ্রাপ্তি রূপ প্রত্যবায় নামক বিনাশ, ও অনিষ্টের প্রাপ্তি রূপ বিনাশ, এই দুইটীই তাহার হয় না; কারণ নিরতিশয় কল্যাণরূপ যোগ সাধন যে করে, এমন কোনই পুরুষ তিন কালে কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

বঙ্কিম সেন। রুদ্রাদিত্যাদি সাধন পর যোগিগণের পক্ষেই যোগ ভ্রষ্ট হইবার প্রশ্ন দেখা দেখ। শঙ্কর ও ৬।৪৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এইরূপ অর্থই করিয়াছেন।

(৪১) যোগস্খলিত সাধকদিগের সম্বন্ধে ভগবান আর ও বলিলেন—৪১। প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতী সমাঃ।

শুচীনাং শ্রীনতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১

পদচ্ছেদ। প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ; শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টঃ অভিজায়তে।

৯

অন্বয় ঃ যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে।

কঠিনশব্দ ঃ পুণ্যকৃতাং=পুণ্যকর্ম্মকারীদিগের। লোকান্ =ব্রহ্মলোকে ইন্দ্রলোকাদি স্বর্গস্থ লোকসমূহ। শাশ্বতীঃ সমাঃ বহু বৎসর (লৌকিকপরিমাণে প্রায় অসংখ্য) উষিত্বা=বাস করিয়া। শুচীনাম পবিত্র অর্থাৎ সদাচার সম্পন্ন। শ্রীমতাং =ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন বা যশস্বীদিগের। "যোগভ্রষ্ট" কথায় সকল রকম যোগেই আসে।

অনুবাদ ঃ যোগস্খলিত পুরুষেরা, পুণ্যকর্ম্মকারিদিগের স্বর্গস্থ লোক সমূহ লাভ করিয়া, বহু বহুবৎসর তথায় বাস করিয়া পবিত্র (অর্থাৎ সদাচারী) ও শ্রীমান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য সম্পন্নদিগের গৃহে বা ধীমান্ যোগিদিগের কুলে জন্ম গ্রহণ করে।

যাঁহারা যোগ সাধনা করিতে করিতে মধ্য পথে স্খলিত বা মৃত হন, ইহা অনেক সময় হয় যে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে প্রারব্ধ বশে, শেষ সময়ে পুর্ব্ব সঞ্চিত অতৃপ্ত ভোগ বাসনার আবির্ভাব হয়। খণ্ডিত হইয়া গেলেও, কিন্তু সাধনা করা হইয়াছে বলিয়া, পুণ্যাত্মাদিগের স্বর্গস্থ স্থান সমূহে বহু বহু বৎসর, তাঁহারা বাস করিতে পান, তবে মরণকালে যে একটু বিষয় তৃষ্ণা জাগিয়াছিল তাহা তাঁহাদের টানিয়া নামায়, কিন্তু যোগলব্ধ কিছু পুণ্য থাকায়, সেই তৃষ্ণা ক্ষয়ার্থ, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী, পুণ্যাত্মাদিগের গৃহে জন্মলাভ করেন। পুণ্যাত্মা দিগের গৃহে, বিশেষ করিয়া, এইজন্য জন্ম হয় যে বিষয় ভোগে

পতনের যে সম্ভাবনা থাকে, তাহা তাঁহারা যেন এড়াইয়া যাইতে পারেন।

মধুসূদন। যোগ ভূমিকা সহ আলোচনা করিয়াছেন।

শঙ্কর। পুণ্যকর্ম্মকারিদিগের অর্থাৎ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-কারিদিগের লোকে বহু অনন্ত বর্ষ বাস করিয়া, ভোগ ক্ষয় হইয়া যাইবার পর সেই পুরুষ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকারী শুদ্ধ ও শ্রীমান্ পুরুষদিগের গৃহে জন্ম লয়। প্রকরণ সামর্থ্যে, এখানে যোগ ভ্রষ্টের অর্থ "সন্ন্যাসী" লওয়া হইয়াছে।

শ্রীধর। পুণ্যকারী, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সম্পাদক পুরুষ দিগের যোগ্য স্থান সমূহ পাইয়া ইত্যাদি, বহু বৎসর বাসের সুখ অনুভব করিয়া বদাচার পরায়ণ ধনীর গৃহে, ইত্যাদি।

রামানুজ। এই যোগ-ভ্রষ্ট পুরুষ অত্যন্ত পুণ্যকর্মীদিগের প্রাপ্তব্য লোক সমূহ পাইয়া প্রথমে যে প্রকারের ভোগের আকাঙ্খায়, তাহার মন যোগ হইতে চ্যুত হইয়াছিল, জ্ঞানের উপায় রূপ যোগের মাহাত্ম্যে সেইপ্রকারের অতি কল্যাণকর ভোগ সমূহ ভোগ করে। তাহার পরে, বহু কাল পরে, যতদিন পর্য্যন্ত না সেই ভোগের তৃষ্ণা সমাপ্ত হইয়া যায়, ততদিন সেখানে থাকিয়া সেই ভোগ তৃষ্ণা মিটিয়া যাইবার পর সেই যোগ-সাধন-ভ্রষ্ট পুরুষ, যোগ মাহাত্ম্যে যোগ সাধনের উপযুক্ত বিশুদ্ধ ও শ্রীমানের কুলে জন্ম লয়।

ভূপেন্দ্রনাথ। যোগীর মনে যদি বিষয় কামনা থাকে, তবে যোগ সিদ্ধি হয় না, যদিও বা তিনি সামান্য কিছু যোগৈশ্বর্য্য

লাভ করেন…তাহাতে…অহংকার বাড়ে। তবে মনে ব্রহ্ম-নিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল বলিয়া বেশ স্বর্গ ভোগ করেন ও পরে শ্রীমান্ দিগের ঘরে জন্ম লন।

ভক্তি প্রদীপ। পুণ্যকৃতাম্ লোকান্=celetial worlds attainable by the virtuous. উষিত্বা = enjoying these. শাশ্বতীঃ সমাঃ=for a long time.

(৪২) আর মরণ কালে যাঁহাদিগের মনে ভোগ বাসনা আসে নাই, কিন্তু সেই মরণে, যথা অকাল মৃত্যুতে খণ্ডিত যোগ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ভগবান বলিলেন যে তাঁহাদের জ্ঞানবান্ যোগিদিগের গৃহে জন্ম হয়, এইরূপ যে জন্ম, জগতে উহা দুর্লভতর, অর্থাৎ সকলপ্রকার আকাঙ্ক্ষিত জন্ম হইতে দুর্লভতর।

৪২। অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধিদুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম ॥৪২॥

পদচ্ছেদ। অথবা যোগিনাম্ এব কুলে ভবতি ধীমতাম, এতৎ হি দুর্লভতরম্ লোকে জন্ম যৎ ঈদৃশম্।

অন্বয়। অথবা ধীমতাম্ যোগিনাম্ এব কুলে ভবতি, ঈদৃশম্ যৎ জন্ম লোকে এতদ্ হি দুর্লভতরম্।

কঠিন শব্দ। অথবা পক্ষান্তরে। ধীমতাম্ যোগিনাম্ কুলে এব=জ্ঞানবান্ যোগীদিগের কুলেই; (মরণকালে মনে বিষয় ভোগ বাসনা না আসায় ইঁহাদের জন্ম ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন কর্মযোগিগণের বংশে না হইয়া, "চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগপরায়ণ

ব্যক্তিগণের কুলে জন্ম হয়, সেইজন্য "অথবা" অর্থাৎ "পক্ষান্তরে" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঈদৃশম্ যৎ জন্ম=এতাদৃশ যে জন্ম। লোকে এতৎ হি দুর্লভতরং=জগতে ইহা নিশ্চয়ই দুর্লভতর অর্থাৎ অন্যান্য সুজন্ম অপেক্ষা, এমন পূর্ব্ব কথিত "শুচীনাম শ্রীমতাং গেহে" জন্ম অপেক্ষাও দুর্লভ। হি=নিশ্চয়ই। "যোগি-দিগের কুলে জন্ম তাহার অর্থই গৃহস্থাশ্রমেও যোগী হওয়া যায়।

অনুবাদ। অথবা (তাহার) জ্ঞানবান্ যোগিগণের গৃহে জন্ম হয়; এইরূপ যে জন্ম, উহা নিশ্চয়ই দুর্লভতর (অর্থাৎ সকল প্রকার জন্ম হইতে দুর্লভতর)।

রামানুজ। কদাচিৎ কেহ, যোগের পরিপক্ক অবস্থা প্রায়-প্রাপ্ত, এমন সময় যোগ বিচলিত যদি হইয়া যায়, বুদ্ধিমান যোগীর, অর্থাৎ স্বয়ং যে যোগ সাধন করে ও অন্যদেরও যোগের উপদেশ দেয় এরকম যোগীর কুলে উৎপন্ন হয়। যোগ সাধনের উপযুক্ত বিশুদ্ধ শ্রীমানের কুলে জন্ম ও যোগীর কুলে জন্ম দুই প্রকারেরই জন্ম, সংসারে, অর্থাৎ প্রাকৃত মনুষ্যের জন্য বড় দুর্লভ, কারণ ইহা কেবল যোগের মাহাত্ম্যতেই হয়।

শ্রীধর। এই বার, যিনি বহু কাল যোগ সাধন করার পর ভ্রংশ হইয়াছেন, তাহার কথা বলিতেছেন—ইনি যোগে নিষ্ঠাবান্ জ্ঞানিগণের বংশেই জন্ম প্রাপ্ত হন, কিন্তু পুর্ব্ব কথিত অনারুঢ় পুরুষের বংশে নহে।""এইপ্রকার যে জন্ম তাহা মোক্ষের জনক বলিয়া পৃথিবীতে অধিকতর দুর্লভ।

শঙ্কর। অথবা শ্রীমানের কুলাতিরিক্ত অন্য যে বুদ্ধিমান

দরিদ্র যোগিদিগের কুল হয়, তাহাতে জন্ম লন। কিন্তু উপরি উক্ত দরিদ্র আদি বিশেষণ যুক্ত যোগিদিগের কুলে উৎপন্ন হওয়া, তাহা এই লোকে প্রথম উক্ত শ্রীমানের কুলে উৎপন্ন হওয়া অপেক্ষাও অত্যন্ত দুর্লভ।

ভূপেন্দ্রনাদ। দ্বিতীয় প্রকারের যোগভ্রষ্ট তাঁহারা, যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কৃতি হেতু অথবা আয়ুর অল্পতা হেতু অলব্ধ ভূমিকত্ব অথবা অনবস্থিতত্ত্ব রূপ যোগের অন্তরায় জন্য বৈরাগ্য বা প্রযত্নের অভাব না থাকিলেও এক জন্মে যোগ সিদ্ধি পান না। ইঁহারা মৃত্যুর পর ব্রহ্ম লোকে গমন করিয়া, তথায় সাধন সমাপন করেন। অথবা সেরূপ উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত যদি না হন, তাঁহাকে আবার এই জগতে ফিরিয়া আসিতে হয় কিন্তু তিনি এবার যোগীর গৃহে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হওয়ায়, সহজেই যোগ পন্থার উপদেশ লাভ করেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ স্বরূপে স্থিতি লাভের জন্য প্রযত্ন করিয়া তিনি বর্ত্তমান জন্মে সিদ্ধি লাভ করেন। কোন প্রকার অন্তরায়ের অভাব হেতু এই জন্ম দুর্লভতর। ধনীর গৃহে চিত্ত বিক্ষেপকর বহু বিঘ্ন থাকিতে, পারে, কিন্তু যোগীর গৃহে সেরূপ কোনও উপদ্রব নাই।

ভক্তি প্রদীপ। ধীমতাম্ যোগিনাম্ এব = of the yogins and men of knowledge t hemselves. এতৎ হি যৎ ঈদৃশম্ জন্ম = a birth in such a holy famfly.

Telang. Or he is even born into a family of talented devotees; for such a birth as that in the world is more difficult to obtain.

৪৩, ৪৪। এইরূপ জন্মে ইঁহারা কি করেন?

৪৩। তত্র তং বুদ্ধি সংযোগংলভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ং সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥

৪৪। পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪॥

পদচ্ছেদ। তত্র তম্ বুদ্ধিসংযোগম্ লভতে পৌর্ব্ব দেহিকম্, যততে চ ততঃ ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরু-নন্দন। পূর্ব্ব-অভ্যাসেন তেন এব হ্রিয়তে হি অবশঃ অপি সঃ, জিজ্ঞাসুঃ অপি যোগস্য শব্দ-ব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে।

অন্বয়। কুরু নন্দন, তত্র পৌর্ব্ব দেহিকম্ তম্ বুদ্ধি সংযোগম্ লভতে, ততঃ চ ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ ভূয়ঃ যততে। তেন এব পূর্ব্বাভ্যাসেন অবশঃ অপি হ্রিয়তে, যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি শব্দ ব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে।

কঠিনশব্দ। তত্র=সেই জন্মে বা সেই কুলে। পৌর্ব্ব দেহিকম্=পূর্ব্ব জন্মীয়। বুদ্ধি সংযোগম্=যোগাভ্যাসে যুক্ত হইবার সংস্কার বা বুদ্ধি অর্থাৎ সংকল্প এবং সঙ্কল্প সংসাধনের জন্য উপায়াদি অবলম্বনে যুক্ত হইবার প্রবণতা; তাৎপর্য্য এই—তিনি অবশ হইলেও অর্থাৎ মোক্ষ সাধনে প্রযত্ন না করিলেও, তাঁহার সেই পূর্ব্ব জন্মীয় অভ্যাস অতি চির ব্যবহিত হইলেও

অর্থাৎ পূর্ব্বোপর্জ্জিত জ্ঞান সংস্কারের প্রভাবেই তাহার বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন....তিনি অকস্মাৎ ভোগ লালসা সকল হইতে ব্যুত্থিত হইয়া মোক্ষ সাধনে উন্মুখ হইয়া পড়েন" (মধুসূদন)। ততঃ চ=তাহার পরে। সংসিদ্ধৌ সিদ্ধি লাভের জন্য। ভূয়ঃযতত পুনরায় যত্ন করেন। তেন এব পূর্ব্বাভ্যাসেন সেই পুর্ব্বাভ্যাস বশতঃই। অবশঃ অপি=যোগের দিকে বা সিদ্ধি প্রাপ্তির দিকে অবশ ভাবে, যেন স্বইচ্ছায় নহে, (যেন জোর করিয়া বাধা দিবার ক্ষমতা হারাইয়া)। হ্রিয়তে অর্থাৎ আকৃষ্ট হন। যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি=অবশ হইয়াও বা পূর্ব্ব জন্মে দেহাবসানে যোগ খণ্ডিত হইয়া যাইলেও বা ঐশ্বর্য্যশালী দিগের গৃহে জন্ম লইলেও, এমন কি, মনে যোগের তত্ত্ব ("মোক্ষ সাধন যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের বিষয় যে ব্রহ্ম জ্ঞান" (মধুসূদন) তাহার জিজ্ঞাসু যিনি, তিনিও। শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে জ্ঞান লাভের প্রাথমিক ধাপ বেদপাঠ ইত্যাদির ভিতর দিয়া, বা বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের ভিতর দিয়া তাহাকে যাইতে হয় না (২।৪০,৫২,৫৩) ; প্রথম ভূমিকায় অবস্থিত যে যোগী, তিনিও যদি সেই ভূমিকা মধ্যেই মৃতহন, এবং তদনন্তর মধ্য দশায় বহু বিষয় উপভোগ করিয়া মহারাজ চক্রবর্ত্তীর বংশে উৎপন্ন হন তবুও সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুর্ব্ব সঞ্চিত জ্ঞান সংস্কারের প্রবলতা নিবন্ধন, সেই জন্মে শব্দ ব্রহ্ম অর্থাৎ কর্ম প্রতিপাদক বেদ অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন,... তিনি কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের অধিকারী হন, (মধুসূদন)।

অনুবাদ। কুরুনন্দন, সেই (নূতন) জন্মে, পূর্ব্বজন্মীয় যোগ বুদ্ধি বা ইচ্ছার প্রেরণায়, তাঁহারা আবার যোগাভ্যাসে যুক্ত হন, ও সিদ্ধি লাভের জন্য পুনরায় ভাল করিয়া যত্ন করিতে থাকেন। সেই পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃই, তিনি।অবশভাবে (যেন সরিয়া আসিবার ক্ষমতা হারাইয়া) আপনাআপনি আকৃষ্ট হন; যোগতত্ত্ব জিজ্ঞাসু থাকিতে থাকিতেই শব্দব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া যান, অর্থাৎ বেদ পাঠাদি বা বেদোক্ত কর্ম্ম সাধনাদি ছাড়াইয়া একেবারে জ্ঞানের বা যোগসাধনার উচ্চভূমি প্রাপ্ত হইয়া যান।

জানিবার ইচ্ছাতেই এতো ফল, ক্রিয়াকারীর তো কথাই নাই।শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে, ইহার এ অর্থও হয় যে তিনি শব্দব্রহ্ম বা বেদে বা বেদের কর্ম্মকাণ্ড লইয়া যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন।

সন্তদাস। এই জন্মে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ব্রহ্মবিষয়ী বুদ্ধিকে তিনি প্রাপ্ত হন ও পুনরায় সিদ্ধি প্রাপ্তির নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন।

রামদয়াল। যাহারা বলে "আর জন্মাইতে হইবে না, শ্রীকৃষ্ণে আশ্রয় লইয়াছি; আবার জন্ম কেন হইবে" অথচ আলস্য নিবন্ধন পরবশ হইয়া যোগ সিদ্ধির জন্য আদৌ কোনও চেষ্টা করে না, তাহারা ভ্রান্ত। যাঁহারা প্রাণপণে যোগ মার্গে চলিতে প্রয়াস করেন, তাঁহাদেরও সিদ্ধিলাভ কত দুষ্কর, ইহারাও যোগ পথ হইতে বিচালিত হইয়া আবার জন্ম গ্রহণ করে—আর, উগ্র সাধন না করিয়া, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ না করিয়া,

শুধু গুরুকে দেখিলাম চরণ স্পর্শ করিলাম, আর দু এক ঘণ্টা যাহা পারি খাটিলাম—ইহাতে কি জন্ম নিবৃত্তি হয় ?—যোগভ্রষ্ট পুরুষের পূর্ব্ব দেহে যাহা অভ্যাস করা ছিল, এই জন্মে সেই সমস্ত সাধনা শীঘ্র লাভ হয়।

(রামদয়াল, ইহার পরে শম, দম ইত্যাদি সপ্ত ভূমিকার আলোচনা করিয়াছেন)।…অনিচ্ছুক হইলেও সেই পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত যোগাভ্যাস সংস্কারের দ্বারা যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন। এমন কি যিনি পূর্ব্ব জন্মে যোগের স্বরূপ জানিতে যথার্থ অভিলাষ করিয়া সিদ্ধিলাভের পূর্ব্ব দেহত্যাগ করেন, তিনি উপস্থিত জন্মে একেবারেনই বেদের কর্ম্মকাণ্ড অতিক্রম করিয়া জ্ঞানাধিকারী হন। "যোগতত্ত্ব জিজ্ঞাসুমাত্র হইয়াই বেদোক্ত কাম্য কর্মাপেক্ষা অধিক ফল লাভ করে" এরূপ অর্থ অনেকেই করিয়াছেন, কিন্তু এ অর্থ মনে লাগে না।

তিলক। নিজের পূর্ব্ব জন্মের ঐ অভ্যাস দ্বারাই অবশ অর্থাৎ আপন ইচ্ছা না থাকিলেও, সে পূর্ণ সিদ্ধির দিকে আকৃষ্ট হয়। যাহার কর্ম্মযোগের জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ জানিয়া লইবার ইচ্ছা হইয়া গিয়াছে, সেও শব্দ ব্রহ্মের উপরে চলিয়া যায় (২।৪০)। শব্দব্রহ্ম=বৈদিক যজ্ঞ যাগ প্রভৃতি কাম্য কর্ম্ম,। কারণ এই কর্ম্ম বেদ বিহিত এবং বেদের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়াই ইহা করা হয়; বেদ অর্থে সকল সৃষ্টির সর্ব্ব প্রথম শব্দ অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম।

সন্তদাস। পূর্ব্বে জন্মের অভ্যাসদ্বারা অবশ হইয়া এই

জন্মে পরিচালিত হওতঃ, তিনি পুনরায় যোগকেই অবলম্বন করেন, অতএব যিনি যোগজ্ঞান পাইতে চান, পরন্তু প্রতিষ্ঠান লাভ করিতে সমর্থ হন না; তিনিও সকাম বেদ মার্গকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধ গতি লাভ করিতে সমর্থ হন।

কৃষ্ণানন্দ। যত্ন না করিয়াও পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। তিনি আত্মজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হইলেও বেদোক্ত কর্ম্ম ফলের অপেক্ষা অধিকতর ফল লাভ করিয়া থাকেন। বেদকে অতিক্রম করেন। পুর্ব্ব জন্মের ব্রহ্ম বিষয়িনী বুদ্ধি প্রাপ্ত হন।

শঙ্কর। যোগীর কূলে জন্ম লইবামাত্র, তাহার পূর্ব্ব জন্মের পাওয়া বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ হইয়া যায়। তিনি পূর্ব্বকৃত সংস্কারের বলে, পূর্ণ সিদ্ধি পাইবার জন্য, আরও অধিক প্রযত্ন করেন। কারণ ঐ যোগভ্রষ্ট পুরুষ, পরবশ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ঐ অতি বলবান পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারা, যোগের দিকে আকর্ষিত হন। যোগাভ্যাস সংস্কারাপেক্ষা অধিক বলবান অধর্ম্মাদি কর্ম্ম যদি না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যোগাভ্যাস সংস্কারের দ্বারা আকৃষ্ট হইবেন, আর যদি অধিক বলবান অধর্ম্মাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহা দ্বারা যোগ জন্য সংস্কার চাপা পড়িয়া যাইবে।

রামানুজ। সেই জন্মে সে প্রথম শরীরে অভ্যাস করা যোগ বিষয়ক বুদ্ধি সংযোগ প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য, নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির মত, পুনরায় পূর্ণ সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করে—এরূপ প্রযত্ন

করে যাহাতে পুনরায় কোন বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত না হয়….পূর্ব্ব কৃত যোগ বিধায়ক অভ্যাসের প্রভাবে যোগেই আকৃষ্ট হয়। "যোগের মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ, এই অর্থে হি শব্দ আসিয়াছে। যে যোগে প্রবৃত্ত হয় নাই, কেবল যোগের জিজ্ঞাসুই হইয়াছে, তাদৃশ যোগজিজ্ঞাসা দ্বারা বিচলিত মতি সাধকও, পুনরায় সেই জিজ্ঞাসাকে পাইয়া কর্ম্ম যোগাদি কোন যোগের অনুষ্ঠান করিয়া, শব্দব্রহ্ম পার হইয়া যায়।

শঙ্কর। কিন্তু সেই পাপ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যাইবার পর যোগ জন্য সংস্কার নিজেই নিজ কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া দেয়, বহুদিন চাপা পড়িয়া থাকিলেও তাহার নাশ হয় না। যে, যোগের জিজ্ঞাসু অর্থাৎ যে, যোগের স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা করিয়া, যোগ মার্গে যুক্ত থাকিয়া যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসী, হয় সেও শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদে কথিত কর্ম্মফল অতিক্রম করিয়া যায়; আর, যে, যোগ কি তাহা জানিয়া, তাহাতে থাকিয়া অভ্যাস করিতে থাকে, তাহার কথা আর কি বলা যাইবে? (এখানে. প্রসঙ্গের বলে, জিজ্ঞাসুর অর্থ সন্ন্যাসী করা হইয়াছে)।

শ্রীধর। তিনি. সেই দুই প্রকার জন্মেই, পূর্ব্ব দেহে জাত সেই ব্রহ্ম বিষয়ক বুদ্ধির সহিত সংযোগ লাভ করেন, তদনন্তর পুনরায় মোক্ষ বিষয়ে অধিকতর প্রয়াস করিয়া থাকেন। সেই পূর্ব্ব দেহের অনুষ্ঠিত অভ্যাস হেতু অবশ ভাবেই, অর্থাৎ কোনও বিঘ্ন হেতু অনিচ্ছ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বিষয়ে হইতে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ করা হয়। অতএব এই রূপে তিনি পূর্ব্বের

অভ্যাস বলে যত্ন করিতে করিতে ধীরে ধীরে মুক্ত হন। যিনি যোগে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহার আর কথা কি? কেবল মাত্র যিনি যোগের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ কেবল মাত্র যোগে প্রবিষ্ট ব্যক্তি ও, পাপের বশে যোগভ্রষ্ট হইলেও, শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ বেদে কথিত কর্ম্মফলগুলি অতিক্রম করেন, অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা অধিক ফল পাঁইয়া মুক্তি লাভ করেন।

গোয়েন্‌কা। যাহারা শ্রীমান্ দিগের ঘরে জন্ম লইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধীয় কারণ "অবশ" কথা রহিয়াছে।....জিজ্ঞাসুর বেদোক্ত সকাম কর্ম্মের ফলস্বরূপ, এই লোক ও পরলোকে ভোগ জনিত সুখের পারে চলিয়া যান।

Gandhi. He would have no fascinatioo or inclivation left for the path of the Vedic ritual.

Radhakrishnan. The relations we form and the powers we acquire, do not perish at death. They will be the starting point of later developments. Shabda Brahman = vedic rules. By practising the vedic rules, we are helped to get beyond it ; c.p. Brahman is of two kinds, the Shabda Brahman and the other beyond it. When a person has become well-

versed in Shabda Brahman, he reaches Brahman, which is beyond it (Matri Up. 22) Ramanuja takes Shabda Brahman to meen Prakriti.

ভক্তি প্রদীপ। তম্ পৌর্ব্ব দেহিকম্=that prenatal. বুদ্ধি সংযোগম্=intelligenee. অবশঃ অপি হ্রিয়তে=is perforce led যোগস্য জিজ্ঞাসু অপি=seekiug নিষ্কাম কর্ম্মযোগঃ। অতিবর্ত্ততে=he overcomes. শব্দব্রহ্ম=সকাম কর্ম্মযোগ as mentioned in tne vedas.

Telang. For even though reluctant, he is led away by the self-same former practice, and although he only wishes to learn যোগ, he rises above the (fruits of action laid down in the) divine word.

(৪৫) শব্দ ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া যহিবার পর সাধক কি করেন?

৪৫। প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ।
অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫

পদচ্ছেদ। প্রযত্নাৎ যতমানঃ তু যোগী সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ,, অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ ততঃ যাতি পরাম্ গতিম্।

অন্বয়। তু প্রযত্নাৎ যতমানঃ সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ অনেকজন্ম সংসিদ্ধঃ যোগী ততঃ পরাংগতিং যাতি।

কঠিন শব্দ। প্রযত্নাদ্ যতমানঃ=(পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক) প্রযত্নে বা চেষ্টায় (যোগে) যতমান অর্থাৎ যত্ন শীল অবস্থায় থাকিয়া। সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ=পাপ হইতে শুদ্ধি কৃত অর্থাৎ পাপ রহিত হইয়া। অনেক জন্ম সংসিদ্ধঃ = এই ভাবে থাকিয়া অনেক জন্মে সিদ্ধি লাভ করিয়া। ততঃ =তদনন্তর। পরাম্ গতিম্ =পরমাগতি অর্থাৎ সেই গতি প্রাপ্ত হন, যে গতির উপর আর গতি নাই অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হন (১৩।২৮ ; ১৬।২২, ৮।১৩, ৯।৩২), মৈ ৬।৩০ ইত্যাদি। কঠ ৬।২০, ২৭০ ছা ৮।৬।৬, বৃ ৪.৪।৮ প্রশ্ন ৩.৭ মৈ ৬।২১,৩০ ; ৭।২১

অনুবাদ। তাহার পর (সেই ভূমি প্রাপ্তির পর। যত্নশীল ভাবে, যোগে অনেক জন্ম লাগিয়া থাকিতে থাকিতে, ও তাহাতে সিদ্ধ হইতে যোগী পাপরহিত শুদ্ধ হইয়া, পরমাগতি, অর্থাৎ মুক্তি বা পরম পদ প্রাপ্ত হন।

"অনেক জন্ম লাগিয়া থাকিতে থাকিতে" ইহার অর্থ হতাশ্বাস করিয়া দেওয়া নহে; ইহার অর্থ এই মার্গে একবার আসিয়া পড়িলে কোন না কোন জন্মে সিদ্ধি লাভ ঘটিবেই।

শঙ্কর। প্রযত্ন পুর্ব্বক অর্থাৎ অধিক সাধনে যুক্ত সেই বিদ্বান যোগী অনেক জন্ম ধরিয়া একটু একটু করিয়া সংস্কার সমূহ একত্রিত করতঃ সেই অনেক জন্মে সঞ্চিত, সংস্কারের দ্বারা, পাপ রহিত হইয়া, ও সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।

শ্রীধর। যখন এই অযত্নশীল যোগী শ্রেষ্ঠ ফল পান, তখন

যে যোগী উত্তরোত্তর অধিকরূপে যোগ বিধয়ে যত্ন করেন, তিনি যোগ দ্বারা পাপ সমূহ দূরীভূত করিয়া, অনেক জন্মের সঞ্চিত যোগের বলে, সম্যক জ্ঞানী হইয়া, তাহা অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ গতি অর্থাৎ ফল, লাভ করেন, তাহা আর কি বলিব ?

রামানুজ ঃ অনেক জন্মোপার্জ্জিত পুণ্য সঞ্চয়ের দ্বারা যাহার সকল পাপ ধৌত হইয়া গিয়াছে এইপ্রকারে সংসিদ্ধ, অর্থাৎ শুদ্ধ হইয়া জন্ম যাহার হইয়াছে, ও প্রযত্ন পূর্ব্বক যে সাধন করিতেছে এরূপ যোগী পূর্ব্ব জন্মে যোগ হইতে বিচলিত হইয়া থাকিলেও, এই জন্মে পুনঃ পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তিলক ঃ প্রথম প্রথম মনে হয় যে এই সিদ্ধি, জনক আদির একই জন্মে লাভ হইয়া থাকিবে, পরন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় যে তাঁহাদেরও এই ফল জন্ম জন্মান্তরের পূর্ব্ব সংস্কার হইতেই লাভ হইয়া থাকিবে।....কর্ম্ম যোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, কর্ম্ম যোগ রূপ চর্কার মুখ ; এবং একবার এই চর্কার মুখে লাগিয়া গেলে পর, ফের এই জন্মে না হয় তো পর জন্মে, কখনও না কখনও, পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়, এবং সে শব্দ-ব্রহ্মের অতীত ব্রহ্ম পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়া থাকে না।

মৈত্রী উপ ৬.৩০, গীতা ১৩.২৮, ১৬।২২।

গোয়েন্কা ঃ "তু" শব্দের দ্বারা, শ্রীমান্ দিগের ঘরে যাহা দিগের জন্ম হয় বা যাহারা জিজ্ঞাসু, তাহাদিগের তুলনায়

যোগী-কুলে যাহাদের জন্ম হয় তাহাদের পার্থক্য দেখানো হইতেছে।

Radhakrishnan. The lessons of his effort will abide with him after death and help him in his progress in other lives until he attaimss the goal.

মহানামব্রত। কিন্তু সাধকের পথভ্রষ্টতাও বা দেহান্তও তো হইতে পারে, তখন কি গতি হইবে ? শ্রদ্ধালু সাধক, যদি যত্নের অভাবে মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হন।....ইহকালেই হউক, পরকালেই হউক, শুভ কর্ম্মকারী ব্যক্তি ছিন্ন মেঘের মত নাশ প্রাপ্ত হয় না।

প্রথমে স্বর্গবাস, তারপর ভোগবাসনা অবশেষ থাকে ইত্যাদি (৬।৪১), আর ভোগাকাঙ্ক্ষা বিরহিত চিত্ত ইত্যাদি। সাধক তাঁহার যোগসাধনায় পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মে যতটুকু অগ্রসর হইয়া থাকেন, পরবর্ত্তী জন্মে সেইখান হইতে তাঁহার সাধনের যাত্রা আরম্ভ হয় (৬।৪৩)। মোক্ষ বিষয়ক জ্ঞান লইয়াই তাহার জন্ম হয়। প্রথমে কোন প্রবল বাধা বা অনিচ্ছা তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিলেও, শেষে দেখা যাইবে, সাধক তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মার্গেই চলিতেছেন (৬।৪৪)। পরম যোগের স্বরূপও সাধ্য সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে পরিজ্ঞাত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা (৬।৪৪) লইয়া, যদি কাহারও দেহ ত্যাগ ঘটে, তিনিও পরজন্মে জ্ঞান লাভের যোগ্য হন। স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদা বেদোক্ত

২১

কৰ্ম্মকাণ্ডের ভিতর তাহাকে আর পড়িতে হয় না। শব্দব্রহ্মরূপ বেদের কর্ম্ম প্রবাহকে তিনি অতিক্রম করিয়া চলিয়া যান।.... হয়তো কতিপয় জন্ম কর্ম্মভোগ করিতে হইবে, কিন্তু পরাগতি অনিবার্য্য ।

ভক্তি প্রদীপ। প্রযত্বাৎ যতমানঃ begins to practise yoga with greater assiduity. অনেক জন্ম সংসিদ্ধ = steadfast and constant practice through many a birth.

Telang, Attains perfection after many births and then reaches the supreme goal.

(৪৬) সেই জন্য —

৪৬। তপস্বিভ্যোধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬

পদচ্ছেদ। তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ যোগী, জ্ঞানিভ্যঃ অপি মতঃ অধিকঃ। কর্ম্মিভ্যঃচ অধিকঃ যোগী তস্মাৎ যোগী ভব অর্জ্জুন ।

অন্বয়। যোগী তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ যোগী কর্ম্মিভ্যঃ চ অধিকঃ, মতঃ তস্মাৎ অর্জ্জুন যোগী ভব।

কঠিন শব্দ। অধিকঃ = উচ্চ, শ্রেষ্ঠ। "দক্ষিণাগণ অর্থাৎ কর্ম্মপরায়ণ পিতৃযানগামী ব্যক্তিগণ তথায় যাইতে পারে না, এবং যাঁহাদের তত্ত্ব-জ্ঞান উদিত হয় নাই এতাদৃশ তপস্বিগণও অর্থাৎ উত্তর মার্গগামিগণও তথায় যাইতে পারে

না....ইহারা সেই পরমপদ পাইতে পারে না। যোগী ব্যক্তি তপস্বিগণের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ঠ, সেই হেতু তিনি কর্ম্মিগণের অপেক্ষাও অর্থাৎ যাঁহারা দক্ষিণার সহিত জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাদৃশ ব্যক্তিগণ হইতেও উৎকৃষ্ট; ইহার কারণ এই যে কর্ম্মিগণ এবং তপস্বিগণ অজ্ঞ বলিয়া অর্থাৎ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান উদিত না হওয়ায় তাঁহারা মোক্ষের অনধিকারী। আর সেই জীবাত্মা-পরমাত্মা অভেদ বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানবান যোগী, জ্ঞানিগণের অপেক্ষাও অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, ইহাই আমার অভিমত।.. "অর্জ্জুন" শব্দটি শুদ্ধ বা শুভ্রের পর্য্যায়, এখানে উহা বরং গুণবাচক, ততটা নাম বাচক নহে" (মধুসূদন)। যোগী=যিনি মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন (মধুসূদন)। আমরা "অনুবাদে" আমাদের যুক্তি দিয়াছি, কেন যোগী, তপস্বী আদি হইতে শ্রেষ্ঠ)। মনে রাখিতে হইবে, "যোগী শব্দের মুখ্য অর্থ যাহার চিত্ত yoked হইয়াছে, অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্যযুক্ত যিনি। সকল সাধনার মূলে চিত্তস্থৈর্য্যকে রাখিতেই হইবে; তাই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধক।

অনুবাদ। (ব্যাখ্যা সহিত)। (মনস্থৈর্য্য প্রাপ্তির জন্য ভগবৎ মনার্পিত) ধ্যানাভ্যাসী যোগী, আমার মতে, তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, তপস্বিগণের ক্রিয়া কঠোর ও আত্মাকে কষ্ট দেওয়া, এবং তাহাতে ভক্তি অল্পই থাকে, এবং তাহা সর্ব্বসংকল্প-ত্যাগ ব্যাপার নহে)। ধ্যানযোগী, আমার মতে

জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ মাত্র শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানযুক্ত যাহারা, এবং যদি চ মুখে বলে ব্রহ্ম ও তাহারা এক, কিন্তু ব্রহ্ম কি, তাহার সামান্য ধারণাও তাহাদের নাই ; আর, ধ্যান-যোগী তথা কর্ম্মযোগী জীব প্রেমী ; শুষ্ক জ্ঞানী অপেক্ষা সে কারণেও ধ্যানযোগী শ্রেষ্ঠ ; অথবা, এ অর্থও করা যাইতে পারে যে, ধ্যান-যোগী. সাংখ্যবাদী বা কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসবাদী (তথা কথিত) জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ. কারণ কর্ম্মত্যাগ গীতার মান্য নহে। ধ্যান-যোগী আমার মতে, ক্রিয়াকাণ্ডের ক্রিয়া সমূহ যাহারা করে, তাহাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ (কারণ তাহারা সকাম, সে নিষ্কাম) আবার সাধারণ নিষ্কাম কর্ম্মী অপেক্ষাও সে শ্রেষ্ঠ (কারণ সে নিষ্কাম তো বটেই, অথচ তাহার মন সর্ব্বদা ভগবানে স্থিরচিত্তে স্থিত থাকে, আর সে জানে ভগবান সর্ব্বভূতে আছেন এবং সর্ব্বভূত ভগবানে আছে ; সে সমদর্শন-বিশিষ্ট, সে জীব-প্রেমী, নিজের উপমায় অন্যেরও সুখ দুঃখ বোঝে) ; আর বিশেষ করিয়া যে কারণে ধ্যানযোগী, তপস্বী; জ্ঞানী ও কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং একাধারে তপস্বী, জ্ঞানী, কর্ম্মী ও জীব-প্রেমী (তাহা অধ্যাহার দ্বারা বা বেশী দূর খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না), তাহা এই অধ্যায়েই আছে, তাহা এই—সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি, ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (৬।২৯) যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি (৬।৩০) আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন ; সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ (৬।৩২)।

ভগবান বলিলেন (যদি ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে চাহ), তাহা হইলে, এই সব কারণে, অর্জ্জুন, প্রকৃত যোগী যাহা, সেই প্রকারের তুমি যোগী হও।

(উপরে "সাধারণ নিষ্কাম কর্ম্ম" এই কথা বলা হইয়াছে এইজন্য যে পুর্ণ কর্ম্ম-যোগ তখনই হয় যখন নিষ্কাম কর্ম্ম, শুধু কৃত নয়, ভগবান-অর্পিত হয়। সম্পূর্ণ ফল ত্যাগ তখনই হয়; আর সে রূপ ফল-ত্যাগ-যুক্ত কর্ম্ম সর্ব্বোচ্চ, ব্যাপার। "ধ্যানাৎ কর্ম্ম-ফল-ত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরণন্তরং (১২।১১,১২)। মনে রাখিতে হইবে যোগী = ধ্যান যোগী কর্ম্মযোগী দুই-ই, যেখানে ধ্যানযোগী অর্থে চিত্তস্থৈর্য্য প্রাপ্তির জন্য ভগবৎ মনার্পিত ধ্যানাভ্যাসী যোগী। তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুই নিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছিল। জ্ঞানী ও কর্ম্মী এবং তপস্বী অপেক্ষা চিত্তস্থৈর্য্য প্রাপ্তির জন্য যে ধ্যানী, সে ভগবানের মতে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ভক্ত ধ্যানী আরও শ্রেষ্ঠ কি না, সে বিষয়ে ভগবান এখানে বিশেষ কিছু বলিলেন না, পরের শ্লোকে তাহা বলা হইবে। আর শুধু ধ্যান যোগই সন্ন্যাস তাহা নহে, সকল "যোগই" সন্ন্যাস যদি তাহা "সর্ব্ব-সংকল্প-সন্ন্যাস" হয়। যোগী কোন কিছু চাহে না, কোন কিছুর কিঙ্কর নহে। অষ্টম অধ্যায়ের শেষে অনেকটা এইরূপ কথাই দেখা যায় (৮।২৭,২৮)। তাহা ছাড়া, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সকলের চেয়ে বড় কথা "যোগ"। yoking of the mind, চিত্ত স্থৈর্য্য। ইহা যাহার নাই, সে কিছু নহে।

রামানুজ। যে পুরুষার্থ কেবল তপস্যার দ্বারা, যে পুরুষার্থ আত্ম জ্ঞানাতিরিক্ত অন্য জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ করা যায়, ইহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক পুরুষার্থের সাধন, যোগ।

শ্রীধর। তপস্বী=কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে নিষ্ঠাবান্। জ্ঞানী=শাস্ত্র বিজ্ঞানে পণ্ডিত। কর্ম্মী=যাহারা যজ্ঞাদি ও কূপদেবালয়াদি নির্মাণ রূপ কর্ম্ম নিপুণ।

চিন্তামণি। যে কোন সাধনার দ্বারা, সাধনার পরাকাষ্ঠা-রূপ সমত্ব ভাব প্রাপ্ত পুরুষ, যোগী পদবাচ্য তপস্বী হইতে তপযোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতে জ্ঞান যোগী শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী হইতে কর্ম্ম যোগী শ্রেষ্ঠ।

রামদয়াল। জ্ঞানী অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞানী. অর্থাৎ শাস্ত্রে কোথায় কি তাহা জানা আছে, কিন্তু তত্ত্বার অনুভব হয় নাই। জ্ঞানী, তপস্বী ও কর্ম্মিগণ জ্ঞানানুষ্ঠান পরায়ণ নহে। গীতোক্ত যোগী সমকালে নিষ্কাম কর্ম্মী, ঈশ্বর ভক্ত ও আত্ম-বিচার পরায়ণ। যোগী, ভক্তি ও জ্ঞান সমকালে সাধনা করেন বলিয়া, গীতোক্ত যোগী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

তিলক। তপস্বী যাহারা....ক্লেশদায়ক ব্রত দ্বারা বা হঠ যোগ দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত। গীতার ৩৷৩ বর্ণিত জ্ঞানদ্বারা....ইত্যাদিকে জ্ঞানী ও ২।৪২-৪৪ ও ৯।২০ ২৯ বর্ণিত···কর্ম্মী বলা হয়। এই তিন পন্থার ভিতর প্রত্যেকে ইহাই বলে যে আমারই মার্গে সিদ্ধিলাভ হয়। কিন্তু এখন গীতার কথা এই যে, তপস্বী হও, কর্ম্মও মীমাংসক হও বা জ্ঞাননিষ্ঠ সাংখ্য হও, ইহাদের প্রত্যেকের

অপেক্ষা কর্ম্মযোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগ মার্গ শ্রেষ্ঠ।…(৩।৮,৫।২, ২।৪।৮, ৪।৪২)….এখানেও পুনরায় স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন যে তুমি (কর্ম্ম) যোগী হও। যদি এই প্রকার কর্ম্মযোগকে শ্রেয় না মানা হয়, তবে "তস্মাৎ তুমি যোগী হও" এই উপদেশের "তস্মাৎ =এই জন্যই" পদ নিরর্থক হয়। কিন্তু সন্ন্যাস-মার্গের টীকাকার-দিগের, এই সিদ্ধান্ত কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? অতএব উঁহারা জ্ঞানী শব্দের অর্থ বদল করিয়াছেন এবং তাঁহারা বলেন জ্ঞানী শব্দের অর্থ শব্দজ্ঞানী অথবা যাঁহারা কেবল পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানের লম্বা চৌড়া বাক্য বিস্তার করে, তাহারা। কিন্তু এই অর্থ নিছক সাম্প্রদায়িক আগ্রহের। উঁহারা চান না যে কর্ম্ম বিরহিত জ্ঞান মার্গকে গীতার নিম্নস্তরের মনে করেন।…এই জন্যই "কর্ম্মযোগা বিশিষ্যতে" (৫।২,) ইহারও অর্থ উঁহারা বদলাইয়াছেন। গীতার মতে কর্ম্ম-যোগ মার্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।…. অরণ্যে যাইয়া উপবাসাদি শরীরের ক্লেশ দায়ক ব্রত দ্বারা, অথবা হঠ যোগের সাধন দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত লোকদিগকে এই শ্লোকে তপস্বী বলা হইয়াছে। সাংখ্য মার্গ দ্বারা কর্ম্ম ছাড়িয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত সাংখ্য-নিষ্ঠ লোকদিগকে জ্ঞানী বলা হয়। নিছক কাম্য-কর্ম্ম-কর্ত্তা স্বর্গ পরায়ণ, কর্ম্মঠ মীমাংসকদিগকে কর্ম্মী বলা হইয়াছে।

Aravinda, It is this (Union with God) that is the closing word of these first six Chapters, and contains in itself the seed of the rest,

of that which still remains unspoken and is not here entirely spoken.

Radhakrishnan. The yoga...has the best of all three, and includes devotion also....His life is one self forgetful service.

Gandh, The yogin (next Sloka) has achieved complete union witn the Supreme.

Krishna Prem. But greater than all is the yogi, for he combines in himself all three.

ভক্তি প্রদীপ। যোগী=নিষ্কাম কর্ম্মযোগী।

শঙ্কর। এখানে জ্ঞান অর্থে শাস্ত্র বিষয়ক পাণ্ডিত্য। কর্ম্মী অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম যাঁহারা করেন।

(৪৭) আর সকল যোগীর ভিতর শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি তদ্গত ভাবে আমার ভজনা করেন।

৪৭। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭

পদচ্ছেদ। যোগিনাম্ অপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেন অন্তর আত্মনা, শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যঃ মাম্ সঃ মে যুক্ততমঃ মতঃ

অন্বয়। যঃ শ্রদ্ধাবান্ মদ্গতেন অন্তরাত্মনা মাম্ ভজতে, সঃ সর্ব্বেষাং যোগিনাম্ অপি যুক্ততমঃ মে মতঃ

কঠিন শব্দ। মদ্গতেন অন্তরাত্মনা=আমাতে নিজের চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া, নিজের সমস্ত মন আমাকে দিয়া, আমাকে

নিজের মনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আমাকে পরিপূর্ণভাবে আশ্রয় করিয়া। "আমাতে, ভগবান বাসুদেবে, প্রীতি বশতঃ নিবিষ্ট অন্তঃকরণে, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সংস্কারের পটুতাহেতু এবং সাধু সঙ্গ নিবন্ধন, যিনি আমার উপাসনাতেই শ্রদ্ধাবান, অর্থাৎ অধিক শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া, আমাকে, অর্থাৎ ঈশ্বরের ও ঈশ্বর নারায়ণকে "ইনি মনুষ্য, ইনি অন্যান্য দেবতারই সমান" এইপ্রকার ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া, সগুণ ভাবেই হউক অথবা নির্গুণ ভাবেই হউক, ভজনা করেন, সেবা করেন, অর্থাৎ সর্ব্বদা ধ্যান করেন, ইত্যাদি, (মধুসূদন)"। সমান ভাবে যোগযুক্ততম, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগযুক্ত, যিনি "মদভক্ত" অর্থাৎ ভগবৎ ভক্ত। ইহা দ্রষ্টব্য, ইহার পুর্ব্বে কাহাকেও যুক্ততম বলা হয় নাই। "শ্রদ্ধা" কথার ভিতর "আমাতে বিশ্বাস বা আমার বিষয়ে যাহা কথিত হয় তাহাতে বিশ্বাস" এ ভাবও আসে।

এই শ্লোকটি পরবর্ত্তী ভক্তি ষট্‌কের সূত্রের স্বরূপ। ভক্তি-যোগ, সকল যোগ সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ। ধ্যানযোগের কথা শেষ হইয়া গেল, এই বার ভক্তি যোগ আরম্ভ হইবে; তাই শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া ভগবান, যে ধ্যান-যোগী এবং সঙ্গে সঙ্গে যে অনন্য ভাবে ভক্ত, তাহাকে আনিলেন।

অনুবাদ। যোগিগণ সম্বন্ধে, সকল যোগিদিগের ভিতর, যিনি শ্রদ্ধার সহিত মদ্‌গত চিত্ত হইয়া, অনন্য ভক্তির সহিত আমার ভজনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, এই আমার অভিমত। (ইহাই চরম কথা; সকল প্রকার সাধকদিগের

১২

ভিতর শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' হইয়াছেন)।

শঙ্কর। রুদ্র, আদিত্য ইত্যাদি দেব গণের ধ্যানে যুক্ত সকল যোগিদিগের ভিতর যে যোগী, আমাতে অর্থাৎ বাসুদেবে ভাল করিয়া স্থিত হইয়া, 'অন্তঃকরণের সহিত আমাকেই ভজনা করে, আমি তাহাকে যুক্ততম অর্থাৎ অতিশ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া গণ্য করি।

রামানুজ। "যোগিনাম্" এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি। সর্ব্বভূতস্থ ইত্যাদি শ্লোকে (২৯—৩২) যে চার প্রকার যোগীদিগকে প্রতিপাদিত করা হইয়াছে, এই শ্লোকের তাহাদের অন্তর্গত নহে, এই জন্য এখানে ষষ্ঠী বিভক্তি হইতে পারে যো না। "অপি সর্ব্বেষাম্ এই সর্ব্ব শব্দে তপস্বী আদির নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এখানেও পঞ্চমীর অর্থ লইতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, যোগী ও অন্য তপস্বী আদি সকল অপেক্ষা, এই শ্লোকে কথিত যোগী যুক্ততম অর্থাৎ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। তাহার তুলনায় অন্যান্য যোগীরা এত নিম্ন শ্রেণীর যে তাহাদের পারস্পরিক ভেদ সে প্রকারের নহে।··· আমার অত্যন্ত প্রেমী হওয়ার কারণে, যে আমা বিনা জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ, ও সেই জন্য যে আমাতে যুক্ত হইয়া মনের সহিত আমাকে ভজনা করে সেই আমার মতে শ্রেষ্ঠতম—আমি শরণাগতের সকল দুঃখ হরণ করি—এরূপ যে আমি, যে আমার ভজনা করেন, সে যুক্ততম।

শ্রীধর। যোগীদিগের অর্থাৎ যম, নিযমাদি-নিপুণ পুরুষ দিগের মধ্যে, আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ। আমাতে আসক্ত মন দ্বারা যিনি পরমেশ্বর বাসুদেব অর্থাৎ আমাকে শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া ভজনা করেন, তিনি সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত।

অরবিন্দ। এইটীই গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের শেষ কথা, এবং ইহার মধ্যেই গীতার অবশিষ্টাংশের বীজ নিহিত আছে।

রামদয়াল। মদ্‌ভক্তি শূন্য যোগী অপেক্ষা, মদ্‌ভক্তি পরায়ণ যোগী সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।

তিলক। এই শ্লোকের এই ভাবার্থ যে কর্ম্মযোগ ও ভক্তির প্রেমপূর্ণ মিলন হইলে সেই যোগী ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হয়। ইহার অর্থ ইহা নহে যে নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, কারণ পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবানই স্পষ্ট বলিয়াছেন যে ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। (১২।১২)। নিষ্কাম কর্ম্ম এবং ভক্তির সমন্বয়কে শ্রেষ্ঠ বলা এক কথা, এবং সমস্ত নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগকে ব্যর্থ করিয়া ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলা অন্য কথা। গীতার সিদ্ধান্ত প্রথম ধরণের এবং ভাগবত পুরাণের দ্বিতীয় ধরণের।

বলদেব ও বিশ্বনাথ। ধ্যানারূঢ় গণ, যুক্ত; যোগারূঢ় গণ, যুক্ততর; আর উক্ত মার্গীয় যুক্ততম। যে শ্রদ্ধাবান আমার বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া ভজনা করেন, ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্রনাথ। (৪৩) নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি যেমন পূর্ব্ব

স্মৃতি লাভ করে, তদ্রূপ পূর্ব্ব জন্মস্থ সাধনেচ্ছা এ জন্মে তীক্ষ্ণ সংস্কাররূপে আবির্ভূত হয়, আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিই পূর্ব্ব সংস্কাররূপ হইয়া আমাদিগকে কর্ম্ম-প্রেরণা দেয়; অনেক সময় অবশ হইয়াও আমরা সেই সেই কার্য্য করিতে বাধ্য হই।—গত জন্মে যে টুকু সাধন পথ অতিক্রান্ত হইয়াছিল, এজন্মে তাহার জন্য অধিক খাটিতে হয় না,—

(৪৪) ঐশ্বর্য্যবানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভোগাশক্তির মধ্যে লালিত হইয়া তিনি কি আবার যোগ জিজ্ঞাসু হইতে পারেন? ভগবান বলিতেছেন, পারে। সে যে আপনার ইচ্ছাবশতঃ যোগ জিজ্ঞাসু হয় তাহা নহে, তাহার পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাসের পুণ্য সংস্কারই তাহার বর্ত্তমান বিষয় বাসনাকে অভিভূত করিয়া পুর্ব্ব সাধন সংস্কারকে জাগ্রত করিয়া তুলে; সেই সংস্কার বশে তিনি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হইতে বাধ্য হইয়া থাকেন।...পূর্ব্ব জন্মের সাধন সাধা যাহার আছে তিনি জিজ্ঞাসু হইয়া অর্থাৎ যোগের উপদেশ পাইয়া চেষ্টাশীল হইলে অতি সহজেই তাহার নাদ সমুত্থিত হয় এবং পরে তিনি নাদ ভেদ করিরা জ্যোতির অন্তর্গত শুদ্ধ মানস অর্থাৎ ব্রহ্মমুখী চিত্তকে অনুভব করিতে পারেন ও পরে সেই মন, ক্রিয়ার পরাবস্থা অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম পদে স্থিত হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যায়।

(৪৫) ক্রিয়ার পরাবস্থাই প্রকৃত সিদ্ধি। এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই তাহাকে পরমাগতি বলা যায়। যে সাধক পুর্ব্ব জন্মের সাধন সংস্কার লইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন,

তাহার সাধনে অধিকতর প্রযত্ন হয়; যেন হারানো ধন পুনঃ হস্তগত হইয়াছে।...যোগের অনেক ধাপ যেন অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র তাহার শেষ হইয়া যায়। তাহাতেই তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া আসে।....অবসর পাইলেই মন সত্বর অন্তর্মুখী হইতে চায়; এই অবস্থার নাম সংশুদ্ধ কিল্বিষ। এ অবস্থা লাভ করিবার পরও বহু জন্ম লাগে সম্যক সিদ্ধি লাভের জন্য।.... ইহাতে হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই....তীব্র সম্বেগশালী যোগীদের সমাধি লাভ ও তৎফল, জ্ঞান লাভে কাল বিলম্ব হয় না।.. প্রলয় বহু প্রকারের :—মৃত্যু প্রলয়; সাধনাভ্যাসে মন যখন ডুবিয়া যায় তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে; নিদ্রা-বস্থাকেও নৈমিত্তিক প্রলয় বলে।....সাধনাবস্থায় মন ডুবিয়া গিয়া যখন আর উঠে না, অপুনরাবৃত্তি বা মোক্ষ যোগীরা ইহাকে মহাপ্রলয় বলেন।...প্রতি শ্বাস প্রশ্বাস, যেন জন্ম-মৃত্যু। প্রাণায়াম বহু বার, যেন অনেক বার জন্ম। এইরূপে সাধক অনেক জন্ম অর্থাৎ অনেক প্রাণায়ামের দ্বারা সংসিদ্ধি লাভ করেন, কিন্তু প্রযত্ন তীব্র হইলে বহু প্রাণায়ামের প্রয়োজন হয় না। সাধারণ নিয়মঃ—মনদিয়া ১২ টি প্রাণায়াম করিলে প্রত্যাহার ১৪৪ টিতে ধারণা, ১৭২৮ বার প্রাণায়ামে ধ্যান ও ২০৭৩৬ প্রাণায়ামে সমাধি।

(৪৬) কূটস্থেতে থাকার চেয়ে, ক্রিয়ার পরঅবস্থায় থাকা ভাল; যোনি মুদ্রা দেখা অপেক্ষা ক্রিয়ার পরঅবস্থায় থাকা ভাল। ক্রিয়া করা অপেক্ষা ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকা ভাল। তন্নিমিত্ত যোগী হও। যোগাভ্যাসী যখন প্রাণে মন রাখিয়া চক্রে

চক্রে আরোহণ ও অবরোহণ করিয়া ভ্রূর (আজ্ঞাচক্র বা দ্বিদলে—ইহাই তপোলোক) মধ্যে প্রাণকে প্রবেশ করাইয়া দেন, তাঁহারাই তপস্বী। আর জ্ঞানী তাঁহাঁরা, যাঁহারা যোনি মুদ্রাদ্বারা আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করেন, এবং তদনন্তরগত কত অশ্রুত বিষয় শ্রবণ করেন, কত অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বিষয় দর্শন করেন, কত দেবতা ইত্যাদি দেখেন, পরে নাদ বিন্দুর সন্ধান পাইয়া বিন্দুতে মন স্থির করিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহারাই জ্ঞানী অর্থাৎ অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানী হন। আর কর্ম্মী তাঁহারা, যাঁহারা গুরূপদেশ মত ক্রিয়াভ্যাসে রত থাকেন। ইঁহাদের হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনিই যোগী, যিনি ক্রিয়ার পরাবস্থা পাইয়াছেন ও তাহাতে স্থিতিলাভ করিয়াছেন। ইহাই সাধনার সিদ্ধি। আত্ম-স্বরূপের প্রাপ্তিই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। অন্য সকল অবস্থাতে মনের কিছু না কিছু বৃত্তি থাকেই। "যোগ" শব্দের অর্থ মিলন। চিত্ত স্পন্দিত হইতেছে বলিয়াই যাবতীয় দৃশ্য দর্শন হইতেছে।…এই দৃশ্য সমূহ সর্ব্বকালে থাকে না।—দ্রষ্টার অভাবে দৃষ্ট থাকে না, কিন্তু দৃশ্যের অভাবেও দ্রষ্টা বর্ত্তমান থাকে। উহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান বা যোগ; এ অবস্থায় দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য মিলিয়া এক হইয়া যায়, এই একত্ব মিলনকেই যোগ বলে। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যুঃ, স মৃত্যুমাপ্নোতি ইহ নান্যেব পশ্যতি। চিত্ত বিক্ষেপক নানাত্বের ভাব, ইহা চিত্তেরই এক প্রকার অবস্থা মাত্র। বৃত্তি সমূহ সমুদিত হইয়া আত্মার সহিত মনের মিলনের যে অন্তরায় হয়,

বৃত্তি সমূহ রুদ্ধ হইলে সেই মিলনের বাধা কিছু তখন থাকে না। এই জন্যই ঋষি চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ বলিয়াছেন।.... যোগ সাধনের উপায়ভূত প্রাণায়ামাদি 'সাধনকেও যোগ বলে। প্রাণায়ামাদিতে পরম তপস্যাই সংসাধিত হয়। ইহাতেই সর্ব্ব প্রথম মনোনাশ হয়, মনোনাশ হইলেই বাসনার ক্ষয়, বাসনার ক্ষয় হইতেই তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয়।... এই সচঞ্চল প্রাণাপানের গতি রুদ্ধ হইলেই প্রাণস্পন্দন তিরোহিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মনের স্পন্দনও থাকে না। মনের স্পন্দন না থাকিলেই উহা আত্মাকারাকারিত হইয়া নিশ্চল ভাবে বর্ত্তমান থাকে ; উহাই যোগ। এই জন্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা যোগ শ্রেষ্ঠ।

(৪৭) যাহার প্রাণের টান অধিক—যথা দেবৌ তথা গুরৌ—তাহার নিকটই ভগবানের স্বরূপ প্রকাশিত হয়।....ভগবানকে জানিতে হইলে যোগী হইলেই হইবে, কিন্তু যোগী যদি ভক্ত হন, তাহার পক্ষে যোগাভ্যাস সুখকর হয়। এত সুকঠোর অভ্যাস কাহার জন্য? যিনি প্রিয়তম ইত্যাদি তাহার জন্য। যোগীর চিত্ত, বিষয়ের সংস্কার না থাকায় ভগবানের আদরের জিনিষ। জীবাত্মাই পরমাত্মার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম। মন হইতে সংসার চলিয়া গেলে মন ও আত্মার মধ্যে কোনও ব্যবধান থাকে না। এ অবস্থায়, আত্মার পরমাত্মা ভিন্ন আর কোনও অবলম্বন থাকে না। মন পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া যায়। ইহাই সর্ব্বাত্মক ভাবে আত্ম সমর্পণ। নাস্তিক যোগীদের কিছু ঐশ্বর্য্য লাভ হইলেও শান্তি বা মোক্ষ পদ লাভ হয় না।

মহানামব্রত। প্রথম ষট্‌কের অনেক কথা আবার দ্বিতীয় ষট্‌কে আস্‌বে, তবে অন্য ভূমিকা হইতে। এখানে, যুদ্ধ করা হল, একান্ত কর্ত্তব্য। সেই কথা শুনবো—কর্ত্তব্যও নয়, স্বধর্ম্মও নয়, ইচ্ছাও নয়; অর্জ্জুন নিমিত্ত মাত্র, পুতুল। প্রথম দেখা অর্জ্জুনের ভূমিকা হইতে; দ্বিতীয় দেখা বিশ্বরূপের ভূমিকা হইতে; একটা ভূমির খবর, আর একটা ভূমার খবর। যোগী সবার শ্রেষ্ঠ; তাহার মধ্যে সকলের সমন্বয়। গীতোক্ত এই যোগে জ্ঞান, কর্ম্মসাধন ও তপস্যার মহামিলন। যিনি যুক্ত যোগী। তিনি জ্ঞানীও বটেন, কর্ম্মীও বটেন, তপস্বীও বটেন; সংক্ষেপে তিনি পরম ভক্ত।—গীতা, কর্ম্মীর কর্ম্ম জ্ঞানভূমিতে লইয়া গিয়াছেন; জ্ঞানকে ধ্যান ভূমিতে। জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হবে। ধ্যানে, দর্শনের ফল—বাসুদেবকে সর্ব্বভূতে দর্শন বাসুদেবে সর্ব্বভূত দর্শন (৬।৩০)। এই দর্শন,…সর্ব্বভূতে রত হবে কর্ম্ম। যুক্ত যোগই ভক্তি যোগ।—যিনি ঐকান্তিক ভক্তি পরায়ণ হয়ে আমার ভজনা করেন, তিনি যুক্ততম, (৬।৪৭)।

ভক্তিপ্রদীপ। সঃ যুক্ততমঃ = he stands foremost. অন্তরাত্মনা = coupled with unswerving devotion. শ্রদ্ধাবান = with a firm faith. মদ্‌গতেন = steadfast attachment formed.

শ্রী চৈতন্যদেব। "ভক্তি মুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ জ্ঞান ঐ সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। কৃষ্ণ ভক্তি বিনা তাহা দিতে নাহি বল॥ (চৈ, চ, মধ্য, ২২ অধ্যায়),—ভগবান সম্বন্ধ,

ভক্তি অভিধেয় হয়, প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়,
(গীতা মাধুরী)

পরিশিষ্ট

ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী কৃত, রামকণ্ঠের গীতার ভাবার্থ অনুবাদ হইতে গৃহীতঃ—

(১) প্রথম অধ্যায়ে আত্মজ্ঞান ও বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের সমুচ্চয়ের উপক্রম করিয়া, দ্বিতীয়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের সহিত প্রদর্শন করিয়া, তৃতীয়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের ভিন্ন অনুষ্ঠাতৃত্ব বিষয়ক ভ্রান্তির অপনোদনে, চতুর্থে এবম্বিধ সমুচ্চয়ানুষ্ঠানরূপ যোগের প্রবৃত্তি পরম কারণ পরমেশ্বর হইতেই বুঝাইয়া এবং কর্ম্মের নানারূপত্ব বিবৃত করিয়া, পঞ্চমে জ্ঞান ও কর্ম্মই যে, সন্ন্যাস ও যোগ তাহাই" প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয়েক অনুষ্ঠাতা কাহারা, ও তাহাতে সকল বর্ণেয় ও সকল আশ্রমীদেরই যে অধিকার আছে, তদ্‌বিরোধী সংশয় নিরাশ করা হইবে।…যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল স্বর্গভোগাদির প্রতি অভিসন্ধি

রহিত হইয়া যে পুরুষ বর্ণাশ্রমনিয়ত শাস্ত্রচোদিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা হয়। আত্মজ্ঞানে একতানান্ত করণতা দ্বারা কোন বহিরাগত সুখফলে আকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়া রাগাদি দোষনির্ম্মুক্ত স্বভাবে প্রস্তুত কর্ম্ম, যিনি অনুষ্ঠান করেন, তিনি ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, শূদ্র বা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ যতিই হউন, তিনি যোগী। তাঁহাকে নিরগ্নি বা অক্রিয় হইতে হইবে এমন কথা নাই। কেহ কেহ মনে করেন নৈষ্কর্ম্ম্যাভিমানী হওয়ার কারণে ব্রহ্মচারী বা যতির সন্ন্যাসীতা বা যোগিতা প্রতিপন্ন হয়, সে ধারণা ভ্রান্ত, তাহাই বুঝান হইল। (২) জ্ঞানমাত্রাবাদী যাঁহারা তাঁহারা সন্ন্যাস অর্থে নৈষ্কর্ম্ম্য বা কর্ম্মহীনতা, কর্ম্ম পরিত্যাগ অর্থ করেন; অর্জ্জুন, তুমি জানিবে সন্ন্যাসই যোগ বা তাহা কর্ম্মানুষ্ঠানই। সন্ন্যাস ব্যতীত যোগ হয় না সত্য কথা, কিন্তু যে সন্ন্যাস কর্ম্মহীনতা নহে, তাহা ফলাভিলাষ সঙ্কল্পেরই সন্ন্যাস। কর্ম্মবিহীনতা সকল আশ্রমে বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়।—৬ শ্লোকে একই পুরুষের পক্ষে সন্ন্যাসনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠা ঐ দ্বিবিধ নিষ্ঠায় অধিকারী সকল বর্ণের, সকল আশ্রমের মনুষ্যই।—যাঁহার যোগে নির্বিপ্লবা প্রতিষ্ঠায় লিপ্সা আছে তাঁহার পক্ষে বর্ণাশ্রমক্রমে প্রাপ্ত সেই ক্রিয়াই যোগারোহণের হেতু। কারণভূত যে কর্ম্ম, তাহা পরিহার না করিয়া পশ্যন্ ইত্যাদি শ্লোকে উপদিষ্ট নিত্যাভ্যাস বশে যোগে লব্ধপ্রতিষ্ঠ-চিত্ত পরমাত্ম-সমাপন্ন যোগীর পক্ষে শম, বা সঙ্কল্প বিকল্প ক্ষোভক্ষয়ই তাহার

কারণ। (৪) এরূপ প্রশস্ত যোগারূঢ়ের পক্ষে এই শ্লোক। যে অবস্থায় অবিরুদ্ধ বিষয়ে, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দৃশ্যমান হইলেও, ক্রিয়মান হইলেও, ক্রিয়মাণ কর্ম্মে আসক্তি থাকে না, যেমন বায়ু যাবতীয় পদার্থ স্পর্শ করিলেও, আকাশেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই অবস্থায় তিনি সকল ফলাভিসন্ধি ত্যাগ হেতু যোগ সমাধিতে আরব্ধ লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন বলা হয় (৫) আত্মাই স্বভাবের বা আত্মার বন্ধু।—অবশীকৃত নহে এমন আত্মা বিঘ্নস্বরূপ।—স্বভাব নির্ব্বিকারত্ব, কখনও বশীকৃত আত্মার পরমাত্মাতে অহংপ্রতীতি প্রচ্যুত হয় না—শাস্ত্র জন্য স্বরূপের অবগতি (জ্ঞান), এবং তত্ত্বের সাক্ষাৎকারে (বিজ্ঞান)। যাঁহারা সর্ব্বদা নিরাকাঙ্ক্ষ পরমার্থ বস্তু প্রাপ্তিতে নিত্যআত্মপ্রত্যয় হেতুত্বে শৈলাদিবৎ নিষ্প্রকম্প—তাঁহারাই যোগারূঢ়। পরস্পর ভিন্ন জীবে তাঁহাদের সমভাব, কেননা ব্রহ্মলক্ষণ নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব সাক্ষাৎকারে তাঁহাদের বুদ্ধি একরূপা; তাঁহারা নৈষ্কর্ম্ম্য যোগীগণ অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর।—সকল কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিলেও সমবুদ্ধি হেতু ব্রহ্মভূত তাঁহারা। ব্রহ্ম বস্তু এক অদ্বিতীয়, তাহাতে বৈষম্য কারণের যে হেতু, রাগ দ্বেষ—তাহা নাই।—তাহারা এমত সাম্যে বা ব্রহ্মেই অবস্থিত। (১১—১৬) ধ্যেয় বস্তুতে একনিষ্ঠ চিত্ত সমাবিষ্ট হইয়া সঙ্কল্প বিকল্পাদির অগ্রহণে ইন্দ্রিয়াদিকে অভ্যস্ত করিয়া চিত্ত বৃত্তি নিরোধাত্মক যোগে যুক্ত হইবেন....মদ্ভক্ত....যাবতীয় স্বাভাবিক বিকার-রাহিত্য লক্ষণ পরমা নিবৃত্তি ফল প্রাপ্ত হন। (নির্ব্বাণ অর্থে শরীরাদি অনাত্ম বস্তুতে আত্ম প্রত্যয়াদি ক্ষোভের পূর্ণ

বিরতি)। (১৮) সিদ্ধি-লক্ষণাকে বর্ণনা করিতেছেন। যখন যোগীর সমাধিতে অভ্যাস পরকাষ্ঠা লাভ হয় স্থূল, সূক্ষ্ম ধ্যেয় বস্তুতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-ভূমিকা (বিচার, বিতর্ক, আনন্দ অস্মিতা) অতিক্রান্ত হয়, সেগুলি ত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মায় স্বভাবের ধ্যান নিষ্ঠা সংযম লাভ করেন, সেই দশায় সকল ভোগ্য বিষয়ে স্পৃহা-শূন্য—নিরভিকাঙ্ক্ষ হইয়া, নির্বীজ সমাধিভাক্ হন। (২০—২৩) যোগের লক্ষণ। যোগসিদ্ধ হইয়াছে; তখনি বলা যায়, যখন চিত্তের প্রচার নিবৃত্ত হইয়াছে। পরম-উপেয়, জ্ঞানযোগ সেবায়, যোগী স্বরূপ অনুভব করেন, নিজস্বভাবে পরমপ্রীতি লাভ করেন,...তখন স্বরূপানুভবে চমৎকারময় সুখ, সহজ আনন্দ অভিব্যক্ত হয়। সে সুখ অতীন্দ্রিয়—বুদ্ধি সংবেদ্য—যোগী পরমাত্মারূপ পরমার্থ হইতে কদাপি চ্যুত হন না—যত কিছু শারীরিক, ও মানসিক, দুঃখের গুরুত্ব থাকুক্ না, যোগী কদাপি ব্যথিত হন না। ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি জনিত, সংক্লেশের বিরহত্ব বা বিয়োগত্ব যোগ।—প্রথম অলব্ধ-ভূমিকত্ব, এতদ্ ব্যতীত আরোহণেচ্ছু, অবস্থায় অভ্যাস দশায় ক্লেশ আছে জানিয়া নির্বেদ রহিত মনোবৃত্তিতে যোক্তব্য, (২৫....২৮) যোগে উত্তরোত্তর আরোহণ ক্রম গুনি এইরূপ,—ইত্যাদি।....ইন্দ্রিয় গ্রাম বিহিত শব্দাদি বিষয় হইতে রাগাদি দোষ পরিহারে, বিশেষ ভাবে নিগৃহীত করিয়া জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয়ে, সাধ্য কর্ম্ম-যোগ প্রাপ্ত করিয়া তাঁহার কাম-ত্যাগ পূর্ব্বেই হইয়াছে।.... এবম্বিধ ক্রমে অন্তঃকরণ যাহাতে মুখ্য আত্মা ব্রহ্মে বিভ্রান্তি লাভ

করে, বা আত্মসংস্থ হয়, কোনও স্তরের ধ্যান থাকে না, তখন সকল কিছু ব্রহ্মরূপতায় প্রকাশিত হয়। —বাহ্যান্তর বস্তুতে চিত্ত নির্গত হইয়া ধাবিত হয়, সে গুলির প্রতিষেধে পরম কারণ পরমেশ্বরে নিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য।—এমন যোগী রজোগুণ প্রশান্ত হইয়াছে, তিনি অজ্ঞান লক্ষণ কিল্বিষ মুক্ত, তিনি ব্রহ্মভূত বা পরমার্থ সমাপন্ন হন।—(২৯—৩১) কর্ম্মযোগে সমাহিত চিত্ত যোগী—নিজ আত্মাকে অদ্বয় চিন্মাত্রকেই পরস্পর ভিন্ন চরাচরে অবস্থিত দেখেন; চরাচর সব কিছুই তদাত্মক সামান্য সম্বিৎমা এরূপ পর্য্যবেক্ষণ করেন, সর্ব্বভূতকেই আত্মায় অবস্থিত দেখেন; ইহাই আত্মভূত বৃন্দের অভেদ দর্শন। আত্মবস্তু সুখ দুঃখ গ্রাহ্য গ্রাহক....সকল বিরুদ্ধ বিরহিত সম্বিৎ প্রকাশ একই লক্ষণে লক্ষিত—যে যে প্রমাতা, যাহা কিছু সম্বেদন করেন, সে সমস্তই আত্মারই অদ্বয় চিন্মাত্র স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সম্বেদিতৃ আত্মা ও সম্বেদ্য ভূত বৃন্দের মধ্যে বাস্তব কোনও ভেদ নাই। এই বেদ্য ও বেদকের ভেদরূপ যে বিকল্প, তাহা পরস্পরের মায়াতেই উদ্ভাসিত হইয়া, পরস্পর ভিন্ন ভাবে অবভাসিত হয় ইত্যাদি। এই প্রচ্যুতিও বিদ্যা শক্তির আবির্ভাব করণে জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয় অনুষ্ঠান রূপ মহা যোগেরই অধিকার। কর্ম্মযোগী সর্ব্বত্র স্থাবর জঙ্গমভূত গ্রামে সমদর্শন বা অদ্বৈত তত্ত্বৈকদর্শী। আত্মাই সোঽহং, এ অভেদ ভগবান প্রতিপাদন করিয়াছেন ঐ বাক্যে। যে যোগী সকল ভাবজাত বস্তুতে আমাকেই একরূপ দর্শন করে, আমাকেই সর্ব্বভূতে দৃষ্টি

যাহার, তাহার নিকট আমি কদাচ অদৃশ্য নহি ইত্যাদি। সে যোগী সকল দেহের সুখ দুঃখ বা অন্য কিছু প্রাণী ধর্ম্ম আত্মাতেই জ্ঞাত হন, সম বা চিন্মাত্রৈক স্বভাব বলিয়া বোধ করেন। স্বয়মানুভবে নিজের উপমাতেই, যে যোগী যে অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকুন না কেন, তিনি আমা হইতে অভিন্ন; আমিই সেই যোগী, ইহাই নির্গলিত অর্থ। (৩৩—৩৪) অর্জ্জুনের সর্ব্ব সাম্যের অববোধ না থাকায়, তিনি সাম্য জ্ঞানে সমাধি অসম্ভব মনে করিলেন।—সহস্র জন্মার্জ্জিত বিষয় রসে দৃঢ় আসক্তি যুক্ত চিত্তের বিষয়গামিতার প্রতিষেধ দুঃসাধ্য মনে হয়। (৩৫) অর্জ্জুনের সংশয় হইল যাহাদের সংসার ধর্ম্মে উপরতি নাই, অভ্যাস বৈরাগ্য সাধন অত্যন্ত দুঃসাধ্য বিধায় যোগ প্রাপ্তি সম্ভব নহে মনে করিয়া, যদি শ্রদ্ধা মাত্রই যোগোপায় নিশ্চিত করে, সমাধিতে চিত্তবৃত্তি তাহাদের অপ্রচ্যুত নহে, বরং যত্ন অবলম্বনেও তাহারা অসমর্থ, ব্রহ্ম মার্গের সম্যগ্ জ্ঞানও নাই, প্রতিক্ষণ চঞ্চল মনোবৃত্তিতে মোহ বশীভূত, তাহারা সমাধি লাভে অসমর্থ বুঝিলাম। কিন্তু দেহান্তে, উপদিষ্ট উপায় রহিত সেই ব্যক্তিরা কোন্ যোনি প্রাপ্ত হয়? (৩৭-৩৩) স্বর্গ অপবর্গ উভয় ফল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, বায়ুচ্ছিন্ন মেঘের মত, আত্যন্তিকা নিষ্ঠা-বিরহিত তাহারা কি বার বার সংসার গর্ভে নিপতিত হয়? সেখান হইতে তাহাদের উদ্ধারের কি কোনও উপায় নাই? সংশয় ছেদনার্থ ভগবান বলিলেন, এমন শ্রদ্ধাগুণে পরিমার্জ্জিত চিত্ত যার, এবং শ্রদ্ধাই যোগোপবর্গ লক্ষণ সিদ্ধি, তাহার জ্ঞানভ্রংশরূপ

তিরোভাবের আশঙ্কা নাই, কারণ ভোগাধিকরণ ইহলোকে এবং পরলোকে অপবর্গ রূপ আত্ম প্রতিষ্ঠায় কুশলাভিনিবিষ্ট ব্যক্তি কখনও দুঃখ যোনি প্রাপ্ত হন না।...কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। মৃদুমধ্যাদি তারতম্যবশতঃ কাল বিশেষের অপেক্ষা আছে বটে। (৪১-৪২) যোগে ভ্রষ্ট সাধক পরমাত্ম সমাপত্তি লক্ষণ ফল প্রাপ্ত না হইলেও, শ্রদ্ধাবীজ তাহার তীব্র সংবেগাভাবে কালান্তরে ফলবান হইলেও, প্রকৃষ্ট যজ্ঞ দান তপঃ প্রভৃতি শুভ কর্ম্মকারী গণের গন্তব্য লোক সমূহে সহস্র বৎসর নিবসতি করিয়া, কর্ম্ম-ফল ভোগান্তে কর্ম্ম ভূমি সংসারে, শ্রদ্ধা অভিজনক কর্ম্মের ফলে, যাঁহারা লক্ষ্মীমন্ত হইয়াছেন তাঁহাদের বংশে জন্মলাভ করেন। সম্যগনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগ হইতে ভ্রষ্ট হইবার কারণেই এই গতি। অথবা প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান বুদ্ধিমান জনের কুলে জাত হন! ভ্রষ্ট কর্ম্মযোগী ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে এমন জন্মলাভ সহজ নহে। (৪৩—৪৫) সে জন্মে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত যোগে আশ্রিত হইয়া জ্ঞান সংস্কৃত বুদ্ধিতে, পরমেশ্বরানুগ্রহে মুক্ত হইয়া পুনরায় যোগফল প্রাপ্তির জন্য যতমান হন। পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধ অভ্যাসই মৃদু বা মন্দ হইলেও, সংস্কাররূপে যেন বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আত্মসাৎ করে। যোগ-বিষয়ে শুধু জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও, শাস্ত্রজন্য যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহারও প্রাপ্ত হন। (৪৬) সুতীব্র-যতই হউক, তপস্যার ফল নিত্য নহে। তপস্বী হইতে যোগী নিরুত্তরানন্দ সমাধিমান, প্রকৃষ্টতর। কেবল জ্ঞান মাত্র শরণ যাঁহাদের, তাঁহাদের তুলনায় যজ্ঞাদি ক্রিয়াশীল কর্ম্মীর

অপেক্ষাও যোগী অধিক উচ্চ। সুতরাং তুমি যোগ স্বীকার করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোগী হও। (৪৭) আমার মতে সমস্ত যোগী গণ মধ্যে অতিশয় সমাহিত যোগী তিনিই, যিনি সর্ব্ব সিদ্ধির কারণ শ্রদ্ধায় অন্বিত হইয়া, আমাকে একমাত্র তত্ত্ব জানিয়া অন্তঃকরণে ভজনা করেন, ইত্যাদি।

রামকণ্ঠের গীতায় এই অতিরিক্ত শ্লোক আছে—

(৩৮) লিপ্সমানঃ মার্গ প্রমূঢ়ো ব্রাহ্মনঃ পথিঃ ;অনেক চিত্ত বিভ্রান্তো মোহস্যৈব বশংগতঃ। রামকণ্ঠের গীতায় বহুস্থলে শঙ্কর হইতে পাঠ ভেদও আছে।

From the English translation by Subba Rao, of Maddhwacharya's Gita Bhasya. The yoga which is to be dwelt upon in the next six chapters is the means of knowing the glorious Lord. It is of two kinds, Karma yoga and Dhyana yoga. Karma yoga has already been deall with ; Samadhi yoga is expounded in this Chapter, Dhyana is commented in verse-5, first, in order to show that he who is well practised and conformed in Sannyasa-yoga, is fit for this meditation, of the Lord ; it summarises the description of Sannyasa, which consists in eschewing Love. Hate etc, and that

of yoga which is performing one's own duties as the worship of the Lord.

(1) অনাশ্রিত = without a motive. The same person unites in himself the merits of Sannyasa and yoga together, and is really fit for practising meditation.

(2) Ascending yoga = performance of duty must continue till the accomplishment of the main objecs of directly serving the Lord. শম= concentration, i.e. being conscious o the Lord alone and to be engaged in no activity other than contempl ting Him.

(3) The thought, the prime mover of action, ...activity etc. are understood by him as resting on glorious Lord.

(4) By means of tke mind, one should lift up the soul.

(5) The mind is truly the friend of that soul, whom (by means of reason), the mind is conquered etc. আত্মনা, may mean জীব or বুদ্ধি। Another version of 5 and 6 :—By the grace of the Lord, one should lift up the soul, etc ; the Lord alone

is friend. He alone is enemy. He alone is like unto enemy...who has not won the Lord by devotion. In (5) । আত্মনা = by Lord's grace. In (6) আত্মন = পরমাত্মা। আত্মন = by devotion, অনাত্মন = He who has not won for himself the sight of the Lord, by the strength of devotion-(7—9) জিতাত্মন = Realised the Lord's nature by means of intense devotion. The characteristic of the wise (as mentioned in verse 4) are further explained. Verse 8 shows how that state of tranquility is obtained. কূটস্থ = Unperturbed like the sky. জ্ঞান-বিজ্ঞান = knowledge of the absolute supremacy of the Lord. By wisdom is meant a deeper insight into the glories of the Lord. (10) The Yoga of contemplation, the treatment of which comments in varse (5), is taken up here for adding a description of its course. আত্মা, in the first half means the mind; in the second half the body (15) শান্তি নির্বাণ পরমাম্ = attains the blessed state of being in Me, of which the last step is the falling off, of the body (জীবন্মুক্ত). (20) The State in which the mind restraineel by the practice of yoga with draws itself from external activities, and in which the person sees the Lord through the mind and is satisfied within himself (23) Redemption

from coming into misery i.e. not only thc extinction of misery; but also the prevention, of its rising again. সঙ্কল্প = mentally the resolution to do a thing. By the mind alone = it is implied that the control of the senses is not secured by means of the mind. (27) Having thus described yoga in detail, the Lord now describes the benefit accruing to the practi er. Supreme bliss comes to the yogi. (28) about the blissfulness, 2 questions present themselves, (1) whether it is the resnlt of his exeeption, (2) of what description is it? From evil = free from রাগ দ্বেষ। Attains with ease the final state of blessedness of being in contact with Brahman. Sees the Lord abiding in everything, and all beings abiding in the Lord. যোগ-যুক্তাত্মা সর্ব্বত্রসমদর্শন = whose mind is given to contemplation, who equally perceives the Lord in everything. (30) He always remains my Bhakta. (31) একত্বমাস্থিত = turned to one thing, i.e. being persuaded that the Supreme Lord is but one, everywhere (33) সাম্যেন = with reference to the Lord's presence in everything, or to the sympathy that is to be felt for all God's beings, or to the concentration of the mind etc. (37) He who does exert himself, but has faith. Faith = the sense that there is some thing beyond.

this life to be reached (38; Fallen from both = (1) losing both Swarga and Moksha ; (2) losing the great ends both here and here-after ; (3) losing the means of doing Kamya-karma, for the sake of Swarga as weil as meditation, leadjng to heaven (40) The destruction "here" is to be born as lower animal ; the destruction "there" is to be damned in hell. (43) Then he obtaines that mental relation (contemplation of the Lord), which he has formed tn the previous life. (44) By the same practice of tne former life, inspite of himself, he is indeed drawn (towards it) ; he may be merely seeking to know of yoga, even he passes beyond on "Sabda Brahman". Inspite of himself = though he is not intentionally and naturally seeking to practise yoga. It he, who merely seeks to know what this yoga is, should become exempt from the injunctions and prohibitions of "Sabda Brahma" or the vedas, it is no wonder that the যোগভ্রষ্ট, etc, (45) If যোগ ভ্রষ্ট even goes beyond শব্দ ব্রহ্মণ, then why practice Yoga? Sloka 45, gives answer (46) Yogi = who keeps himself in contemplation of the Lord (47) শ্রদ্ধা or Faith is ভক্তি। He who has faith is considered যুক্ত i e. a Yogi. He who worships Me with Bhakti is a greater Yogi. And he who

without attachment tc fruits, with perfect resignation and faith, worships Me is the foremost of Yogi.

পরিপ্রশ্নমালা

১-৪। এ অধ্যায়ের নাম ধ্যান যোগ কেন হইল? পূর্ব্ব অধ্যায়ের সহিত কি ভাবে যোগ রাখা হইয়াছে? সন্ন্যাসী আসলে কে - ভগবান এ কথা কেন তুলিলেন, এবং তথা-কথিত সন্ন্যাসী দিগকে সন্ন্যাসী না বলিয়া, কর্ম্ম যোগীকে সন্ন্যাসী কেন বলিলেন? কর্ম্মযোগের ভিতর ধ্যান যোগকে কেন রাখা হইয়াছে? কোন শ্লোক হইতে, "যোগের" ধ্যান যোগ এই অর্থ আনা হইয়াছে? "স সন্ন্যাসী চ যোগীশ্চ ন নিরগ্নি ন চাক্রিয়ঃ" ইহার ব্যাখ্যা কর। এই গুলির অর্থ বলঃ—অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফল, কার্য্যং কর্ম্ম, নিরগ্নি অক্রিয়, অসংন্যস্ত সংকল্প, আরুরুক্ষু, যোগারূঢ়, শম, অনুষজ্যতে, সর্ব্ব-সংকল্প-সন্ন্যাসী। কর্ম্ম কারণমুচ্যতে এবং শম কারণ মুচ্যতে, এই বাক্য দুইটির ব্যাখ্যা কর। ধ্যান-যোগে উঠিতে, কি ধরিয়া উঠিতে হইবে, এবং উঠিবার পর কি ধরিয়া থাকিতে হইবে?

কখন্ সাধককে যোগারূঢ় বা যোগী বলা হয় ? যোগারূঢ়, কি অর্থে সন্ন্যাসী ? চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা কর।

৫-১৭। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ কর। এই দুইটি শ্লোকের আত্মা শব্দ কোথায় কি অর্থে রহিয়াছে দেখাও। ধ্যানযোগে উঠিবার সময় যে ব্যবহার গুলি প্রথমে সাধনা থাকে, এবং পরে যোগারূঢ়ের গুণ বা লক্ষণ হয়, তাহারা কি কি ? এই গুলির সহিত গুণাতীতের ও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের ঐক্য দেখাও। জিতাত্মন, বিজিতেন্দ্রিয়, কূটস্থ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তৃপ্তাত্মা, সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন, সম বুদ্ধি বিশিধ্যতে—এই বাক্য গুলির অর্থ বল। "যোগী যুঞ্জীত" ইত্যাদি, এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা কর। এই বাক্যগুলির অর্থ বল। যত-চিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়, চেলাজিন, কুশোত্তরম, বিগতভীঃ, ব্রহ্মচারি-ব্রত; যুক্তাহার-বিহার, যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু, স্বপ্নশীল, যুক্ত স্বপ্নাবিরোধ। এই দুইটী পংক্তির ব্যাখ্যা করঃ—"মনঃ সংযম্য ইত্যাদি (৬।১৪), ও শান্তিং নির্ব্বাণ পরমাং (৬।১৫)। এই সাধনের নিয়মাদি কি কি বলিয়া যাও। ভগবৎ চিন্তা ও তাহার ফল সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বল।

(১৮-২৬)। কি দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে যোগী 'যুক্ত' হইয়াছেন, 'যুক্ত' এই শব্দের এখানে অর্থ কি ? সাধকের মনের স্থৈর্য্য কিরূপ হওয়া প্রয়োজন, উদাহরণ দিয়া তাহা বল। চিত্তের কোন্ অবস্থার নাম যোগ, সেই যোগ সমাধি কি রূপ, তাহাতে কি উপলব্ধি হয় ? তাহার মাহাত্ম্য এত প্রশংসনীয়

কেন ? কি উপায়ে এই সমাধি আনীত হয়, এব কিভাবে নিবৃত্তি মার্গে বিচরণ করিতে হয় ? ২০ হইতে ২৪ শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া যাও।

২৬-৩২ এই যোগে যুক্ত থাকিলে এবং রজোগুণ মনকে শান্ত করাইলে যে ব্রহ্ম-ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা কি রূপ এবং কি ফল উৎপন্ন করে; বিস্তারিত ভাবে তাহা বল।

২৯—৩২ শ্লোক বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা কর। ইহাদের অর্থ বল। ব্রহ্ম ভূত ব্রহ্ম-সংস্পর্শ, সমদর্শন, প্রণশ্যতি, একত্ব-মাস্থিত শান্ত রজসঃ আত্মৌপম্যেন।

৩৩—৪৭। অর্জ্জুন ৩৩ ও ৩৪ শ্লোকে যে সংশয় প্রকাশ করিলেন, ভগবান তাহার কি উত্তর দিলেন ? অভ্যাস বৈরাগ্যের প্রশংসা কেন ? বৈরাগ্যের অর্থ কি ? "যদি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও শ্লথতার জন্য কেহ যোগ ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার কি গতি হইবে ? সে ছিন্ন মেঘের মত একুল ওকুল দুকুল হারাইবে কি ?"—অর্জ্জুনের এই প্রশ্নে ভগবান কি উত্তর দিলেন ? এই শব্দগুলির অর্থ বল—প্রমাথি, চলম্, অযতি, শ্রদ্ধয়া উপেতঃ, অভ্র, অপ্রতিষ্ঠ, ব্রহ্মণঃ পথি, অশেষতঃ, উপপদ্যতে, ইহামুত্র, কল্যাণকৃৎ, উষিত্বা, শাশ্বতীসমা, শ্রীমতাং, ধীমতাং পৌর্ব্বদেহিকম বুদ্ধিসংযোগ, যততে, হ্রিয়তে অবশোঽপি, শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে, প্রযত্নাৎ যতমানস। উভয়-বিভ্রষ্ট ইহা ব্যাখ্যা কর। ভগবান যে উত্তর দিলেন তাহা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা কর। ভগবান যোগীকে তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ কেন বলিলেন ? যোগীদিগের

ভিতর কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভগবান এ বিষয়ে কি নির্দ্দেশ দিলেন? কি ভাবে, দ্বিতীয় ষট্‌কের অর্থাৎ ভক্তির ষট্‌কের যোগসূত্র স্থাপিত হইল?

জ্ঞান সম্বন্ধীয় শ্লোক—২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১৫,১৮,১৯,২০,২১, ২২,২৩,২৭,২৮,২৯,৩০,৩১,৩৩,৩৪,৩৫,৩৮,৪০,৪১,৪২,৪৩,৪৬,৪৭।

ভক্তি সম্বন্ধীয় শ্লোক—৭,১৪,২৪,২১,৩০,৩১,৩২,৪৭,

পুরুষকার সম্বন্ধীয় শ্লোক—৫,৬,২৪,২৫,২৬,২৭,৩৫,

যোগের পদ্ধতি সম্বন্ধীয় শ্লোক—১২ হইতে ১৭

যোগ সম্বন্ধীয় শ্লোক—২০ হইতে ২৪।

ধ্যান যোগের লক্ষণ—(লক্ষণ গুলি গুণাতীতের লক্ষণ)— ৭ হইতে ৯

ধ্যানে কাহার বা কি ভাবের ধ্যান করিতে হইবে?—১৪, ১৬,২২,২৩,২৫,২৮—৩২,৩৫,৪২।

মনে রাখিবার মত শ্লোক—১,৩,৫,৬,৭,৮,৯,১৪,১৫,১৭,২০, ২১,২২,২৩,২৭,২৮,২৯,৩০,৩১,৩২,৩৪,৩৫,৪০,৪১,৪২,৪৩,৪৭।

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুর সম্পদ্-বিভাগ যোগ।

ভূমিকা

প্রকৃতি, পুরুষ ও পুরুষোত্তমের আলোচনার পর লওয়া হইয়াছে, মানুষ তাহার বিশ্বাস, তাহার খাদ্য, তাহার যজ্ঞ, দান, তপস্যা (গীতার ত্রয়ী) তাহার স্বার্থ-ত্যাগ, তাহার কর্ম্মের ও কর্ত্তার প্রকার ভেদ, তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৃতি, সুখ, তাহার বৃত্তি ইত্যাদি। ইহারা সবই প্রকৃতিরই ত্রিগুণের হেতুতে বর্গীকরণ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতির ত্রিগুণের প্রভাব সর্ব্বত্র, জগতের সকল উপাদানে, সকল ক্রিয়ায়। মনের উপর ইহাদের প্রভাবে, মানুষ মোটামুটি দুই ভাগে পড়ে—দৈবী সম্পত্তি যুক্ত ও তাহার বিপরীত সম্পত্তি যুক্ত, যাহাকে এ অধ্যায়ে 'আসুরী সম্পত্তি যুক্ত' নাম দেওয়া হইয়াছে। গুহ্য জ্ঞান (১৫।৩০) ধারণায় রাখিতে, কে সমর্থ, কে নহে ইহা জানা প্রয়োজন। ৯।১২,১৩ শ্লোকদ্বয়ে, দৈবী রাক্ষসী ও আসুরী নাম আসিয়াছে; এখানে 'আসুরী' শব্দে রাক্ষসীও বিবক্ষিত; দুইই এই শব্দে পড়ে, কারণ অসুর শব্দে আসে তাহা, যাহা সুর নহে, অর্থাৎ যাহা দৈবী সম্পত্তি যুক্ত নহে। এই অধ্যায় দ্রষ্টব্য হইয়া পড়ে, ইহার দুই তালিকার জন্য ও সার্ব্বভৌমিক শাস্ত্র কি, তাহা জানিবার জন্য।

সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ও নবম অধ্যায়ের ১১ও১২ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছিলেন, আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতিশালী লোকেরা তাঁহার ভজনা করে না। নবম অধ্যায়ের ১৩ও১৪ শ্লোকে ভগবান বলিলেন, দৈবী প্রকৃতি যুক্ত লোকেরা তাঁহার ভজনা করে। তারপরে অন্য প্রসঙ্গ আসায়, এ শব্দ গুলির ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না। এই বার এই জ্ঞান যটুক, প্রকৃতির ত্রিগুণের প্রসঙ্গে উহাদের ব্যাখ্যা দিলেন। দৈবী প্রকৃতি বা দৈবী সম্পদ ও আসুরিক প্রকৃতি বা আসুরিক সম্পদ, তাহাদের স্বভাব ইত্যাদি বিষয়ের অধ্যায় হওয়ায়, এই অধ্যায়ের নাম দৈবাসুর সম্পত্তি বিভাগ যোগ হইয়াছে। এই অধ্যায়ে দৈবী প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র শ্লোক আছে, আসুরিক প্রকৃতিই অনেক শ্লোকে ও বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; ইহা বোধ হয় এই জন্য করা হইয়াছে যে মানুষের মনে ঐ কথা গুলি যেন বসে, এবং সে নিজেকে পরীক্ষা করিতে পারে। অসুরেরা যথেচ্ছচারী, শাস্ত্র মানে না, এই প্রসঙ্গে ভগবান নির্দ্দেশ দিলেন যে, শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম করে, সে সিদ্ধি পায় না, সুখ পায় না, পরম গতি পায় না। এখানে আমরা শাস্ত্রকে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি, উহা যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। এই শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কথা পরের অধ্যায়ের যোগসূত্র হইয়াছে। পাপের প্রসঙ্গে বলিলেন, কাম ক্রোধ ও লোভ, ইহারাই নরকের ত্রি-দ্বার।

মাধ্ব ঃ কোনটি পুরুষকার সাধন, কোনটি বিরোধী, এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

অরবিন্দ। দেবতা ও অসুর। ভারতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রতীক তন্ত্রে এই প্রভেদ অতি প্রাচীন। ঋগ্‌বেদের মূলগত পরিকল্পনা হইতেছে দেবগণ ও তাহাদের তমোময় প্রতিদ্বন্দ্বী-গণের মধ্যে যুদ্ধ; একদিকে সব জ্যোতিঃর অধিপতি, অনন্তের সন্তান, অন্যদিকে ভেদ ও রাত্রির সন্তান সকল। এই যুদ্ধে মানবও যোগদান করে, এবং তাহা তাহার সকল আভ্যন্তরীন জীবনে ও কর্ম্মে প্রতিফলিত হয়। জোরাষ্টারের ধর্ম্মেও এইটিই ছিল মূল নীতি। পরবর্ত্তী সাহিত্যে ঐ একই পরিকল্পনা সুস্পষ্ট। নৈতিক অর্থের দিক দিয়া রামায়ণ হইতেছে নররূপী দেব ও মূর্ত্তিমান রাক্ষসের মধ্যে ধর্ম্ম ও উচ্চ সংস্কৃতির প্রতিনিধি এবং অতিবর্জ্জিত অহমিকার উচ্ছৃঙ্খল শক্তি ও দানবীয় সভ্যতার মধ্যে, বিরাট দ্বন্দের রূপকাত্মক কাহিনী। গীতা যে মহাভারতের অংশ, সেই মহাভারতের বিষয়-বস্তু হইতেছে নররূপী দেবও ও অসুর গণের মধ্যে আজীবন দ্বন্দ্ব। এক পক্ষে শক্তিমান পুরুষগণ, তাহারা দেবতার সন্তান। তাহারা এত উচ্চ নৈতিক ধর্ম্মের জ্যোতিঃর দ্বারা অনুপ্রাণিত, অন্যপক্ষে মূর্ত্তিমান দানবগণ, এই সব শক্তিমান পুরুষ মানসিক প্রাণিক দৈহিক অহমিকার সেবা করিতে অগ্রসর। প্রাচীন মানবের মন, জড় আবরণের পশ্চাতে বস্তু সকলের সত্য দর্শন করিতে আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্মুখ ছিল, তাহা মানব জীবনের পশ্চাতে অসামান্য জাগতিক শক্তি সকলের সন্ধান পাইয়াছিল।

Modi. quotes Das Gupta aboud virtue. The

virlue of sameness (সমত্ব) however, seems to be the great ideal which the Gita is never tired of emphasisnig again and agian. The sameness ean be attained in three different stages, (1) suljective sameness (2) objactive sameness, and the final stage of the achirvement of their equanimity.

ভূপেন্দ্রনাথ। যদ্বারা জীবকে মুক্তিমার্গের অধিকারী করে তাহাই দৈবী সমূহ, এবং যাহা লৌকিক জ্ঞান, যদ্দারা জীবের কামোপভোগ শক্তি বর্দ্ধিত হয়, তাহাই আসুরী সম্পৎ।

রামানুজ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহা দৃঢ় করিতে শাস্ত্র আনা হইল, এবং তাহা বুঝাইতে দৈবী ও আসুরী স্বভাব আনা হইল।

সূচী

১-৩। দৈবী সম্পদযুক্ত পুরুষেরা অন্ততঃ ২৬টি লক্ষণ যুক্ত হয়।

৪। আসুরী সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

৫। দৈবী সম্পাদ মুক্তি ও আসুরী বন্ধন আনে ; "অর্জ্জুন তুমি দৈবী সম্পাদযুক্ত" বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

৬। সৃষ্টিতে দুই প্রকৃতিরই লোক হয়, দৈবী ও আসুরী প্রকৃতি।

৭-২০। আসুরী প্রকৃতির লোকেদের বর্ণনা দিতে লাগিলেন :— তাহারা ঈশ্বর মানে না, বলে আমরাই ঈশ্বর, সব কিছু আপনা আপনি হয়, সব কিছু তাহাদের যোগের জন্য, এইরূপ নানাবিধ দম্ভপূর্ণ কথা সমূহ বলে ও অকথ্য আচরণ সমূহ করিতে থাকে

২১,২২... নরকের ত্রিবিধ দ্বার—কাম ক্রোধ ও লোভ; মঙ্গল এইসকল হইতে দূরে থাকা।

২৩,২৪ = শাস্ত্র বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্ম করিলে, সিদ্ধি সুখ পরমগতি কিছুই লভ্য হয় না।

এ অধ্যায়ের বিষয় কি, তাহা ভূমিকাতে আলোচিত হইয়াছে। প্রকৃতির ত্রিগুণ, নানা জনে নানা পরিমাণে থাকে, এবং তাহার জন্য, মানুষকে মোটামুটি ভাবে দুই ভাগে ফেলা যাইতে পারে, (১) যাহারা দেবভাব যুক্ত, (১) যাহারা অসুর ভাব যুক্ত। দেবভাব যুক্ত যাহারা তাহাদের সম্পত্তি বা গুণ কি কি, ভগবান প্রথমে তাহার নির্দ্দেশ দিলেন। (দৈবসম্পত্তি যুক্ত থাকাই, শাস্ত্র যুক্ত হইয়া থাকা)।

শ্রীভগবানুবাচ—

১। অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ
দানংং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্।১

২। অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্।২

৩। তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহোনাতিমানিতা
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভি জাতস্য ভাবত ।৩

পদচ্ছেদ। অভয়ং সত্ত্ব-সং শুদ্ধিঃ জ্ঞান-যোগ-ব্যবস্থিতিঃ দানম্ দমঃ চ যজ্ঞঃ চ স্বাধ্যায়ঃ তপঃ আর্জবম্; অহিংসা সত্যম্ অক্রোধঃ ত্যাগঃ শান্তি অপৈশুনম্ দয়া ভূতেষু অ-লোলুপ্ত্বম্ মার্দবম্ হ্রীঃ অ-চাপলম্; তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ অদ্রোহঃ ন-অতিমানিতা ভবন্তি সম্পদম্ দৈবীম অভিজাতস্য ভাবত।

অন্বয়। অভযম্ সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ চ দানম্ দমঃ চ যজ্ঞঃ স্বাধ্যায়ঃ চ তপঃ আর্জবম্, অহিংসা সত্যম্ অক্রোধঃ ত্যাগঃ শান্তি অপৈশুনম্ ভূতেষু দয়া অলোলুপ্ত্বম্ মার্দবম্ হ্রীঃ অচাপলম্ তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ অদ্রোহঃ নাতিমানিতা, ভাবত দৈবীম্ সম্পদম্ অভিজাতস্য ভবন্তি।

কঠিন শব্দ। অভয় = অভীকতা। সত্ত্বশুদ্ধি = সদেহ-চিত্তশুদ্ধি (চিত্তশুদ্ধির প্রধান কথা, মনে স্বার্থপরতা না রাখা; দেহশুদ্ধির প্রধান কথা দেহ পবিত্র রাখা। শুদ্ধ ভাবের ব্যবহার (শঙ্কর) (গীতা ৫।১১; ৬।১২; ১৮।১৬); purity of heart (ভক্তি প্রদীপ) জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতিঃ = জ্ঞান ও তাহার সাধনায় স্থিতি, এই জ্ঞানযোগের ভিতর বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি, যাহা কি আমাদের বুদ্ধিতে একমাত্র জ্ঞান বলিয়া গৃহীত, তাহাতো আসেই, পূর্ব্বাধ্যায়ের জ্ঞান তাহাও আসে, চতুর্দ্দশ অধ্যায় যাহা জ্ঞানানাম্ জ্ঞানমুত্তম্ তাহাও আসে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অমানিত্বং ইত্যাদি অর্থাৎ যাহাকে

"জ্ঞান" বলা হইয়াছে তাহাও আসে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উক্ত অনেক কথা 'দৈবীসম্পদে' আসিয়াছে। দানম্ = সাত্ত্বিক দান, যাহা কি, তাহা পরে কথিত হইবে। "কলিযুগে দানই ধর্ম্ম" (বিদ্যানন্দ)। দমঃ = বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ ইহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে এবং আবার আলোচিত হইবে। স্বাধ্যায় = শাস্ত্রপাঠ। তপঃ, ইহাও অর্থাৎ ইহার প্রকার ভেদাদি পরে আলোচিত হইবে। যজ্ঞদানতপঃ গীতার ইহা ত্রয়ী, সর্ব্বদা একসঙ্গে লওয়া হইয়াছে যথা ১৮।৫) আর্জ্জবম্ = সরলতা, অহিংসা = হিংসা না করা; হিংসা = আক্রোশের সহিত কাহারও অনিষ্ট করা। সত্যম্ = সত্যভাষণ। অক্রোধ = ক্রোধহীনতা। ত্যাগ = কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ, ফল-ত্যাগ ইত্যাদি; ত্যাগই গীতার মর্ম্মকথা; ইহারও প্রকারভেদ পরে আলোচিত হইবে। শান্তি = চিত্ত-চাঞ্চল্য রাহিত্য। অপৈশুনম্ = পরনিন্দা না করা। দয়া ভূতেষু = সর্ব্বভূতে দয়া। অলোলুপত্বম্ = লোভ শূন্যতা। মার্দ্দবম্ = মৃদুতা, কোমলতা। হ্রী = লোকলজ্জা। অচাপল্যম্ = চপলতার অভাব. বাক্যে ও ব্যবহারে অস্থিতি না প্রদর্শন করা। তেজঃ সুকর্ম্মে দৃঢ়তা; সামর্থ্য-পূর্ণ ব্যবহার, যাহার বিরুদ্ধাচরণ করা সহজ হয় ন। ক্ষমা = ত্রুটি মার্জ্জনা করা। ধৃতিঃ = ধৈর্য্য; দেহমন বুদ্ধির সংহতি স্থির রাখা। শৌচম্ = বাহ্য ও আভ্যন্তর শুচি রাখা। অদ্রোহঃ = অবৈরিতা। নাতি মানিতা = আমি অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এরূপ অহঙ্কার না রাখা। দৈবী-সম্পদ = দেব বৈভব, যে গুণগুলি মানুষকে দেবপদবাচ্য করে।

অভিজাতস্য = প্রাপ্ত হওয়া পুরুষের হয়। 'অভয় এ বাক্যটিতে অনেক ভাব আছে, যথা, বিপদে নির্ভীকতা প্রদর্শন; অমুক রাগ করিবে সে ভয় যাহার নাই; শোক-দুঃখ ব্যধি-জরা-মরণ-ভীতিহীনতা; সংসার-বন্ধন-ভীতি-হীনতা; আধিদৈবিক আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক কষ্টের প্রতি তিতিক্ষা প্রদর্শন ইত্যাদি; অথবা সকলকে অভয় দেওয়া, যে অভয় দিব বলিয়া সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসগ্রহণের সময় শপথ করিতে হয়। তাহা ছাড়া 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন (তৈঃ ২।৪) এই সব চমৎকার অর্থ ইহাতে আছে বলিয়ায়াই, এই বাক্যটীকে সর্ব্বপ্রথমে রাখা হইয়াছে। এখানে ২৬টি গুণ উক্ত হইয়াছে; "জ্ঞানে" প্রতিষ্ঠিত হইতে যে সাধনা সমূহের প্রয়োজন (১৩।৭-২২) তাহার প্রায় সকলগুলিই ইহাতে আছে; অধিকন্তু যজ্ঞদানতপঃ ইত্যাদি আছে। কয়েকজন জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতি অর্থে জ্ঞানে ও যোগে অবস্থিতি করিয়াছেন। অভয় = অভীরুতা (শঙ্কর); অভিলষিত বিষয় হারান ও অনভিলষিত প্রাপ্তিরূপ দুঃখের কারণ দর্শন করিয়া যে ক্লেশ হয় তাহা ভয়, সেই ভয়ের নিবৃত্তি, অভয় (রামানুজ); যে বিষয়টী শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, বিনা সন্দেহে তাহার অনুষ্ঠানকে তৎপর হওয়াই এখানে অভয় শব্দের অর্থ; অথবা 'আমি সকল প্রকার পরিগ্রহহীন হইয়া একাকী কিরূপে বাঁচিব" এইপ্রকার যে ভয় তাহা রাহিত্য হওয়াই অভয় (মধুসূদন)। নিরুদ্যম হইয়া কিপ্রকারে জীবন ধরিব, এ ভয় না থাকা (বলদেব) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ = সত্ত্বের অর্থাৎ অন্তঃকরণের যে

সম্যক নির্ম্মলতা (ভগবৎ তত্ত্ব স্ফুরিত হইবার যে যোগ্যতা তাহাই তাহার সম্যক্‌তা ; অথবা পরবঞ্চনা, মায়া এবং অনৃত প্রভৃতি বর্জ্জন করা (মধুসূদন)। বঞ্চনা, কপটতা, মিথ্যা আদি বর্জ্জন রূপ শুদ্ধ ব্যবহার (শঙ্কর) ; অন্তঃকরণের রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অস্পৃষ্ঠত্ব (রামানুজ) ; সুপ্রসন্নতা (শ্রীধর) ; নিজনিজ আশ্রমধর্ম্মের দ্বারা মনের নৈর্ম্মল্য (বলদেব) ; চিত্তপ্রসাদ। (বিশ্বনাথ) আত্মতত্ত্ব শ্রবণাদির পরিপক্কতা হেতু অন্তঃকরণের অসম্ভাবনা, বিপরীতভাবনা প্রভৃতি যে সমস্ত মল আছে, তৎ রহিত হওয়া। জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি = আত্মজ্ঞানের উপায়ে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠা (শ্রীধর) ; শাস্ত্র হইতে আত্মতত্ত্বাবগতি = জ্ঞান ; চিত্তের একাগ্রতা যোগে সেই জ্ঞানকে নিজের সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় করিয়া রাখা = যোগ ; অথবা যোগ অর্থে মনের নাশ এবং বাসনাক্ষয়ের অনুকূল পুরুষ-প্রযত্ন (মধুসূদন) ; শাস্ত্র ও আচার্য্য হইতে আত্মাদি পদার্থকে জানা = জ্ঞান ; আর সেই ভাবে প্রাপ্ত পদার্থকে ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহে প্রাপ্ত একাগ্রতার দ্বারা নিজ আত্মায় প্রত্যক্ষ অনুভব করা = যোগ (শঙ্কর) ; প্রকৃতি সংসর্গ রহিত আত্মস্বরূপের বিবেচনে নিষ্ঠা (রামানুজ)। form faith in self-knowledge (ভক্তিপ্রদীপ) perseverance in prssuit of knowledge and abstraction of mind (Telang) দান = শাস্ত্রে অন্ন্যাদি বস্তুর যে যথাশক্তি সমর্পণ কথিত হইয়াছে (মধুসূদন) (শঙ্কর) (শ্রীধর) ন্যায়োপার্জ্জিত ধন সৎপাত্রে দেওয়া (রামানুজ)।

দম=বহিরিন্দ্রিয় সকলের সংযম, (শঙ্কর, শ্রীধর) যথা ঋতুকালাদি ছাড়া অন্য সময়ে মৈথুনাদি হইতে বিরত হওয়া (মধুসূদন) ; মনের বিষয়ের দিকে যাওয়া বন্ধ করা (রামানুজ) যজ্ঞ=শ্রৌত অগ্নিহোত্রাদি ও স্মার্ত্ত দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ মনুষ্যযজ্ঞ (ব্রহ্ম যজ্ঞ লওয়া হইল না, কারণ উহা স্বাধ্যায়, যাহা পরে আসিয়াছে, (মধুসূদন) ফলাভিসন্ধিরহিত ভগবদারাধনা রূপে কৃত মহাযজ্ঞাদি (রামানুজ। অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌতযজ্ঞ ও দেবপূজনাদি স্মার্ত্তযজ্ঞ (শঙ্কর) ; অধিকারানুসারে দর্শ পৌর্ণমাসাদি পালন (শ্রীধর)।

স্বাধ্যায়=বেদাধ্যয়নাদি উপযজ্ঞ (শ্রীধর). অদৃষ্টের জন্য (পুণ্যার্থে) ঋগ্‌বেদাদির অধ্যয়ন, অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ (মধুসূদন) (শঙ্কর) বেদে ভগবানের আরাধনাদি প্রতিপাদিত, এই বুঝিয়া বেদাধ্যয়নে নিষ্ঠা (রামানুজ)।

তপঃ=শরীর প্রভৃতি ভেদে তপস্যা তিন প্রকার, ইহা সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত হইবে, ইহা বাণপ্রস্থাশ্রমী রঅসাধারণ ধর্ম্ম এইরূপে চারি আশ্রমের অসাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া, ব্রাহ্মনাদি চারি বর্ণের যে গুলি অসাধারণ ধর্ম্ম তাহাই বলিতেছেন (মধুসূদন) (শঙ্কর) ভগবানকে প্রসন্ন করিতে পারে এইরূপ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত করা (রাজানুজ) ; পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলা হইবে (শ্রীধর)। আর্জব=অবক্রতা, অর্থাৎ শ্রদ্ধালু শ্রোতৃগণের নিকট গোপন না করা (মধুসূদন) ; অন্যের সহিত ব্যবহারে মন

বাণী ও শরীরের কর্ম্মের আর বৃত্তির নিষ্ঠতা (রামানুজ) সদা সরলতা (শঙ্কর) (শ্রীধর)।

মধুসূদন। অহিংসা = অনর্থের অননুবন্ধী কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তির অনর্থ বা অনিষ্ঠ না হয়, তাদৃশভাবে বলার নাম সত্য। কোন প্রাণীর বৃত্তিচ্ছেদ করা = হিংসা; তাহার হেতু না হওয়ার ভাব = অহিংসা। পরে যদি আক্রোশ কিম্বা তাড়না করে তাহাতে যে ক্রোধ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে সেই ক্রোধকে উপশমিত করা = অক্রোধ। ত্যাগ = সন্ন্যাস ; দান নহে, দানের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পৈশুন = পরোক্ষে পরের নিকট যে অপরের দোষ প্রকাশ করা। শান্তি = অন্তঃকরণের উপশম। দয়া = দুঃখিত জীবগণের উপর অনুকম্পা। অলোলুপত্ব = বিষয়ের সন্নিধান ঘটিলেও ইন্দ্রিয় গণের যে অবিক্রিয়তা। মার্দ্দব = অ-ক্রুরতা অর্থাৎ শিষ্য প্রভৃতিরা বৃথা পুর্ব্বপক্ষাদি করিলেও তাহাদিগকে অপ্রিয় কটু কথা না বলিয়া, তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া। হ্রী = যে বৃত্তিবিশেষের ফলে অকার্য্যে প্রবৃত্তি প্রতিহত হয়। বিনা প্রয়োজনে বাক্ পাণি প্রতৃতি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে যে ব্যাপারনিষ্ঠ করা তাহা চাপল্য, ইহার অভাব = অচাপল্য। আর্জ্জব হইতে আরম্ভ করিয়া চাপল্য পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের অসাধারণ ধর্ম্ম।

শঙ্কর। অহিংসা = কোন প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া। সত্য = অপ্রিয়তা ও অনৃততা বর্জ্জিত যথার্থ বচন। অক্রোধ = অন্যের দ্বারা তাড়না প্রাপ্ত হইলে, উৎপন্ন ক্রোধকে শান্ত করা। শান্তি = অন্তঃকরণের সঙ্কল্প রাহিত্য। অপৈশুন = অন্যের নিকট পরের

ছিদ্র প্রকট করা যে স্বভাব তাহা না হওয়া। দয়া=দুঃখীপ্রাণীর উপর কৃপা করা। অলোলুপতা=বিষয়ের সাঙ্গ সংযোগ হইলেও ইন্দ্রিয়ে বিকার না হওয়া। আর্দ্দব=কোমলতা, অক্রুরতা। হ্রী=লজ্জা অচপলতা=বিনা প্রয়োজনে বাণী, হাতপার ব্যর্থ ক্রিয়া না করা।

শ্রীধর। অহিংসা=অপরের পীড়া ত্যাগ। সত্য=যাহা দৃষ্ট হইয়াছে সেই বিষয় বলা। অক্রোধ=তাড়না পাইয়াও চিত্তে ক্রোধের অনুৎপত্তি। ত্যাগ=উদাসীনতা। শান্তি=চিত্তের উপশম। অপৈশুন=পরোক্ষে পরের দোষ প্রকাশ হইতে বিরতি। ভূতদয়া=দরিদ্রের প্রতি দানেচ্ছা। অলোলুপ্ত্বম্ লোভের অভাব (অ-কারের লোপ, আর্যপ্রয়োগ)। মার্দ্দব=অনিষ্ঠুরতা। হ্রী=অকার্য্যে অভিলাষ বিষয়ে লোকলজ্জা। অচাপল=বৃথা কার্য্যের অকারণ। তেজ=প্রগল্‌ভতা। ক্ষমা=নিন্দা বা পরজয়াদি উপস্থিত হইলে ক্রোধের অভাব। ধৃতি=দুঃখ-অবসাদগ্রস্তাদিতে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন। অদ্রোহ=হত্যাকার্য্যে ইচ্ছাহীনতা। নাতিমানিতা=আপনাতে অতি পুজ্যত্বের অভিমান না রাখা। দৈবী মভি জাতস্ত=যাঁহারা দৈবী সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জাত হয়, তাঁহাদের।

রামানুজ। সত্য=যাহা দেখা শোনা যায় ঠিক সেইরূপ প্রাণিদের হিতের জন্য বলা। ত্যাগ=আত্মকল্যাণের বিরোধী পরিগ্রহ ছাড়া। শান্তি=ইন্দ্রিয়দের বিষয়ের প্রতি যে ঢলিয়া পড়া তাহার বিরোধ। অপৈশুনতা=কাহারও হানিকারক কথা না

বলা। মার্দ্দব=কোমলতা; সাধুপুরুষদের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার যোগ্যতা। হ্রী=করার-অযোগ্য কাজ করায় লজ্জা। চপলতা=আসক্তি উৎপন্নকারী বিষয়ের সমীপতা; উহা না হওয়া অচপলতা। তেজ=দুষ্ট পুরুষের দ্বারা দমিত না হইয়া যাওয়ার শক্তি। ধৃতি=মহান্ বিপত্তিতে করার-উপযুক্ত কর্ত্তব্যের নিশ্চয় করিবার শক্তি। শৌচ=বাহিরের ও ভিতরের ইন্দ্রিয়দিগকে শাস্ত্রানুসার-কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার যোগ্য করিয়া লওয়া। অদ্রোহ=অন্যের স্বতন্ত্রতায় বিঘ্ন না আনা। অতিমানিতা=অনুচিত স্থানে গর্ব্ব করা ইহার অভাব=নাতিমানিতা। অভিজাতস্য=এইগুলি পালন করিবার জন্য উৎপন্ন পুরুষদের।

ভক্তি প্রদীপ। অচাপলম্=steadfastness. ধৃতি=forbearing.

সচ্চিদানন্দ। সপ্তম অধ্যায়ের ১৫-১৯ শ্লোক কথিত দ্বিবিধ মনুষ্য ভাবের বিস্তারে এই অধ্যায়ে কথিত। অভিজাতস্য শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, এই ভাব জন্মতঃ সিদ্ধ।

জ্ঞানেশ্বরী। অভয়=সংসার ভয়রাহিত্য, অথবা ঐক্যভাবের বিস্তার দ্বারা সম্পূর্ণ জগৎকে আত্মস্বরূপ জানিয়া ভয়কে তাড়াইয়া দেওয়া।

বিনোবা। আমাদের অন্তঃকরণই কুরুক্ষেত্র। একদিকে সদ্‌গুণ, অন্যদিকে দুর্গুণ নিজের নিজের ব্যূহ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। সদ্‌গুণ সৈন্যের সেনাপতি "অভয়"। সেই শ্লোক গুলিতে ইচ্ছা করিয়াই অভয়কে প্রথমে রাখা হইয়াছে। বিনা

অভয় কোনও গুণ কাজ করিতে সমর্থ হয় না। শুধু সম্মুখে নয়, পিছন দিক দিয়াও বিপক্ষ সৈন্য আক্রমণ করে, তাহা বাঁচাইতে পিছনে রাখা হইয়াছে নম্রতাকে। অভয় ও নম্রতার মাঝে আসিয়াছে ২০টি গুণ; একটু অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে এ গুলি সবই অহিংসা পর্য্যায়বাচী। অহিংসা ও সত্য এই দুইয়ের ভিতর সবগুলিই আসিয়া যায়। (এখন অহিংসা বলিতে যাহা বুঝি, যে স্তরে আসিতে কি কি স্তরের ভিতর দিয়া মানুষকে উঠিতে হয়, বিনোবা তাহার বিস্তৃত ইতিহাস দিয়াছেন; আরম্ভ করিয়াছেন, মনে-অহিংসক পরশুরামের ২১ বার নিঃক্ষত্রিয় করিবার ইতিহাস হইতে)

শ্রীধর। কার্য্য ঠিক করিবার পর অধিকারী নির্ণয় সেই নির্ণয় হইতেছে।

Gandhi Desai. Fearlessness is the most positive of the virtues. Gandhiji says, 'when we fear God, we shall fear no man, no matter how high piaced he may be. If you want to follow the vow of truth, fearlessness is the necessary consequance. In the second verse follow non-vlclence and truth.

অরবিন্দ। দৈবী প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে সাত্ত্বিক সংস্কার।

কৃষ্ণানন্দ। অহিংসাদি গুণ ব্রাহ্মণের; তেজ ক্ষমা ধৃতি

ক্ষত্রিয়ের ; শৌচ অদ্রোহ বৈশ্যের ; নাতিমানতা শূদ্রের। প্রথম শ্লোকোক্ত নয়টি গুণ যথাক্রমে সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও বাণপ্রস্থী চতুর্ব্বর্ণের এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের ১৭ গুণ চতুর্ব্বর্ণের পৃথক ধর্ম্ম।

সমন্বয় গীতা। এই দেবগুণগুলির পর-পরটি হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্বটির উদয় হয় সুতরাং অতিমানতায় দেবগুণের আরম্ভ, অভয়ে পর্য্যাবসান।

মধুসূদন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে "অধশ্চমূলানি" ইত্যাদি সন্দর্ভে বলা হইয়াছে যে পূর্ব্বজন্মীয় কর্ম্মানুসারে মনুষ্য দেহে যে সমস্ত বাসনা অভিব্যজ্যমান হয়, সে গুলি সংসারের অবান্তর মূল। সেই বাসনাগুলি আবার দৈবী, আসুরী ও রাক্ষসী এইরূপে ত্রিবিধ। সুতরাং মনুষ্যের প্রকৃতিও ত্রিবিধ; ইহাও নবম অধ্যায়ে সূচিত হইয়াছে।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, অভীরুতা, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞান ও তাহার সাধনায় স্থিতি, সাত্ত্বিক দান, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা সত্যভাষণ, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, চিত্তচাঞ্চল্য-রাহিত্য, পরনিন্দা বর্জ্জন, সর্ব্ব ভূতে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, লোকলজ্জা, চপলতার অভাব, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, বাহ্য ও অন্তরের শুচিতা, অবৈর ভাব, আমি অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইরূপ অহঙ্কার না রাখা—হে অর্জ্জুন এই দেবযোগ্য গুণ গুলি দৈব সম্পদের অভিমুখী হইয়া যাহাদের জন্ম হইয়াছে, তাহাদের হয় (অথবা দৈব সম্পদ্ প্রাপ্ত পুরুষের হয়)।

ভূপেন্দ্রনাথ। অভয় = দ্বিতীয়ের অভিনিবেশ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অভয় লাভ হয় না। শ্রুতির আদেশ = অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ = কাহাকেও পর না ভাবিলে কাহারও উপর হিংসা হইবে না। সত্ত্বশুদ্ধি = অন্তঃকরণের অশুদ্ধিভাবের (যেমন প্রবঞ্চনা ইত্যাদি) পরিবর্জ্জন; ভিতর বাহির সমান। জ্ঞান-যোগ ব্যবস্থিতিঃ—তাৎপর্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন জ্ঞান ও যোগ বিষয়ে তৎপরতা বা একাগ্রভাই হইল দৈবী সম্পৎ, কারণ জ্ঞান ও যোগ ব্যতীত সত্ত্ব সংশুদ্ধি হইবার উপায় নাই। কূটস্থ মণ্ডল হইতে পুরুষোত্তম দর্শন, সবই হইতে পারে, যিনি যোনি মুদ্রায় থাকেন। যজ্ঞ = পঞ্চমহাযজ্ঞও ইহাতে আসে। স্বাধ্যায় = বেদান্তাদি মোক্ষশাস্ত্রের আলোচনা; বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধিতে স্থিত থাকা; ক্রিয়া করিতে করিতে যখন প্রাণাপানের গতি ঊর্দ্ধ বা মস্তকে গিয়া স্থির হয়। তপঃ = ব্রহ্মে বিচরণ অর্থাৎ তাহাতে স্থিতি (ব্রহ্মচর্য্য) সর্ব্বোত্তম তপস্যা; চিত্তই রেতঃ, উহা যখন ঊর্দ্ধে উন্নীত হইয়া স্থিত হয়, তখন ঊর্দ্ধরেতা।... যে অহিংস, হিংসক জন্তুও তাহাদিগকে হিংসা করে না। সত্য = প্রকৃত সত্য, ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা। ত্যাগ = সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করা। অপৈশুন = পরের নিকট অপরের ছিদ্র প্রকাশ না করা, কাহারও দোষ কীর্ত্তন না করা। লজ্জা = অকার্য্যে অপ্রবৃত্তি—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা", এই লজ্জা না থাকিলে মনুষ্য পশু অপেক্ষাও হীন হইয়া যায়, কোন কুকার্য্য করিতেই তাহার চিত্তে বাধা আসে না। তেজ = এ

তেজ বাহ্য ত্বগ্‌গত দীপ্তি নহে, এ তেজমানের সাহস। ধৃতি = শঙ্কর বলিয়াছেন, দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ অবসাদ প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রতিষেধের জন্য অন্তঃকরণে যে বিশেষবৃত্তি, তাহাই ধৃতি। অতি-মানিতা = লোকে আমাকে সাধক বলিয়া জানুক, ইত্যাদি ভাব।

Bhakti Pradip. What kinds of fruits grow on the world tree—one engenders deep attachment for the world and another fosters freedom from bondage.

তাহার পরে আসুরী প্রকৃতির বর্ণনা ৪ হইতে ১২ শ্লোকে :—

৪। দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্য্যমেব চ
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদ মাসুরীম্ ।৪

পদচ্ছেদ। দম্ভঃ দর্পঃ অভিমানঃ চ ক্রোধঃ পারুষ্যন্ এব চ, অজ্ঞানম্ চ অভিজাতস্য পার্থ সম্পদম্ আসুরীম্।

অন্বয়। পার্থ, দম্ভঃ দর্প চ অভিমানঃ চ ক্রোধ চ পারুষ্যম্ অজ্ঞানম্ এব আসুরীম্ সংপদম্ অভিজাতস্য।

কঠিন শব্দ। পারুষ্য = ব্যবহারে কঠিন ভাব। আসুরীম সংপদম অভিজাতস্য = আসুরী সম্পদের অভিমুখী হইয়া যাহাদের জন্ম হইয়াছে তাহাদের হয় অথবা অসুর ভাবাপন্ন লোকেদের হয়।

অনুবাদ। হে পার্থ, দম্ভ অর্থাৎ ধার্ম্মিক না হইয়াও নিজেকে ধার্ম্মিক দেখাইবার জোর করিয়া চেষ্টা, দর্প বা অহঙ্কার, অভিমান বা নিজেকে বড় ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা, ক্রোধ,

ব্যবহারে কঠোর ভাব, জ্ঞানহীনতা বা সুবুদ্ধিহীনতা—এই ছয়টি (ব্যবহার) আসুরী ভাবাপন্ন লোকেদের হয়।

সমন্বয় গীতা ঃ আসুরী সম্পদ্ মধ্যে অভিমানই বিনাশের হেতু (শতপথ ব্রাহ্মণে কথিত ইতিহাস)।

Radhakrishnan. In Indian religious symbolism, the distinction between the 'devas' the shining ones, and the 'asuras' the titans, the children of darkness, is an ancient one.

মধুসূদন ঃ দর্প = যাহার জন্য মানুষ নিজেকে অসাধারণ বলিয়া মনে করে...দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির সন্তান ; অসুরগণের মনে দর্প আসিল যে আমরাই বড়, আমরা আবার কাহার হোম করিব ? এই দর্প তাহাদের পতন হইল। পারুষ্য = স্পষ্টাস্পটি ভাবে রুক্ষ কথা বলা। "চ"—অধৃতি আদির নাম কথা হইল না, তাহারই স্থলে 'চ' প্রয়োগ। আসুরী সম্পৎ (রজঃ ও তমোময়ী অশুভ বাসনা-সন্ততি), যে ঐসব অভিলক্ষ্য করিয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদের ভিতর দম্ভাদি প্রকটিত হয়।

শঙ্কর ঃ পারুষ্য = পরুষবচন, যথা, শ্লেষভাবে কানাকে পদ্মলোচন বলা।

রামানুজ ঃ দম্ভ = ধার্ম্মিকতার প্রসিদ্ধির জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান। দর্প = কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের বিবেক নষ্টকারী। পারুষ্য = সাধু পুরুষদের উদ্বেগকারী স্বভাব।

শ্রীধর। দম্ভ=ধর্ম্মধ্বজিত্ব।

ভূপেন্দ্রনাথ। দম্ভ=ধর্ম্মধ্বজিত্ব; হাতে মালা ফিরিতেছে কিন্তু মন অন্য স্থানে ঘুরিতেছে। নিজেকে খুব বড় কুলীন বলিয়া অভিমান, কিন্তু মেথরেরও অধম। দর্প=ধনে, মানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে আমার তুল্য কেহ নাই এইরূপ ধারণা, সবজান্তা ভাব। অভিমান=আমি পূজ্য এই ধারণা। পারুষ্য= লোকের মর্ম্মে আঘাত দিয়া কথা বলা। অজ্ঞান=অবিবেক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে মিথ্যাধারণা)।

(৫) এই দুই প্রকারের সম্পদের ফল—

৫। দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব।৫।

পদচ্ছেদ। দৈবী সংপৎ বিমোক্ষায় নিবন্ধায় আসুরী মতা, মা শুচঃ সংপদম্ দৈবীম্ অভিজাতঃ অসি পাণ্ডব।

অন্বয়। দৈবী সংপৎ বিমোক্ষায়, আসুরী নিবন্ধায় মতা, পাণ্ডব, মা, শুচঃ দৈবীম্ সংপদম্ অভিজাতঃ অসি।

কঠিন শব্দ। বিমোক্ষায়=মুক্তির জন্য। নিবন্ধায়= বন্ধনের হেতু, শুচঃ—শোক করিও না।

এই অধ্যায়ের নামের ভিতর একটি সার্ব্বকালীন সত্য বিবক্ষিত রহিয়াছে, তাহা এই যে প্রতি কর্ম্মক্ষেত্রে আসুরী সম্পদ্ 'দৈবী সম্পদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসে (কুরুক্ষেত্রে, মামকা পাণ্ডবাশ্চৈব)। তাহার পর? সেই 'তাহার পর' বলিবার জন্যই রচিত হইয়াছে মহাভারত ও গীতা।

অনুবাদ। দৈবী সম্পদ্ (দেবযোগ্য গুণাবলী, যাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে); মুক্তির হেতু (অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি আনে) ; আসুরী সম্পদ (সংসার) বন্ধনের হেতু— এই সকলপ্রকার অভিমত। হে পাণ্ডব, শোক করিও না, দৈবী সম্পদের অভিমুখী হইয়া তোমার জন্ম হইয়াছে (অর্থাৎ তুমি দৈবী সম্পদের যোগ্য হইয়া জন্মিয়াছ। (ভাগবত ৩।২০।২০)

ভগবান অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিতেছেন, যাহাতে অর্জ্জুন নিজ প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তামগ্ন না হন।

শঙ্কর। নিবন্ধ=নিশ্চিত বন্ধন।

মধুসূদন। মতাঃ=ইহা শাস্ত্র সকলের ও তদনুসারে জ্ঞানিগণের অভিমত। দৈবীম্ সম্পদং অভিজাতং অসি=দৈবী সম্পৎকে অভিলক্ষ্য করিয়া জন্মিয়াছে। পূর্ব্বেও কল্যাণ উপার্জ্জন করিয়াছে, পরেও করিবে।

রামানুজ। দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়, অর্থাৎ ক্রমে আমার প্রাপ্তি করায়।

ভূপেন্দ্রনাথ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফলে মানুষ, হয় আসুরী সম্পদ্ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, নয়তো দৈবী সম্পদ্ লইয়া জন্মগ্রহণ করে।...সাধু সঙ্গ ও শাস্ত্র নিষ্ঠার অভাবে মানুষের প্রবৃত্তি আরও বিষয়ে মুখেই ধাবিত হয়। যাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, বা অল্প বা অধিক পরিমাণে আত্মান্বেষণে চেষ্টা ছিল, তাহাদের বর্ত্তমান জন্ম দৈবী সম্পদযুক্ত হয়।....যদিও দ্রষ্টা বা পুরুষ চিন্মাত্র, ধর্ম্মাদি দ্বারা অপরামৃষ্ট,

কিন্তু এক একটি পুরুষ অনাদিকাল হইতে, এক একটি চিত্তের বা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত। যোগদর্শনে বলিয়াছে দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগই হেয়হেতু।...এই সংযোগ যতদিন প্রতীতি হইতে থাকিবে, অজ্ঞানও ততদিন থাকিবে। এই অজ্ঞানই আসল "হেয়" ইহাই সমস্ত দুঃখের মূল।....এই চিত্তাকারা বা প্রাণাকারা (চিত্ত প্রাণেরই স্পন্দন) প্রকৃতির সংশোধনই সমস্ত সাধনের মূল উদ্দেশ্য। এই জন্য যোগীরা প্রাণের সাধনা দ্বারা তাহার বহির্ম্মুখী বৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখ করিয়াছেন।

শ্রীধর। দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত ব্যক্তি আমার উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী।

(৬) দুইপ্রকারের সৃষ্টি হয়—

৬। দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ
দৈবী বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।৬।

পদচ্ছেদ। দ্বৌ ভূত সর্গৌ লোকে অস্মিন্ দৈবঃ আসুরঃ এব চ, দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ আসুরম্ পার্থ মে শৃণু।

অন্বয়। পার্থ, অস্মিন লোকে ভূতসর্গৌ দ্বৌ, দৈবঃ চ আসুরঃ দৈব এব বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরম্ মে শৃণু।

কঠিনশব্দ। লোকে=জগতে বা পৃথিবীতে সংসার মার্গে (মধুসূদন) ভূতসর্গৌ=মনুষ্যসৃষ্টি বা জীবসৃষ্টি। বিস্তরশঃ= পূর্ব্বের বহুঅধ্যায়ে, বিস্তারিত ভাবে, যথা ২।৫৫-৭১, ১২।১৩ ২০ ১৪।২২,২৬ ইত্যাদি

অনুবাদ। পার্থ, এই পৃথিবীতে, দৈব ও আসুর

দুইপ্রকার প্রাণী (বা মনুষ্য) সৃষ্টি হইয়াছে। দৈবী সৃষ্টি (তোমাকে) বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে, আসুরী সৃষ্টি আমার নিকট (এইবার) বিস্তৃত ভাবে শোন। (নবম অধ্যায়ে আসুরী ও রাক্ষসী দুটোকথা ছিল, এখানে আসুরীতে দুটোই ধরিতে হইবে)। দৈবীর লক্ষণ, স্থিতপ্রজ্ঞের (দ্বিতীয় অধ্যায়ে), ভক্তের (দ্বাদশ অধ্যায়ে), জ্ঞানের (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে), গুণাতীতের (চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে) এবং অভয়ং ইত্যাদি কথায় অর্জ্জুন যেন বলিলেন, মানুষী প্রকৃতির কথা তো বলিলে না; তাহাতে যেন ভগবান বলিলেন, মানুষই দৈব প্রকৃতি, মানুষই আসুরী প্রকৃতি পায় (মধুসূদন)। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ছাড়া তৃতীয় কোন কোটি নাই।

শঙ্কর। দুইপ্রকার সৃষ্টি=দুই প্রকার লোকের (দৈবী ও আসুরী প্রকৃত্তির) সৃষ্টি।

রামানুজ। লোক=কর্ম্মভূমিতে। প্রাচীন পুণ্যপাপরূপ কর্ম্মবশে এইরূপ বিভাগপূর্ব্বক জন্ম লয়।

Krishna Prem. Our ethics must in fact be based upon the twofold Cosmic Movements, and therefore must be relative. Buddhist philosophy speaks cf two types of 'kalpas', (period of manifestation), termed respectively 'varta kalpas' or periods of "unrolling" and 'sambarta kalpas' or period of "roiling up", as

when on the eve of Enlightenment, the Buddha saw the whole series of the past lives—the alternate pericds of evolution and involution.... From this, it follows that if ethics are to have any foundation in the cosmos, we must define good and evil, in terms of the processes that aid or hinder the cosmic tendencies that arc dominant at th: time, and these will be different according to whether the age we are living in, is one of unrolling or one of rolling up....The reversal of meaning that came over the word 'asura' is perhaps a further indication of the same sort. (Theu Krishna Prem goes on disscussing what great guidance the Teachers of the period glve aud many other relevant things.

শ্রীধর। আসুরীর ভিতর নবম অধ্যায়ের আসুরী ও রাক্ষসী আসে।

(৭) অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত আসুরী সম্পৎ বর্ণন, মনে যাহাতে জিনিষটা বসিয়া যায়

৭। প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ
ন শৌচং নাপি চাচারো ন নত্যং তেষু বিদ্যতে ।৭

পদচ্ছেদ । প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিং চ জনাঃ ন বিদুঃ আসুরাঃ,

ন শৌচম ন অপি চ আচারঃ ন সত্যম্ তেষু বিদ্যতে।

অন্বয়। আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিম্ চ নিবৃত্তিম্ চ ন বিদুঃ তেষু ন শৌচম্ ন আচারঃ চ ন সত্যম অপি বিদ্যতে।

কঠিন শব্দ। প্রবৃত্তিম্ =কোন্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; পুরুষার্থের সাধনরূপ কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া, যাহা করায় (শঙ্কর)। নিবৃত্তিং=কোন্ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে। (এখানে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এ দুই শব্দ "মার্গবাচক" নহে।

অনুবাদ। অসুর স্বভাবের লোকেরা কি বিষয়ে প্রবৃত্তি অনুশীলন, ও কি বিষয়ে নিবৃত্তি অনুশীলন করিতে হইবে তাহা জানে না। তাহাদের দেহে বা অন্তরে শুচিতা নাই; আচার (সদাচার) নাই, সত্যনিষ্ঠা নাই।

ব্যোগব্রহ্ম। বিষয়ে আসক্তি হেতু কি ফল হয় ও অনাসক্তি হেতুই বা কি হয় জানে না, ভালমন্দ জ্ঞান নাই।

রামানুজ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অর্থাৎ লৌকিক উন্নতি ও মোক্ষের সাধনরূপ বৈদিকধর্ম্ম। যে সন্ধ্যা বন্দনা করে না সে সর্ব্বদাই অশুচি। বৈদিক ধর্ম্ম উহারা জানে না।

মধুসূদন। 'চ" প্রতিপাদক শাস্ত্রাদিও জানে না। আচার =যাহা মনু ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে।

বিদ্যানন্দ। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি =কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য

শ্রীধর। আসুরী সম্পদ ১২ শ্লোক দ্বারা বিস্তৃতভাবে নিরূপণ করিতেছেন। প্রবৃত্তি =ধর্ম্ম বিষয়ে অভিলাষ; নিবৃত্তি অধর্ম্ম হইতে বিরতি।

ভূপেন্দ্রনাথ। ধর্ম্ম দুইপ্রকার, প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তি মূলক। প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা লোকের সুকৃতি সঞ্চয় হয়, এবং নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম দ্বারা জীব মুক্তি মার্গে অগ্রসর হয়। কিন্তু এ সমস্তই স্বেচ্ছামূলক নহে, সমস্তই শাস্ত্রবিধি দ্বারা শাসিত।.... এই সকল আসুর প্রকৃতির লোকেদের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্রের শাসন তাহারা জানেও না, গ্রাহ্যও করে না। অধর্ম্ম হইতেও তাহাদের নিবৃত্তি নাই, সুতরাং নিবৃত্তি মার্গে যাইবার মত তাদের মানসিক শক্তিরও অভাব।...যদি কাহারও নিকট শোনে যে সাধনে শরীর খারাপ হয়, অমনি সাধন ছাড়িয়া দেয়। অথবা যদি কেহ বলে, এমন একটি সাধু আসিয়াছে, যিনি মন্ত্রের দ্বারা সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন, তবে চলিল তখনই তাঁহার নিকট হইতে সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিতে।...প্রবৃত্তি অর্থে ইষ্ট সাধন সম্বন্ধে যত্ন বিশেষ—ইহাকেই সাধনা বা ক্রিয়া বলে আর এই ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে মনে বিরাম বা বিশ্রান হয়, তাহাই নিবৃত্তি।

Telang. প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি=action, inaction, what should be done for the attainment of real good and what should not be done as etc.

Bhakti Pradip. প্রবৃত্তি, 'নিবৃত্তি=inclination to virtue, abstention from vice.

(৮) তাহারা কেন বেদাদি হইতে শাস্ত্র কথা জানিয়া লয় না? তাহার উত্তর।

৮। অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতম্ কিম্ অন্যৎ কামহৈতুকম্ ।৮

পদচ্ছেদ। অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠম্ তে জগৎ আহুঃ অনীশ্বরম্ অপরস্পরসম্ভূতম্ কিম্ অন্যৎ কামহৈতুকম্ ।

অন্বয়। তে আহুঃ জগৎ অপ্রতিষ্ঠম্ অসত্যম্ অনীশ্বরম্ অপরস্পর সম্ভূতম্ কামহৈতুকম্ অন্যৎ কিং ?

কঠিন শব্দ। অপ্রতিষ্ঠম্=কোন নিয়মে প্রতিষ্ঠিত নহে; কাহারও দ্বারা পরিরক্ষিত নহে। অপরস্পরসম্ভূতম্=(দুইদশ ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের মিলনরূপ কারণ ছাড়া) আর কোনও পারস্পরিক কারণে জন্মায় না, অথবা কার্য্যকারণ সম্ভূত নহে. অর্থাৎ পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফল বলিয়া এমন কিছু নাই যাহার দ্বারা বর্ত্তমান জন্ম নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। অনীশ্বরম্=ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই, অর্থাৎ নিয়ন্তা-রূপ কোন ঈশ্বর নাই। অসত্যম্=(শাস্ত্রকথা) সব মিথ্যা। কামহৈতুকম্=কামঘটিত অথবা ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য। অন্যৎ কি ?=ইহার কারণ আর কি হইতে পারে ?

অনুবাদ। তাহারা বলে, জগৎ কোন নিয়মে প্রতিষ্ঠিত বা স্থিত নহে (অথবা, কোন নিয়ন্তার দ্বারা পরিরক্ষিত নহে; (শাস্ত্রকথা) সব মিথ্যা; ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই; কার্য্যকারণের পারস্পরিক সম্বন্ধে (অর্থাৎ কর্ম্মফলের নিয়মানুসারে) কিছু উৎপন্ন নহে, কার্য্য কারণ ব্যতীতও হয়; এই জগৎ ভোগের জন্য; তাহা নহে তো আর কি ? (অথবা, জগতে কোন ঈশ্বর নাই যিনি সৃষ্টি কর্ত্তা ও বিধাতা; স্ত্রীপুরুষের কামঘটিত মিলনে সব

উৎপন্ন, নতুবা আর কি ?) প্রথম ব্যাখ্যা বেশী সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ বিজ্ঞানের দৃষ্টি কোনে; কারণ, সকল প্রাণীরই স্ত্রীপুরুষের কাম ঘটিত মিলনে জন্ম হয় না, যথা জীবাণুর। তাহা ছাড়া, এখানে, আমাদের মনে হয়, জগৎ বিষয়ক কথা হইতেছে, প্রাণী সৃষ্টির কথা হইতেছে না। আমাদের মনে হয়, ইহারা (অসুর প্রকৃতির অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদীরা বলিতে চাহে, ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই, জগতে কোন কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা নাই, যাহা কিছু হইতেছে সবই যদৃচ্ছ, খামখেয়ালীভাবে হইতেছে। গিরীন্দ্রশেখরও বলিয়াছেন তাহাদের কথার এইরূপ অর্থ ছিল। কাপিল সাংখ্যও বলে যে ঈশ্বরাসিদ্ধিঃ, প্রকৃতি পুরুষের মিলন আপনাআপনিই হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই প্রশ্ন প্রথমেই উঠিয়াছে, যে এই সব, কাল, স্বভাব যদৃচ্ছা বা নিয়তি ইত্যাদির দ্বারা হইতেছে)। ঈশ্বর নাই, অর্থাৎ শাসক কেহ নাই, যাহা অভিরুচি হয়, তারা কর, সাধ মিটাইয়া সব কিছুকে উপভোগে আন; eat, drink and be merry,—এই প্রকৃতির লোকেদের ইহাই আসল কথা)।....শঙ্করের 'মিথ্যা' আর এই 'অসত্য' একার্থ বোধক নহে; এখানে 'ভণ্ডের কথা' এই অর্থ আসে।... এই ৮ হইতে ১৮ শ্লোক মনে হয় যাহা বৃহস্পতি (শুক্রাচার্য্য সাজিয়া) অসুরদিগকে শিখাইয়াছিলেন।

তিলক। অপরস্পরসম্ভূত ইহার অর্থ এক অপর ব্যতীতই হইয়াছে, কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রমে হয় নাই। অতএব মনুষ্যের বিষয় বাসনার অতিরিক্ত আর কি হেতু হইতে পারে ?

তিলক। এই বিচার আপনা আপনিই হয় যে মনুষ্যের কাম বাসনা তৃপ্ত করিবার জন্যই জগতের সমস্ত পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদের আর কোনও উপযোগ নাই। পরস্পর সম্ভূত = গুণ সমূহ হইতে গুণসমূহের অন্যোন্য জনন বর্ণিত হইয়াছে 'অন্যোন্য' ও 'পরস্পর' দুই শব্দ সমানার্থক।

গিরীন্দ্রশেখর। কার্য্য কারণ সম্ভূত জগৎ-বস্তু সমূহ নহে; ইহারা কামহৈতুক, অর্থাৎ যদৃচ্ছা চালিত।

চার্ব্বাকের মতে ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচর, ইহারাই বেদ রচনা করিয়াছে।

শঙ্কর। তাহারা বলে, আমরা যেমন মিথ্যায় ভরা, জগৎও তেমনি মিথ্যায় ভরা ও প্রতিষ্ঠারহিত। অর্থাৎ ধর্ম্ম অধর্ম্মাদি ইহার কোনও আধার নাই। পুণ্যপাপ অনুসারে শাসন করার কোন স্বামী নাই। জগতের কারণ কাম (ইহা লোকায়তিক দৃষ্টি)।

Radhakrishnan. অপরস্পর....হৈতুকম্ = not brought about in regular causal sequance; caused by desire, in short.

Krishna Prem. In using the words 'mutual union', the author is probably thinking of sexual union, but the words world apply equally to the theory that the world arose, in the last-resort, from a fortuitons concourse of atoms.

বলদেব। অসত্য অপ্রতিষ্ঠ অনীশ্বর ইহা জীববাদি-গণের বিশ্বাস। স্বভাববাদি বৌদ্ধগণের মতে এই বিশ্বব্যাপার অপরস্পর সম্ভূত। জৈন বলেন, কাম অর্থাৎ স্বেচ্ছাই এই জগতের হেতু স্বরূপ।

জ্ঞানেশ্বরী। যজ্ঞ, মূর্খ যাজ্ঞিকদের ঠকাইবার জন্য। সকাম স্ত্রীপুরুষ যুগ্মের সংযোগে জগৎ উদ্ভব হইয়াছে।

Modi. They believed that জগৎ owed its origin to the mutual dependence of Devas and Yajmanas (যজমান), to the desires of the gods and the Sacrifices. Others hold other opinions, e.g. Bohtlingk holds যাদৃচ্ছিক। Garbe holds Brahman's সোঽকাময়াৎ view, Garbe 'no evolution of principles' view etc.

মধুসূদন। অসত্যম্=তাহাদের মতে অপ্রামাণ্য বিশিষ্ট বেদ থাকা আর না থাকা দুইই সমান। অপ্রতিষ্ঠ=যাহাতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠা (ব্যবস্থার হেতু) নাই তাহা অপ্রতিষ্ঠ ; তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই মানে না। অনীশ্বরম=যাহাতে শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফলদাতা নিয়ন্তা অর্থাৎ ব্যবস্থাপক ঈশ্বর নাই, তাহা অনীশ্বর। ঈশ্বর না থাকিলে সৃষ্টি হইবে কি রূপে ? তাহারা উত্তর দেয় "অপরস্পর সম্ভূতম, অর্থাৎ কামাভিভূত স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সংযোগে। কিমন্যৎ=অন্য আবার অদৃষ্ট কারণ কি থাকিবে ?

বিদ্যানন্দ। বিষয় ভোগ ব্যতিরেকে জগতের উৎপত্তির কোন প্রয়োজন নাই ; যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।

Modi. প্রতিষ্ঠা=ultimate cause. Not springing up through a regulated origin (Deussan) Modi discusses Otto, Garbe, Das Gupta, Barnett etc.

শঙ্কর। তাহারা বলে, "যেমন আমরা মিথ্যায় ভরা, জগতেও সেইরূপ, সব মিথ্যা। আর, ধর্ম্ম অধর্ম্ম কোন আধার ইহার নাই ; পুণ্য পাপে শাসন করিবার কোন ঈশ্বর নাই। স্ত্রী পুরুষের কাম সংযোগে জগৎ উৎপন্ন। জগতের কারণ আর কি হইতে পারে (কাম ছাড়া) ?

রামানুজ। "জগৎ সত্যশব্দ-বাচ্য ব্রহ্মের কার্য্য হওয়ায় ব্রহ্মরূপ" এ কথা তাহারা বলে না; ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বলে না। নাগ-শ্রেষ্ঠের শিরে বিধৃত ধরণী বলে না। "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো, মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে". আমারই নিয়মে সব চলিতেছে ইহা বলে না। স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক ইত্যাদি. অর্থাৎ সমস্ত জগৎ কামনায় উদ্ভূত।

শ্রীধর। যদি বল ধর্ম্ম অধর্ম্ম কেন জানে না, তাহার উত্তর—অসত্য=যাহাতে বেদ পুরাণাদির প্রমাণরূপ সত্য নাই, এতাদৃশ জগত তাহারা বলে ; অর্থাৎ বেদ পুরাণাদির প্রামাণ্যমানে না, বলে 'ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরাঃ। জগতের বৈচিত্র্যকে তাহারা স্বভাব হইতে জাত বলে। ইহার ঈশ্বর

কর্ত্তা বা ব্যবস্থাপক কেহ নাই। অপর ও পর, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের সংযোগে উৎপন্ন। আর কোন কারণ নাই, এইই কারণ।

ভক্তি প্রদীপ। অপরস্পর সম্ভূতম্ = as not the product of any cause and effect কিম্ অন্যৎ = nay. কামহৈতু কম্ = as the outcome of selfish desires.

Modi. Quotes several annotators. Garbe "They do not believe in the cosmology of the সাংখ্যযোগ"। Otto "without law-governing sequence", Tilak : "one which is not produced by the mutual cooperation of সত্ত্ব-রজঃ তম" etc

ভূপেন্দ্রনাথ। আসুর প্রকৃতির লোকেরা জগৎকে অসত্য বলে, কিন্তু মোটেই সে ভাবে নয়, যে ভাবে জ্ঞানীরা বলে। তাহারা বলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ব্যবস্থা এ জগতে নাই; এ জগতের কোন নিয়ন্তা নাই। তবে এ জগৎ জীব হয় কোথা হইতে ? ইহার উত্তরে বলে, কামসুখাভিলাষী স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সমাগমের এই ফল; ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট বা ঈশ্বর ইহার কারণ নহে।....তাহারা বলে, মনের বিক্ষেপ আছে, সে তো ভালই নচেৎ কামভোগ্য বস্তু ভোগ হইবে কিরূপে ?....

Telang. They say the universe is devoid of truth (i,e. contains nothing that is entitled to belief as the Vedas etc.) devoid of fixed prin-

ciples (no principle based on virtue and vice as the government of the world), and devoid of a ruler, produced by union (of male and female), caused by lust (they do not believe in any unseen cause, but say, the lust of mankind is the cause of the universe), and nothing else.

(৯) এইপ্রকার—

৯। এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ।৯।

পদচ্ছেদ। এতাম্ দৃষ্টিং অবষ্টভ্য নষ্টাত্মানঃ অল্পবুদ্ধয়ঃ, প্রভবন্তি উগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতঃ অহিতাঃ।

অন্বয়। এতাম্ দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য নষ্টাত্মানঃ অল্প বুদ্ধয়ঃ অহিতাঃ উগ্রকর্ম্মাণঃ জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি।

কঠিন শব্দ। এতাম্ দৃষ্টি = এই ধারণা। অবষ্টভ্য = অবলম্বন করিয়া, নষ্টাত্মানঃ = আত্মঘাতী। অহিতাঃ = অনিষ্টকারী, অপকারী। উগ্রকর্ম্মাণঃ = ক্রুরকর্ম্মা। জগতঃ ক্ষয়ায় = জগতের বিনাশের জন্য। প্রভবন্তি = উৎপন্ন হয়। নষ্টাত্মানঃ = নষ্ট চেতাঃ, আত্মঘাতী, যাহারা নিজেদের ধ্বংশ করিয়াছে; যাহাদের বুদ্ধি এরূপ হইয়াছে যে তাহারা আর কখনও ভাল হইবে না। যাহাদের স্বভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে (শঙ্কর)।

অনুবাদ। এই ধারণা অবলম্বন করিয়া আত্মঘাতী

অল্পবুদ্ধিশালী ক্রূর কর্ম্মা অনিষ্টকারীরা, জগতের বিনাশের জন্য জন্ম গ্রহণ করে।

শঙ্কর। নষ্টাত্মানঃ=যাহার স্বভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে পরলোক-সাধন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। অল্পবুদ্ধি= ভোগবিষয়ে যাহাদের বুদ্ধি রহিয়াছে।

রামানুজ। শরীরের অতিরিক্ত আত্মার স্থিতি, ইহারা মানে না। অল্পবুদ্ধি=শরীর হইতে ভিন্ন, শরীরের জ্ঞাতারূপে আত্মা যে রহিয়াছে ইহা যাহাদের বিবেকে আসে না।

মধুসূদন। নষ্টাত্মানঃ=পরলোক-সাধন বিহীন। অল্পবুদ্ধয়ঃ=যাহা দেখে কেবলমাত্র তাহারই উদ্দেশ্যে প্রবৃদ্ধ হয়। প্রভবন্তি=ব্যাঘ্রসর্প প্রভৃতি আকারে উৎপন্ন হয়।

Krishna Prem. নষ্টাত্মানঃ=Those whose light is sunk in matter.

শ্রীধর। এই লোকায়তিক (নাস্তিক) দিগের দর্শন চর্চ্চা করিয়া মলিনচিত্ত হইয়া, অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানবাদী হয়।

ভক্তিপ্রদীপ। অহিতাঃ নষ্টাত্মানঃ=The evil and impure minded persons. অবষ্টভ্য এতাম দৃষ্টিম্= with such an angle of vision.

ভূপেন্দ্রনাথ। যাহারা সাধন করে না তাহারা কেহই আত্মাকে বুঝিতে পারে না; দেহটাই সব মনে করে, এইজন্য দেহটাকে পোষণ করিবার জন্যই তাহারা সমগ্র জীবন ব্যয় করে।...ইহাদের প্রকৃতি প্রায়ই হিংসা-প্রবল হয়; ইহাদের

এ জন্ম তো এই ভাবেই গেল, পরজন্মেও হিংস্র স্বভাব বশতঃ সর্পাদি হিংস্র কূলে জন্ম গ্রহণ করে।

(১০) তাহারা—

১০। কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমান মদান্বিতাঃ
মোহাদ্ গৃহীত্বা অসদ্ গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তে অশুচিব্রতাঃ।১০

পদচ্ছেদ। কামম্ আশ্রিত্য দুষ্পূরম্ দম্ভ-মান-মদান্বিতাঃ, মোহাৎ গৃহীত্বা অসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তে অশুচিব্রতাঃ।

অন্বয়। দম্ভমান মদান্বিতাঃ দুষ্পূরন্ কামম্ আশ্রিত্য মোহাৎ অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা অশুচিব্রতাঃ প্রবর্ত্তন্তে।

কঠিন শব্দ। দম্ভমানঃ মদান্বিতাঃ=দম্ভ অভিমান ও মদে মত্ত হইয়া দুষ্পূরম্ কামম্=ক্ষুধা কখনও তৃপ্ত হয় না এমন যে কামনা। অসদ্গ্রাহান্=কুসিদ্ধান্ত সমূহ অশুভসিদ্ধান্ত সমূহ (শঙ্কক); evil disposition (ভক্তিপ্রদীপ)। অশুচিব্রতাঃ=ভ্রষ্ট আচরণ সমূহকে ব্রত করিয়া, অর্থাৎ ব্যতিরেক বিহীনভাবে পালন করিতে থাকিয়া।

অনুবাদ। দম্ভ অভিমান ও মদে মত্ত হইয়া, ক্ষুধা যাহার তৃপ্ত হয় না এমন যে কাম, তাহার আশ্রয় লইয়া, মোহবশতঃ কুসিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করিয়া, ভ্রষ্ট আচরণ পালনে রত হইয়া, তাহারা অবস্থান করে।

রামানুজ। মোহেয় কারণে অজ্ঞানপুর্ব্বক অন্যায় যুক্ত কুৎসিৎ ভোগবস্তু সমূহ সংগ্রহ করিয়া বলপুর্ব্বক অবস্থান করে।

মধুসূদন। অসদ্ গ্রাহান্=অশুভবুদ্ধি সকল, যথা এই

মন্ত্রে এই দেবতার আরাধনা করিয়া রমণীদিগকে আকৃষ্ট করিব।

শ্রীধর। এই মন্ত্রে এই দেবতার নিকট এই পাইব ইত্যাদি অশুভ আগ্রহ। 'যাবদ্ জীবেৎ, সুখং জীবেৎ ঋণম্ কৃত্বা ঘৃতম্ পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনঃ কুতঃ।

রামদয়াল। ইহাদের চিন্তার শেষ নাই; মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহারা কামিনীকাঞ্চন চিন্তা লইয়াই উদ্বিগ্ন থাকে, কারণ ইহাদের মতে "খাও দাও মজাকর" ইহাই পরম পুরুষার্থ।

ভূপেন্দ্রনাথ। তাহারা দুষ্পূর কামনার বশবর্ত্তী হইয়া দম্ভ, মান এবং মদ এই তিনটীর সহিত সর্ব্বদা যুক্ত হয়। শাস্ত্র বিরুদ্ধ দুরাগ্রহ অবলম্বন করে, যথা অমুক দেবতার আরাধনায় ধনলাভ হইবে, কিম্বা কোন্ নায়িকা-সিদ্ধিলাভ করিয়া কাম ভোগার্থ স্ত্রীরত্ন পাওয়া যাইবে।—আহার ব্যবহার সব তমোগুণান্বিত।

Telang. অসদ্ গ্রাহান্ = False notions, such as that by propitiating a certain deity, they may obtain treasure and so forth.

১১। চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ।১১

পদচ্ছেদ। চিন্তাম অপরিমেয়াম্ চ প্রলয়ান্তাম্ উপাশ্রিতাঃ চ কামোপভোগ পরমাং এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ।

অন্বয়। প্রলয়ান্তাম্ অপরিমেয়াম্ চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ চ কামোপভোগ পরমাং এতাবৎ ইতি নিশ্চতাঃ।

কঠিন শব্দ। প্রলয়ান্তাম্ = মরণ পর্য্যন্ত। অপরিমেয়াম্ =

অনন্ত, যাহার ইয়ত্তা নাই এরূপ। কামোপভোগ পরমাঃ = ঈপ্সীত বিষয় ভোগই শ্রেষ্ঠ ভোগ। নিশ্চিতাঃ = নিশ্চিত বুদ্ধিশীল। (প্রলয় চারি প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক ; এখানে অর্থ, মরণ পর্য্যন্ত)।

অনুবাদ। অনন্ত বিষয়চিন্তাকে আমরণ আশ্রয় করিয়া, ঈপ্সীত বিষয়ভোগই শ্রেষ্ঠ ভোগ, ইহারা এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধিশীল।

রামানুজ। আজ বা কাল শতায়ু হবে, তবুও আপ্রলয়-ব্যাপী, পুর্ণতায় অপরিমিত চিন্তার আশ্রয় লয়। ভোগের উপভোগ পরম পুরুষার্থ এই জানে।

মধুসূদন। যোগক্ষেম আলোচনারূপ যে চিন্তা সেই চিন্তার বিষয় অনন্ত হওয়ায়, তাহাদের সেই চিন্তা আমরণ অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। কামোপভোগ পরমা = শব্দাদি বিষয়রূপ কামের উপভোগই পরম পুরুষার্থ।

চার্ব্বাক মত প্রবর্ত্তক বৃহস্পতি দর্শনের সূত্র "চৈতন্যবিশিষ্ট-কায় (শরীরই) পুরুষ বা আত্মা ; কেবল মাত্র কামই হইতেছে পুরুষার্থ।

শ্রীধর। কামের উপভোগই পুরুষের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন।

ভূপেন্দ্রনাথ। আসুরী প্রকৃতির মনুষ্যদের কামিনী কাঞ্চনই পরমপুরুষার্থ, সুতরাং তাহারা সর্ব্বদা কাম উপভোগের চিন্তা লইয়াই থাকে। মরণকাল পর্য্যন্ত তাহাদের এই প্রকার

অজস্র চিন্তার আর বিরাম হয় না।....তাহাদের ধারণা দেহান্তের পর কাহাকেও কোন কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতে হয় না।

১২। আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধ পরায়ণাঃ
ঈহন্তে কাম ভোগার্থমন্যায়েনার্থ সঞ্চয়াৎ ।১২

পদচ্ছেদ। আশা-পাশ-শতৈঃ বদ্ধাঃ কামক্রোধ-পরায়ণাঃ ঈহন্তে কাম-ভোগার্থম্ অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্।

অন্বয়। আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ কামক্রোধ পরায়ণাঃ কাম ভোগার্থম্ অন্যায়েন অর্থ সঞ্চয়ান্ ঈহন্তে।

কঠিন শব্দ। কামক্রোধপরায়ণাঃ = কামক্রোধের ভজনা-কারী সেবক থাকিয়া। ঈহন্তে = চেষ্টা করে।

অনুবাদ। শত শত আশারজ্জুতে বদ্ধ হইয়া, কাম ও ক্রোধের সেবক বা অধীন হইয়া, বিষয় ভোগের জন্য (উহারা) অন্যায় পুর্ব্বক অর্থাৎ অসৎ উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে।

মধুসূদন। যে বিষয়টির লাভ করিবার পন্থা অসাধ্য, অথবা যাহা লাভ করিবার উপায় অজ্ঞাত, তাদৃশ বস্তুর যে প্রার্থনা, তাহার নাম আশা।

ভূপেন্দ্রনাথ। যাহা কিছু লোকের দেখে বা শুনে তাহাতেই আকৃষ্ট হয় এবং আমারও সেইরূপ কিসে হয় তাহারই চেষ্টায় থাকে। যদি দৈবাৎ আশা সফল না হয়, তবে রাগিয়া আগুণ হয়, লোভের বশে মানুষকে খুন করিয়া ফেলে, পরস্ত্রীকেও বলপুর্ব্বক গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না।

শ্রীধর। কামভোগার্থ, চৌর্য্যাদি দ্বারাও অর্থসংগ্রহ করে।
৬

(১৩) তাহাদের জল্পনা এইরকম হয়—

১৩। ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ।১৩

পদচ্ছেদ। ইদম্ অদ্য ময়া লব্ধম্ ইদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ইদম্ অস্তি ইদম্ অপি মে ভবিষ্যতি পুনঃ ধনম্।

অন্বয়। ময়া অদ্য ইদম্ লব্ধম্ ইদম্ মনোরথম্ প্রাপ্স্যে মে ইদম্ ধনম্ অস্তি পুনঃ অপি ইদম্ ভবিষ্যতি।

কঠিনশব্দ। প্রাপ্স্যে=প্রাপ্ত হইব।

অনুবাদ। আজ আমাকর্তৃক ইহা লাভ হইয়াছে, এই অভিলষিত দ্রব্য পাইব। এই পরিমাণ ধন আছে, পুনরায় আরও হইবে।

রামানুজ। এই ভূমি পুত্রাদি আমি নিজ সামর্থ্যে পাইয়াছি, প্রারব্ধ ইহার কারণ নহে।

শঙ্কর। আগামী বর্ষে এত ধন পাইব, ধনবান হইয়া যাইব। **শ্রীধর।** তাহাদের অভিলাষ বলিয়া, নরক প্রাপ্তি বলিতেছেন চার শ্লোকে। মনোরথ=মনের প্রিয়বস্তু।

ভূপেন্দ্রনাথ। "আজ ২৫/ পেয়েছি। আরও ৫০/ পাবো একজনকে মেরে,—এই ৭৫/ হ'ল; আর ২৫/, তাহলেই ১০০/ (লাহিড়ী)। ধনমদে মত্ত ব্যক্তির হৃদয় এত ক্ষুদ্র হইয়া যায় যে অর্থের জন্য সে পিশাচের অভিনয় করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না।

১৪। অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।১৪

পদচ্ছেদ। অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ হনিষ্যে চ অপরান্ অপি, ঈশ্বরঃ অহম্ অহম্ ভোগী সিদ্ধঃ অহম্ বলবান সুখী।

অন্বয়। অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ অপরান্ অপি অহম্‌হনিষ্যে অহম ঈশ্বরঃ চ ভোগী অহম্ সিদ্ধঃ বলবান্ সুখী।

কঠিন শব্দ। অসৌ=ঐ। হনিষ্যে=বিনাশ করিব। ঈশ্বর=সকলকার প্রভু; (ভগবান, এ দম্ভপুর্ণ অর্থও হইতে পারে. কারণ ইহারা নিরীশ্বরবাদী. নিজেদেরই ভগবান বলিবে, ইহাতে বিচিত্র কি?)। ভোগী আমি উপভোগ করিব বলিয়াই তো সব কিছু। সিদ্ধ=সকল কৃতকৃত্যতায়যুক্ত (শ্রীধর) সফলকারী, কৃতার্থ।

অনুবাদ। ঐ শত্রু আমার দ্বারা হত হইয়াছে। অন্য শত্রুগণকেও আমি বিনাশ করিব। আমিই সকলকার প্রভু, ভোগ্য বস্তু সকলের তো উপভোগী আমিই। আমি সকল কৃতকৃত্যতায় যুক্ত, আমি ক্ষমতাবান, আমি সুখী।

শঙ্কর। দেবদত্ত নামক দুর্জ্জয় শত্রু মারিয়াছি, বলহীন শত্রু-দের কি কথা? আমি সকলপ্রকারে সিদ্ধ ও পুত্র পৌত্রাদি যুক্ত।

রামানুজ। বিনাশ তো আমিই করি। মন্দবুদ্ধি ও বলহীন মনুষ্য দ্বারা কল্পিত প্রারব্ধ কিছু নয়।

মধুসূদন। শুধু মারা নহে, তাহাদের স্ত্রী ও অর্থ সব গ্রহণ করি—'চ' শব্দের দ্বারা ইহাই বিবক্ষিত। ঈশ্বরোঽহম=আমি

কি কেবল মানুষ যে আমার তুল্য বা অধিক পরাক্রমশালী লোক থাকিবে? আমি ঈশ্বর, ইহারা আমার কি করিবে? কীদৃশ ঈশ্বর?=অহং ভোগী ইত্যাদি, অর্থাৎ ভোগের সকল প্রকার উপকরণ আমার আছে; আমি সিদ্ধ অর্থাৎ পুত্র, ভৃত্য প্রভৃতি সহায় সম্পন্ন; বলবান=তেজস্বী; সুখী=নীরোগ।

ভূপেন্দ্রনাথ। আমাকে কেউ কেটা মনে কোরো না। অমুক লোক, জানই তো কি রকম স্পর্দ্ধিত ও ধনবান ছিল, আমি তাহার স্পর্দ্ধা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছি। অমুককে তো উকুনের মত টিপিয়া মারিব।....অমুক লোক তো পাতা চাটিয়া বেড়ায়। আমি সিদ্ধ পুরুষ, চালাকি নয়, এখনই উহার ঘর ভূমি-সাৎ করিয়া দিব।...আমার মন্ত্রশক্তির প্রভাব তো জানে না।... আমিই তো ঈশ্বর।

Telang. সিদ্ধ= Perfect. Blessed with children etc. One who has done all he need do (Sridhara); sufficient in himself (Ramanuja).

১৫। আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া,
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ।১৫

১৬। অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ।১৬

পদচ্ছেদ। আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি কঃ অন্যঃ অস্তি সদৃশঃ ময়া যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে ইতি অজ্ঞান-বিমোহিতাঃ।

অনেক-চিত্ত-বিভ্রান্তা মোহ-জাল-সমাবৃতাঃ প্রসক্তাঃ কাম-ভোগেষু পতন্তি নরকে অশুচৌ।

অন্বয়। আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তি যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে ইতি অজ্ঞান বিমোহিতাঃ। অনেক চিত্তবিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতা কাম-ভোগেষু প্রসক্তাঃ অশুচৌ নরকে পতন্তি।

কঠিন শব্দ। অভিজনবান্=উচ্চ কূলে জাত বা বহু উচ্চ কুটুম্বশালী, I have many followers (ভক্তি প্রদীপ)। কঃ=কে। যক্ষ্যে=যজ্ঞ করিব। দাস্যামি=দান করিব। মোদিষ্যে=আনন্দ করিব। অনেক চিত্ত বিভ্রান্তাঃ=নানা অভিলাষে বিক্ষিপ্ত চিত্ত। অশুচৌ=অপবিত্র অর্থাৎ ঘৃণার্হ।

অনুবাদ। আমি ধনী, আমি উচ্চ কূলে জাত (বা বহু উচ্চ কুটুম্বশালী হই। আমার সমান আর কে আছে। আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনন্দ করিব। এই প্রকারে অজ্ঞানে অর্থাৎ ভ্রম পরম্পরায় মুগ্ধ, নানা অভিলাষে বিক্ষিপ্ত চিত্ত (মোহজালে দারুণ ভাবে বিষয়ভোগ সমূহে আসক্ত চিত্ত লোকেরা (মৃত্যুর পর) ঘৃণার্হ নরকে পতিত হয়।

(এই যে যজ্ঞ করিব, দান, করিব, ইহা আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য, সম্মান পাইবার জন্য ইহারা করে ; পুণ্যের ইহারা ধার ধারে না।)

শঙ্কর। যজ্ঞ করিব অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা অন্যদের অপমান করিব ; দয়া করিব অর্থাৎ নটদিগকে ধন দিব। আমি সাত পুরুষ শ্রোত্রিয় গুণসম্পন্ন। বৈতরণী আদি অশুদ্ধ নরক।

রামানুজ। আমি নিজ শক্তিতে ধনবান হইয়াছি, আমি নিজে নিজে উচ্চকূলে উৎপন্ন হইয়াছি, ঈশ্বর কৃপা বলিয়া কিছু নাই। আমি আপন সামর্থ্যে স্বয়ং যজ্ঞ করিব।

মধুসূদন। অচ্ছা, ধনবান বংশগৌরব কেহ না হয় তোমার তুল্য না থাকিল, কিন্তু যজ্ঞদানাদিতে তোমার সমান অনেক লোক আছে? এই শ্লোক তাহার উত্তর; আমি যজ্ঞের দ্বারা তাহাদের পরাভূত করিব। আঢ্য, অভিজনবান=ধনী, কূলীন।...স্তাবক ও নট দিগকে দান করিব। মোদিষ্যে=নর্ত্তকী দিগের সহিত প্রমোদ উপভোগ করিব।

বিদ্যানন্দ। যজ্ঞটজ্ঞ কোরবো ব্রাহ্মণদের হাত করতে।

শ্রীধর। যজ্ঞ করিয়া অন্য যাজ্ঞিকের নিকট প্রতিষ্ঠা পাইব। প্রশংসাকারিদিগকে দান করিব, ইত্যাদি।...জালদ্বারা বেষ্টিত মৎস্যের ন্যায় তাহার সেই মোহজনিত জালদ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে।

ভূপেন্দ্রনাথ। আমি এমন যজ্ঞ আরম্ভ করিব। তা দেখিয়া লোকের তাক লাগিয়া যাইবে।....ইহারা শিশ্নোদর পরায়ণ। মৃত্যু কালেও ঐ সব কদর্য্য চিন্তা করে, অতি নীচ যোনিতে জন্মায়।

১৭। আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধি পূর্ব্বকম ।১৭।

পদচ্ছেদ। আত্ম-সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধন-মান-মদান্বিতাঃ যজন্তে নামযজ্ঞৈঃ তে দম্ভেন অ-বিধি-পূর্ব্বকম্।

অন্বয়। তে আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ, ধন-মান-মদান্বিতাঃ অবিধি পূর্ব্বকম্ নামযজ্ঞৈঃ দম্ভেন যজন্তে।

কঠিন শব্দ। আত্ম সম্ভাবিতাঃ = আত্মপ্রসংশাকারী, নিজে নিজেকে যে শ্রেষ্ঠ মানে। স্তব্ধা = গর্ব্বে লোকের সঙ্গে কথা কহিতে চাহে না "গোমড়ামুখো" বা হাঁড়ি-মুখো অনিশুক, অবিনয়ী, "দেমাকে" (বিদ্যানন্দ), insolent (ভক্তিপ্রদীপ) নামযজ্ঞৈঃ = নামমাত্রযজ্ঞ করে। অবিধি পূর্ব্বকম্ = শাস্ত্রবিধি অনুসরণ না করিয়া। দম্ভ = গর্ব্ব (নামযজ্ঞের আর এক অর্থ নাম কিনিবার জন্য যজ্ঞ)।

অনুবাদ। আত্মশ্লাঘাকারী, অনিশুক (যাহারা গর্ব্বে লোকেদের সহিত কথা কহে না), ধনের মানের ঔদ্ধত্যের অহঙ্কারে স্থিত উহারা, কেবল নামে যজ্ঞ করে, তাহাও দম্ভের সহিত ও শাস্ত্র নির্দ্দেশ অননুযায়ী (মুণ্ডক ১।২।৪)

শঙ্কর। আত্মসম্ভাবিতাঃ = নিজেকে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন যে ভাবে, যদিচ সাধু দ্বারা সে রকম যে ভাবিত হয় না।

রামানুজ। স্বয়ংই নিজগুণ গান করে। স্তব্ধ = কিছু যে করে না অথচ নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে (রামানুজ)। বিনয় রহিত (শঙ্কর)।

মধুসূদন। আচ্ছা, তাহারা যখন যজ্ঞ করে, তখন নরকে কেন পড়িবে? তাহার উত্তর।

শ্রীধর। তাহাদের সব কিছু মোটেই সাত্ত্বিক হয় না; তাহা দুই শ্লোকে জানাইলেন।…ধন হেতু যে মান ও বৃথা গর্ব্ব হয়,

তাহা দ্বারা যুক্ত হইয়া কেবল নাম মাত্রে যে-সকল যজ্ঞ করে, অথবা "দীক্ষিত সোমযাজী" এইরূপ কেবল নামে বিখ্যাত হইবার নিমিত্ত যে-যে যজ্ঞ করে, উহা বিধান লঙ্ঘন পূর্ব্বক হইয়া থাকে।

ভূপেন্দ্রনাথ। অন্য কর্ত্তৃক সম্মান প্রাপ্ত না হইলেও, নিজেদের মহাসম্মানযোগ্য মনে করে।.. ফোঁটা তিলক করিয়া মালাগলায় দিয়া চক্ষু মুদিয়া বসে, যাহতে সকলে চরণে পড়ুক।.... নাম কিনিতে যজ্ঞ করে, দেবতার প্রতিও শ্রদ্ধা নাই, বেদবিধির প্রতিও লক্ষ্য নাই, ভক্তিও নাই, ইত্যাদি।

Telang. স্তব্ধা = Void of humility.

১৮। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ।১১

পদচ্ছেদ। অহংকারম্ বলম্ দর্পম্ কামম্ ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ মাম্ আত্ম পর-দেহেষু প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ।

অন্বয়। অহঙ্কারম্ বলম্ দর্পম্ কামম চ ক্রোধম্ সংশ্রিতাঃ অভ্যসূয়কাঃ আত্মপরদেহেষু মাম্ প্রদ্বিষন্তঃ।

কঠিন শব্দ। অহঙ্কার = অহংতা। কামম্ = উগ্র অভিলাষ, সকল প্রকার সুখ ভোগ করিব এইরূপ তীব্র ইচ্ছা। সংশ্রিতাঃ = অবলম্বনকারীরা। অভ্যসূয়কাঃ = অত্যন্ত অসূয়াকারীরা, মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া নিন্দাকারীরা। আত্মপরদেহেষু নিজ দেহে স্থিত এবং পর দেহে স্থিত। মাম্ = আমাকে, বে আমি পরমাত্মা ভাবে চৈতন্যস্বরূপ অন্তর্য্যামী ভাবে। প্রদ্বিষন্ত

=দ্বেষ করে, ক্রোধ করে, বৈরভাব প্রদর্শন করে। (১৮।৫৩ দেখ)।

অনুবাদ। অহঙ্কার, বল, দর্প, তীব্র অভিলাষ ও ক্রোধে অবস্থিত হইয়া, হিংসাপরায়ণ নিন্দাকারীরা, তাহার নিজ দেহে ও পরদেহে (শুধু পরদেহে নহে, তাহার নিজদেহেও সেই আমি আছি ইহা জ্ঞান না করিয়া), (সকলকার প্রতি বৈরভাব প্রদর্শন করিয়া, তাহার নিজ দেহেও অবস্থিত) আমার প্রতি, পরমাত্মার প্রতি বৈরভাব প্রদর্শন করে।

পরের প্রতি বৈরভাব প্রদর্শন করার অর্থ সেই দেহে অবস্থিত পরমাত্মাকে অপমান করা। তাহার অর্থ তাহার নিজ দেহে অবস্থিত পরমাত্মাকে আমাকে, শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করা, কারণ আমি সর্ব্বদেহে পরমাত্মা রূপে বিরাজমান; পরের ক্ষতি করার অর্থ নিজের ক্ষতিকরা; পরকে পীড়া দিলে কোন না কোন দিন নিজে পীড়া পাইতে হয়।

অভ্যসূয়ক হওয়ায় এক অর্থ, গুণের উপর প্রতারণাদি দোষারোপ করা। যথা, তাহারা গুরুজন বা হিতকামীদের অযাচিত করুণভরা উপদেশগুলিকে, 'ইহারা প্রতারণা করিতেছে' বলে।

নিজ দেহে ও পরদেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে, ইহার আর এক অর্থ আমার দ্বারা প্রবর্ত্তিত ও বেদাদিতে প্রদত্ত নিয়মাদি মানে না এবং অন্যকেও মানিতে দেয় না। আর এক ভাব এই আসে, আমিই যে সকলকার হৃদ্দেশে অন্তর্য্যামী

৭

সাক্ষীরূপে থাকি, সকলকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মত ভ্রামিত করাই, এ সব কথা তাহারা মানে না। প্রতি দেহই আমার মন্দির, এবং সেই জন্য শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য, এ বোধ তাহাদের নাই।

বিদ্যানন্দ। ক্রোধাদির আশ্রয়গ্রহণ করিয়া নিজ ও পরদেহে স্থিত আমাকে দ্বেষ করিয়া নিন্দা করিতে থাকে।

শঙ্কর। অহঙ্কার, অবিদ্যা নামক অতি জটিল দোষ, সমস্ত অনর্থময় প্রবৃত্তির মূল কারণ। কাম, ইহা স্ত্রীআদি বিষয়ক। অহংকার = অহং অহং করা।

মধুসূদন। আমাকে (ভগবানকে) যিনি আত্মদেহে অর্থাৎ সেই সমস্ত অসুরগণের দেহে, এবং পরদেহে অর্থাৎ তাহাদের প্রেমাস্পদ পুত্রকলত্রদেহে, প্রত্যেকের বুদ্ধি এবং কর্ম্মের সাক্ষীরূপে দ্রষ্টারূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন; তিনি সকলের প্রেমাস্পদ হইলেও, দৈবদুর্বিপাকবশতঃ তাহারা সেই ঈশ্বরকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখে, অর্থাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞাস্বরূপ শ্রুতি স্মৃতি-বিহিত কর্ম্মের অনুধ্যান করে না। শাস্ত্রবিধান উল্লঙ্ঘন করা ঈশ্বর বিদ্বেষ। অন্য ব্যাখ্যাঃ—চৈতন্যের অংশরূপে অবস্থিত রহিয়াছি সেই আমাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে থাকিয়া তাহারা যাগ করিতে থাকে। তাহাদের নিজের দেহে অবস্থিত আমাকে যে বিদ্বেষ, তাহার কারণ তাহাদের দম্ভপূর্ণ যে যজ্ঞ তাহাতে শ্রদ্ধা থাকে না বলিয়া, যজ্ঞে (কঠোর উপবাসমূলক দীক্ষাদি ক্রিয়া কলাপের দ্বারা অনর্থক কেবল আত্মার পীড়াই হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, যজ্ঞ অবিধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হওয়ায় সেই যজ্ঞে যে

সমস্ত পশু বধ করা হয়, তাহা অবৈধ হইয়া থাকে বলিয়া তাহাতে কেবল জীবহিংসা অর্থাৎ চৈতন্য দ্রোহই হয়। আর এক ব্যাখ্যা—আমার আত্মদেহের অর্থাৎ যে দেহ জীবাবিষ্ট নহে, বাসুদেবাদি নামে প্রসিদ্ধ ভগবানের সেই লীলাবিগ্রহে মনুষ্যত্বাদি ভ্রম করিয়া তাহারা আমার উপর বিদ্বেষ প্রকাশ করে। আর আমার পরদেহে অর্থাৎ প্রহ্লাদাদি নামে প্রসিদ্ধ আমার ভক্তগণের যে দেহ, যাহাতে আমি সর্ব্বদা আবির্ভূত থাকি। তাহার উপরও বিদ্বেষ পোষণ করিয়া তাহারা আমারই উপ বিদ্বেষ পোষণ করে।

Radhakrishnan. These malicious people despise Me dwelling in the body of themselves and others.

অরবিন্দ। তাহারা তাদের মধ্যে অবস্থিত ভগবানকে, মানুষের মধ্যে অবস্থিত ভগবানকে দ্বেষ ও তাচ্ছিল্য করে।

কৃষ্ণানন্দ। আসুর পুরুষগণের দেহাত্মবুদ্ধির বশীভূত হইয়া সর্ব্বদেহাবস্থিত ও প্রিয় হইতেও পরমপ্রিয় চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে প্রীতি করে না। জীবের নিজদেহে, স্ত্রী পুত্র ভার্য্যাদি ও পশ্বাদি অন্য দেহে চৈতন্যস্বরূপ আমাকে, অথবা রামকৃষ্ণরূপী আমার লীলাবিগ্রহে, অথবা ধ্রুব, প্রহ্লাদ ভক্তগণের দেহে আমার আবির্ভাবকে বিদ্বেষ করে।

রামদয়াল। এই অসুরদের দেহেও আমি আছি; তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-দেহেও আছি। কিন্তু হতভাগ্যগণ বহু কূট

যুক্তি দ্বারা আমার অস্তিত্বে দোষ আবিষ্কার করে। আমার স্পষ্ট আজ্ঞার প্রতিকূলে কার্য্য করে, আর যে সব সাধু মহাত্মাগণ আমার শাসন-বাক্যমত কার্য্য করে, তাহাদিগকে ভণ্ড, প্রতারক বলে ; বেদকর্ত্তারা ধূর্ত্ত, ভণ্ড, নিশাচর।

সন্তদাস। আপন ও পরদেহে অবস্থিত ঈশ্বররূপী আমার সর্ববনিয়ন্তৃত্ব অস্বীকার পুর্ববক, আমার দ্বেষ করে।

রামানুজ। অহঙ্কার = আমি অন্যের অপেক্ষা রাখি না, নিজেই সব কিছু করিয়া লই।....অহঙ্কারাদি আশ্রয়-গ্রহণকারী মনুষ্য নিজের শরীরে এবং অন্যের শরীরে স্থিত আমি পরমেশ্বরের নিন্দা করিতে ও আমার প্রতি দ্বেষ, অর্থাৎ কুৎসিৎ যুক্তির দ্বারা আমাতে দোষারোপ করিতে থাকে। অহঙ্কারাদি সকল দোষের আশ্রয় লইয়া যজ্ঞাদি করিতে থাকে।

শ্রীধর। অহঙ্কারাদি আশ্রয় করিয়া নিজ দেহে ও অপরের দেহগুলিতে চিদংশরূপে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করিয়া যজ্ঞ করে ; দম্ভের সহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হওয়ায়, শ্রদ্ধার অভাবে কেবল বৃথা আত্মপীড়াই হইয়া থাকে ; কারণ সেইরূপ অবিধির সহিত পশু প্রভৃতির প্রতিও হিংসা-কার্য্যে চেতনের দ্রোহই অবশিষ্ট থাকে, এইজন্য প্রদ্বিষন্তঃ পদ উল্লেখ করিলেন। অভ্যসূয়ক = সৎপথে প্রচলিত সজ্জনগণের গুণ সমূহ দোষারোপ-কারী।

ভূপেন্দ্রনাথ। অহঙ্কার দোষই সর্ববাপেক্ষা ক্লেশদায়ক, সর্ববপ্রকার অনর্থকর প্রবৃত্তি।....প্রতি দেহ-ঘটে যে এক আত্মারাম

বিরাজ করিতেছেন, এই দেহাত্মবাদীরা সে কথা জানেও না, মানেও না; তাই তাহারা সর্ব্বদেহে অবস্থিত, সর্ব্ব কর্ম্মের সাক্ষী আমাকে (আত্মাকে) প্রিয়বোধ করিতে পারে না, বরং বিদ্বেষ করিয়া থাকে। ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ কিরূপ? বেদ শাস্ত্রাদিতে ভগবানের যে আজ্ঞা রহিয়াছে, সেই আজ্ঞাকে অবজ্ঞা করিয়া অবহেলা করে। উহারা সাধুদের নিন্দা করে, বিদ্বেষ করে।

Telang. Hating Me in their own bodies and in those of others. (These is trouble to oneself in sacrifices and to animals killed by them.

১৯। তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।১৯

পদচ্ছেদ। তান্ অহম্ দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্, ক্ষিপামি অজস্রম্ অশুভান্ আসুরীষু এব যোনিষু।

অন্বয়। তান্ দ্বিষতঃ অশুভান্ ক্রূরান্ নরাধমান্ অহং সংসারেষু অজস্রম্ আসুরীষু যোনিষু এব ক্ষিপামি।

কঠিন শব্দ। দ্বিষতঃ=ভগবান বিদেষী ও সাধুভক্ত বিদ্বেষী। অশুভান্=মন্দকর্ম্মা। অজস্রম্=অসংখ্যবার। ক্ষিপামি= নিক্ষেপ করি। ("আমি" নিক্ষেপ করি ইহার অর্থ, আমার দ্বারা বিধিবদ্ধ যে কর্ম্মফল নিয়ম, তাহাই নিক্ষেপ করে; ভগবান সম্মোহহং সর্ব্ব বিষয়ে)।

অনুবাদ। সেই ভগবান-বিদেষী ও সাধুভক্ত-বিদ্বেষী।

মন্দকর্ম্মী, ক্রুরস্বভাবশালী নরাধমদিগকে, আমি সংসারে, আসুরিক যোনিতে অসংখ্যবার নিক্ষেপ করি। (তাহাদের কর্ম্মফলে তাহারা বারবার অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করে) (ঈশ্বর...ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি ইত্যাদি ১৮.৬১)।

স্বামানুজ। অসুর যোনি=ভগবৎ প্রাপ্তির প্রতিকূল যোনি। **শঙ্কর।** বিদ্বেষ, আমার প্রতি ও সাধুপুরুষ দিগের প্রতি। ব্যাঘ্র সিংহ আদি আসুরী যোনি।

সচ্চিদানন্দ। অহং গর্ভং দধামি, এই কথার অনুরূপ, অহংক্ষিপামি বলা হইল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সদসদ্ যোনিতে জন্মের কারণ, গুণসঙ্গ।

মধুসূদন। আসুরীষু যোনিষু=অতিক্রুর ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিতে।....ঈশ্বর ফলদাতা হওয়ায় তাহার ভিতর বৈষম্য (পক্ষপাতিত্ব) কিম্বা নৈর্ঘৃণ্য (করুণাহীনতা) নাই।...কর্ম্মফলই সব করায়, তাহাই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—এষ উহ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তডং যুমুন্নিলীয়তে ইত্যাদি (কৌ উপ ১।২।৮) (ইনিই তাহার দ্বারা সাধু-কর্ম্ম করান্, ইত্যাদি)।

স্বামানুজ। আমার অনুকূলতা বিরোধী যোনিতে নিক্ষেপ করি।

শ্রীধর। আমি সংসারে—জন্মমৃত্যুমার্গে, তাহাতেও আসুরী=অত্যন্ত ক্রুর স্বভাব ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিতে অনবরতঃ নিক্ষেপ করিয়া থাকি।

ভূপেন্দ্রনাথ। তিনি কূটস্থ চৈতন্য বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ,

তাঁহার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই। জীব নিজ নিজ কর্ম্মে ফল ভোগ করে। কিন্তু অচেতন কর্ম্ম ফল দিতে পারে না যদি কর্ম্মের সহিত কর্ম্মফল সংযোগ করিয়া, দিবার জন্য কোন চেতন কর্ত্তা না থাকে।...আসুর প্রকৃতির লোকদিগের চিত্ত আজ্ঞাচক্রের নীচে থাকে।...'সর্ব্বস্যচাহং ইত্যাদি (১৫।১৫) (সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত ইত্যাদি)....কর্ম্মফলে কুৎসিৎ যোনি প্রাপ্ত হয়।

(২০) সেইজন্য—

২০। আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।২০।

পদচ্ছেদ। আসুরীম্ যোনিম্ আপন্নাঃ মূঢ়াঃ জন্মনি জন্মনি, মাম্ অপ্রাপ্য এব কৌন্তেয় ততঃ যান্তি অধমাম্ গতিম্।

অন্বয়। কৌন্তেয়, মূঢ়াঃ জন্মনি জন্মনি আসুরীম্ যোনিম্ আপন্নাঃ মাম্ অপ্রাপ্য ততঃ অধমাম্ গতিম্ এব যান্তি।

কঠিন শব্দ। আপন্নাঃ = প্রাপ্তকেয়া, প্রাপ্ত হইয়া। যান্তি = প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ। হে কৌন্তেয় আসুরী যোনি জন্মে জন্মে প্রাপ্ত হইয়া, ও আমাকে না পাইয়া, সেই মূঢ়গণ আরও অধোগতি লাভ করে।

ঈশ্বর ফলদাতা হওয়ায়, তাঁহার বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব, কিম্বা নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ করুণাহীনতায় প্রসক্তি হইতে পারে না,

কারণ তিনি স্বতন্ত্রভাবে কিছু করেন না, কিন্তু জীবের কর্ম্মানুসারেই ফলদান করেন। বেদান্তদর্শন ২।১।৩৪)।

শঙ্কর। আমাকে না পাইয়া, অর্থাৎ আমার দ্বারা কথিত মার্গও না পাইয়া। **রামানুজ।** ভগবান বাসুদেবই সর্ব্বেশ্বর এই জ্ঞান না পাইয়া ইত্যাদি।

মধুসূদন। মাম্ অপ্রাপ্য = মদুপদিষ্ট বেদমার্গ না পাইয়া। তাহারা তমোবহুল জন্ম-লাভ করে বলিয়া তাহাদের বেদমার্গ... প্রাপ্তিই দুর্লভ, ঈশ্বর প্রাপ্তির তো কথাই নাই।

শ্রীধর। অধম গতি = কৃমি কীটাদি জন্ম।

ভূপেন্দ্রনাথ। পুর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ এই সকল লোকেরা এজন্মেও দুষ্টকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।....এই ভাবে শেষে ডোম চামার হয়।

(২১) এইবার এই আসুরী প্রকৃতির লোকদিগের অধোগতির মূল কারণ বলিয়া, প্রত্যেকে যেন সেই মূল কারণ হইতে নিজেকে বিমুক্ত রাখে বলিলেন। আসুরী প্রবৃত্তি অনন্তভেদের হইলেও, গোটামুটি যে ভেদ, প্রধান ভেদ বলিয়া দৃষ্ট হয়, তাহা সেই মূল কারণ গুলির জন্য ; তাহাদের নাশ করিলে সব দোষ নষ্ট হইয়া যায়।

২১। ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কাম ক্রোধ স্তথা লোভ স্তমাদেতৎত্রয়ং ত্যজেৎ।২১

পদচ্ছেদ। ত্রিবিধম্ নরকস্য ইদম্ দ্বারম্ নাশনম্ আত্মনঃ, কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ম্ ত্যজেৎ।

অন্বয়। কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ ইদম্ ত্রিবিধম্ নরকস্য দ্বারম্ আত্মনঃ নাশনঃ, তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ম্ ত্যজেৎ।

কঠিন শব্দ। নরকের দ্বার = কাম ক্রোধ ও লোভ, ইহারাই সকল অনর্থের মূল আর সেই জন্য নরক প্রাপ্তির হেতু হয় বলিয়া ইহাদিগকে নরকের দ্বার বলা হইল। আত্মনঃ নাশনঃ = আত্মঘাতীরা; নিজেদের অধোগতি প্রাপ্তি কারীরা; অধোগতি প্রাপ্তিই আত্মনাশ ইহারা মানুষকে মানুষ রাখে না, পশু করে, অসুর করে, তাহাতে পদার্থ বলিয়া কিছু থাকে না। 'কাহারা আমাদের পাপ করায়' অর্জ্জুনের এই প্রশ্নে ভগবান বলিলেন (৩·৩৭), কাম এষ, ক্রোধ এষ ইত্যাদি; সেখানে কামের ভিতর লোভও উপলক্ষিত ছিল, কারণ লোভও এক রকম কাম; এখানে ভগবান আরও স্পষ্ট করিয়া লোভের স্বতন্ত্রভাবেই নাম করিলেন।

অনুবাদ। কাম ক্রোধ ও লোভ, এই তিনটী নরকের ইহারা দ্বার, ইহারা মানুষকে আত্মঘাতী করায়, সেই জন্য এই তিনটাকে ত্যাগ করিবে। (বিষ্ণু স্মৃতি = ৩২।৫ । বিষয়ে আসক্তি কাম; তাহা ভোগ করিতে না পাইলে ক্রোধ (২।৬২,৬৩ ও ৩।৩৭) কিন্তু ভোগ করিতে পাইলেই কি নিস্তার? ভোগ্য বিষয় সমূহ যতই ভোগ করা যায়, ততই আরও অধিক ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়। ইহাই লোভ। (বিষ্ণু স্মৃতি ৩৩।৬)।

শঙ্কর। এই তিন প্রকারের দোষ নরক প্রাপ্তির। ইহাতে

প্রবেশ করিলেই আত্মার নাশ হয় অর্থাৎ কোন পুরুষার্থের যোগ্য থাকে না।

রামানুজ। এই অসুর স্বভাবরূপ নরকের কাম, ক্রোধ, ও লোভ তিন দ্বার। দ্বার, মার্গ বা হেতু বাচক। ইহারা আত্মার পতন করায়।

শ্রীধর। আসুরী দোষ গুলির মধ্যে সকল দোষের মূল তিনটি দোষ।...আত্মার ধ্বংসকারী অর্থাৎ নীচ যোনিতে পরিচালক।

ভূপেন্দ্রনাথ। আসুরী সম্পাদের প্রকার অনন্ত হইলেও কাম, ক্রোধ ও লোভ তিনটি মুখ্য। নরক প্রাপ্তির এই তিনটি দ্বার, যে দ্বারে প্রবিষ্ট হইলে আত্মা নাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আর কোন পুরুষার্থের যোগ্য হইতে পারে না। এই তিনটিকে ত্যাগ করিতে পারিলে আসুরী সম্পদ পরিহার করা যায়।

২২। এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ।২২

পদচ্ছেদ। এতৈঃ বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমঃ-দ্বারৈঃ ত্রিভিঃ নরঃ আচরতি আত্মনঃ শ্রেয়ঃ ততঃ পরাম গতিম্ যাতি।

অন্বয়। কৌন্তেয়, এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি ততঃ পরাম গতিম্ যাতি।

কঠিন শব্দ। তমোদ্বারৈঃ = অন্ধকারময় দ্বার হইতে অর্থাৎ নরকের দ্বার হইতে (ঈশ উপ ৩)।

অনুবাদ। কৌন্তেয়, এই ত্রিবিধ অন্ধকারময় নরকের

দ্বার হইতে বিমুক্ত পাইতে মানুষ নিজ কল্যাণ সাধনের আচরণাদি করে, (অর্থাৎ করিতে সমর্থ হয়) ও তখন পরম গতিতে যায়। পরমগতি অর্থাৎ যে অবস্থায় যাওয়া হইতে আর কোন উচ্চ গতি নাই। ভগবৎ ধাম, পরাগতি সব এক অর্থবাচক।

পরাগতি = ভগবান (রামানুজ) ; মুক্তি (শ্রীধর, বলদেব) ; মোক্ষ (শঙ্কর)।

মধুসূদন ঃ তমোদ্বারৈঃ = নরকের সাধন। আত্মনঃ শ্রেয়ঃ = নিজ হিতকর ; শ্রেয়ের অনুষ্ঠানের ফলে সেই ব্যক্তি ইহকালে সুখ ভোগ করে, সম্যক জ্ঞানকে দ্বার করিয়া, পরমাগতি, মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি, তারপরে সম্যক ধীরূপ তত্ত্বজ্ঞান, ও তাহা হইতে মোক্ষ ।

শঙ্কর ঃ দুঃখ ও মোহরূপ অন্ধকারময় নরকের দ্বার স্বরূপ এই কামাদি ইত্যাদি।

রামানুজ ঃ আমি (ভগবান) রূপ পরমগতিকে পায়। **শ্রীধর ঃ** এই তিন দোষ হইতে মুক্ত থাকিয়া মানব আপনার মঙ্গলের উপায় তপস্যা ও যোগাদি আচরণ করেন ও তৎফলে মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ চিত্ত উপদ্রবশূন্য না হইলে কেহই শ্রেয়ঃ সাধনে কৃতকার্য্য হয় না। প্রাণ ক্রিয়া করিলে, প্রাণের গতি ইড়া পিঙ্গলা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুষুম্নায় প্রবেশ করিবে। এই সুষুম্নায় প্রাণের গতি হইলে পরাগতি লাভ হয় অর্থাৎ সহস্রারে স্থিতি হয়। ইহাই জীবের সর্ব্বোত্তম গতি।

২৩। যঃ শাস্তবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখম্ ন পরাংগতিম্।২৩

পদচ্ছেদ । যঃ শাস্ত্র বিধিম্ উৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ ন সঃ সিদ্ধিম্ অবাপ্নোতি ন সুখম্ ন পরাম গতিম্।

অন্বয় । যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য কামকারতঃ বর্ত্ততে, সঃ ন সিদ্ধিম্ অবাপ্নোতি ন পরাম্ গতিম্ ন সুখম্।

কঠিন শব্দ । উৎসৃজ্য=উৎসর্গ অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া ? কামকারতঃ=যথেচ্ছাচারী হইয়া, স্বর্গাভিলাষ অনুসরণকারী হইয়া। বর্ত্ততে=অবস্থান করে ; কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় সিদ্ধি=আত্মতুষ্টি কৃতকৃত্যতা কার্য্যে সফলতা ; অভিলষিত দ্রব্য লাভ, পুরুষার্থ যোগ্যতা (শঙ্কর ; পুরুষার্থ প্রাপ্তি। মধুসূদন)।

সুখ=ঐহিক ও পারত্রিক সুখ যথা ইহ জন্মে পুত্র পৌত্র ও বহুধনাদি লাভ ও মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ। পরাং গতিম্, পূর্ববশ্লোকে ব্যাখ্যাত ; ভগবানে বিলীন হওয়া বা অনন্তকাল তাঁহার পার্ষদ হইয়া থাকা (১৪।২)।

অনুবাদ । যে, শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া, যথেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধিও পায় না, সুখও পায় না, পরমগতিও লাভ করে না।

দৈবী ও আসুরী সম্পদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান একটি নূতন কথা আনিলেন, তাহা শাস্ত্র। কিন্তু এ কোন্ শাস্ত্র ? সকল দেশের শাস্ত্র এক নহে ; এবং এক দেশের সকল শাস্ত্র এক নহে। পারমার্থিক ভাবে সকল শাস্ত্র এক কথাই বলে, কিন্তু বক্ষ্যমান

ব্যাপারটা সে ভাবের ভিতর পড়ে না। শাস্ত্র কি বলে এ প্রশ্নের উত্তর যাহা বিভিন্ন লোকের মনে আসে, তাহার পারস্পরিক আলোচনা কেবল মারামারিই আনে। শাস্ত্র অর্থে, হিন্দু মতে, বেদ বেদাঙ্গাদি অষ্টাদশ শাস্ত্র (চার বেদ ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ ; ও ষড়দর্শনের ভিত্তি মীমাংসা ও ন্যায় ; ও স্মৃতি, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র)। ইহাদের ভিতর যাহা সাধারণে বিদিত প্রথম স্তর, অর্থাৎ পুরাণাদি, তাহা এত সাম্প্রদায়িকতায় পূর্ণ এবং অর্থবাদে ভরা, যে তাহার সামান্য পঠন পাঠন, বিসম্বাদ ও অবিশ্বাস আনিয়া দেয়। পুরাণের উপরের স্তরে স্মৃতি শাস্ত্রাদি অবস্থিত। কিন্তু ইহা যেমন যেমন সময় আসিয়াছে, সেই সেই সময়ের উপযোগী ভাবে রচিত হইয়াছে বলিয়া, একের সহিত সর্ব্বত্র অন্যের মিল আসে নাই। এক স্মৃতিকারের হিসাবে যে ক্রিয়া দোষের, অন্যের হিসাবে তাহা নহে। এক স্মৃতিকার বিধবা বিবাহ অতি দোষের বলিয়াছেন, আর একজনের চক্ষে তাহা দোষের হয় নাই। তাহা ছাড়া, পাপী কিছু টাকা দিলেই তাহার পাপ থাকে না, ইহাই সাধারণ ব্যবস্থা হইয়াছে ।

এই সব কারণে, অনেকেই এই শ্লোকের ও পূর্ব্বের শ্লোকের, শাস্ত্র শব্দের অর্থ বেদ লইয়াছেন, এবং বলিয়াছেন ঐ অর্থই যুক্তি সঙ্গত, কারণ বেদই সকল শাস্ত্রের মূল, সকল স্ব-অনুশাসনের ভিত্তিস্বরূপ। অবশ্যই ইহা ঠিক ; অষ্টাদশ শাস্ত্র ও প্রস্থানত্রয়, এই বেদেরই শাখা প্রশাখা। কিন্তু বেদে কি আছে, হয়তো

হাজারে বা দশহাজারে মাত্র একটি লোক জানেন, এবং তিনিও অন্তর্নিহিত অর্থ জানেন কিনা সন্দেহ। তাহা ছাড়া, বেদ তো মাত্র হিন্দুদেরই শাস্ত্র, অন্যদের নহে। এইরূপ যখন অবস্থা, তখন "আমি কি করিব, বা আমার কাজটা ঠিক হইল কিনা" তাহা প্রতি ক্ষেত্রে বেদের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া সম্ভবও নহে, এবং সকলে, যথা অহিন্দুরা, বেদের নিকট যাইবেও না। বেদেরও কি কিছু ঠিক আছে ? যজুর্ব্বেদ বলে, শূদ্র বেদ শিক্ষা করিতে পারে, অন্য বেদ তাহা করিতে দেয় না। তার পরে ব্যাখ্যাতা ? কোন্ ব্যাখ্যাতার ব্যাখ্যা লইব ?

কিন্তু অত ঝামেলাতে আমরা কেন যাইব ? আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আমরা বারবার বলিয়াছি যে গীতায় যেখানে কূট প্রশ্ন আসিয়াছে, গীতা নিজেই তাহার উত্তর দিয়াছে, কাছাকাছি স্থানেই। গোটেই অধ্যাহার করিয়া, মন গড়া কথা আনিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয় না। এই ব্যাপারটিও ঐ বিষয়ের একটি উদাহরণ। ইহা ষোড়শ অধ্যায় ; ইহার অব্যবহিত পুর্ব্বের অধ্যায়, অর্থাৎ পঞ্চদশ অধ্যায় দেখিলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে। বালকও বুঝিতে পারিবে যে সেই খানকারই "শাস্ত্র" শব্দ এই খানে আসিয়াছে, যে "শাস্ত্র" সম্বন্ধে সেই খানে বলা হইয়াছে (১৫।২০) "ইদং গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ"॥ জ্ঞানাত্মক ও বিজ্ঞানাত্মক, দুই রকমের নির্দ্দেশ হয় ; উহাদের অর্থ কি, তাহা আমাদের দ্বারা গীতার যথা যথা স্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ের এই "শাস্ত্র" সম্বন্ধে জ্ঞানাত্মক

নির্দ্দেশ, "যো মামেব....জানাতি পুরুষোত্তম" ইত্যাদি (১৫।১৯); আর বিজ্ঞানাত্মক নির্দ্দেশ "অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্, অসঙ্গ শস্ত্রেন দৃঢ়েন ছিত্বা, ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ (১৫।১-৪)। ইহা কোন দেশ কাল সাপেক্ষ, বা কোন মতবাদের নির্দ্দেশ নহে। সেই জন্য ইহা একটি বিশেষ মূল্যবান নির্দ্দেশ। টীকাকারেরা শাস্ত্রের অর্থ দিতে নানা কথা কহিয়াছেন; এই পঞ্চদশ অধ্যায়ের উপর কেন তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে নাই, বুঝিলাম না। ঐ অধ্যায়ের গোড়ার শ্লোকগুলির, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে যে ব্যাখ্যা আসিয়াছে, সেই ব্যাখ্যায় আমরা বলিয়াছি যে, অতীত হইতে বর্ত্তমান, বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে, অর্থাৎ ঊর্দ্ধ হইতে নীচের দিকে বিবর্দ্ধমান কর্ম্মফল বৃক্ষকে, অসঙ্গ অর্থাৎ অ-তদাত্মকস্বরূপ অস্ত্রের দ্বারা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাই ঐ স্থানের বিজ্ঞানাত্মক অর্থ। এই "আমি বা আমার" ভাব মনে রাখা, ইহাই সকল অনর্থের মূল) দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় জোরের সহিত বলা হইয়াছে যে যাহাকে সকলে, আত্মানাত্মবিবেক নামে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূলে অবস্থিত তত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা এই "আমি ও আমার" ত্যাগ; "নির্ম্মম, নিরহঙ্কার" হওয়াই ব্রাহ্মীস্থিতি (২।৭২)। "আমি ও আমার" ইহাকে পরমহংসদেব তাঁহার অনবদ্য ভাষায় বলিয়াছেন, "কাঁচা আমি"। পঞ্চদশ অধ্যায়কে গীতা তো গুহ্যতক শাস্ত্র বলিয়াইছে, শঙ্কর প্রমুখ জ্ঞানবাদীরাও ইহাকে সকল শাস্ত্রের সার বলিয়াছেন। "আমি ও আমার" ত্যাগই মূল কথা; সেই জন্য তাহাই শাস্ত্র, যাহাতে এ

নির্দ্দেশ পাওয়া যায়।। স্বধর্ম্ম অর্থাৎ সহজাত ধর্ম্মপালনের মূলে ইহাকে রাখিতে হয় বলিয়া, যাহাতে সেই স্বধর্ম্ম পালনের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তাহাই শাস্ত্র; হিন্দু মুসলমান নিরপেক্ষ শাস্ত্র। "আমার" ভাল লাগা, বা "আমার" মন্দ লাগা, ইহাতে আনা হয় না। মন্দ লাগিলেও, স্বধর্ম্ম পালন করিতে হইবে, কারণ 'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ (৩।৩৫ ; ১৮।৪৭)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই স্বধর্ম্ম পালনের কথা কোথায় আসিয়াছে, খুঁজিলেই পরিদৃষ্ট হইবে যে ইহা আসিয়াছে, আত্মানাত্মবিবেকের কথার পরেই। ভগবান অর্জ্জুনকে এই স্বধর্ম্ম পালন করাইয়াই ছাড়িলেন।

মুখ্যতঃ তাহাই শাস্ত্র যে অনুশাসনের কেন্দ্রীয় কথা "আমি ও আমার ত্যাগ"; ইহার সহিত সার্ব্বভৌমিকতা যদি থাকে, তাহা হইলে তো কথাই নাই। এই হিসাবে রাগ দ্বেষ পরিহারের অনুশাসনকেও শাস্ত্র শব্দের ভিতর ফেলা যায়। অর্জ্জুনের ৩।৩৩ শ্লোকে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে ভগবান যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই পাই আমরা এ অধ্যায়েও, এই শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কথা গুলির অব্যবহিত পূর্ব্বে, অর্থাৎ এই কথা গুলিতে যে কাম ক্রোধ ও লোভ, ইহারা নরকের তিনটা দ্বার, অর্থাৎ নরক প্রাপ্তির হেতু হয়, যদি মানুষ "কামকারতঃ"! অর্থাৎ "আমি ও আমার" বিসর্জ্জন না দিয়া, নিজের ইচ্ছায় চলে। এরূপ যে চলে সে সিদ্ধিও পায় না, সুখও পায় না, পরমগতিও পায় না। নীতি শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিতে হইবে যদি তাহার অনুশাসন গুলি সার্ব্বভৌমিক হয়, ও আমি ও আমার পরিত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

শাস্ত্র কি, তাহার আরও এক সার্ব্বভৌমিক ব্যাখ্যা আমরা দিতে চাই। গীতা ইহারও ইঙ্গিত দিয়াছে, এবং অতি নিকট স্থলেই, অর্থাৎ এই অধ্যায়ের প্রথমেই দিয়াছে; তাহা দেবী সম্পদে যুক্ত থাকা। শাস্ত্রের ইহা অতি পরিষ্কার ব্যাখ্যা। শাস্ত্র শব্দের বিশেষ প্রচার দশবিধসংস্কার, পূজা, উপাসনা ইত্যাদির অনুশাসন সম্বন্ধে; সেই জন্য শাস্ত্রের তৃতীয় (বা সংকীর্ণ অর্থ ভাবে লওয়া যাইতে পারে পূজাদিতে প্রযুক্ত ক্রিয়া ও মন্ত্রাদি সমষ্টি। ইহা ঐ সম্বন্ধীয় প্রায় সব পুস্তকে একই রকমের পাওয়া যায়। প্রত্যেক ধর্ম্মে তাহার নিজস্ব ক্রিয়া ও মন্ত্রাদি থাকে, যাহা সেই ধর্ম্মস্থ লোকদিগের দ্বারা অব্যভিচারী ভাবে কৃত ও পঠিত হইতেই হয়, যথা সকল স্থানের মুসলমানেরা মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়া নমাজ পাঠ করে। ইহার পরের অধ্যায়ে শাস্ত্রের এই মন্ত্র ক্রিয়াত্মক অর্থ রাখা হইয়াছে। প্রস্থানত্রয়কে (উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতাকে "শাস্ত্র" বলিলে একটু গোল এই হয় যে ব্রহ্মসূত্র, সূত্রভাবে লিখিত থাকায়, বোঝা মুস্কিল, ও উপনিষদে পরস্পর-বিরুদ্ধ অনেক কথা আছে। গীতায় সঙ্গতি কোথাও ব্যাহত হয় নাই, ইহা আমরা আমাদের টীকায় পূর্ণ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছি। গীতাই শাস্ত্র, এবং উপরে দেখানও হইয়াছে, গীতা নিজেই শাস্ত্রের এই ইঙ্গিত দিয়াছেন। বুঝিয়া বুঝিয়া গীতা পড়িলে এবং পুরুষোত্তম-চরণে, অর্জ্জুনাত্মক জগৎবাসীর সারথির চরণে মন রাখিলে আর কোন শাস্ত্র পড়িবার প্রয়োজন হয় না। সেই সারথি, ভক্তকে ঠিক পথেই লইয়া যান। তাই গায়ত্রীতে প্রার্থনা করা হইয়াছে,

"ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"। শাস্ত্রের ব্যাপক অর্থ অনুশাসন সমষ্টি ধরিয়া অনেক কিছুকে শাস্ত্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যথা আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব বেদ ; এই ভাবে অঙ্ক শাস্ত্রও শাস্ত্র, চুরিবিদ্যার শাস্ত্রও শাস্ত্র। পারমার্থিক ভাবে গীতাই একমাত্র শাস্ত্র।

অরবিন্দ। শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার গীতায় (শ্রীঅনিলবরণ রায় কৃত অনুবাদ) দেব ও অসুর প্রবন্ধে শেষ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন "শাস্ত্র বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহা সেই অধ্যাত্ম নীতি নহে, যদিও ইহার উচ্চতম স্তরে যেখানে ইহা অধ্যাত্মভাবে জীবন যাপন করিবার বিদ্যা ও প্রয়োগ নীতি (গীতা নিজের শিক্ষাকেই উচ্চতম ও গুহ্যতম শাস্ত্র বলিয়াছেন, ১৫।২০) সেখানে ইহা সাত্ত্বিক প্রকৃতি যেমন করিয়া নিজেকে অতিক্রম করিতে পারে, তাহার বিধি নিরূপণ করিয়া দে —পরম লক্ষ্য হইতেছে, আত্মার মুক্তি।

মধুসূদন। শাস্ত্র বিধি=যাহার দ্বারা শিষ্ট অর্থাৎ অনুশিষ্ট হয় অর্থাৎ অপূর্ব্ব অর্থ (যাহা অন্য প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না তাহার অর্থ) বোধিত হয় তাহা শাস্ত্র ; সুতরাং শাস্ত্র বলিতে বেদ এবং তদুপজীবি (সেই বেদমূলক) স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিকে বুঝায়।....কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য জ্ঞানের হেতু এবং যাহা বিধি নিষেধ এই নামে প্রসিদ্ধ সেই শাস্ত্র-বিধি ··· বিধি ও নিষেধ ছাড়াও যে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র থাকে তাহা সূচিত করিবার জন্য শাস্ত্রবিধি এই পদে বিধি এই শব্দ প্রযুক্ত

হইয়াছে। উৎসৃজ্য = অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া। কামকারতঃ বর্ত্ততে = স্বেচ্ছামাত্রে প্রবৃত্ত হয়, বিহিত কর্ম্ম করে না।

বিদ্যানন্দ ঃ শাস্ত্র = ষড়ঙ্গবেদ ও তাহার আশ্রয়ে রচিত ইতিহাস পুরাণ। আসুরী গুণের ত্যাগ ও দৈবী গুণের সম্পাদন এই শাস্ত্রের বিধিতে হওয়া উচিত। কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের জ্ঞান। স্বর্গাদি প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি। আত্মার সমাধান কারক সাত্ত্বিক সুখ।

শ্রীধর ঃ স্বধর্ম্মের আচরণ ব্যতীত কামাদির ত্যাগ সম্ভব নহে। যে মানব, বেদবিহিত ধর্ম্মত্যাগ করিয়া কামাচারে থাকে অর্থাৎ যথেচ্ছ আচরণ করে, সে সিদ্ধি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, সুখ অর্থাৎ শান্তি এবং শ্রেষ্ঠগতি অর্থাৎ মোক্ষ পায় না।

Modi. This will mean that the শাস্ত্র here is the Gita শাস্ত্র (৩।১৯,২১)।

রামানুজ ঃ শাস্ত্র নাম বেদের, বিধি নাম অনুশাসনের। বেদরূপ আমার অনুশাসন ত্যাগ করিয়া যে নিজের মার্গে চলে, যে পারলৌকিক সিদ্ধি পায় না; এই লোকেও কিঞ্চিৎ ভোগ-সুখ পায় না, তখন পরমগতি পাইবে কি করিয়া।

শঙ্কর ঃ বিধি = কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য জ্ঞানের যে সব বিধি নিষেধ বোধক আদেশ আছে ইত্যাদি। সিদ্ধি = পুরুষার্থের যোগ্যতা। পরমগতি = স্বর্গ বা মোক্ষ।

মতিলাল ঃ অষ্টাদশ শাস্ত্র = চারবেদ + ছয় বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ) + মীমাংসা,

ন্যায়, পুরাণ, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ববেদ, অর্থশাস্ত্র। মীমাংসা ও ন্যায়, ষড়দর্শনের ভিত্তি) স্মৃতি :—মনু, অত্রি, হারীত, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্যাদি রচিত। গীতাও স্মৃতি শাস্ত্র। (মতিলাল এই ১৮ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন) ।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ শাস্ত্র বলিতে বেদকেই বুঝায়. এবং বেদানুগত স্মৃতি পুরাণকেও শাস্ত্র বলে, কিন্তু স্মৃতি, পুরাণ যদি কোন স্থানে বেদ বিরুদ্ধ হয়, তবে তাহার প্রামাণ্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন না। যাহা অজ্ঞাতবস্তু, শাস্ত্র তাহার জ্ঞাপক। যে বস্তু আছে, অথচ আমরা জানিতে পারি না, শাস্ত্রই তাহার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়. অথবা সেই অজ্ঞাত বস্তুকে জানিবার জন্য কতকগুলি বিশেষবিধি বা সাধনা থাকে, সেই বিধির বোধকও শাস্ত্র বা বেদ। এই বিধি "অপূর্ব্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্যা" ভেদে তিনপ্রকার। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়ে যে উপদেশ তাহাই "অপূর্ব্ব বিধি"। যেমন 'স্বর্গকামী ব্যক্তি অগ্নিহোত্র করিবে' "প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে"।...যাহা আংশিক অজ্ঞাত ও আংশিক জ্ঞাত, তাহাকে "নিয়ম" বলে, যেমন ধান্যকে নিস্তুষ করিতে অনেক উপায় আছে, তন্মধ্যে উদূখলে কুটিয়া যে অন্ন হইবে, তাহাতেই যজ্ঞ করিতে হইবে।...পশুমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশ পঞ্চনখ-প্রাণী ব্যতীত অন্য পশুর মাংস খাইবে না, এই বিধির নাম "পরিসংখ্যা"।

২৪। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ।২৪।

পদচ্ছেদ। তস্মাৎ শাস্ত্রম্ প্রমাণম্ তে কার্য্য-অকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ, জ্ঞাত্বা শাস্ত্র-বিধান-উক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুম্ ইহ অর্হসি।

অন্বয়। তস্মাৎ তে ইহ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ শাস্ত্রম্ প্রমাণম্ জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তম্ কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি।

কঠিন শব্দ। ইহ=এই বা এই কর্ম্মভূমিতে; কর্ম্মাধিকারে থাকিয়া। (শ্রীধর, শঙ্কর) কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ=কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নিরূপণের জন্য। অর্হসি=যোগ্য।

অনুবাদ। অতএব এই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নিরূপণে, শাস্ত্রকেই প্রমাণ বলিয়া জানিবে; ইহা জানিয়া শাস্ত্রের দ্বারা ব্যবস্থিত কর্ম্ম সমূহ করিতে নিজেকে যোগ্য কর। দৈবী ও আসুরী সম্পদের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ে একটি নূতন গুরুত্ব-পূর্ণ কথা আনিলেন, তাহা শাস্ত্র। পূর্ব্ব শ্লোকের আলোচনায় আমরা শাস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছি, এবং স্বধর্ম্ম বা নিজ নিজ সহজাত ধর্ম্ম জানিবার জন্য শাস্ত্রই অর্থাৎ স্মৃতি শাস্ত্রাদি, যাহাতে স্বধর্ম্ম বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, এইরূপ শাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া তাহাদিগকে মান্য দিবে ও তদনুসারে চলিবে, তাহাও বলিয়াছি। সহজাত ধর্ম্ম পালন গীতার কেন্দ্রীয় কথা, এবং তাহা কেন, তাহাও বলিয়াছি। এই শ্লোক সেই ভাবে ১৮।৪১-৪৪ শ্লোকের মুখবন্ধ।

শাস্ত্রের অতি সাধারণ অর্থ, যে অর্থ পূজাদিতে পাই, তাহাও পূর্ব্ব শ্লোকে আছে, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্জ্জুন ঐ সাধারণ অর্থ লইয়াছিলেন, পরের অধ্যায়ে তাহা পাইব।

সেই ভাবে, এই শ্লোক দুটি পরের অধ্যায়ের যোগসূত্র। অথবা দৈবী সম্পত্তিই শাস্ত্র, উহাই কর্ত্তব্য নির্দ্দেশক।

মধুসূদন। শাস্ত্রম্=বেদ বা বেদোপজীবি (বেদমূলক) স্মৃতি পুরাণাদিই, ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব বোধক প্রমাণ। এই কর্ম্মাধিকার ভূমিতে অর্থাৎ মনুষ্য লোকে শাস্ত্র বিধানের দ্বারা, অর্থাৎ "ইহা করিবে", "ইহা করিবে না", এইরূপ বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ বাক্য সমূহ বিদিত হইয়া নিষিদ্ধকর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ কর্ম্ম, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধাদি কর্ম্ম, তাহাই তোমার তাবৎ কাল পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, যাবৎ না সত্ত্বশুদ্ধি জন্মে।··· শাস্ত্র মধ্যে যে কর্ম্ম যে অধিকারীর পক্ষে যে ভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যথাযন ভাবে প্রতিপালন করিলে, তবেই ধর্ম্ম হইবে, তাহার অন্যথা করিলে ধর্ম্ম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায় না।

Gandhi Desai. Shastra does not mean the rites and formulae laid down in the so-called dharma Shastras but the path of self restrain laiddown by the seer and the Saints....The Shastra referred to here is none other than the Shastra expounded by the Gita in the doctrine of the detached or dedicated or selfless action .... It would be absurd if after expounding so thoroughly the doctrine of selfless work and of

the worship of the One, the Gita should spring a surprise upon thc readers by asking them to go to the scriptures for determining the course of their action.

Krishna Prem. Shastra it the highest sense means the Three fold Ruler (শাসকত্রয়) the manas united with buddhi and mahat, or in plain language, ths inner knowledge that is revealed in the heart by the spiritual intuition,

অরবিন্দ। গীতার নিজের শিক্ষাকেই উচ্চতম ও গুহ্যতম শাস্ত্র বলিয়াছে (১৯।২০)।....সকল শাস্ত্রই কতকগুলি শিক্ষা মূলক ব্যবস্থা ও ধর্ম্ম লইয়া গঠিত, ইহা উপায় মাত্র, লক্ষ্য নহে। পরম লক্ষ্য হইতেছে আত্মার মুক্তি, তখন জীব সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার কর্ম্মের একমাত্র নীতির জন্য ভগবানের অভিমুখী হয়, সাক্ষাৎ ভাবেই ভগবৎ ইচ্ছা হইতেই কর্ম্মকরে, ধর্ম্মের মধ্যে নহে, আত্মার মধ্যেই বাস করে।

Radhakrishnan The promptings of desire (xviii-59), the guidance of law (xvi-24 and the spirituality of spirit (I8;64.I1 33' are the three stages.

রামদয়াল। শাস্ত্র অর্থে প্রধানতঃ বেদকেই লক্ষ্য করি-

তেছে।...অনন্ত শাস্ত্র বহুবেদিতব্যং, স্বল্পস্ত কালো, বহবশ্চ বিষয়ঃ।...পরব্রহ্মকে জানিবার জন্য শাস্ত্র।

শঙ্কর। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের ব্যবস্থাতে, তোমার জন্য শাস্ত্রই প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির সাধন।

সচ্চিদানন্দ। অসঙ্গ পূর্ব্বক কর্ম্মকরাই বিধি। সিদ্ধি অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্য। "ব্যবস্থিতি" পদের দ্বারা আগামী অধ্যায়ের নিষ্ঠা-নিচয় সূচিত হইল।

শাস্ত্র। মনু স্মৃতি ইত্যাদি (শঙ্কর) ; Law Books (Deussen ; Vedas (Hilt) শাস্ত্র কি ? শাস্তা কে ? আমরা পাই অনুশাসিতারম (৮।৯) ভগবানকে ; গুরুর্গরীয়ান্ (১১।৪৩) তাঁহাকেই পাই (১৫।১৫, ১৩।১৭) ; ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং (১৮।৬১)।

ভগবানের আজ্ঞাই শাস্ত্র, মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে (৮।১১)। গীতা ভগবানের প্রত্যক্ষ ভাবণ তথাপি যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তাহা হইলে, যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠ (৩।২১) অন্য যখন কিছু পাওয়া যাইতেছে না, তখন তাহাকেই আদর্শ বলিয়া লইতে হইবে। মহাজনো যেন গতঃ স এব পন্থা।

রামানুজ। কি করা উচিত না উচিত, ইহার নির্ণয় কারণে তোমার জন্য শাস্ত্রই প্রমাণ ধর্ম্মশাস্ত্র ইতিহাস পুরাণাদি দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত বেদ যে পুরুষোত্তম নামক পরমতত্ত্বের, তাহার আরাধনা ও সেই আরাধনার প্রাপ্তির উপায়রূপ কর্ম্মের বোধ করায়, সেই শাস্ত্রবিধান দ্বারা কথিত তত্ত্বকে ও কর্ম্মকে যথার্থ জানিয়া ন্যূনাধি-

কত্তা রহিত ঠিক ঠিক বুঝিয়া তোমার তাহাই স্বীকার করা দরকার।

শ্রীধর। এইটি মানবের কর্ত্তব্য এবং ইহা অকর্ত্তব্য, এই ব্যবস্থায় তোমার শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রই প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম বিদিত হইয়া এই কর্ম্মাধিকারে থাকিয়া প্রত্যেকের অধিকারানুসারে কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত, কারণ তাহাই সত্ত্বশুদ্ধি সম্যগ্ জ্ঞান ও মুক্তির মূল।

Modi. Dr. Belvalkar thinks that verses 23, 24 refer to the বর্ণাশ্রম কর্ম্মঃ as presoribed and prohibited in স্মৃতিশাস্ত্র (Basu Mallic Lecture p 134, He holds that the Gita on this point was orthodox while Buddhism threw away the rules of caste duties.

ভূপেন্দ্রনাথ। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রাচার জানা থাকিলে আর স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্তি হয় না। যতদিন শাস্ত্র ঠিক জানা না যায়, ততদিন গুরুর উপদেশ মত সাধনপথে চলাই কর্ত্তব্য। 'ইহ' = কর্ম্মবিকার ভূমিতে। শাস্ত্রে শ্রদ্ধা থাকা চাই।...যোগিগণ প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কূটস্থ লক্ষ্য করিলেই জ্ঞাতব্য কি তাহা জানিতে পারেন। পঞ্চ তত্ত্বের মধ্যে শরীরে কোন্ তত্ত্বের ক্রিয়া চলিতেছে।....তিনটি বিন্দুর কথা পুর্ব্বে বলিয়াছি, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ত্রিকোণাকারে তিনটি বিন্দুরূপে লক্ষিত হয়। রজঃ বিন্দু বাম কোণে রক্তাভ; তমঃ

বিন্দু দক্ষিণ কোণে, কৃষ্ণাভ, সত্ত্ব বিন্দু ঊর্দ্ধ কোণে, শুভ্রাভ কিরণ। ইহাদিগকেই যথাক্রমে রামা গৌরী ও জ্যেষ্ঠা বলে, ইহারা শক্তি-রূপা। ক্ষিতি তত্ত্বের বর্ণ হরিদ্রাবৎ, জল তত্ত্বের ফিকে সবুজ, তেজস্ত সত্ত্বের বর্ণ জলন্ত অঙ্গারবৎ, মরুতের বর্ণ জাঙ্গাল ও ব্যোমতত্ত্বের বর্ণ আকাশবৎ। এই তিন বিন্দু মিলিয়া এক হইয়া গেলে, ত্রিকোণের মধ্যস্থলে শ্রীবিন্দুর দর্শন হয়, উহাই মুক্তি দায়িনী শক্তি। এ সমস্তই শরীরস্থ বায়ুর শক্তি।....যেমন করিয়াই হউক বায়ুকে আয়ত্ত করিতে হইবে। বায়ুর গতি অনু-সারেই জীব শব্দস্পর্শাদিতে আসক্ত হইয়া বহির্ম্মুখ ও বদ্ধ হয়। বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা, এই বায়ুকে আয়ত্ত করিলেই জীবের অন্তর্লক্ষ্য হয়—শরীরটি কর্ম্মের ক্ষেত্র বা ভূমি, কর্ম্মের অধিকাররূপ ফল দেয়।....শাস্ত্র, শাস-ধাতু হইতে, যিনি শাসন করেন বা আজ্ঞা দেন। বায়ুই দেহেন্দ্রিয়কে শাসন করিয়া, স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করে (প্রশ্নোপনিষদ)। বিধি (=বি পূর্ব্বক ধা ধাতু হইতে, যাহার অর্থ বিশেষ রূপে ধারণ করা) তাহা হইলে শাস্ত্রবিধির অর্থ, বায়ু বিশেষ রূপে যখন স্থির হয়, তাহাই শাস্ত্রবিধি (ক্রিয়ার পরাবস্থা)।....সাধনে যাহার যতটা অধিকার, তাহাই তাহার স্বভাবজ কর্ম্ম।....

Bhakti Pradip. It a man endowed with his crgnition, volitional and emotional faculties does not rosort to a s'rict moral and religious life, he is the worst among mankind and suppos-

ing that he is versed in scriptures and leads' a good morai life, if he be not God-fearing or God-believing then too his human life is worse than useless. And supposing that he believes in God, but does not lead a pure devotioual life dedicating his all-iu-all to the Service of the God's Love, he not entered to attain perfect bliss....aimed at by all scriptnres.

ষোড়শ অধ্যায়। মধ্বাচার্য্যের গীতা ভাষ্যের Subba Rao কৃত ইংরাজি অনুবাদ হইতে গৃহীত।

(1) To begin with, the definition of the Divine is taken on the principle of pre-eminence. (2) অভয় to others from himself, or to himself from ohers (3) তেজ commanding spirit is that characteristic in a person' which strikes terror into othors, aud prevents them from slighting him (4) "The Universe is unreal, unsupported, without any basis" they say, "without a God, is not produced by things mutually related as cause and effect. It is caused by কাম (i.e অবিদ্যা the cause of কাম" (10) অসৎগ্রহ = wrong ideas or notions. (11) Giving themselves

over to un measured anxiety ending with death. (12) Bound down by hundred ties of hope. (17) They nominally perform sacrifice for ostentation, but not in accordance with বিধি or শাস্ত্র (18) They hate Me (seated in the bodies of others as well as in their own. They argne this "If there be a God, let him prevent me from proceeding to do a thing, or let him force us to do when we sit idle (19 I always cast tnem into সংসার (cycles of birth and death) and only into অসুর wombs. (20) অধমাগতি=eternal hell (21) of the many chief obstacles to মোক্ষ there are three chief ones to be avoided absolutely.

বিদ্যানন্দ। শাস্ত্র=ষড়ঙ্গ বেদ ও তাহার আশ্রয়ে রচিত ইতিহাস, পুরাণ। সত্যম্ ব্রুয়াৎ, প্রিয়ম্ ব্রুয়াৎ, ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্, প্রিয়ম্ চ নানৃতং ব্রুয়াৎ, এষঃ ধর্ম্ম সনাতন, (মনু)। তপোধর্ম্ম কৃতযুগে, জ্ঞানম্ ত্রেতাযুগে, স্মৃতম্ কলৌ দানম্, দয়া, দমঃ।

পরিপ্রশ্নমালা

যাহা এ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, কি কথা হইতে তাহা আসিল ও উপসংহারে কি কথা আনিলেন ও কোন উদ্দেশ্যে আনিলেন? দৈবী সম্পদ কি? ভগবান যে কয়টির নাম করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ কর। আসুরী সম্পদ কি, তাহা বল। নবম অধ্যায়ের রাক্ষসী সম্পদকে কিসের ভিতর ফেলা হইয়াছে। আসুরী সম্পদের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তাহা বিবৃত কর। এই প্রসঙ্গে কোন্ কোন্ প্রবৃত্তিকে নরকের দ্বার স্বরূপ বলা হইয়াছে ও কেন?

কোন্ কার্য্য ভাল, কোন্ কার্য্য মন্দ, তাহা জানিবার উপায় সম্বন্ধে ভগবান কি বলিলেন। শাস্ত্রের আমরা যেরূপ অর্থ দিয়াছি তাহা কি ও কেন দিয়াছি?

দৈবী সম্পদ্ মুক্তি আনে ও আসুরী সম্পদ্ বন্ধন আনে তাহার অর্থ কি?

ইহাদের অর্থ বল।...সত্ত্ব সংশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ, ব্যবস্থিতম্, স্বাধ্যায়, আর্জ্জব, অপৈশুনম্, মার্দ্দব, ধৃতি, পারুষ্য, জগৎ অসত্যম, অপ্রতিষ্ঠম্, কামহৈতুকীম্ অপরস্পরাসম্ভূত, নষ্টাত্মনাঃ, অসদ্ গ্রাহান্ মোদিষ্য, আত্মসম্ভাবিতা, স্তব্ধা, অভ্যসূলকঃ, দ্বিষতঃ।

দৈব সম্পদযুক্ত, ও অসুর সম্পদযুক্ত লোকদের নানাবিধ কর্ম্মের উল্লেখ আছে। মনে রাখিবার মত শ্লোক—২১,২২,২৩,২৪।

সপ্তদশ অধ্যায়

ভূমিকা

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান বলিলেন, "কোন্‌টা করা উচিত, কোন্‌টা করা উচিত নহে, ইহা জানিতে শাস্ত্রের উক্তিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিবে; শাস্ত্র-বিধান জানিয়া, তুমি কর্ম্ম করিবার যোগ্য হও"। শাস্ত্র অর্থে অনুশাসন; আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, এই অনুশাসন সম্বন্ধে, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে যাহা আসিয়াছে, অর্থাৎ শাস্ত্রের দুইটি প্রধান ও একটি সাধারণ বা ব্যবহারিক অর্থ আছে এবং যাহা আমাদের মনে হইয়াছে যে উহারা গীতাতেই রহিয়াছে, তাহা দিয়াছি। আমরা বারবার বলিয়াছি, যেখানে কোন কাঠিন্য আসিয়াছে, গীতা নিজেই তাহার সমাধান করিয়া দিয়াছে, আর তাহা করিয়াছে. কাছাকাছি স্থলে, দূরে নহে। এই অধ্যায়ে শাস্ত্র শব্দ ব্যবহারিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে উহা দেবতাদের পূজাদিতে কি কি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, কি কি ক্রিয়াদি করিতে হইবে, সেই সবের নির্দ্দেশ। উহা সেই ধর্ম্মের সকল পুস্তকে একই রকমের পাওয়া যাইবে; কাজেই "ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক হওয়া উচিত" এই মতে সেই ধর্ম্মের ক্ষেত্রে উহা সার্ব্বভৌমিক। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা এই দুইটি কথাও আমরা গোড়াতেই এই অধ্যায়ে পাই। শ্রদ্ধায় থাকে মূল্যবান, মনের মত, কোন কিছু পাওয়ার মান্য

দিবার ও বিশ্বাস স্থাপনের ভাব। নিষ্ঠায় থাকে স্থিরা স্থিতি, দৃঢ় ভাবে ধরিয়া থাকা; জিনিষটা মনের মত হউক বা না হউক উহা তাহার উপর নির্ভর করে না। প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছুতে শ্রদ্ধা থাকে উহা স্বভাবজ, সহজাত, অর্থাৎ অন্তঃকরণের বস্তু। কাহারও মিষ্টান্ন, কাহারও ঘৃত ও গরম-মসালা সমৃদ্ধ পলান্ন, মনের মত জিনিস; অন্তঃকরণের বস্তু বলিয়া প্রকৃতির ত্রিগুণে, শ্রদ্ধাও তিন প্রকারের হয়। যাহারা দেবতাদের পুজা করে, তাহাদের শ্রদ্ধাকে রাজসিকী ও যাহারা ভূত প্রেতাদির করে, তাহাদের শ্রদ্ধাকে তামসিকী শ্রদ্ধা বলা হয়। এ অধ্যায়ের শ্রদ্ধাকে পারিভাষিক শব্দ বলিলেই ভাল হয়। আমাদের জীবনের উপর এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রভাব অপরিমেয়। মানুষ, যে যে জিনিষের উপর তাহার বিশ্বাস বা মান্য স্থাপন করে, সে, সেই জিনিষের মত হয়। যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ, প্রেতে যে মান্য স্থাপন করে, সে প্রেত হইয়া যায় শ্রদ্ধাময়ঃ অয়ম্ পুরুষঃ। Aldous Huxley, তাঁহার Ends and Means পুস্তকে বলিয়াছেন—"All we are, is the result of what we have thought. Man live with this Philosophy of Life, this conception of the world, It is true even of the thoughtless. It is impossible to live without mataphysics. Emerson said 'Faith makes us, and not we. যাহারা নির্বোধ তাহাদেরও কোন না কোন বিষয়ে আস্থা থাকে। বিশ্বাস,

অনেক সময়ে অতীন্দ্রিয় আলোক ফেলিয়া, ভগবানকে যেন কাছে, দৃশ্যবস্তুর ভাবে, আনিয়া দেয়। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। Hypnotism, এক মনের দ্বারা, অন্য মনের উপর, বিশেষিত বস্তুর বিষয়ে এইরূপ বিশ্বাস আনে বলিয়া, hypnotism কি ভাবে মানুষকে কাবু অনেকেই তাহা জানেন। self-hypnotism-ও এইরূপ ফল উৎপন্ন করে। শোনা যায় যে, যাহাকে সাপে কামড়ায়, যে "বিষ নাই" মনে প্রাণে বিশ্বাস করিয়া বলিলে বিষ নাকি ছাড়িয়া যায়; এ ব্যাপার, অন্ততঃ বিছার কামড়ে অনেকের অভিজ্ঞতায় আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ভাবে Huxley বলিয়াছেন, "So far from being irrelevant, our metaphysical beliefs are the finally determining factors in all our actions. কবি Tennyson বলিয়াছেন—'More things are wrought by prayers than the world dreams of. পরমহংসদেব বলিয়াছেন, 'মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত; আমি মুক্ত পুরুষ বিশ্বাস রাখিলে, মানুষ মুক্তই থাকে"।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নিষ্ঠায় থাকে স্থিরা স্থিতি, দৃঢ় ভাবে ধরিয়া থাকা; জিনিষটা মনের মত হউক বা না হউক, উহা তাহার উপর নির্ভর করে না, উহা স্বভাবজ ব্যাপার নহে। শিক্ষায়, অভ্যাসে উহা আনা হয়। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা এক জিনিষ নহে। তিন প্রকারের প্রতি প্রকারের শ্রদ্ধায়, নানা প্রকারের নিষ্ঠা, নানা প্রকারের পুজকেরা যুক্ত করায়; যথা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা

নামক দেব পূজায়, কেহ পঞ্চতপা আর গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের তাপে ও চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া, করে। এইরূপ নিষ্ঠাকে গীতা মান্য দেয় নাই, উহাকে আসুরিক নিষ্ঠা বলিয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি পুরুষের, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে প্রকৃতির, ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তত্রের কথা বলা হইয়াছে। তারপরে ষোড়শ অধ্যায়ে মানুষের কথা তুলিয়া, কোন্ মানুষ দেবতার গুণাদি যুক্ত, এবং কোন্ মানুষ অসুর স্বভাব যুক্ত, ভগবান্ তাহা জানাইয়া দিলেন। দৈবী স্বভাব যুক্ত হওয়াই শাস্ত্রনির্দ্দেশ।

এইবার শ্রদ্ধা, শাস্ত্র-বিধান প্রতিপালন ও নিষ্ঠা, ইহাদের কি কি প্রকারের যুক্ত অবস্থা হইতে পারে, তাহার আলোচনা ও উদাহরণবৎ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা লইয়া বলা হইল যে, যে শ্রদ্ধায় থাকে ও তৎসহ শাস্ত্রবিধানসমূহ প্রতিপালন করে, তাহার স্থিতি বা নিষ্ঠা সাত্ত্বিকী নাম পায়: অপর দিকে, যে শ্রদ্ধায় থাকিয়া স্বেচ্ছাচারী অর্থাৎ নিজের মনগড়া ভাবে পুজাদি করে, শাস্ত্র-বিধান-অনুযায়ী করে না, তাহার ঐ নিষ্ঠা বা স্থিতি তামসিক। প্রশ্ন উঠে, সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধান্বিত, কিন্তু আলস্যে শাস্ত্রবিধি পালন করে না, যথা শীত ঋতুতে দৈনিক স্নান না করা, কি নাম তাহাদের স্থিতির হইবে? শাস্ত্রবিধান পালন হয় না বলিয়া উহা সাত্ত্বিকী নাম পাইবে না, আবার শ্রদ্ধান্বিত থাকে বলিয়া উহার তামসিক নাম দেওয়া হইতে পারে না। আরও এক শ্রেণীর পুজক হয়, যাহারা শ্রদ্ধান্বিত কিন্তু যাহারা অজ্ঞতা

নিবন্ধন, যথা মন্ত্রাদি ঠিক ভাবে না জানা থাকায় বা পূজার জন্য সব জিনিষ জোগাড় করিতে সমর্থ না হওয়ায়, বা বৃদ্ধ-ব্যবহার নিবন্ধন (অর্থাৎ সেই প্রথা প্রতিপালিত হইতে থাকায়, যে প্রথা শাস্ত্রীয় নহে, কিন্তু পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে হওয়ায়), প্রশ্ন সঙ্গত ভাবেই উঠে যে এই পূজকদের স্থিতি বা নিষ্ঠা, সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক, কোন্ নামে আখ্যায়িত হইবে। এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, অর্জ্জুনের উপরিউক্ত ভাবের প্রশ্ন লইয়া। অর্জ্জুনের প্রশ্নের শ্রদ্ধা শব্দের সুবিধা লইয়া, শ্রদ্ধা এবং ঐরূপ আরও অনেক বিষয়, যথা দান, তপস্যা, খাদ্য ইত্যাদি, প্রকৃতির ত্রিগুণজাত সকল বস্তুর মত উহারাও তিন রককমের হয়, ভগবান উহা বিস্তারিত ভাবে জানাইলেন। এইবার অর্জ্জুনের প্রশ্ন লইয়া বলিলেন শাস্ত্র বিধি ইচ্ছাকৃত ভাবে যদি লঙ্ঘন করা হয়, সে দোষের কোন প্রতিকারই নাই (এবং সেরূপ লঙ্ঘন কোন সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সম্পন্ন পুরুষ করিবেনও না), তবে যদি ভ্রমে ও অন্যকারণে শাস্ত্রবিধি প্রতিপালন করা না ঘটিয়া উঠে, তাহাও দোষের হয় তবে তার প্রতিকার আছে ; সেই প্রতিকার ভগবানের নামাত্মক "ওঁ তৎ সৎ মন্ত্র"। এই প্রসঙ্গে ভগবান ওঁ তৎ সৎ মন্ত্রের অর্থের এবং তাহার গৌরবের ব্যাখ্যা করিলেন। উপসংহারে জানাইলেন, অশ্রদ্ধা সহকারে যাহা কিছু করা হইবে, সবই "অসৎ" হইবে ; কোনও মন্ত্র তাহাকে সৎ করিতে সমর্থ নহে। এই ভাবে শ্রদ্ধার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং শ্রদ্ধা

ত্রিবিধ হওয়ায় এই অধ্যায় নাম পাইল শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ।

শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ইত্যাদির সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধিত, সত্ত্বশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি। প্রথমটি আহারের সহিত ও দ্বিতীয়টি যজ্ঞ, দান ও তপস্যার সহিত সম্বন্ধিত। তাই, এই অধ্যায়ে আহার, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা আনা হইয়াছে।

সূচী

১—অর্জ্জুন, শ্রদ্ধা পূর্ণ যজনকারীদিগের যদি কোনও কারণে শাস্ত্রনির্দ্দেশ পালন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিষ্ঠাকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা হয়, জিজ্ঞাসা করিলেন।

২-৬—শ্রীকৃষ্ণ, উত্তরে, গুণানুসারে ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বর্ণনা করিলেন ও শ্রদ্ধানুযায়ী পুরুষের স্বরূপ বলিলেন। চিহ্নস্বরূপ বলিলেন যে, সাত্ত্বিক পুরুষেরা দেবতাদের, রাজসিকেরা যক্ষরক্ষের ও তামসিকেরা ভূতপ্রেতের পূজা করে। এই সূত্রে, যাহারা শাস্ত্রবিরুদ্ধ উৎকট তপস্যা করে এবং দেহের ভিতর অবস্থিত যে পরমেশ্বর আছেন, তাঁহাকে কষ্ট দেয় তাহাদের নিন্দা করিলেন।

৭—সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ, সকল বিষয়ে আছে এবং আমাদের রুচি নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া, খাদ্য, যজ্ঞ, দান, তপস্যা সবেতেই ত্রিভেদ আছে, জানাইলেন।

৮,৯,১০—প্রথমে খাদ্য লইয়া তাহার কোন্ কোন্ খাদ্য, যথাক্রমে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক লোকেদের প্রিয় হয়, কি কি গুণ সেই সেই খাদ্যে থাকে, জানাইলেন।

১১,১২,১৩—তার পর, যজ্ঞ লইয়া কিরূপ যজ্ঞ সাত্ত্বিক অর্থাৎ সাত্ত্বিকেরা করে, কিরূপ যজ্ঞ রাজসিক ও কিরূপ যজ্ঞ তামসিক তাহা বলিলেন।

১৪-১৯—তার পরে, তপস্যা শুধু কায়িক হয় না, বাচনিক ও মানসিকও হয়, এবং তাহারা কিরূপ, বলিয়া, তপস্যার ত্রিভেদ, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, তাহাহা যথাক্রমে কিরূপ হয়, বলিলেন।

২০,২১,২২—তাহার পর দান লইয়া, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক দান, যথাক্রমে কিরূপ হয়, তাহা জানাইলেন।

২৩-২৭—মানুষের মন শ্রদ্ধাপূর্ণ থাকিলেও, অনেক কাজ, ইচ্ছাকৃত ভাবে নয়, অনবধানতা ইত্যাদি কারণে, অক্ষরশঃ শাস্ত্র-বিধি অনুযায়ী হইয়া উঠে না। নিয়ম লঙ্ঘন অপরাধ, ইচ্ছাকৃত না হইলেও, অপরাধ। তবে শ্রদ্ধা থাকার জন্য, এ দোষ যে মন্ত্রে খণ্ডাইতে পারা যায়, সেই "ওঁ তৎ সৎ" মন্ত্রের কথা পাড়িলেন, এবং মন্ত্রের মহিমা বর্ণনা করিলেন। তারপর, ওঁ শব্দের, এবং তৎ শব্দের এবং সৎ শব্দের প্রয়োগের ব্যাখ্যা করিলেন।

উপসংহারে বলিলেন, শ্রদ্ধা যাহার নাই, তাহার সকল কাজই অসৎ বলিয়া পরিগণিত হইবে। কোন মন্ত্রই তাহাকে সৎ করিতে সক্ষম নহে।

(.) পূর্ব্বাধ্যায়ে 'শাস্ত্রই কার্য্যাকার্য্যের নির্দ্দেশক, ইহা শুনিয়া শাস্ত্রের সাধারণ অর্থ অর্জ্জুনের মনে জাগিয়া উঠিল, তিনি যে প্রশ্ন করিলেন নিম্নে তাহা দেওয়া হইল। ভূমিকাতে শ্রদ্ধা, শাস্ত্র, নিষ্ঠা, অর্জ্জুনের প্রশ্ন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। যাহা এদিক্‌কার জন্য রাখা হইয়াছে, মাত্র তাহাই এদিকে লওয়া হইবে। ভগবান এখনও শ্রদ্ধা যে তিন রকমের হয়, তাহা জানান নাই ; অর্জ্জুনের "শ্রদ্ধা" কথায় সাধারণ অর্থ, অর্থাৎ মান্যসমন্বিত বিশ্বাস, এই অর্থ রহিয়াছে।

১। অর্জ্জুন উবাচ ঃ—যে শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেষাংনিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্ব মাহো রজস্তমঃ (১)

পদচ্ছেদ। যে শাস্ত্র-বিধিম্ উৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ, তেষাম্ নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বম্ আহো রজঃ তমঃ।

অন্বয়। কৃষ্ণ, যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ যজন্তে তেষাম্ নিষ্ঠা তু কা সত্ত্বম্ আহো রজঃ তমঃ।

কঠিন শব্দ। উৎসৃজ্য = পরিত্যাগ করিয়া ; অনুযায়ী না হইয়া। যজন্তে = যজ্ঞ ও পূজাদি করে। নিষ্ঠা = স্থিতি। (ইহা ভূমিকাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। তু = তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে। আহো = অথবা। শ্রদ্ধা, নিজনিজ পূজ্যে বিশ্বাস (দেবতায়, বা যক্ষে বা প্রেতে বিশ্বাস ; এই তিন প্রকার পূজ্যের নাম ভগবান পরে বলিবেন)।

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, কৃষ্ণ, যাহারা শ্রদ্ধায় থাকিয়া, অর্থাৎ নিজ নিজ পূজ্যে বিশ্বাস রাখিয়া, কিন্তু শাস্ত্রবিধা-

নাদি পরিত্যাগ করিয়া (উহা ইচ্ছাবশতঃই হউক, বা অন্য কারণেই হউক), পূজাদি করে, তাহাদের নিষ্ঠা বা স্থিতি কি আখ্যা পাইবে—সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক?

নানা কারণে, শাস্ত্র বিধান পালন না করা ঘটে; ঐ গুলি ভূমিকায় উক্ত হইয়াছে, এবং পরে আবার উক্ত হইবে।

ষোড়শ অধ্যায়ে শাস্ত্র-নির্দ্দেশাদি ইচ্ছাকৃত ভাবে ত্যাগ করা আলোচিত হইয়াছে; এখানে অনবধানতায় বা অসামর্থ্যে। সেখানে কামকারতঃ, এখানে শ্রদ্ধয়ান্বিত।

উপাসনায় অক্ষরশঃ শাস্ত্র না মানিয়া চলার এক কারণ হয়, অজ্ঞতা, মন্ত্র না জানা, পদ্ধতি না জানা, অনবধানতা প্রযুক্ত ভুল মন্ত্র বলা; আর এক কারণ হয়, বৃদ্ধ-ব্যবহার মানিয়া চলা (যথা, সেই কূলে আবহমান কাল হইতে হইয়া আসিতেছে যজ্ঞে শাস্ত্রবিহিত ডুমুরের কাঠের পরিবর্ত্তে অশ্বত্থের কাঠ ব্যবহার করা, বা বিবাহে, শাস্ত্রে নাই কিন্তু গৌর গৌর চিৎকার করা), আর এক কারণ হয়, শাস্ত্রে আছে শীলাজতু ব্যবহার করা, কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা পাওয়া গেল না, এই জন্য ক্রিয়ার সেই খানটা ফাঁক থাকিয়া গেল, বা মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ গোছ্ কিছু করা হইল। এই ভাবে কাজ করা এই শ্রদ্ধার কি নাম পাইবে—সাত্ত্বিক না রাজসিক বা তামসিক।

ষোড়শ অধ্যায়ে ইচ্ছাকৃত ত্যাগকরা, এখানে অনবধানতায় বা অসামর্থ্যে; সেখানে কামকারতঃ এখানে শ্রদ্ধয়ান্বিত ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

রামানুজ। উহাদের স্থিতি কি সত্ত্বগুণে, কি রজোগুণে, বা তমোগুণে।

কৃষ্ণানন্দ। নিষ্ঠা হিসাবে কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (১) যাহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও তাহাতে অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিজের ইচ্ছানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা আসুরী। (২) শাস্ত্রবিধি জানিয়া তদনুসারে শ্রদ্ধাপুর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহারা দৈবী, অর্থাৎ দেবসম্প্রদায়। (৩) যাহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও আলস্য ও ঔদাস্য পূর্ব্বক তদনুসারে না চলে, অর্থাৎ শ্রদ্ধাসহ কিন্তু স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের মধ্যে শাস্ত্রের উপেক্ষা জন্য আসুর ভাব ও শ্রদ্ধার জন্য দেবভাব দুইই থাকে, তাহারা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত! আর শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা না করিয়া, পিতৃপিতামহাদির আচরিত, অথবা স্বেচ্ছানুমোদিত কার্য্য, শ্রদ্ধা পুর্ব্বক অনুষ্ঠান করে, তাহাদের শ্রদ্ধা সত্ত্ব বা রজ, বা তমোগুণ প্রসূত কি ?

সচ্চিদানন্দ। সপ্তম অধ্যায়ের ২০-২৩ শ্লোক শ্রদ্ধাবিজ্ঞান, এ অধ্যায়ে কহিবেন। 'অশ্রদ্ধয়া' এইরূপ পদ করিয়া অন্তিম শ্লোকে ব্যাখ্যান বলিবেন। রজস্তমঃ এ স্থলে চ কার প্রয়োগের দ্বারা উভয় নিষ্ঠার হেয়ত্ব সূচিত হইল। শ্রদ্ধা নিষ্ঠা, ভক্তি, নিশ্চয়, ব্যবসায়, একার্থবোধক শব্দ। প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া (৭।২০) ইহার তাৎপর্য্য স্বভাবজা পদে কথিত হইল।

মধুসূদন। কিন্তু যাহারা আলস্যাদি নিবন্ধন শাস্ত্রীয় বিধি

উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র বৃদ্ধ ব্যবহারানুসারে, অর্থাৎ শিষ্টাচার অনুসরণ পুর্ব্বক, শ্রদ্ধালুতা সহকারেই, নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন, ও পুজাদি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধি উপেক্ষা করা-রূপ আসুর-সাধর্ম্ম্যও রহিয়াছে, আবার শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা রূপ দেবতারও সাধর্ম্ম্য বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহারা কি অসুরগণের অথবা দেবগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে, অর্থাৎ তাহাদের নিষ্ঠা সাত্ত্বিকী রাজসী অথবা তামসী; যদি রাজসী ও তামসী হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে অসুর বলিতে হইবে।

Radhakrishnan. Sankara argues that the nature cf one's faith dces not depend upon conformity of scriptural injunctions, but on his character and the worship he adopts, Ramanuja adopts a less liberal view and thinks that those who violate the shastras out of ignorance or willful neglect, whether with fai h or without faith are to be condemned.

Krishna Prem. শ্রদ্ধা = full faith in thee rightness of one's doings, It is not intellectual opinion or beliefs. nor blind acceptance of credal orthodoxy.

Gandhi How should one classify those

worshippers, who worship in fact but who neglects the rules of shastra ?

বলদেব। যাহারা পাঠ ও অর্থের দ্বারা বেদ অবগত হইয়াও, আলস্যাদি বশতঃ বেদোক্তবিধি না পালন করিয়া, লোকাচার দেখিয়া, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, দেব পুজাদি করে, শাস্ত্রবিধিতে উপেক্ষা অথচ দেব পূজাদিতে শ্রদ্ধা এই দুই ভাবের জন্য পুর্ব্বে কথিত দৈব ও আসুর সম্পদ্ হইতে বিলক্ষণ। তাহাদের ঐরূপ নিষ্ঠা, তাহা সাত্ত্বিকী বলিয়া পরিগণিত হইবে, না রাজসিক বা তামসিক হইবে ?

অরবিন্দ। মানুষ কেন অন্য নীতির সন্ধানে অগ্রসর হয় ও সেইটিকেই সে এখন কর্ম্মের যথার্থ বিধান বলিয়া গ্রহণ করিতে···ইচ্ছুক হয় ? এইরূপ ঘটে যখন প্রচলিত শাস্ত্র আর জীবন্ত বস্তু থাকে না, পরন্তু অপকৃষ্ট ও আড়ষ্ট হইয়া কেবল গতানুগতিক প্রথা ও আচারের স্তুপে পরিণত হয়। অথবা ইহা আসিতে পারে যে,....শাস্ত্র প্রয়োজনীয় প্রগতির পরে আর উপযোগী নহে।...একটা নূতন সত্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। যদি তাহা বর্ত্তমান না থাকে তবে তাহাকে আবিষ্কার করিতে হইবে, জাতির চেষ্টার দ্বারা, অথবা জাতির আকার আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূস্বরূপ কোন মহৎ ও জ্ঞানালোকিত ব্যক্তিগত মনীষার দ্বারা। বৈদিক ধর্ম্মসকল লোকাচারে পরিণত হইলে, তখন এক বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন ; এই ভাবে খৃষ্ট আসিলেন।

জ্ঞানেশ্বরী। আপনি বলিলেন, প্রাণীদের, শাস্ত্র বিনা

মোক্ষ হয় না কিন্তু যাহারা শাস্ত্রানুকূল দেশ পায় না, শাস্ত্রাভ্যা-সের সময় পায় না।...এই ভাবে, যে শাস্ত্র বিচারের খট্‌পটিতে যায় না, কিন্তু সে শাস্ত্রনিপুণ লোকেদের আচরণ প্রমাণবৎ ধরিয়া শ্রদ্ধার সহিত সেই মত আচরণ করে, তাহারা সত্ত্ব রজঃ তমঃ ইহাদের ভিতর কোন্ গতি পায়।

শঙ্কর। "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য" ইত্যাদি কথা গুলি, যে শাস্ত্রবিধি না জানায় বা বৃদ্ধ ব্যবহারে, তবে পুজাদিতে শ্রদ্ধা রাখিয়া পূজা করে, তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইচ্ছা করিয়া শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে, তাহার সম্বন্ধে নহে।

শ্রীধর। শ্রদ্ধা=শাস্ত্রসমূহের প্রতি আস্তিক্য বুদ্ধি।

রামকণ্ঠ। (ডাঃ অধিকারীর অনুবাদ হইতে)। যাহারা কর্ম্মে শাস্ত্রোক্ত বিধি পরিহার করে, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ফল সম্ভা-বনায় দৃঢ় প্রতীতি রাখে, কাজেই শ্রদ্ধা তাহাদের আছে—তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ—সাত্ত্বিকী, রাজসী না তামসী ? নিষ্ঠা= সিদ্ধি (রামকণ্ঠ), স্থিতি বা আশ্রয় (শ্রীধর)।

বিদ্যানন্দ। যারা শাস্ত্রবিধি ছেড়ে কিন্তু শ্রদ্ধাতে যুক্ত হয়ে, যজন করে, তার স্থিতি কিরূপ, সাত্ত্বিক রাজসিক না তাম সিক ?....শাস্ত্রে বিভিন্ন মতবাদ থাকায়, এক বাক্যতা কোথায় ? আর, শাস্ত্রানুযায়ী দ্রব্য, দেশ ও কাল পাওয়াও মুস্কিল। অর্থা ভাব, ভ্রম প্রমাদ আলস্য, এই সব কারণেও শাস্ত্রবিধি অনুসৃত হয় না। যে শাস্ত্রবিধি ছাড়িয়া মন-মাফিক কর্ম্ম করে, ঐ সব কারণে নহে, অশ্রদ্ধায়—তাহার কথা স্বতন্ত্র ; তাহার কর্ম্ম তো

ব্যর্থ হইবেই।...সত্যশ্রদ্ধা যাহাদের সাত্ত্বিক, তাহারা দেবপুজক হয়, (পরে ইহা ভগবান বলিবেন)। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়াসে না পড়িয়া, একটুর ভিতর সব কিছু করিয়া লইতে চাহে (মধ্বভাবে গুড়ং দত্থাৎ) তাহারা রাজস ও তামস। কেউ পড়ালেখা জানে না, শ্রদ্ধার সহিত ভজন পূজন করে; কেউ পড়ালেখা জানে, শাস্ত্রানুসারে ভজন পূজন করে, কিন্তু মনে শ্রদ্ধা নাই। কেউ না জেনে (বা বাধ্য হয়ে) ভুল করে। না জেনে ভুল করার প্রায়শ্চিত্ত, পশ্চাৎ তাপ।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (১) যাহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও তাহাতে অশ্রদ্ধা করতঃ নিজের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ইহারা অসুর সম্প্রদায়। (২) যাঁহারা শাস্ত্রবিধি ও নিষেধ বিদিত হইয়া তদনুসারে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দেব সম্প্রদায় (৩) কিন্তু আর এক প্রকারের সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা আস্তিক্য বুদ্ধিশালী দেবপুজা-দিতে বা নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া গুলিতে অশ্রদ্ধা নাই বরং তাহার অনুষ্ঠান যথা সময়ে, যাহা করিবার, করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা পণ্ডিত নহেন, শাস্ত্র বিধি ঠিক মত জানেন না, বা জানিবার চেষ্টাও করেন না। তাঁহাদের কৃত পূজা যজ্ঞাদি ঠিক যথা-শাস্ত্রমত হইল কি না, এ বিষয়ে কোন খবরও রাখেন না, তবে শ্রদ্ধা, পুর্ব্বক যাহা পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে তাহা করিয়া যান,—এই শ্রেণীর লোক দিগের একদিকে যেমন শ্রদ্ধা, অন্যদিকে শাস্ত্র বিধির যথার্থ পালনে তাঁহারা শিথিল ভাবাপন্ন—তাদৃশ লোকদিগের যে

শ্রদ্ধা, তাহা সাত্ত্বিক হইবে, অথবা রাজসিক অথবা তামসিক ?... আরও এক প্রকারের কর্ম্মী আছেন, যাঁহাদের কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন চলিয়া গিয়াছে, তবুও তাহারা লোক শিক্ষার জন্য যথা বিহিত কর্ম্ম করিয়া যান।...অনেক ক্রিয়াবানের ক্রিয়ার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যে প্রণালীতে ক্রিয়া করিলে ঠিক বিধি সঙ্গত সাধনা হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না, বা করিতে পারেন না, তাদৃশ ক্রিয়াবানেরা, ক্রিয়ার ফল লাভে সমর্থ হন অথবা বঞ্চিত হন, ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্ন।

মহানামব্রত। অর্জ্জুনের অন্তরে জিজ্ঞাসা জাগিল—শাস্ত্রবিধি অনুসারে চলে না অথচ যথেচ্ছাচারীও নহে। ইহাদের আসুরী পর্যায়ে ফেলা ঠিক হইবে না ; তাহা হইলে, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক কি বিশেষণ হইবে ইহাদের শ্রদ্ধার ?

Telang. What is the state of those who worship with faith (but) abandoning scripture ordinances—goodness passion or darkness ?

Bhakti Pradip. What is the Support of the faith of those who ignore the laws of scriptures but worship with feith ? Is it Sattwa Rajas or Tamas ?

মতিলাল। ২।৪৫ শ্লোকের নিত্যসত্ত্বস্থ শব্দের সত্ত্ব। শব্দের অর্থ গুণ নহে, চেতনা, যথা ব্রহ্মপুরাণে।

(২) শ্রীকৃষ্ণ, শ্রদ্ধা তিনরকম হয় এই কথা প্রথম

বলিলেন, কারণ ইহা না বলিলে, অর্জ্জুনের বাক্যের "যে শ্রদ্ধান্বিত" এই কথার কোন স্থির অর্থ আসিবে না; প্রশ্ন উঠিবে কোন্ রকমের শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধান্বিত। তাই ভগবান বলিলেন—

২। ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ।২।

পদচ্ছেদ ঃ ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাম্ সা স্বভাবজা সাত্ত্বিকী রাজসী চ এব তামসী চ ইতি তাম্ শৃণু।

অন্বয় ঃ দেহিনাম্ সা স্বভাবজা শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিকী চ রাজসী চ তামসী ইতি ত্রিবিধা এব ভবতি, তাম্ শৃণু।

কঠিন শব্দ ঃ দেহিনাম্=দেহীগণের অর্থাৎ মানুষের। সা স্বভাবজা=সেই ত্রিবিধা শ্রদ্ধা যাহা স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, যে স্বভাব মানুষেরা পূর্ব্ব জন্মে কৃত কর্ম্মফলে পায়। 'স্বভাবজা'র আরও এক অর্থ হয়তো এই যে, যে শ্রদ্ধা জোর করিয়া (যথা শ্রবণ মননে) আনা হয় নাই, জন্মের সহিত প্রাপ্ত স্বভাবে জাত হইয়াছে। সহজাতা, বিনা শিক্ষা বা শাস্ত্র পাঠে।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত কর্ম্মের ফলে উৎপন্ন যে সংস্কার বা স্বভাব হয়, তাহা হইতে জাত মানুষের শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী এই তিন প্রকারের হয়, তাহার বিষয় আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। (মনে-বর্ত্তমান গুণের প্রাধান্যে উহা সাত্ত্বিকী রাজসিকী বা তামসিকী হয়; মন হইতে শ্রদ্ধা (বিশ্বাস, অভিরুচি) উৎপন্ন হয় বলিয়া,

উহাও, মনের গুণানুসারে সাত্ত্বিকী, রাজসিকী বা তামসিকী হয়।

কৃষ্ণানন্দ। দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধা, প্রকৃতি ভেদে তিন প্রকার। যিনি পূর্ব্বজন্মে, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণানুসারে ক্রিয়া করেছেন, তিনি বর্ত্তমান দেহে তদনুযায়ী সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধা পেয়েছেন "চ এব" ইহার দুই অর্থ ; ইহ জন্মে শাস্ত্র শ্রবণ মনন পূর্ব্বক যে শ্রদ্ধা উদয় হয়, তাহা সাত্ত্বিকী. 'চ' তাহাকে লক্ষ্য কর্‌ছে ; আর, শাস্ত্রের অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনি মনুষ্যের অন্তঃকরণে যে সাধারণ শ্রদ্ধার উদয় হয়ে থাকে, তাহাই 'এব' প্রতিপাদ্য, এবং এই শ্রদ্ধাই সাত্ত্বিকী ভেদে ত্রিবিধ। ভগবান এই শেষোক্ত স্বভাবের বিষয় বল্‌ছেন।

মধুসূদন। যাহারা শাস্ত্রবিধি বর্জ্জন করিয়া কেবল মাত্র শ্রদ্ধাসহকারে যাগযজ্ঞ পূজাদি করে, তাহারা স্ব স্ব শ্রদ্ধা অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যাহারা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সমাযুক্ত, তাহারা দেবপ্রকৃতি বলিয়া তাহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সাধনের অধিকারী হইয়া থাকে, ও সেই কর্ম্মের পূর্ণ ফল পায়। আর যাহারা রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধাযুক্ত তাহারা অসুর; শাস্ত্রীয় সাধনের অধিকারী নহে; ও কর্ম্ম করিলেও ফল পায় না। তাই ভগবান বলিলেন যে, শ্রদ্ধায় অন্বিত হইয়া কিন্তু শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি করে, তাহাদের সেই শ্রদ্ধা, স্বভাবানুসারে ভিন্ন হইয়া থাকে। স্বভাব সংস্কারে হয়, সংস্কার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে হয়; স্বভাব ত্রিবিধ...সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী, কাজেই স্বভাবজা

শ্রদ্ধাও ত্রিবিধা। বিদ্বান ব্যক্তিগণের শাস্ত্র সংস্কার হইতে যে শ্রদ্ধা, তাহা মাত্র একরূপ হওয়ায়, তাহা সাত্ত্বিকী হয়, কিন্তু যে শ্রদ্ধা শাস্ত্রসংস্কার জন্য নহে, যাহা প্রাণীমাত্রেরই সাধারণী, তাহা স্বভাবজা। ইহার বিষয় শোন, ও শুনিয়া দেবস্বভাব ও অসুর স্বভাব অবধারণ কর।

জ্ঞানেশ্বরী। তোমার অভিরুচি আমি জানি; তুমি শাস্ত্রভ্যাসকে প্রতিবন্ধকভাবে দেখ, কেবল শ্রদ্ধার সঙ্গে পরমপদ প্রাপ্ত করিতে চাও। কিন্তু ব্যাপার এত সহজ নয়,—প্রাণী সকল ত্রিগুণ নির্ম্মিত; শ্রদ্ধা প্রাণীতে সেই জন্য তিন রকমের হয়।

গোয়েন্কা। ইহাদের শ্রদ্ধা শাস্ত্রজা নয়। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারে উৎপন্ন, অর্থাৎ স্বভাবজা, ইহা ত্রিবিধা।

রামদয়াল। এখানে শ্রবণ মননাদিতে শ্রদ্ধার উদয়, অর্থাৎ শাস্ত্রোদ্‌ভাষিতা শ্রদ্ধার কথা বলিতেছি না; স্বভাবজা শ্রদ্ধার কথা বলিব। অর্থাৎ যাহার যেরূপ অন্তঃকরণ, তাহার সেইরূপ শ্রদ্ধা।... অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের সত্ত্বগুণের ভাগ মিলিত হইয়া অন্তঃকরণ হইয়াছে। কোন গুণ একেলা থাকে না বলিয়া, উহার সহিত একটু রজঃ ও তমঃ, মিশ্রিত থাকে....অন্তঃকরণ সত্ত্ব প্রধান বলিয়াই উহা প্রকাশ স্বভাব বিশিষ্ট।...অন্তঃকরণের বিভিন্নভাবের জন্য শ্রদ্ধার বৈচিত্র্য। পুরুষের অন্তঃকরণে কোন না কোন শ্রদ্ধা থাকিবেই।....(রামদয়াল যোগিগণের সমাধি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পতঞ্জলি হইতে ও বায়ুপুরাণ হইতে শ্লোকাদি লইয়া।

Krishna Prem. What is the States of the man who sets aside the injunctions of Shastra (inner or outer), not in order to follow the promptings of desire, but full faith in the rightuess of what he is doing ? But the question is based upon a mis-understanding of the nature of faith. Faith is sometimes confused with intellectual belief based upon a weighing of probabilities.

বিদ্যানন্দ। মনুষ্য পাঁচ রকমের হয়—(১) শাস্ত্র বিধি পালন করে, এবং শ্রদ্ধাও আছে। (২) পালন করে কিন্তু শ্রদ্ধা নাই। (৩) শাস্ত্র বিধি জানা নাই, কিন্তু শ্রদ্ধা আছে। (৪) শাস্ত্র বিধি পালন ও শ্রদ্ধা কিছুই নাই। (৫) যে জ্ঞান পুর্ব্বক শাস্ত্র বিধির তিরস্কার করে। যাহাতে শ্রদ্ধা ও শাস্ত্র বিধি পালিত হয়, তাহা দুই ভাগে পড়ে সকাম ও নিষ্কাম। নিষ্কাম ও দৈবী সম্পদ্ মোক্ষে লইয়া যায়। ১৬'১,২,৩; ১৭।১১,১৭,২০। সকাম ভাবে করা যজ্ঞ, মিশ্রিত রাজস; সিদ্ধি ও স্বর্গ পাওয়ায় (২।৪২-৪৪ ; ৪।১২ ; ৭।২০-২২ , ৯।২০,২১,২৩)। শাস্ত্র পালনে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহাদের কর্ম্ম অসৎ ও নিষ্ফল হয় (৭'২৮)। অজ্ঞতায় বা অর্থাভাবে শাস্ত্র পালন হয় নাই কিন্তু শ্রদ্ধা আছে, এখানে শ্রদ্ধার ভেদে, ক্রিয়া সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হয় (১৭।২,৩,৪)। যে শ্রদ্ধা ও শাস্ত্র বিধি

রহিত, সে অতি দুর্গতি পায় (৭'১৫; ৯।১২; ১৬।৭-২০; ১৭।৫,৬,১৩; ইহারা আসুর। যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে সে তামস।....এই পাঁচ বিভাগের তৃতীয় বিভাগ লইয়া অর্জ্জুনের প্রশ্ন (অর্থাৎ যাহার জ্ঞান নাই)। ইহার উত্তর ভগবান দিতে পারিতেন যে এরূপ মনুষ্য তিন শ্রেণীতে পড়ে। প্রশ্নের আকারে শ্রদ্ধা মুখ্য এবং শাস্ত্র বিধি গৌণ ছিল। সব প্রাণীর এই স্বভাব হইতে উৎপন্ন (শাস্ত্রজ্ঞান হইতে নহে), এরূপ শ্রদ্ধা তিনপ্রকারের হয়। শাস্ত্র জন্য বিবেক জ্ঞান, স্বভাবজ রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধাকে চাপিয়া দিতে পারে। সূক্ষ্ম শরীরের রচনানুসার শ্রদ্ধার নাম স্বভাবজা শ্রদ্ধা।

শ্রীধর। শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞানানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত জনগণের পরমেশ্বর পূজা-বিষয়া যে শ্রদ্ধা হয়, তাহা সাত্ত্বিকী হয়। কিন্তু লোকাচার অনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত লোকেদের শ্রদ্ধা যে শ্রদ্ধা তাহা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী তিন প্রকারেরই হয়। তাহার কারণ তাহাদের শ্রদ্ধা স্বভাবজা, অর্থাৎ পূর্ব্ব সংস্কার জাত। স্বভাবকে অতিক্রম করিতে যে বিবেকজ্ঞান দরকার, তাহা তাহাদের নাই।

ভূপেন্দ্রনাথ। শ্রদ্ধা তিন প্রকারের, এবং তাহা প্রাণিগণের স্বভাবজ, অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত যে ধর্ম্মাদি সংস্কার, এবং যাহা মরণ কালে অভিব্যক্ত হয়, সেই পূর্ব্ব সংস্কার বর্ত্তমান দেহে, স্বভাব বলিয়া কথিত হয়। এই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকারের।....শাস্ত্রাদি পাঠ, সাধু সঙ্গ ও সাধন জনিত যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সাধকদিগের হইয়া থাকে, তাহার

কথা এখানে বলিতেছেন না। মন যখন যে গুণে অবস্থিতি করে তদনুসারে তাহার শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী হয়। এই গুণ, জীবের প্রকৃতিগত, সুতরাং শ্রদ্ধাও প্রকৃতির ভাবানুযায়ী তিন প্রকারের হইবেই। শরীর ইন্দ্রিয় ও মনে, এই তিন গুণের অনবরতঃ পরিবর্ত্তন হেতু শ্রদ্ধারও অনবরতঃ পরিবর্ত্তন হইতেছে। শ্বাস, ইড়া ও পিঙ্গলায় থাকিলে, শ্রদ্ধাও তদনুযায়ী রাজসিক ও তামসিক হইবে।

মহানামব্রত। ভগবান, নিষ্ঠা, সাত্ত্বিক, কি রাজসিক, কি তামসিক, ইহার আলোচনা প্রথমে না লইয়া, ব্যক্তিটির 'ধাতু' বা স্বভাব তাহার বিষয় লইলেন। পুর্ব্ব পুর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফলে, মানুষ তিন প্রকার স্বভাব লইয়া জন্মায়, তাহার কার্য্যাদিতে উহা ধরা পড়ে।

Telang. Faith is of three kinds in embodied (beings), it is produced from dispositions (i.e. the result of the actions in a former birth). It is of the quality of goodness, of the qunlity of passion and of the qulity of darkness.

Bhakti Pradip, The faith of a Jiva is three fold, viz. সাত্ত্বিক, রাজস and তামস. That is according to the particular nature of an individual,

৩। সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ।৩।

পদচ্ছেদ। সত্ত্ব-অনুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত, শ্রদ্ধাময়ঃ অয়ম্ পুরুষঃ যঃ যৎ-শ্রদ্ধঃ সঃ এব সঃ।

অন্বয়। ভারত, সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ভবতি, অয়ম্ পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ সঃ এব সঃ।

কঠিন শব্দ। সর্ব্বস্য=সকল মনুষ্যের। সত্ত্বানুরূপ= অন্তঃকরণের বৃত্তির অনুরূপ। অয়ম্ পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ=প্রতি মানুষ নিজ নিজ অভিরুচিতে ভরপুর বা প্রতি মানুষের কোন না কোন বিষয়ে আস্থা থাকে। যঃ যৎশ্রদ্ধঃ সঃ এব সঃ=যাহার যে রকম বিশ্বাস, সে সেইরকম হয়। অয়ম্ পুরুষঃ শ্রদ্ধাময় ইহার কেহ কেহ অর্থ করেন পরমেশ্বর শ্রদ্ধাময় অর্থাৎ যে যেরূপ শ্রদ্ধাময়, তাহার নিকট তিনি সেইরূপই হন।

অনুবাদ। সকল মনুষ্যের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস বা অভিরুচি তাহার অন্তঃকরণের বৃত্তির অনুযায়ী। এই যে মানুষ, এ নিজ নিজ অভিরুচিতে ভরপুর। যাহার যে রকম বিশ্বাস, সে সেই রকমই হয়।

মনের গঠন হয়, বা মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল অনুযায়ী। যে মন সত্ত্বগুণ প্রধান, তাহার বিশ্বাসাদি সাত্ত্বিক হয়, সে দেব পুজা করে; যে মন তমোগুণ প্রধান হয়, তাহার অভিরুচি, বিশ্বাস, তামসিক হয়, সে ভূত প্রেতাদির পূজা করে, আর তাহাও করে অতি উৎকট ভাবে; ইহাই হয় তাহার

নিষ্ঠা বা স্থিতি। বিশ্বাস, অভিরুচি (শ্রদ্ধা), ইহাই, সে কাহাকে ও কি ভাবে পূজা করিবে, কি খাইবে, কি ভাবে যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি করিবে, কি ভাবে শাস্ত্রবিধান অনুসরণ করিবে, ঠিক করিয়া দেয়। যঃ যৎ শ্রদ্ধঃ স এব সঃ, যথা যে ভূতপ্রেতের উপাসনা করে, সে ভূতপ্রেতের মত হইয়া যায়। Huxleyর উদ্ধৃতিতে যাহা পুর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে এইরূপ কথাই পাওয়া যাইবে।

Emerson. Faith makes us and not we.

Thomas Wilson. Our life must answer for our faith.

Krishna Prem. The faith of each is shaped to his own nature.

কৃষ্ণানন্দ। ত্রিগুণাত্ম অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতে সত্ত্বগুণই প্রধান। এই জন্য পঞ্চমহাভূত জাত অন্তঃকরণ, প্রকাশ স্বভাব বশতঃ সত্ত্ব নামে অভিহিত। সেই অন্তঃকরণ দেবাদি দেহে সত্ত্বগুণ যুক্ত, যক্ষাদি দেহে রজঃ গুণ অভিভূত সত্ত্বগুণ যুক্ত ; ভূতপ্রেতাদি দেহে তমোগুণ অভিভূত সত্ত্বগুণ যুক্ত। সাত্ত্বিকী গুণাধিক্য অন্তঃকরণে শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী ইত্যাদি। পুরুষে কোন না কোন শ্রদ্ধা থাকিবেই, এই জন্য পুরুষ শ্রদ্ধাময়।

সন্তদাস। স্বীয় স্বীয় স্বভাবের অনুযায়ী সকলের শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, এই সমস্ত পুরুষই শ্রদ্ধারই অনুরূপ। যে পুরুষ যে প্রকার শ্রদ্ধা যুক্ত, সে সেইরূপ।

Everyone has faith aceording to the propensities with which he is bcrn, and as he has faith, so does he becomes.

মনুষ্যের শ্রদ্ধা নিজ অন্তঃকরণের অনুরূপ হয়। এই পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যে, যেরূপ শ্রদ্ধালু, সে নিজে সে রূপ। মনুষ্য সাত্ত্বিক আদি যেরূপ কর্ম্ম করে, তাহার স্বভাব সে রকম গঠিত হয়। স্বভাব অন্তঃকরণে থাকে, সেই জন্য সে যেরূপ স্বভাবওয়ালা সেই রকম অন্তঃকরণওয়ালা বলিয়া গণিত হয়। সেই জন্য স্বভাব হইতে উৎপন্ন বা অন্তঃকরণের অনুরূপ—দুইই এক। পুরুষের বাস্তবিক স্বভাব তো গুণাতীত, কিন্তু এখানে সেই পুরুষের কথা হইতেছে যে প্রকৃতিস্থ। ভগবান বলিতেছেন, অন্তঃকরণের অনুরূপ যাহার যেরূপ সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধা হয়—সেইরূপই তাহার নিষ্ঠা বা স্থিতি হয়। অর্থাৎ যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, তাহাই তাহার স্বরূপ। ভগবান, শ্রদ্ধা নিষ্ঠা ও স্বরূপ এক লইয়াছেন।

অরবিন্দ। কোন মানুষের সত্তার মূল উপাদান তাহার ধাতুগত প্রকৃতি। এই যে পুরুষ, এই যে মানুষের অন্তরাত্মা, ইনি যেন শ্রদ্ধার দ্বারাই গঠিত। শ্লোকের এই ছত্রে, কয়েকটি ওজঃ পুর্ণ শব্দের মধ্যে, আধুনিক প্রয়োগবাদের (pragmatism) সমস্ত পরিকল্পনাদি নিহিত রহিত রহিয়াছে। এইরূপ হইলেই সে সত্যকে অনুসরণ করিতে চায়।

আত্মবিকাশশীল কর্ম্মের পশ্চাতে, বিশেষতঃ জীবের পক্ষে কর্ম্মের দ্বারা তাহার পুর্ণ অধ্যাত্ম বিকাশ সাধনের পশ্চাতে, প্রধান

ও অপরিহার্য্য শক্তি হইতে শ্রদ্ধা। যে সত্য আমরা দর্শন করিয়াছি, তাহা বিশ্বাস করিবার এবং সেই সত্য হইবার, জানিবার, জীবনে ও কর্ম্মে বাস্তবে পরিণত করিবার সঙ্কল্প।

রামানুজ ঃ সত্ত্ব, অন্তঃকরণকে বলে। সকল পুরুষের শ্রদ্ধা অন্তঃকরণের অনুরূপ, অর্থাৎ অন্তঃকরণ যে গুণ যুক্ত, সেই গুণযুক্ত হয়।

শরীর ও ইন্দ্রিয়ও সত্ত্ব শব্দের ভিতর পড়ে। শ্রদ্ধাময় অর্থাৎ শ্রদ্ধানুযায়ী পরিণাম যে, যে রকম শ্রদ্ধাযুক্ত, সে সেরকম হয়, অর্থাৎ শ্রদ্ধানুরূপ ফলভাজী হয়। ফল সংযোগে শ্রদ্ধাই প্রধান। পুণ্যকর্ম্ম বিষয়ক শ্রদ্ধাতে যে যুক্ত, সে পুণ্য কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।

মধুসূদন ঃ সত্ত্ব অর্থে অন্তঃকরণ, কারণ সত্ত্বগুণের ন্যায় ইহা প্রকাশশীল ও অপঞ্চীকৃত ভূতগণের সমষ্টিভূত সাত্ত্বিক অংশ হইতে ইহা উৎপন্ন। কিন্তু যক্ষাদির অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণ, রজোগুণে দ্বারা অভিভূত, ও ভূত প্রেতাদির তমোগুণের দ্বারা অভিভূত থাকে। মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণের গঠন মিশ্রিত। সর্ব্বস্য অর্থাৎ যে সমস্ত প্রাণিবর্গ আছে, তাহারা শাস্ত্রীয় বিবেকবিজ্ঞান বিহীন, তাহাদিগের শ্রদ্ধা তাহাদের সত্ত্বানুরূপা অর্থাৎ অন্তঃকরণের সত্ত্বের অনুরূপ হয়, অর্থাৎ সত্ত্ব প্রধান অন্তঃকরণে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা হয়, ইত্যাদি। অয়ং পুরুষ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় জ্ঞানশূন্য কর্ম্মাধিকারী পুরুষ, তাহার মধ্যে শ্রদ্ধা প্রচুর ভাবে রহিয়াছে।... শ্রদ্ধানুসারে সে সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী হইয়া থাকে।

Cp. Plato. Such as are the trend of our desires and the nature of our souls, just such each of us becomes

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি ভবতি তাদৃশী ।

Modi gives the quotation—The soul consists of its faith and belief. A soul is what it believes.

জগদীশ্বরানন্দ । গুণ তারতম্যে বহুপ্রকারের অন্তরের সৃষ্টি ।

তিলক । দ্বিতীয় শ্লোকের স্বভাব ও তৃতীয় শ্লোকের সত্ত্ব সমানার্থক, কারণ সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েরই মান্য যে স্বভাবের অর্থ প্রকৃতি, এবং এই প্রকৃতি হইতেই বুদ্ধি ও অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়, উপনিষদে, সত্ত্ব=দেহ, স্বভাব, বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ , দেহের স্বভাব এরূপ, অভ্যাসে বা বৈরাগ্যে তাহা বদলাইতে পারা যায় ।

জগদীশ । বৈষ্ণব শাস্ত্রে, শ্রদ্ধা হইতে প্রেমের এই ক্রম পাওয়া যায়—শ্রদ্ধা, রুচি, রাগ ভাব, নির্ম্মল প্রেম, (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও চরিতামৃত) ।

শঙ্কর । পুরুষ, অর্থাৎ সংসারী জীব শ্রদ্ধাময় ; যে জীবের যেরূপ শ্রদ্ধা যে সেই শ্রদ্ধার অনুরূপই হয়।

শ্রীধর । যদি বল, শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণের কার্য্য বলিয়া উহা সাত্ত্বিকীই,, তাহা ঠিক ; তথাপি রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা যুক্ত

পুরুষের আশ্রিত হইলে, তাহা রজঃ ও তমঃ দ্বারা মিশ্রিত হওয়ায় সত্ত্বগুণের তিন প্রকার ভেদ উপস্থিত হয়, সুতরাং শ্রদ্ধারও তিন প্রকার ভেদ হয়। সত্ত্বানুরূপা অর্থাৎ সত্ত্বগুণের তারতম্য অনুসারে সকল বিবেকী বা অবিবেকী মানবের শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। অতএব এই লৌকিক পুরুষ শ্রদ্ধাময়, অর্থাৎ তিনপ্রকার শ্রদ্ধার দ্বারা বিকার প্রাপ্ত।...যাঁহারা শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন বিবেক জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারা পূর্ব্ব স্বভাবকে পরাভূত করায়, তাঁহাদের শ্রদ্ধা একমাত্র সাত্ত্বিকী হয়।

Bhakti Pradip. The faith of all Jivas is according to their nature. Every Jiva has faith A person is determined by the kind of faith he has.

বিদ্যানন্দ। মানুষ যে রকম কর্ম্ম করে, তার স্বভাব সেই রকম হয়; সেই স্বভাবে থাকে যে শ্রদ্ধা, স্বভাবানুযায়ী সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক হয়। স্বভাব, অন্তঃকরণের স্থিতির নাম, সেই জন্য শ্রদ্ধাকে, স্বভাবজা বা অন্তঃকরণ অনুরূপ বলা হয়। অন্তঃকরণ অনুযায়ী শ্রদ্ধার দ্বারা পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রদ্ধার মত তার স্থিতি বা নিষ্ঠা হয়। শ্রদ্ধার সরল অর্থ সুদৃঢ় বিশ্বাস। মনুষ্য পুর্ণতঃ শ্রদ্ধার অধীন। লাল রংয়ের বোতলে জল রাখিলে লাল জল মনে হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ। বিশিষ্ট সংস্কার যুক্ত ও প্রকাশ স্বভাব হেতু অন্তঃকরণকে সত্ত্ব বলে। গুণ সংমিশ্রণ হেতু অন্তঃকরণেরও

৪

তারতম্য হয়, সেই হেতু শ্রদ্ধারও বৈচিত্র্য ঘটে। শ্রদ্ধা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, এই জন্য কেহই একেবারে শ্রদ্ধাহীন হইতে পারে না, একটু শ্রদ্ধা থাকিবেই ; তাই জীবকে "শ্রদ্ধাময়" বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার প্রয়োজন। গীতা বলিয়াছেন, শ্রদ্ধাবানেরা, অর্থাৎ যাহারা তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয়, তাঁহারাই জ্ঞান লাভ করেন, এবং জ্ঞান লাভের পরই পরমশান্তির উদয় হয় ।....কূটস্থ সর্ব্বব্যাপক, কূটস্থে মন রাখিলে মনও সর্ব্বব্যাপক হয়, যিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও, কূটস্থে মন রাখেন, তিনি ঋষি।... সর্ব্বত্রে যিনি, তিনি বিষ্ণু ; নির্ম্মল তাই শিব।

মহানামব্রত। সত্ত্বানুরূপ= প্রারব্ধ সংস্কার যুক্ত ; মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার বিশিষ্ট জীব, যে সংস্কার লইয়া আসিয়াছে, সে সেই স্বভাবের জীব ; ইহা চিনিয়া লইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল, তাহার শ্রদ্ধা। যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ, যে যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, সে সেই স্বভাবের জীব।

Telang. The faith of all is conformable to the heart. (The hearts of Gods are said to be good ; those of the Yakshas etc. passionate ; those of men mixed, etc). A being here is full of faith, and whatever a man's faith, that so the man himself. (Faith is the dominant principle

in man, and he is good, passionate or dark, as his faith is

৪। যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ
প্রেতান্ ভূত গণাং শ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ।৪।

পদচ্ছেদ ঃ যজন্তে সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যক্ষ-রক্ষাংসি রাজসাঃ, প্রেতান্ ভূতগণাং চ অন্যে যজন্তে তামসাঃ জনাঃ।

অন্বয় ঃ সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে রাজসাঃ যক্ষরক্ষাংসি, অন্যে তামসাঃ জনাঃ প্রেতান্ চ ভূতগণাম্ যজন্তে।

অনুবাদ ঃ সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ অর্থাৎ সাত্ত্বিক অন্তঃকরণশীল ব্যক্তিগণ দেবগণের পূজা করে, রাজসিকেরা যক্ষরক্ষগণের ; অন্যেরা, তামসিক ব্যক্তিরা, প্রেত ও ভূতগণের পুজা করে, (৯.২০)। নিষ্কাম সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাকে অনেকে নির্গুণা শ্রদ্ধা বলেন (ভাগবত ১১।২৫।২৬) তবে নিষ্কাম হওয়া চাই।

আমরা পূর্ব্বে কয়েকবার বলিয়াছি যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফলে আমরা দেহ অন্তঃকরণ ইত্যাদি এমন ভাবের পাই যে প্রতি জিনিষটিতে ত্রিগুণ অসমান পরিমাণে থাকে। যে অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণ প্রধান, তাহাকে সাত্ত্বিকী বলা হয়। স্বভাবজা শ্রদ্ধা উহা কর্ম্মফল প্রসূত সংস্কারে বা স্বভাবে অবস্থিত শ্রদ্ধা ; শিক্ষাদি দ্বারা সৃষ্ট শ্রদ্ধা, নহে । সাত্ত্বিকী অন্তঃকরণের সাত্ত্বিকী সংস্কারের শ্রদ্ধাকে, বিশ্বাসকে বা অভিরুচিকে, সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিকী বিশ্বাস ও সাত্ত্বিকী অভিরুচি বলে। এই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস মতে আমরা পুজাদি করি, অভিরুচি মতে (উহা শ্রদ্ধারই অন্যনাম)

আমরা বাছিয়া খাদ্য খাই, যজ্ঞ দান ও তপস্যাদি করি। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা দেবপূজা করায়, রাজসিকী শ্রদ্ধা যক্ষরক্ষাদি পুজা করায়, তামসিকী শ্রদ্ধা ভূতপ্রেতাদির পূজা করায়। সাত্ত্বিকী অভিরুচি সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী অভিরুচি, যথাক্রমে ৮,৯ ও ১০ শ্লোকে উক্ত খাদ্যাদি গ্রহণ করায়, ইত্যাদি। মনের ভিতর সাত্ত্বিকী রাজসিকী কি তামসিকী শ্রদ্ধা আছে, তাহা চক্ষের দ্বারা অবশ্যই দৃষ্ট হইবে না, কারণ মন দৃষ্ট হয় না, কিন্তু কাহার কি উপাস্য, কাহার কোন্ খাদ্যে অভিরুচি ইত্যাদি দেখিয়া, কাহার প্রকৃতি কিরূপ, সাত্ত্বিকী, রাজসিকী, কি তামসিকী, তাহা জানা যাইতে পারে। এই শ্লোকটি এই জন্য মূল্যবান। সাত্ত্বিকী অন্তঃকরণশীল অর্থাৎ সাত্ত্বিকী স্বভাবযুক্ত লোকেরা দৈবী অর্থাৎ দেব-প্রকৃতিশালী, রাজসিকী ও তামসিকী স্বভাবযুক্ত লোকেরা আসুরী প্রকৃতিশালী। সাত্ত্বিকী স্বভাব বা শ্রদ্ধাযুক্ত লোকেরা কখনও ইচ্ছা করিয়া শাস্ত্রলঙ্ঘন করে না, নিষ্ঠা তাহাদের এইরূপ; এই নিষ্ঠাকে সাত্ত্বিকী নিষ্ঠা বলে। তামসিকদের শাস্ত্র নিজেদের মনগড়া ও বিকট। রাজসিকদের শাস্ত্রের কথা ভগবান কিছু বলেন নাই; ইহা বুঝিলে হয়তো ভুল হইবে না, তাহাদের শাস্ত্র সম্পূর্ণ মনগড়া ও বিকট নহে, খানিকটা নৈষ্ঠিক খানিকটা মনগড়া। ইহাও হইলে হইতে পারে যে ক্লেশ ও আলস্য যুক্ত কর্ম্ম রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিকদের নিষ্ঠার সহিত শাস্ত্রবিধি পালন দুই এক সময়ে ঘটিয়া উঠে না; কোন্ কোন্ সময় তাহা ঘটিয়া উঠে না, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা থাকিলেও ক্রিয়াটা দোষের হইয়া যায়, এবং নিষ্ঠাও সাত্ত্বিকী নাম হারায়। তবে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা থাকায়, ভগবান, দোষ যাহাতে কাটিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা দিয়াছেন, উহা পরে কথিত হইবে।

গিরীন্দ্র। যে যাহা যজনা করে যে তাহাই হয় (৭ ২৬)

রামানুজ। দুঃখরহিত ও উত্তম সুখের কারণরূপে দেব-যজ্ঞ বিষয়ক শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। রাজসিক দুঃখমিশ্রিত ও অল্প সুখোৎপাদক। তামসী দুঃখপূর্ণ ও অত্যন্ত অল্প সুখোৎপাদক।

মধুসূদন। শ্রদ্ধা জ্ঞাত হইলে তবে তাহা নিজেকে জানাইয়া দিবে। আর সে কিরূপ পূজা করে জানিলে তাহার স্বভাবজা শ্রদ্ধা কিরূপ, জানা যাইবে। দেবতা=রুদ্রাদি দেবতা। যক্ষ=কুবের প্রভৃতি। রক্ষ=নিঋতি প্রভৃতি। প্রেত=যে সমস্ত ব্রাহ্মণাদি ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হয়, তাহারা মরণের পর বায়বীয় দেহ প্রাপ্ত হইয়া উল্কামুখ, কঠ পুতনা ইত্যাদি নামে প্রেত যোনিতে জন্মায়। ভূতগণ=ভূতবিশেষ সকল ও সপ্তমাতৃকা প্রভৃতি অপদেবতাগণ।

শঙ্কর। কার্য্যরূপচিত্তের দ্বারা, অর্থাৎ শ্রদ্ধার কারণ যাহা সেই দেবতাদির পূজা হইতে, তাহার সাত্ত্বিকাদি নিষ্ঠার অনুমান করা কর্ত্তব্য···পূজার দ্বারা নিষ্ঠার অনুমান জানার পদ্ধতিতে পাওয়া যায় যে অধিকাংশ মনুষ্য হয়, রাজসী বা তামসী নিষ্ঠার।

শ্রীধর। সাত্ত্বিকপুরুষ, সত্ত্ব প্রকৃতি, দেবতাদের পূজা করেন, ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্রনাথ। কূটস্থের দর্শনাদি যাহাদের নিত্য হয়, তাহারা সাত্ত্বিক। রাজসিকেরা অর্থ ও ভোগ চায়, ছোট ছোট সিদ্ধিও লাভ করে ক্রিয়ার দ্বারা; আর কিছু হয় না। যাহারা ক্রিয়া করে না, তাহারা কুবেরাদি যক্ষগণ, কেহ ঐশ্বর্য্যাদি রাক্ষস গণকে পূজা, ধনলাভের আশায় করে। আরও কামজালে জড়িত হয়। যাহারা তমোগুণী. তাহারা ভূতপ্রেতাদির পূজা করে। ....কেহ কেহ ভূত পঞ্চকের উপাসক (•জল, অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চ ভূতের উপাসনা)।....স্বধর্ম্মভ্রষ্ট প্রেতাদির উপাসকগণ বায়ুময় দেহ ধারণ করিয়া, উল্কামুখ কট পুতনাদি নামক প্রেতযোনি পায়।

জগদীশ্বরানন্দ। ব্রাহ্মণাদি স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলে মৃত্যুর পর বায়বীয় দেহ ধারণ করিয়া, উল্কামুখ, কট. পুতনাদি প্রেত যোনি প্রাপ্ত হয়। প্রতি গৃহে বহু বাস্তু প্রেত বাস করে, শ্মশানে অসংখ্য প্রেত থাকে, এবং প্রায় প্রত্যেক মানুষের সংঙ্গ এক বা একাধিক প্রেত ঘুরিয়া বেড়ায়।...

৫। অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ
দম্ভাহংকার সংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ।৫।

৬। কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ান্ ।৬।

পদচ্ছেদ। অশাস্ত্র-বিহিতং ঘোরম্ তপ্যন্তে যে তপঃ জনাঃ, দম্ভ অহংকার-সংযুক্তাঃ কামরাগ-বলান্বিতাঃ কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূত-গ্রামম্ অচেতসঃ মাম্, চ এব অন্তঃশরীরস্থম্ তান্ বিদ্ধি আসুর-নিশ্চয়ান্।

অন্বয়। হে জনাঃ অশাস্ত্রবিহিতম্ ঘোরম্ তপঃ তপ্যন্তে দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ, শরীরস্থম্ ভূতগ্রামম্ চ অন্তঃশরীরস্থম্ মাম্ এব কর্ষয়ন্তঃ তান্ অচেতসঃ আসুর নিশ্চয়ান্ বিদ্ধি। মচেতনমিতি, অভিনব গুপ্ত ধৃত পাঠ।

কঠিন শব্দ। অশাস্ত্রবিহিত=শাস্ত্রবিধি রহিত, মনোকল্পিত; শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ঘোরম্=উৎকট। ভূতগ্রামম্=শরীর রূপে পরিণত আকাশাদি পঞ্চভূত। কর্ষয়ন্ত=ক্লিষ্ট করে, কৃশ করে। অচেতসঃ=বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ। বিদ্ধি=জানিবে।

অনুবাদ। যে সকল ব্যক্তিরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ উৎকট তপের তপস্যা করে অর্থাৎ উৎকট তপস্যা করে, দম্ভ ও অহঙ্কার যুক্ত হইয়া, ও কামনা আসক্তি ও বলপূর্ণ হইয়া দেহস্থ (আকাশাদি) পঞ্চভূতকে ও অন্তরে অবস্থিত (অন্তর্য্যামী রূপে অবস্থিত) আমাকেও (অর্থাৎ ভগবানকেও) ক্লিষ্ট করে, সেই বুদ্ধিহীনদিগকে বিশেধ অসুর, (অর্থাৎ নিশ্চিতই অসুর) বলিয়া জানিবে। (১৬।১৮)

দেহকে ক্লেশ দেয় ও শাস্ত্র তুচ্ছ করে বলিয়া আমাকেও ক্লেশ দেয়। (ঊর্দ্ধমুখী, ঊর্দ্ধবাহু থাকা, হেট মুণ্ডে, গ্রীষ্মে সূর্য্যো ও চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া থাকা ইত্যাদি—শরীরকে, অশাস্ত্রীয় ভাবে কষ্ট দেওয়া)।

শঙ্কর। ইন্দ্রিয়াদি রূপে স্থিত ভূত সমুদায়কে, ইত্যাদি। আমার আজ্ঞা না মানাই আমাকে কৃশ করা।

রামানুজ। আমার আজ্ঞার বিপরীত যে চলে, সে অসুর।

মধুসূদন। কেহ কেহ রাক্ষস ও তামস হইলেও, পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যের জন্য সাত্ত্বিক হইয়া গিয়া, শাস্ত্রোক্ত সাধনের অধিকারী হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, দুরাগ্রহবশতঃ ও দুরদৃষ্ট নিবন্ধন রজো ও তমোগুণাত্মকতা পরিত্যাগ করে না, তাহারা শাস্ত্রোক্ত মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়।...অচেতসঃ=বিবেক শূন্য ব্যক্তিরা। যে আমি তাহাদের শরীরের মধ্যে ভোক্তৃরূপে অবস্থিত রহিয়াছি, আমার ভোগায়তন শরীরকে কৃশ করায় সে আমাকেও কৃশ ও ক্লিষ্ট করিতে থাকে।

Radhakrishnan. বুদ্ধবাণী :—The habitual practice of asceticsm or self mortifications, which is painful, unprofitable and unworthy, ought not to be followed.

আশুদাস। ভূতগ্রাম=শরীরের ভিতরের জীবানু।

Krishna Prem. The mortification of the outer, leaves the inner ones quite intact. Indeed, sense-powers, forcibly suppressed outside are driven inwards and revenge themselves in a riot of imagination phantasy within, which will disturb the spiritual life far more effectually than ever the outer sense life could have done.

শ্রীধর। কেহ কেহ পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশে সাত্ত্বিক হন...কিন্তু অধমগণ তামসই হইয়া থাকে।

ভূপেন্দ্রনাথ। রাবণাদি ঘোর তপস্যায় অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় যদিচ ঐশ্বর্য্য পাইয়াছিল। আত্মারে কৃশ করার অর্থ, শাস্ত্রঅবহেলা। তন্ত্র শাস্ত্র গুরুমুখে জানা প্রয়োজন, নচেৎ কু-অর্থ গৃহীত হইবে।

(৭) ভগবান এইবার আহারের কথা আনিবেন। মানুষ নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে ইহা স্থির করে; কাজেই ইহা ত্রিবিধ, উপাসনার মত আহারেতেও বিচক্ষণতা চাই, কারণ আহার শুদ্ধিতে চিত্ত শুদ্ধি হয়, এবং তাহা আনিয়া দেয় জ্ঞান গ্রহণের যোগ্যতা ও তাহা আনিয়া দেয় সিদ্ধি, সুখ ও পরমগতি (১৬।২৩)

৭। আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু।

পদচ্ছেদ। আহারঃ তু অপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধঃ ভবতি প্রিয়ঃ, যজ্ঞঃ তপঃ তথা দানম্ তেষাম্ ভেদম্ ইমম শৃণু।

অন্বয়। আহারঃ অপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি, তু তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানম্ তেষাম ইমম্ ভেদম্ শৃণু।

কঠিন শব্দ। সর্ব্বস্য = সকল প্রাণীর, নিজ নিজ প্রকৃতির অনুসারে। বাহিরের বস্তু সকলের ভিতর আহার প্রধান, যাহার উপর গুণাদির হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে, কারণ আহারই শরীর গঠন করে, এবং মন ও বুদ্ধির উপর ইহার প্রভাব খুব বেশী, মনে হয় সেই জন্যই ভগবান প্রথমেই আহারের কথা লইলেন।

অনুবাদ। আহারও সকল প্রাণীর তিন প্রকারের প্রিয়

৫

অর্থাৎ ভাল লাগার হয়। যজ্ঞ দানও সেইরূপ (অর্থাৎ অভিরুচি অনুযায়ী) (অর্থাৎ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে প্রত্যেকটি তিন প্রকারের হয়)। উহাদের এই ভেদ গুলি শ্রবণ কর। (আহারের পরিমাণ, ৬৷১৭ শ্লোকে)।

যজ্ঞ দান ও তপস্যা (এই ত্রয়ী) চিত্তশুদ্ধির জন্য অতীব প্রয়োজন, তাই এই গোড়ার দিকে ইহাদিগকে লওয়া হইয়াছে। অনেকেই স্বীকার করিতে চাহেন না যে ইহারা কর্ম্মবন্ধন আনে; ইহা বোধ হয় এই জন্য যে এ গুলিতেও যদি কর্ম্মবন্ধন আছে বলা হয়, তাহা হইলে লোকে ইহা করিবে কেন ? হইলেই বা চিত্তশুদ্ধি কারক, কে ইচ্ছা করিয়া কর্ম্মবন্ধনে জড়িত হইতে চাহিবে ? ধরিয়া লইয়া যে এ গুলিতে কর্ম্মবন্ধন হয়, ভগবান সেই জন্যই বলিয়াছেন যে চিত্তশুদ্ধি করাও হইবে, এবং কর্ম্মবন্ধন এড়ানও যাইবে, যদি এইগুলিকে আসক্তিহীন ভাবে করা হয়। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা যে, মনকে পরিষ্কার করে তাহাতে সন্দেহ নাই। যজ্ঞ শিক্ষা দেয়, কি করিয়া একসঙ্গে সহযোগী ভাবে, পারস্পরিক স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া শুদ্ধ মনে কাজ করা যাইতে পারে। দান মনের প্রসারতা আনে, আর দুঃস্থকে রক্ষা করে। তপস্যা, সংসারের ঝড় ঝটিকার উর্দ্ধে মনকে তুলিবার অভ্যাস দেয়। যজ্ঞ ও দানে তবুও লোকের মাঝে থাকিতে হয়; তপস্যা একক, অসঙ্গ, নিজেকে গুটাইয়া রাখা। মনের সংস্কার সাধনে এই তিনটির এত প্রয়োজনীয়তা থাকায়, গীতায় এ তিনটি কথা একসঙ্গে বহুস্থানে আসিয়াছে।

B. Savarin. Tell me what you eat, and I will tell you what you are.

রামানুজ। অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ (ছা উ ৬।৫।৪); আরশুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধি (ছা উ ৭।২৬ ২)।

শ্রীধর। রাজস ও তামস আহার ত্যাগ করিবে।....

রামানুজ মতে, খাদ্যে জাতি দোষ ও সংস্পর্শ দোষ, কাল বা স্থানের দোষ পড়ে।

৮। আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্ধনাঃ
রস্যা স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ (৮)

৯। কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণারূক্ষ বিদাহিনঃ
আহারা রাজস স্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ।৯।

১০। যাতয়ামং গতরসং পূতি পর্য্যুসিতং চ যৎ
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস প্রিয়ম্।১০।

পদচ্ছেদ। আয়ু-সত্ত্ব-বল-আরোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্ধনাঃ, রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ,কটু-অম্ল-লবণ-অতিউষ্ণ-তীক্ষ্ণ রূক্ষ-বিদাহিনঃ, আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ দুখ-শোক আময়-প্রদাঃ, যাতযামম্ গতরসম্ পূতি পর্য্যুসিতম্ চ যৎ, উচ্ছিষ্টম্ অপি চ অমেধ্যম্ ভোজনম্ তামস-প্রিয়ম্।

অন্বয়। আয়ুঃ সত্ত্ব-বল-আরোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্ধনাঃ রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ। কটু-অম্ল-লবন-অত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রূক্ষ বিদাহিনঃ দুঃখ শোকাময়প্রদাঃ আহারাঃ

রাজসস্য ইষ্টাঃ। যৎ ভোজনম্ যাত-যামম্ গতরসম্ চ পূতি পর্য্যুসিতম্ উচ্ছিষ্টম্ চ অমেধ্যম্ অপি তামস প্রিয়ম্।

কঠিন শব্দ। সত্ত্ব=সত্ত্বা বা সার পদার্থ; বুদ্ধি; সাত্ত্বিক স্বভাব, উৎসাহ (শ্রীধর)। রস্যাঃ=সরস। স্নিগ্ধাঃ= স্নিগ্ধকর; স্নেহপদার্থযুক্ত। স্থিরা=স্থায়ী প্রভাবশালী। হৃদ্যাঃ=হৃদয়ানন্দকর,। কটু=ঝাল। অত্যুষ্ণ=অতি গরম (ঠাণ্ডার বিপরীত); গ্রীষ্মভাব প্রবর্ধক; অথবা গরম মসালা যুক্ত; 'অনেকেই, এই অতিবিশেষণ, সব গুলিতেই (যথা কটু অম্ল ইত্যাদিতে) যোগ দিতে বলিয়াছেন)। তীক্ষ্ণ=তীব্র স্বাদ যুক্ত; যাহা জিহ্বাকে চন্‌চনিয়ে দেয়। রূক্ষ=শুষ্ক; স্নেহ পদার্থ হীন। প্রদাহিকা=জ্বলাকর; পেটে জ্বালা আনে; যথা রাই।

আময়=রোগজনক। রাজসস্য ইষ্টা=রাজসিক পুরুষ-দিগের প্রিয়। যাতযামম্=অনেকক্ষণ রাখা; (শঙ্কর), বা অত্যধিক পাকা, আধ কাঁচা, প্রহরগতঠাণ্ডা (ব্যোমব্রহ্ম) (শ্রীধর), রাত্রের। গতরসম=রসহীন, অথবা নষ্টস্বাদ; যাহার সার তুলিয়া লওয়া হইয়াছে যথা মথিত দুধ (রামদয়াল) পূতি=দুর্গন্ধযুক্ত। পর্য্যুসিত=বাসি। অমেধ্য=অপবিত্র, অভক্ষ্য।

অনুবাদ। পরমায়ু, দেহে বুদ্ধি আদি সার পদার্থ বা সাত্ত্বিক স্বভাব, বল, নীরোগতা সুখ ও আনন্দ বর্দ্ধক, সরস, স্নিগ্ধকর (অথবা স্নেহ পদার্থ পূর্ণ) স্থায়ীপ্রভাবশালী, মনোরম,

এইরূপ আহার বা ভোজন দ্রব্য-সকল, সাত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। [সাত্বিক মনের অভিরুচি এইরূপ খাদ্যসকলে হয়, এইরূপ আহারে সাত্বিকতা বৃদ্ধি পায়। "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধি" (ছা উ ৭।২৬।২১। [মৎস্য মাংসাদিতে উপরিউক্ত গুণ দুই-একটি থাকিতে পারে, কিন্তু দোষ অনেক বেশী, সেই জন্য ব্রহ্ম-চারি ও তপস্বীগণের ও বিধবাদিগের পক্ষে আমিষ আহার নিষিদ্ধ]।

ঝাল, টক, লবণাক্ত, অতি গরম (বা গ্রীষ্মভাব বর্ধক), যাহা জিহ্বাকে চন্‌চনিয়ে দেয়, শুষ্ক (বা স্নেহ পদার্থ হীন, জ্বালা কর, এই সব আহার দুঃখ, শোক ও রোগজনক, ইহারা রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। [কটু অর্থে কেহ কেহ (যথা মধুসূদন) তিক্ত ও তীক্ষ্ণ অর্থে ঝাল করিয়াছেন। রাজসিক ব্যক্তিগণের স্বভাব উত্তেজনাপূর্ণ ও এই গুলি উত্তেজক, কাজেই এইগুলি খাইতে তাহারা ভাল বাসে। কিন্তু এই গুলিতে রোগ (যথা ulcer, piles বুক জ্বালা ইত্যাদি) ও দুঃখ ও শোক আনে। সাত্বিক আহারের বিশেষণ গণের বিরোধী রাজসিক আহারের বিশেষণ গুলি, তাহা দেখিলেই লক্ষিত হইবে, যথা স্নিগ্ধের বিরোধী রূক্ষ।]

অনেকক্ষণ রাখা (বা আধ কাঁচা, বা অত্যধিক পাকা), রস-হীন (বা নষ্টস্বাদ, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসি, উচ্ছিষ্ট, অভক্ষ্য (অপ-বিত্র), এইরূপ যে সকল আহার তাহা তামসদিগের প্রয় ।

রামানুজ ঃ সত্ত্ব=অন্তঃকরণ, এখানে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম

স্থান ; সত্বাং সঞ্জায়তে স্থানম (১৪।১৭) জাতিদোষ, আশ্রয়-দোষ ও নিমিত্ত দোষ, খাদ্যের ত্রিবিধ দোষ, যেন না থাকে।

কৃষ্ণানন্দ। মাংসাহারে হিংস্রক স্বভাব ও দুরারোগ্য রোগ আনে।

গোয়েন্কা। রস্যা=দুধ চিনি আদি রস যুক্ত পদার্থ। স্নিগ্ধা=ঘি, মাখম ইত্যাদি। হৃদ্যা=যে খাবার দেখিলে রুচি আসে। গতরস যেমন শুষ্ক আখ, ইত্যাদি।

রামদয়াল। আয়ুবর্দ্ধক ক্ষীর। অবসাদ দূর করে ঘৃত। দুর্ব্বল শরীরে বল দেয় দুগ্ধ। পীড়া আরোগ্য করে তিক্ত দ্রব্যাদি। ভোজনকালেই রুচিবর্দ্ধক, পায়স। রসযুক্ত যথা রসাল বস্তু। স্নেহ যুক্ত, মাখন ইত্যাদি।

বিদ্যানন্দ। রস=দুধ, ফল ; স্নিগ্ধ=ঘি, মাখম, বাদাম পেস্তা। স্থিরা=শক্তি ও ওজন বর্দ্ধক, কন্দ, মেওয়া। কটু=মরিচ, মসালা, আচার। তীক্ষ্ণ=সির্কা, রাই। রূক্ষ=ভাজা। বিদাহিকা=গরমমশালা। যাতযাম=অনেক পূর্ব্বের, বা আধ সিদ্ধ। তামার পাত্রে কি দুধ দই রাখবে না।

ভূপেন্দ্রনাথ। আয়ুবৃদ্ধি ক্ষীর, অবসাদ দূর ও সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি=ঘৃত)। আরোগ্য প্রাপ্তি=তিক্ত বস্তু ; সুখ=মধু, ভোজন মাত্রেই তৃপ্তি লাভ=পায়স। স্নিগ্ধবস্তু=মাখন, মাঠা, রসযুক্ত=রসাল ফল। স্থিরা=হবিষ্যান্ন। হৃদ্যা, পবিত্র=পায়স, ঘৃত কটু=নিম, চিরেতা। অম্ল=কাঁচা তেতুল ; উষ্ণ=আগ্‌জ্বলন্ত

ভাত; জিহ্বা পুড়িয়া যাহাতে যায়। তীক্ষ্ণ=লঙ্কা, রূক্ষ=চাল-ভাজা ছোলাভাজা, বিদাহী=সর্ষপ। যাতযাম=প্রহরাতীত হওয়ায়, যাহা শৈত্য, বস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; গতরসম=নিস্পীড়িত সার।

শ্রীধর। হৃদ্যা=দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম অর্থাৎ মনের আনন্দ হয়।

মহানামব্রত। যাহা বাহির হইতে ইন্দ্রিয় দ্বারা আহরণ করি, তাহা আহার। যাহা অন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করি তাহা যজ্ঞ। বিশেষ কোন লক্ষ্য বস্তু প্রাপ্তির জন্য যে উদ্যম, তাহা তপস্যা।

Telang. রাজসিক—Bitter, acid, saltish, too hot, sharp, rough fuming.

(১১ ১২,১৩) এইবার যজ্ঞের কথা আনিলেন। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা চিত্ত শুদ্ধি কারক এবং সেই জন্য মানুষের জীবনে ইহাদের অতি উচ্চ স্থান দেওয়া উচিত বলিয়া, ভগবান এই গোড়ার দিকেই, ইহাদের আনিলেন। যজ্ঞ, মূলে অন্য রকমের ছিল (আমাদের যজ্ঞ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), পরে "ক্রিয়া বিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি" (২।৪২-৪৪) হইয়া পড়ে। ভগবান যজ্ঞের নিন্দা করেন নাই। ২।৪২-৪৪ শ্লোকের যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন; বরং বহুস্থলে প্রশংসাই করিয়াছেন গোড়াতেই যজ্ঞের কথা আসিয়াছে তৃতীয় অধ্যায়; রূপক ভাবে বহু কর্ম্ম মত, ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা চতুর্থ অধ্যায়ে আছে। আমাদের

সকল চিন্তা, সকল কর্ম্ম, ত্রিবিধ হওয়ায়, এবং যজ্ঞ, কর্ম্ম হওয়ায় ইহাও ত্রিবিধ হয়, ভগবান এখন তাহাই বলিবেন।

১১। অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ।১১।

১২। অভিসংধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব চ
ইজ্যতে ভরত-শ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্।১২।

১৩। বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধা বিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ।১৩।

পদচ্ছেদ। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যজ্ঞঃ বিধিদৃষ্টঃ যঃ ইজ্যতে যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায় সঃ সাত্ত্বিকঃ।

অভিসংধায় তু ফলম্ দম্ভার্থম্ অপি চ এব যৎ, ইজ্যতে ভরত-শ্রেষ্ঠ তম্ যজ্ঞম্ বিদ্ধি রাজসম্॥ বিধিহীনম্ অ-সৃষ্ট অন্নম্ মন্ত্র-হীনম্ অ-দক্ষিণম্, শ্রদ্ধা-বিরহিতং যজ্ঞম্ তামসম্ পরিচক্ষতে।

অন্বয়। যঃ যজ্ঞঃ বিধিদৃষ্টঃ যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায় অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ইজ্যতে সঃ সাত্ত্বিকঃ॥ তু ভরত-শ্রেষ্ঠ যৎ দম্ভার্থম্ এব চ ফলম্ অপি অভিসংধায় ইজ্যতে, তম্ যজ্ঞঃ রাজসম্ বিদ্ধি॥ বিধিহীনম্ অসৃষ্টান্নম্ মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণম্ শ্রদ্ধা বিরহিতম্ যজ্ঞম্ তামসম্ পরিচক্ষতে।

কঠিন শব্দ। বিধিদৃষ্ট = যথাশাস্ত্রবিহিত ; শাস্ত্রের নিয়মে যাহা দেখা যায়, সেই মত। যষ্টব্যম্ এব = করাই কর্ত্তব্য। সমাধায় = বিচার বা স্থির সঙ্কল্প করিয়া। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ = ফল-কামনাত্যাগী ব্যক্তিগণের দ্বারা, অর্থাৎ আমার পুণ্য হউক,

আমার এই সঙ্কল্প পূর্ণ হউক, ইত্যাদি ফল যাঁহারা চাহেন না তাঁহাদের দ্বারা, নিষ্কাম কর্ম্মিগণের দ্বারা। ইজ্যতে=যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। দম্ভার্থম্=বড়াই দেখাইবার জন্য অভিসংধায়=কামনা করিয়া। বিদ্ধি=জ্ঞাত হও। বিধিহীনম্=শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিত। অসৃষ্টান্নম্=অন্নদান বিহীন। অদক্ষিণম্=দক্ষিণাশূন্য। পরিচক্ষতে=কথিত হয়।

১১। যে যজ্ঞ যথাশাস্ত্র বিহিত, যাহা, করাই কর্ত্তব্য এইরূপ মনে বিচার বা স্থির সঙ্কল্প স্থাপিত করিয়া (অর্থাৎ অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে), যাহা ফলকামনা ত্যাগী ব্যক্তিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক।

১২। আর, হে ভরত শ্রেষ্ঠ, ফলকামনা করিয়া (আমার পুণ্য হউক, আমার ইহ পরকাল সুখের হউক্ ইত্যাদি কামনা করিয়া), বড়াই দেখাইবার জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই যজ্ঞ রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে।

১৩। শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিত, অন্নদান বিহীন, মন্ত্র বর্জ্জিত দক্ষিণা শূন্য ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলা হয়।

রামানুজ ঃ যজ্ঞ ভগবানের আরাধনারূপ হওয়ায় উহা স্বয়ংই প্রয়োজনরূপ এবং সেই জন্য কর্ত্তব্য।

মধুসূদন ঃ যজ্ঞ দুইপ্রকারের হয়, কাম্য ও নিত্য। যেগুলি ফল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বিধিবাক্যের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং যাহা নিখুঁত ভাবে, ও প্রয়োজনীয় সব কিছু সংগ্রহ পূর্ব্বক করিতে হইবে, বিকল্প দিলাম না পারিলাম না বলিলে চলিবে

৬

না, সেইরূপ যজ্ঞ কাম্য বলিয়া কথিত। আর যাহা বিধি বোধিত, জীবন থাকিলে যাহা অবশ্যই করিতে হইবে অনুকল্পেও যাহার অনুষ্ঠান করা যায়, সেই যজ্ঞ নিত্য বলিয়া কথিত হয়। এ গুলি পারিভাষিক শব্দ ; নিত্য অর্থে প্রতিদিনের নহে।

আহার দৃষ্টার্থক, অর্থাৎ ফল সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় ; যজ্ঞ, দান ও তপের ফল তখনই দেখা যায় না। ফলং অভিসন্ধায়= স্বর্গাদি উদ্দেশ্য করিয়া, অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য নহে।

মন্ত্রহীন, ইহাতে স্বরভ্রষ্ট, বর্ণভ্রষ্ট সবই আসে।

অরবিন্দ ঃ অতএব গীতা যে রকম যজ্ঞ চায়, সাত্ত্বিক যজ্ঞ সেই আদর্শের খুব নিকটবর্ত্তী, এবং সাক্ষাৎ ভাবেই সেই দিকেই লইয়া যায়। শ্রদ্ধা বিরহিত ভাবে যে জিনিষ করা যায়, অর্থাৎ যে জিনিষ সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ ভাবে সচেতন ধারণা নাই, সম্মতি নাই, ইচ্ছা নাই, অথচ প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হইয়া করিতে হয়, তাহাই হইতেছে তামসিক যজ্ঞ। তামসিক মানুষ তাহার যজ্ঞ অর্পণ করে ভূত প্রেতগণের উদ্দেশ্যে অথবা যে সকল অদ্ভুত শক্তি অন্তরালে থাকিয়া তাহার কর্ম্ম নিজেদের ভোগে লাগায় এবং তাহাদের অন্ধকারের দ্বারা তাহার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাদের উদ্দেশ্যে।

কৃষ্ণানন্দ ঃ উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরে বেদ পাঠ কর্ত্তব্য।

রামদয়াল ঃ যজ্ঞ=দেবতার উদ্দেশ্য দ্রব্য ত্যাগ, ভগবৎ প্রীতি কামনায়। অশুভ ফলাকাঙ্ক্ষাই ত্যজ্য ; ভগবৎ প্রীতি কামনা ইহার ভিতর পড়ে না।

শঙ্কর। অসৃষ্টান্ন=ব্রাহ্মণকে অন্নদান না করিয়া। বিধিহীন=ব্রাহ্মণের বিধি বা আজ্ঞা যাহাতে পাওয়া যায় নাই।

Gandhi-Desai. অসৃষ্টান্ন = which produces no food, Desai says, Gandhiji deliberately makes this translation, as he says, all Sacrifice must be creative. দক্ষিণা is giving up one self as ideal.

শ্রীধর। ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত, বিধির দ্বারা বিহিত যজ্ঞ সাত্ত্বিক; স্ব-মহত্ত্ব খ্যাপনার্থ যে যজ্ঞ তাহা রাজসিক। ইত্যাদি

বিনোবা। আমরা তিনটি পরিস্থিতির সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্বন্ধিত। প্রথম, আমাকে জড়িয়ে রয়েছে যে শরীর। দ্বিতীয়, আমার চতুর্দ্দিকে প্রসারিত যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, যার একটি অংশ আমি। তৃতীয়, যে পরিস্থিতিতে আমার জন্ম হয়েছে, আমার সমাজ, পিতা, মাতা ইত্যাদি। আমি এদের যা থেকে যা নিচ্চি, তার পূর্ত্তি করা চাই। যজ্ঞ, দান, তপে সেই পূর্ত্তি করতে পারা যায়। যজ্ঞের উদ্দেশ্যে উপরি উক্ত সৃষ্টি থেকে যা কিছু নিচ্ছি, তা পুরিয়ে দেওয়া। জগৎ চক্র চল্‌ছে আমি যেন তার কোন প্রতিরোধ না তুলি। পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি fertiliser দিয়া কম্‌তে না দেওয়া, চতুর্দ্দিক পরিষ্কার রাখা সব, এর ভিতর পড়ে। এ পরোপকার নয়, আমি ঋণী, ঋণ শোধ করা। যজ্ঞ সেই সব কর্ম্ম যাতে সৃষ্টির প্রতি আমার ঋণের পরিশোধ। দানের অর্থ সমাজের প্রতি আমার যে ঋণ রয়েছে তার পরিশোধ। তৃতীয় ঋণ শরীরের প্রতি। আমি তো অনবর-

তঃই, মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে কাজ নিচ্ছি, তপস্যার দ্বারা যে ঋণ পরিশোধ হয়। সৃষ্টি, সমাজ ও শরীর, এই তিন সংস্থা যাতে ঠিক ভাবে চল্‌তে পারে, সেই জন্য যজ্ঞ, দান ও তপের প্রয়োজন।...যজ্ঞঃসাধনরূপ কর্ম্মও যজ্ঞ। গীতা এরূপ কর্ম্মকে তদর্থম্ কর্ম্ম, যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বলেছে।...যখন আমার ভিতর নিষ্কা-মতা আস্‌বে, ও বিধিপূর্ব্বক সকল কর্ম্ম হবে, তখন চিত্ত-শুদ্ধি হতে থাক্‌বে। বাহিরের কর্ম্মের শুদ্ধি মনের শুদ্ধির দ্বারা, ও মনের শুদ্ধি বাহিরের কর্ম্মের শুদ্ধি দ্বারা প্রমাণিত হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ। ভগবৎ প্রীতি কামনায় যজ্ঞ সাত্ত্বিক; ইহা ছাড়া, আরও এক প্রকার ফলাকাঙ্‌ক্ষা হীন যজ্ঞ আছে, তাহা ব্রহ্ম যজ্ঞ, অর্থাৎ ব্রহ্ম নাড়ীর ভিতর প্রাণকে লইয়া যাওয়া। সমাধি প্রজ্ঞার জন্য ধারণা ধ্যান প্রয়োজন, তাহার জন্য প্রাণায়ামাদি।....অনেকে সাধন করেন, রোগ ভাল করিতে, বা লোকে যোগী বলিবে বলিয়া,.. পূজার ভান্ করিয়া ঠাকুর ঘরে বসেন, দরজা দেন এবং ঢোলেন।...অসৃষ্ঠান্ন = অন্ন অর্থাৎ প্রাণ সৃষ্ট অর্থাৎ মিলিত বা যুক্ত; অসৃষ্টান্ন = যে প্রাণ যুক্ত বা মিলিত নহে, অর্থাৎ সচঞ্চল, অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া স্থিরত্ব অব-স্থাকে অনুভব করিতে না পারা। মন্ত্রহীন (শ্বাসই মন্ত্র) অর্থাৎ প্রাণায়াম না করিয়া পূজা করা।

(১৪,১৫,১৬) এইবার যজ্ঞের পরেই তপঃ লইলেন। তপের ত্রিভেদ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক তো আছেই, প্রত্যেকটিতে আবার কায়িক বাচনিক ও মানসিক হয়। নিম্নের তিনটি

শ্লোকে সাত্ত্বিকের কায়িক বাচনিক ও মানসিক তপের বিবৃতি আসিয়াছে। তপঃকে সঙ্কীর্ণ অর্থে নহে, ব্যাপক অর্থে যেন লওয়া হয়, যে অর্থ মনুতে আছে, যথা ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। তপঃই ভগবান।

১৪। দেবদ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পুজনং শৌচমার্জ্জবম্
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।১৪।

১৫। অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে।১৫।

১৬। মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ
ভাবসংশুদ্ধি রিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে।১৬।

পদচ্ছেদ ঃ দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পুজনম্, শৌচম্ আর্জ্জবম্, ব্রহ্মচর্য্যং অহিংসা চ শারীরম তপঃ উচ্যতে॥ অনুদ্বেগ-করম্ বাক্যম্ সত্যম্ প্রিয়-হিতম্ চ যৎ, স্বাধ্যায়-অভ্যসনম্ চ এব বাঙ্‌ময়ম্ তপঃ উচ্যতে।

মনঃ-প্রসাদঃ সৌম্যত্বম্ মৌনম্ আত্ম-বিনিগ্রহঃ, ভাব-সংশুদ্ধিঃ ইতি এতৎ তপঃমানসম্ উচ্যতে।

অন্বয় ঃ দেবদ্বিজগুরু প্রাজ্ঞ পূজনম্ শৌচম্ আর্জবম্ ব্রহ্মচর্য্যম্ চ অহিংসা শারীরম্ তপ উচতে॥ চ যৎ অনুদ্বেগ-করম্ প্রিয়হিতম্ সত্যং বাক্যং চ স্বাধ্যায়াভ্যসনম্ এব বাক্যম্ তপঃ উচ্যতে॥ মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বম্ মৌনম্ আত্মবিনিগ্রহঃ ভাবসংশুদ্ধি ইতি এতৎ মানসম্ তপঃ উচ্যতে।

কঠিন শব্দ । গুরু, শুধু আচার্য্য নহে, মাতা, পিতা, গুরুজন ও বয়সে যে বড় ও পূজা পাইবার অধিকারী। আর্জবম্ = সরলতা। অনুদ্বেগকর = যাহা অন্যের মনে কষ্টদায়ক নহে। স্বাধ্যায়াভ্যসনম্ = শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রাভ্যাস (বা মুখে ভগবানের নাম করা)। মনঃ প্রসাদঃ = মনের প্রসন্নতা, তাহাতে চঞ্চলতা বা উদ্বেগ বা ক্রোধাদি না থাকা। সৌম্যত্বং = সুন্দর স্নিগ্ধ ভাব। মৌনম্ = মনঃ সংযম, বা মননাদি মুনি বৃত্তিঃ, মন সংযম, বাক্ সংযম (মৌনের সাধারণ অর্থ বাক্ সংযম্, কিন্তু মন সংযম না হইলে বাক্ সংযম্ হয় না)। আত্মবিনিগ্রহ = নিজেকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখা, ইন্দ্রিয় সংযম, বিষয় হইতে মনকে টানিয়া আনা। ভাবসংশুদ্ধি = অন্তঃকরণকে পবিত্র রাখা, চিত্তশুদ্ধি।

অনুবাদ । দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজনদিগের ও জ্ঞানিদিগের পূজা, শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা—ইহারা শারীরিক তপঃ বলিয়া কথিত হয়। (ইহারা শরীর দ্বারা কৃত হয় বলিয়া, এই নাম)। যাহা অন্যের মনঃপীড়াদায়ক নহে, যাহা যথার্থ প্রিয় ও হিতকর, এরূপ বাক্য বলা, শাস্ত্র পাঠ ও শাস্ত্রাভ্যাস, ইহারা বাচিক তপস্যা বলিয়া কথিত হয়। (বাক্যের দ্বারাতে হয় বলিয়া এইরূপ নাম)। মনের প্রসন্নতা, সুন্দর স্নিগ্ধ শান্তভাব, মনঃ সংযম (বা বাক্ সংযম), নিজেকে টানিয়া রাখা ভুল পথে যেন সে না যায়, চিত্তশুদ্ধি—এইগুলি মানসতপঃ বলিয়া কথিত হয়।

কৃষ্ণানন্দ । প্রাজ্ঞ = ব্রহ্মনিষ্ঠ, বিদ্বান, ইত্যাদি।

শঙ্কর । মনঃপ্রসাদ = শান্তি, সচ্ছতা। সৌমত্যম্ =

মুখাদি প্রসন্ন করে এরূপ অন্তঃকরণের শান্তবৃত্তি। মনের বাণী-বিষয়ক সংযমের নাম মৌন ; সকল রকম সংযমের নাম আত্ম-বিনিগ্রহ।

Gandhi. Silence is essential for the one whose like is in incessant search for truth. গান্ধীজি মৌন থাকায় উপর খুব জোর দিতেন ; সপ্তাহে একদিন মৌন থাকিতেন।

রামানুজ। আত্ম বিনিগ্রহ = মনের বৃত্তি স্থিরতা পূর্ব্বক, ধ্যেয় বস্তুর স্থাপন করা ভাব।সংশুদ্ধি = আত্মা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের চিন্তায় না থাকা।

গোয়েন্‌কা। মনঃপ্রসাদ = মনের নির্ম্মলতা, চিন্তা উদ্বেগগাদি দোষরহিত।…রুক্ষতা, প্রাণিহিংসা ও নির্দ্দয়তা আদি তাপকারক দোষশূন্য হইয়া মনকে সর্ব্বদা শীতল রাখা। মৌন = মনকে নিরন্তর ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব, স্বরূপ, লীলা ও নাম আদির চিন্তনে, ব্রহ্মবিচারে লাগিয়া থাকা। আত্মবিনি-গ্রহ = অন্তঃকরণের চঞ্চলতা নাশ করিয়া তাহাকে নিজের বশে রাখা। ভাবসংশুদ্ধি = অন্তকরণে রাগ, দ্বেষ, ঘৃণা, প্রমাদ ইত্যাদি দুর্ভাব নষ্ট হইয়া যাওয়া, আর সদ্ভাব ইত্যাদির বিকাশ হওনা যাওয়া।

কৃষ্ণানন্দ। চিত্তে বিষয়চিন্তা জনিত ব্যাকুলতা না রাখা। শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়ে চিন্তা না করা।

বিদ্যানন্দ ঃ ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং, তপঃ ক্ষত্রিয়স্য রক্ষণং বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা, তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ শারীর তপস্যার কথা এখানে বলিতেছেন। অন্তর্লক্ষ্যের অর্থ সমূহ যথা, দেবতার পূজা= যোগীদের পূজা, কূটস্থেতে ধ্যান; দ্বিজ=যাহাদের কূটস্থ দর্শন হইয়াছে, ইহাই দ্বিতীয় জন্ম; গুরুপূজা=আত্মাই প্রকৃত গুরু; শৌচ=ব্রহ্মে থাকিবার চেষ্টা; আর্জ্জব=মন ইন্দ্রিয় ও বাক্য সংযত করা; ব্রহ্মচর্য্য=ব্রহ্মে থাকা; অহিংসা=যম সাধনের মধ্যে অহিংসাই সর্ব্বোত্তম। সত্য=যোগী যাহা বলেন তাহা অসত্য হয় না। স্বাধ্যায়=জীবভাব অতিক্রম করা। .. ক্রিয়ার শেষে একপ্রকার মানসিক প্রসন্নতা আসে, তখন মনে কোন উদ্বেগ থাকে না। সৌমত্ব=মনের প্রসন্নতা চিহ্ন। আত্মবিনিগ্রহ= চিত্তবৃত্তির নিরোধ, আপনাতে আপনি থাকা। ভাবসংশুদ্ধি =যে অবস্থায় মনের অশুদ্ধি থাকে না।

শ্রীধর ঃ মৌন=মুনির ভাব, মনন। আত্মবিনিগ্রহ= বিষয় হইতে প্রত্যাহার। ভাবসংশুদ্ধি=ব্যবহারে মায়ারাহিত্য।

(১৭,১৮,১৯) এইবার তপেরও যে তিন প্রকার হয়, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, তাহা আলোচিত হইবে।

১৭। শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ
অফলাকাঙ্ক্ষিভি যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।১৭॥

১৮। সৎকার মান পূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।১।

১৯। মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎপীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎতামসমুদাহৃতম্ ।১৯।

পদচ্ছেদ ঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তম্ তপঃ তৎত্রিবিধম্ নরৈঃ, অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকম্ পরিচক্ষতে। সৎকার-মান-পুজার্থম্ তপঃ দম্ভেন চ এব যৎ ক্রিয়তে তৎ ইহ প্রোক্তম্ রাজসম্ চলম্ অধ্রুবম্। মূঢ় গ্রাহেণ আত্মনঃ যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ, পরস্য উৎসাদন-অর্থম্ বা তৎতামসম্ উদাহৃতম্।

অন্বয় ঃ অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তম্ তৎত্রিবিধং তপঃ সাত্ত্বিকম্ পরিচক্ষতে। চ যৎতপঃ সৎকারমান পুজার্থং দম্ভেন এব ক্রিয়তে তৎ অধ্রুবম্ চলম্ ইহ রাজসম্ প্রোক্তম্। যৎ তপঃ মূঢ়গ্রাহেণ আত্মনঃ পীড়য়া বা পরস্য উৎসাদনার্থম্ ক্রিয়তে তৎতামসম্ উদাহৃতম্।

কঠিন শব্দ ঃ যুক্তৈঃ = সমাহিত মনে (একাগ্রচিত্তে ভগবানে যুক্ত থাকিয়া। পরয়া শ্রদ্ধয়া = পরম শ্রদ্ধার সহিত। তপ্তম = অনুষ্ঠিত তপ। তৎত্রিবিধ = পূর্বোক্ত তিন প্রকার। পরিচক্ষতে = কথিত হয়। সৎকার = প্রশংসাপূর্ণ আদর। দম্ভেন = জোর করিয়া মান বাড়াইবার জন্য। চলম্ = মাত্র ক্ষণিক ফলদায়ী, অনিত্য। অধ্রুবম্ = অনিশ্চিত, অর্থাৎ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। মূঢ়গ্রাহেণ = বুদ্ধি ভ্রষ্ট জেদের বশে। আত্মন পীড়য়া = নিজেকে কষ্ট দিয়া। পরস্য উৎসোদনাথ = পরের উচ্ছেদ সাধনের জন্য।

অনুবাদ ঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত মনে, সমাহিত ভাবে,

পরম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের তপ (অর্থাৎ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই নামে উপরে বলা হইয়াছে) তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়।

প্রশংসাপূর্ণ আদর, সম্মান ও পূজা লাভের জন্য এবং জোর করিয়া মান বাড়াইবার জন্য যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, যাহা মাত্র ক্ষণিক ফলদায়ী, আর সে ফল ফলিতেও পারে, নাও ফলিতে পারে, তাহা রাজসিক। বুদ্ধিভ্রষ্ট-জেদের বশে নিজেকে কষ্ট দিয়া ও পরের উচ্ছেদ সাধনের জন্য যে তপঃ করা হয় তাহা তামস বলিয়া কথিত হয়। (১৭·৬ আসুরী) (মহাভাঃ ৫।১২ গীতাপ্রেমী।

শ্রীধর। সৎকার = লোকে বলিবে ইনি সাধু। মূঢ়গ্রাহ = অবিবেক কৃত দুরাগ্রহ অবলম্বন।

রামানুজ। পরয়াতপ্তং = এই তপ পরমপুরুষের আরাধনা এইরূপ বিচারধারা যুক্ত।

শঙ্কর। সৎকারার্থ=উনি, সাধু তপস্বী ব্রাহ্মণ এইরূপ গৌরব সূচক কথা শুনিবার জন্য।

রামানুজ। মনের দ্বারা আদরের নাম সৎকার, বাণীর দ্বারা প্রশংসার নাম মান, শরীরের দ্বারা নমস্কারাদির নাম পূজা।

গোয়েন্‌কা। পরম শ্রদ্ধা=পরম বিশ্বাস, উহা মহত্বপূর্ণ।

কৃষ্ণানন্দ। দম্ভ=এইরূপ করা, লোকে যেন বলে, উনি বড় কঠোর তপস্যা করিতেছেন,…উনি সাধক, উঁহার পাদ-প্রক্ষালন ও অর্চ্চনা করা উচিত।

গোয়েন্কা। তপের বাস্তবিক লক্ষণ না বুঝিয়া যে কোন ক্রিয়াকে তপঃ বলিয়া করাকে দুরাগ্রহ বা দুরগ্রাহ বলে।

কৃষ্ণানন্দ। দুরগ্রাহ, যথা রাজা হইবার জন্য পঞ্চতপ।

ভূপেন্দ্রনাথ। প্রাণায়াম=পরম তপস্যা। রাজসিক= লোকে আমাকে তপস্বী বলিবে; তামসিক যথা পঞ্চতপ হওয়া, কারণ উচাটন।

মতিলাল। আত্মনঃ পীড়য়া=কেহ হন ঊর্দ্ধবাহু, কেহ হেঁট মুণ্ড ইত্যাদি।

(২০,২১,২২)। এইবার দান সম্বন্ধে—ইহাও ত্রিবিধ।

২০। দাতব্যমিতি যদ্ দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্ দানম্ সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।২০॥

২১। যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্ দানং রাজসং স্মৃতম্।২১।

২২। অদেশকালে যদ্ দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎতামস মুদাহৃতম্ ২২।

পদচ্ছেদ। দাতব্যম্ ইতি যৎ দানম্ দীয়তে অনুপকারিণে দেশে কালে চ পাত্রে চ তৎ দানম্ সাত্ত্বিকম্ স্মৃতম্। যৎ তু প্রত্যুপকারার্থম্ (প্রতি-উপকার অর্থম) ফলম্ উদ্দিশ্য বা পুনঃ, দীয়তে চ পরিক্লিষ্টম্ তৎ দানম্ রাজসম্ স্মৃতম্ অ-দেশ-কালে যৎ দানম্ অপাত্রেভ্যঃ চ দীয়তে, অ-সৎ কৃতম্ অবজ্ঞাতম্, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।

অন্বয়। দেশে কালে চ পাত্রে দাতব্যম্ ইতি অনুপকারিণে

যৎ দানম্ দীয়তে তৎ দানম্ রাজসম্ স্মৃতম্ । চ যৎ দানম্ অসৎ কৃতম্ অবজ্ঞাতম্ অদেশ-কালে অপাত্রেভ্যঃ, দীয়তে, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ।

কঠিন শব্দ ঃ দেশে কালে পাত্রে = উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত কালে উপযুক্ত পাত্রে (যথা যেখানে জল নাই সেখানে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করা, শীতকালে কম্বল ও কণ্ঠাদি দেওয়া বা অসুস্থতায় ঔষধ দেওয়া, পণ্ডিতকে ব্রাহ্মণকে বা ক্ষুধার্থ দুঃখী, রোগী, অনাথকে দেওয়া) । দাতব্যম্ = দান দেওয়াই কর্ত্তব্য । অনুপকারিণে = প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া । স্মৃতম্ = কথিত হয় । পরিক্লিষ্টম্ = ক্লেশ পূর্ব্বক, অনিচ্ছাসত্বে । অসৎ-কৃতম্ = অনাদরপূর্ব্বক । অবজ্ঞাতম্ = অবজ্ঞাসহ অদেশকালে = অনুপযুক্ত দেশে ও অনুপযুক্ত কালে ।

অনুবাদ ঃ উপযুক্ত স্থলে, উপযুক্ত কালে ও উপযুক্ত পাত্রে দান দেওয়াই কর্ত্তব্য, এই জ্ঞানে ও প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়া যে দান দেওয়া হয়, তাহা সাত্ত্বিক দান বলিয়া কথিত হয় । (সাত্ত্বিক লোকেরা এইরূপ অভিরুচিতে (শ্রদ্ধায়) দান করে । কিন্তু প্রাপ্ত উপকারের ঋণ পরিশোধে, বা প্রত্যুপকারের আশায় ও ফলের উদ্দেশ্য রাখিয়া (ফল কামনায়), আবার অনিচ্ছায় যে দান করা হয়; তাহা রাজস দান কথিত হয় । আর অনুপযুক্ত দেশে, অনুপযুক্ত কালে এবং অপাত্রে, অনাদর ও অবজ্ঞায় যে দান করা যায়, তাহাকে তামস দান বলা হয় । (মহাভাঃ ৩।২৫৬।৩৪ গীতাপ্রেমী) ।

শঙ্কর। দেশ কাল পাত্র = কুরুক্ষেত্র তীর্থাদিতে ; সংক্রান্তি আদি দিনে ও ব্রাহ্মণকে।

কৃষ্ণানন্দ। ধর্ম্মশাস্ত্রে বলিয়াছে, অশিক্ষিত অসাধুকে কিছু দিবে না।

Bible. But when givest alms, let not thy left hand know what the rigut hand doeth.

Hutton. The charity which longs to publish itself, ceases to be charity.

Manu. When asked,, give something though a very trifle Ungrudgingly and with a cheerful heart, According to thy substance, oniy see. That he to whom thou givest, worthy be.

রামানুজ। পরিক্লিষ্ট = অশুভ দ্রব্য যুক্ত। **বলদেব।** সম্মানার্থ ব্যক্তিবিশেষের কথায়, কিন্তু ইচ্ছার অভাবে যে দান।

শ্রীধর। পাত্র = তপস্যা ও শ্রুতি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, অথবা সর্ব্বপ্রকার আপদ হইতে দাতাকে যে রক্ষা করে। ধূর্ত্ত, বা শঠ ইত্যাদিরা অপাত্র।

ভূপেন্দ্রনাথ। আধ্যাত্মিক দানই বড় দান। সাধন বিষয়ে যে দেশ অজ্ঞ তাহাই সাধন দম্ভের দেশ। কাল = দুর্ভিক্ষ বা মহামারিতে। পাত্র = যে পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, তাহাকে

পথের সন্ধান দেওয়া। তামস দান, যেমন কাহাকেও মারিয়া ফেলিবার জন্য টাকা দেওয়া।

(২৩) সাত্ত্বিক মন অর্থাৎ মনে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা থাকিলেও, যজ্ঞদানাদি ক্রিয়া কর্ম্মে শাস্ত্রবিধি অক্ষরশঃ প্রতিপালন অনেক সময় ঘটিয়া উঠে না, পুর্ব্বে ইহা বলা হইয়াছে। ফলতো হয়ই না, কাজটা অসুরের কাজের মত দোষের হইয়া যায়। তবে যাহার মনে শ্রদ্ধা আছে, সে এ দোষ কাটাইতে পারে যে মন্ত্রে, সেই মন্ত্র আলোচিত হইবে। ইহা মন্ত্রাত্মক ভগবানের নাম, ওঁ তৎসৎ।

২৩। ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।২৩।

পদচ্ছেদ। ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দ্দেশঃ ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ, ব্রাহ্মণাঃ তেন বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ বিহিতাঃ পুরা।

অন্বয়। ওঁ তৎসৎ ইতি ত্রিবিধ ব্রহ্মণঃ নির্দ্দেশঃ স্মৃতঃ, তেন পুরা ব্রাহ্মণাঃ চ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ বিহিতাঃ।

কঠিন শব্দ। ব্রহ্মণঃ=ব্রহ্মের অর্থাৎ ভগবানের। নির্দ্দেশ=নাম, সঙ্কেত। পুরা=সৃষ্টির সময়, প্রাচীন কালে। বিহিতাঃ=রচিত, সৃষ্টিতে আণীত হইয়াছে। তেন তাহার দ্বারা; তাহার সামর্থ্যে; "ব্রহ্মের দ্বারা" (শ্রীধর) বেদ= শাস্ত্রের যাহা শীর্ষ; ব্রাহ্মণ=চাতুর্ব্বণের শীর্ষে যাঁহারা অবস্থিত; অথবা, বেদান্ত বা ব্রহ্মজ্ঞ যাঁহারা। যজ্ঞ=কর্ম্মের যাহা শীর্ষে অবস্থিত।

অনুবাদঃ ওঁ, তৎ, সৎ, ভগবানের (ব্রহ্মের) ত্রিবিধ নাম বলিয়া যাহা কথিত হয়, সৃষ্টির আরম্ভে, তাঁহাদেরই মননে বা জপে, অর্থাৎ ঐ তিন নামের প্রভাবে ব্রাহ্মণ, বেদ, ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছে।

পুরাণে কথিত হয়, ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য পাইবার জন্য দৈববাণীর দ্বারা তপস্যা করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই ওঁ তৎ সৎ মন্ত্র, ভগবানের ত্রিধা অবস্থিত নাম জপ করিতে থাকিয়াই, তিনি সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য পাইলেন। ওঁ, ভগবানের এই নাম-প্রভাবে, ইহারই সামর্থ্যে, মনুষ্য সমাজের যাহা শীর্ষে অবস্থিত সেই ব্রহ্মজ্ঞান পাইবার যোগ ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইলেন। ওঁ, এই শব্দ-ব্রহ্মের প্রভাবে যাঁহারা সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেন বলিয়া তাঁহাদের নামে ব্রহ্ম শব্দ আসিয়াছে। তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সমাজ গঠনে ও নিয়ন্ত্রণে এই প্রথম সৃষ্টি পুরুষ সকল কর্ত্তা হইলেন। কিন্তু নিয়ন্তা হইতে গেলে ভগবানের নিকট হইতে বিধি নিষেধ সমন্বিত তাঁহার বাক্য পাওয়া চাই। ইহাই বেদ। ইহা প্রকটিত হইল ঐ ওঁ তৎসৎ মন্ত্রের তৎশব্দের প্রভাবে। তাহার পর আসিল কর্ম্মের সৃষ্টি, অর্থাৎ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য, ঐ বিধি নিষেধ কি-সে খাটান যাইবে তাহার সৃষ্টি। প্রথম কর্ম্ম যজ্ঞ হইল, যাহা মূলে পারস্পরিক সহযোগিতা। হিংস্র পশুসমূহের হাত হইতে শিশু সমাজকে বাঁচাইতে, খাদ্যাদি উৎপন্ন করাইতে, ইত্যাদি সকল কাজে সহযোগিতার প্রয়োজন

হইল ; এখনও আছে এবং চিরকাল থাকিবে। যজ্ঞ এই সহযোগিতা ; সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা (৩।১০), পরে যজ্ঞ ও হোমাদি "ক্রিয়া বিশেষ বহুলাম্" হয়, কিন্তু আসলে, যজ্ঞ এই সহযোগিতা। (যজ্ঞ শব্দে, নৈষ্ঠিক যজ্ঞ, দান ও তপস্যাও বিবক্ষিত। সমাজ এই তিনের উপর প্রতিষ্ঠিত)। ব্রহ্মের প্রকাশ বেদে বা প্রণবে ; জীবের পূর্ণতা ব্রহ্মাজ্ঞে বা ব্রাহ্মণে ; জগতের স্থিতি যজ্ঞে ; ব্রহ্ম, জীব, জগৎ—এই তিন লইয়াই সকল "দর্শন।"

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে, ব্রাহ্মণ, বেদ, যজ্ঞ, এসব তো হিন্দু ভারতের কথা ; অন্য ধর্ম্ম বা অন্য দেশের ইহা গান্য নহে এ সম্বন্ধে আমরা বারবার বলিয়াছি যে গীতা সার্ব্বদেশিক। সেই বিশ্বাসে আমরা, যেখানে সমস্যা আসিয়াছে, সহজ বুদ্ধিতে তাহার সমাধান আনিয়া দিতে এখনও পর্য্যন্ত সমর্থ হইয়াছি, তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের ব্যাখ্যা সকল দেখিলেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। সার্বদেশিক ব্যাখ্যায় আমরা বলিব, বেদ = জ্ঞান। তাই বলা হয়, ইহা ভগবানের নিঃশ্বাসে উৎপন্ন, বা যাহা ব্রহ্মার হৃদয়ে চালিত করা হইয়াছিল অর্থাৎ ইহা revelation, all embracing inspired knowledge. ইহারই দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া আসিতেছে, কি করা উচিত কিনা করা উচিত। ইহা হিন্দুর জ্ঞান বা মুসলমানের জ্ঞান নহে, সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান। ব্রাহ্মণ = যিনি জাগতিক কর্ম্মে নিজেকে ডুবাইয়া না রাখিয়া, এই জ্ঞানকে আয়ত্তে আনিতে চাহেন, সমাজকে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত

করিতে; আর যজ্ঞ সেই সহযোগিতা যাহার দ্বারা সমাজ বাঁচিয়া থাকে। তিনটির তিনটিই সমাজের জন্য প্রয়োজন। যে ভগবৎ নামের সহিত উহারা সম্বন্ধিত, তাহা ঐ ওঁ, তৎ, সৎ।

সৃষ্টির বিকাশে ও স্থিতিতে যখন এই তিন নামের এরূপ প্রভাব, তখন এই কথনে, আশ্চর্য্যের কথা কি আছে যে উপাসনাদি ক্রিয়াতে অনবধানে যে সব ভ্রম প্রমাদ হয়, ঐ তিন নামের উচ্চারণে সব দোষ কাটিয়া যায়। তবে ইহাও কাজ করে না, যেখানে ইচ্ছা করিয়া শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা হয়। বিশ্বাস চাই, অবজ্ঞা নহে. ইহাই শেষ শ্লোকের তাৎপর্য্য। দোষ কাটাইবার প্রক্রিয়ার সহজ বুদ্ধিজাত ব্যাখ্যা এই যে, মনে যদি শ্রদ্ধা থাকে তাহা হইলে ছোট খাট বিচ্যুতির সকল দোষ কাটিয়া যাইবে, যদি ভগবানের নাম লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হয়। ভগবানের অসংখ্য নাম, তবে যে নাম বিশেষ রকম অর্থব্যঞ্জক, যে নাম সাধকেরা সকলে সমবেত ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অবশ্য সেই নামই লওয়া উচিত। সাধক-সমূহ-গৃহীত বলিয়া, তাহা মনে একটা পবিত্রতা আনিয়া দিবে। সকল ধর্ম্মেই এইরূপ সঙ্কেতাত্মক শব্দ পাওয়া যায়, যথা Amen. ওঁ তৎসৎ ইহা একবচনে আসিয়াছে বলিয়া ইহাকে একটি নাম বলা যাইতে পারে, কারণ ইহা একটি নামের মত সাধারণতঃ উচ্চারিত হয়। আবার ত্রিধা বিভক্ত ভাবেও ইহাকে ভাবা হয়। যেমন ওঁ এই শব্দ ইহাকে অ-উ-ম্ ত্রিধাবিভক্তও লওয়া হয়, আবার একসঙ্গে একাক্ষর ভাবেও লওয়া হয়॥ ওঁ তৎ সৎ প্রত্যেকটি অতি পবিত্র, অতি

ক্ষমতাবান শব্দ। 'সমাধি হইতে ব্যুত্থিত করিতে এই ওঁ তৎসৎ মন্ত্রই উচ্চারিত হয়।

স্বামদয়াল। ওঁ পরমাত্মার প্রিয় নাম; ঐ নামে ডাকিলে তিনি সন্তুষ্ট হন (ওঁ ইত্যক্ষরং ইত্যাদি, ছন্দোগ্য) (ওঁ ইতি ব্রহ্মেতি, তৈত্তিরীয়)।

বিদ্যানন্দ। সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মা প্রথমেই কর্ত্তা, করণ, ও কর্ম্মরূপে, ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞকে, ওঁ তৎসৎ এই ব্রহ্মের নাম দ্বারাই উৎপন্ন করিলেন। ওঁ তৎসৎ পরমার্থ তত্ত্বে সব বিভাব আছে। ওঁ=আনন্দ স্বরূপ; তৎসৎ=সৎচিৎ, ওঁ= বিশুদ্ধ ব্রহ্ম; তৎ=উহার স্মরণ; সৎ=প্রপঞ্চকে উহার সত্তাতে ওতঃপ্রোত করা। ওঁকার, কার্য্যোন্মুখ শুদ্ধ ব্রহ্ম।... প্রবৃত্তি মার্গী গৃহস্থের পক্ষে ওঁকার উপাসনা উপযোগী নহে। স্ত্রী, শূদ্রে নিষেধ। সাংসারিক বাসনা পরিশুদ্ধ করিবার জন্য তৎসৎ জোড়া। ওঁকার পরাৎপর ব্রহ্মকে নহে, কার্য্যে পরিণত ব্রহ্মের অবস্থা। ওঁকার ত্রিক্—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; অব্যক্ত, সূক্ষ্ম, স্থূল, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, অ উ ম্। তৃতীয় মাত্রা বা বিন্দু উচ্চারণে শক্তি-জাগ্রত হয়। প্রকৃতিতে সর্ব্বপ্রথম হিল্লোল। একোঽহং বহু স্যাম, ক্ষুব্ধিত প্রকৃতিতে, হিল্লোলে যে শব্দ বাহির হয়, তাহাই প্রণব নাদ। নাদ হতে বিন্দু ও কলা উৎপন্ন হইয়া জগৎ উৎপন্ন হয়।

শ্রীধর। যদি বল, এইরূপ বিচার করিলে সমস্ত যজ্ঞ ইত্যাদি প্রায়ই রাজস ও তামস হইয়া যায় অতএব যজ্ঞাদির যত্ন

বৃথা, এই আশঙ্কা করিয়া, যজ্ঞাদির সাত্ত্বিকতা সম্পাদনের উপায় বলিলেন।

ব্যোমব্রহ্ম। ওঁ তৎসৎ, তিনটি ব্রহ্ম সংজ্ঞা পূর্ব্বকালে উহার দ্বারাই লোক সমূহ ব্রহ্ম হইয়াছেন। ইহা অবলম্বন করিয়া বেদ ও যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছে। সেই জন্য সর্ব্বদাই ওঁ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদিগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়। তৎ উচ্চারণ পূর্ব্বক, কোন ফলের উদ্দেশ্য না করিয়া, মোক্ষ-লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের দ্বারা বিবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও দানক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। নিত্যত্ব ও সাধুত্ব বুঝাইতে সৎ শব্দটী প্রযুক্ত হয়, এবং প্রসস্ত করণেও সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে যে নিষ্ঠা তাহাকেও সৎ বলা হয়। ব্রহ্মবিষয়ক কর্ম্ম মাত্রকেই সৎ বলা হয়।—অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা কিছু করা হয় সব অসৎ।

কৃষ্ণানন্দ ওঁ তৎ সৎ এই অবয়বত্রয়যুক্ত নাম স্মরণ করিয়া সৃষ্টির অনাদিতে প্রজাপতি, কর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞ, কর্ত্তা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও করণ অর্থাৎ বেদ উৎপাদন করিয়াছেন।……মহর্ষিরা পরব্রহ্মের এই অবয়বত্রয়যুক্ত নাম, সকল কার্য্যের আদিতে স্মরণ করিতেন; সর্ব্বদোষ নিবারিত হইয়া যাইত।……বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত ও তান্ত্রিক মন্ত্রে অভিষিক্ত, স্ত্রী ও শূদ্র শালগ্রাম পূজা করিতে পারে। পঞ্চরাত্র ও মহানির্বাণ তন্ত্রে শূদ্রের সন্ন্যাস অনুমোদিত। যজুর্ব্বেদ (২৪ অধ্যায় ২য় মন্ত্র) শূদ্রাদিকে বেদ-বিদ্যা শিক্ষার আদেশ দিয়াছেন।

ঋিনোবা। ওঁ অর্থে ঈশ্বর-তত্ত্ব বিরাট ব্যাপক বিশাল। শব্দরূপে, ইহার অর্থ "হাঁ" যথা-তিনি সাকার? হাঁ; তিনি নিরাকার? হাঁ। তিনি শুভ? হাঁ। তিনি অশুভ? হাঁ। তিনি ইদং ও অদঃ। ভাবাবস্থায়, উপাসনার জন্য, ওঁ শব্দ ভাবনীয়। Amen, ইহাই। ওঁ বর্ণমাত্রের প্রতীক। অ প্রথম অক্ষর, ও ম শেষ অক্ষর, কণ্ঠ ও তালুর, আর ইহাদের যুক্ত করিয়াছে উ; য, র, ল ব, ইহারা মাঝামাঝি স্থান সমূহে উৎপন্ন, তাহাদের প্রতিনিধি উ; তাহার অর্থ উভয়ের সন্ধি স্বরূপ। তাহা হইলে ব্যাপক, বিশ্বরূপ ইহাতে। ইহা শব্দ-ব্রহ্ম। উমা শব্দ ইহাই, বিশ্বব্যাপিনী দেবী। উহাতে 'বি'যুক্ত করিলে পরম ব্যাপক ব্যোমশব্দ হয়। omnipresent-এর "omni" ইহা হইতেই। 'তৎ' অর্থে যাহা ন সৎ ন অসৎ; যাহা কল্পনার বাহিরে। তৎ-এর চিন্তন জ্ঞানীপুরুষের জ্ঞানাবস্থায় সিদ্ধ হয়। 'তৎ ত্বম্ অসি' ইহার অর্থ ত্রিগুণাত্মক জগৎ তুমি নহ, ইহাদের পরের তুমি। সৎ অর্থাৎ যাহা অশুভ ছাড়িয়া শুভ গ্রহণ করে। সভ্য। সৎ অর্থাৎ শুদ্ধ বুদ্ধ। তাহা হইলে ওঁ = ব্যাপক ব্রহ্ম + শুদ্ধ ব্রহ্ম। ইহারা পৃথক পৃথক কিছু নহে, একই। ক্রিয়া, জীবনের মুখ্য অংশ, যাহার জন্য সৎ; ইহা বিশেষ্য, ওঁ ও তৎ বিশেষণ। ওঁ + তৎ + সৎ = ব্যাপক + অলিপ্ত + পরিশুদ্ধ জীবন। ইহাই পূর্ণ জীবন।

(২৩) **জ্ঞানেশ্বরী।** জগৎ ইত্যাদি সবের বিশ্রান্তি স্থান যে অনাদি পরব্রহ্ম, তাঁর নাম এক, কিন্তু ত্রিধা। ব্রহ্ম বস্তুতঃ নাম

রহিত ও জাতি রহিত ; কিন্তু অবিদ্যারূপী রাত্রিতে তাঁহাকে চিনিয়া লইবার জন্য, বেদ তাঁহার এক নাম দিয়াছে। বালক যখন জন্মায়, তখন তাহার কোন নাম থাকে না। তার একটা নাম দিবার পর, যখন সেই নামে তাকে ডাকা হতে থাকে, তখন সে উত্তর দিতে থাকে, মানুষ যখন কর্ম্ম নিবেদন করতে ভগবানের কাছে যায় এবং যে নামে তাকে ডাকলে পরে সে উত্তর পায়, তাঁর কাছে যায়, এবং যে নামে তাঁকে ডাকলে পরে সে উত্তর পায় তাঁর কাছে, সেই নাম তিনি পান। সৃষ্টি আরম্ভে ব্রহ্মা একটা পাগলের মত ছিল ; সে আমাকে চিন্‌তও না, আর জগৎ সৃষ্টির সামর্থ্যও তাতে ছিল না। কিন্তু যে নাম তাকে শ্রেষ্ঠ করেছিল অন্তঃকরণে সে নামের জপে তিনি বিশ্ব রচনার সামর্থ্য পেলেন, আর তখন ব্রাহ্মণ উৎপন্ন করলেন, তাদের আচরণের জন্য বেদের নির্দ্দেশ দিলেন, আর তাদের বিধানের জন্য তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান করলেন, ও তার পর সংখ্যাতীত লোক সকল রচনা করলেন—সেই নামের প্রথম অক্ষর ওঁ, দ্বিতীয় তৎ, তৃতীয় সৎ। ব্রহ্মের এই নাম যুক্ত করে সকল সাত্ত্বিক কর্ম্ম করা হয়।

Bhakti Pradip. The three words ওঁ তৎ সৎ are mentioned in the scriptures to indicate Brahman. With these 3 words, the Brahmanas, the Vedas and the and the yajnas were created in bygone ages.

(২৩) Modi Says "Oito holds 23-28 as a later

interpolation. Belvalkar looks upon this as appendix. Hill calls it an obscure passage.

(২৩) তিলক। শাস্ত্রে পরব্রহ্মের নির্দ্দেশ ওঁ তৎসৎ এই তিন প্রকারে করা যায়। এই নির্দ্দেশ হইতেই পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ বেদ ও যজ্ঞ নির্ম্মিত হয়। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মদেবরূপ প্রথম ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ ওঁ তৎ সৎ এই তিন শব্দ আছে। ওঁ তৎসৎ সঙ্কল্পই এই সৃষ্টির মূল। ব্রাহ্মণ = সব প্রজা ; বেদ = চার বেদ ; যজ্ঞ = সব কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

রামানুজ। বেদের নাম ব্রহ্ম ও বেদ শব্দে বৈদিক কর্ম্ম অভিহিত হয়। বৈদিক কর্ম্ম যজ্ঞাদি। সেই জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম ওঁ তৎসৎ এই তিন নামের সহিত সম্বন্ধিত। বৈদিক মন্ত্রাদির আদিতে ওঁ যুক্ত করা হয়। সেই জন্য ওঁ এই নাম বৈদিক কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধিত। তৎ ও সৎপূজ্যভাব রাখে, সেই জন্য পূজ্যভাব দর্শাইবার জন্য বৈদিক কর্ম্মের সহিত ইহারা সমন্বিত। এই তিন বর্ণের সহিত সম্বন্ধিত ত্রৈবর্ণিক (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) এবং বেদ ও যজ্ঞ, আমারই দ্বারা পূর্ব্বকালে রচিত হইয়াছে।

মধুসূদন। প্রণবের ন্যায়, ওঁ তৎ সৎ, এই সমস্তটিই তিন অবয়ব বিশিষ্ট একটি নাম, কারণ ইহাতে একবচন আছে। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক, বেদ = যজ্ঞাদির করণ বেদ সকল। আর যজ্ঞরূপ কর্ম্ম। উক্ত নামোচ্চারণের দ্বারা ঐ ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞরূপ কর্ত্তা করণ ও কর্ম্ম, এই সমস্তগুলি,

পূরাকালে প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছেন। যজ্ঞাদির উৎপত্তির হেতু হওয়ায় উহাদের ত্রৈগুণ্য পরিহার করিবার সামর্থ্য রহিয়াছে।

Radhakrishnan. "Aum" expresses the absolute supremacy, 'Tat' the universality, and 'Sat' the reality of Brahmau. The Taittiriya Upanishad says "It become 'Sat' (which is existent) and 'Tat' (that which is beyond).

Krishna Prem. Om stands for the three great states of consciousness (জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি) which lead up to the fourth or the transcendental state. The next stage is the bringing about of the union of that individual self with the unindividuated buddhi the cognitive aspect of the Mahat Atman, the One Great Life. The stage is তৎ (That) because it is through union with the Light Ocean of the buddhis that true knowledge of That, the Transcendent Reality is gained. The last stage is symbolised by সৎ which stands for Being and also for Greatness and Reality.

অরবিন্দ। ওঁ তৎ সৎ এই বাক্যটি হইতেছে ব্রহ্মের ত্রিবৃৎ সংজ্ঞা; পূরাকালে ব্রহ্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়া-

ছিল, এবং এই বাক্যের মধ্যে তাহাদের সমস্ত অর্থ নিহিত রহিয়াছে। তৎ শব্দে বুঝায় কৈবল্যাত্মক সত্তা (The Absolute)। সৎ সব্দে বুঝায় বিশ্বময় সত্তার মূল তত্ত্ব। ওঁ হইতেছে ত্রিবৃৎ ব্রহ্মের প্রতীক: বহির্ম্মুখী, অন্তর্মুখী বা সূক্ষ্ম, এবং অতিচেতন, কারণ, পুরুষ; এই তিনটি যথাক্রমে অ উ ম এই তিনটি অক্ষরের দ্বারা বুঝায়, এবং সমগ্র ওঁ শব্দটির দ্বারা চতুর্থ অবস্থা তুরীয় বুঝায়, তাহাই কৈবল্যাত্মক সত্তায় উঠিয়া যায়।

মধুসূদন ঃ অ উ ম'র ব্যাখ্যা করিলে যেমন ওঁর ব্যাখ্যা করা হয়, ওঁ, তৎ ও সৎ-এর ব্যাখ্যায় ওঁ তৎসৎ-এর ব্যাখ্যা হয়। একটি অবয়ব ওঁ উচ্চারণ করিলেই যজ্ঞাদি কর্ম্মকলাপের অবৈগুণ্য (ত্রুটিবিচ্যুতির) সমাধান হয়। সব অবয়বের উচ্চারণে অর্থাৎ (ওঁ তৎ সৎ—এর উচ্চারণে) ফল অনেক বেশী হইবে।

আশুদাস ঃ ওঁ=জ্ঞানগম্য ও জ্ঞানাতীত, পর বা অপর ব্রহ্মবাচক। তৎ=ব্রহ্মের নির্গুণ অক্ষর ভাব বাচক। সৎ= জগতের নিয়ন্তা সগুণ ঈশ্বর বাচক।

মহানামব্রত ঃ ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বেদ, অর্থাৎ প্রণব (প্রণবং সর্ব্ব বেদেষু)। জীবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ব্রহ্মজ্ঞে; কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যজ্ঞ। ওঁ তৎসৎ=বেদ, ব্রহ্মজ্ঞ, যজ্ঞ। ওঁ তৎসৎ=ঈশ্বর, জীব, জগৎ। ওঁ=অ, উ, ম=আনন্দ, চৈতন্য, সৎ; স্থিতি গতি, গতি, স্থিতি; বিষ্ণু সত্ত্বগুণ, ব্রহ্মা রজঃগুণ, রুদ্র তমোগুণ; অ=অক্ষরাণাম অকারোঽস্মি,

উ-মিলনাত্মক, ম=শেষ।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানেও সময়ে সময়ে অঙ্গহানি হইতে দেখা যায়, সেই জন্য ভগবান বৈগুণ্য নিবারণের উপায় বলিয়া দিতেছেন।...প্রকাশের আধার অনন্ত, কিন্তু প্রকাশময় বস্তুটি এক অদ্বিতীয়। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে, এবং অতীন্দ্রিয় সত্তা সমস্তই তাঁহার রূপ বা প্রকাশ। সমস্ত নামরূপের মধ্যে তাঁহার স্বরূপ সত্তা যে আবৃত হইয়া আছে, সেই আবরণ উন্মোচিত না হইলে তিনি যে কি তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। "হিরন্ময়েণ পাত্রেন সত্যস্য।পিহিতং মুখং, তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে"—সত্যের অনুসন্ধানী আমার জ্ঞান লাভের জন্য হে পরমাত্মা তৎ' সেই চৈতন্য স্বরূপকে উন্মুক্ত অর্থাৎ প্রকাশ কর। সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের চৈতন্যভাব জ্যোতির্ম্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে"—ইহাই প্রাচীনতম জ্ঞানীদিগের প্রাণের ঐকান্তিক কামনা।—তোমার তনুভা, জ্যোতিঃ, তাহার অন্তরালে তুমি রহিয়াছ ইহা যেন বুঝিতে পারি।....ভগবান যেন বল্‌ছেন, তোমার মধ্যেই আমি রহিয়াছি। ...এই ত্রিবিধ দেহকে বুঝিলেই তন্মধ্যে দেহাতীত ব্রহ্মচৈতন্যকেও বুঝিতে পড়িবে। সেই ব্রহ্মের প্রকাশ স্থান তিনটি; তন্মধ্যে স্থূলতম প্রকাশ যহাতে, এই ত্রিদেহের সমষ্টি বা ত্রিপুর—উহাই ওঁ শব্দবাচ্য। ওঁকার ব্রহ্মের নাম; নাম দ্বারা যেমন ব্যক্তির পরিচয় হয়, এই ত্রিবিধ শরীরস্থ চৈতন্য, এই ত্রিবিধ শরীর দ্বারাই আমাদের নিকট পরিচিত, তাই ইহা ব্রহ্মের নাম। ইহা

কার্য্যরূপ নাম ; কারণরূপ নামও আছে।...দেহকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই ত্রিপুর দেহই ওঁকারময়। অ=স্থূল শরীর, উ = সূক্ষ্ম শরীর, ম = কারণ শরীর ; এই তিনের বিকাশ নাদ বিন্দু ও কলা হইতে, ৺যাহার সঙ্কেত। এই নাদ বিন্দু কলা তিনে মিলয়াই প্রকৃতি রূপিণী জগন্মাতার রূপ, আদ্যা-শক্তি বিন্দুরূপা, ইহাই জীবের সংজ্ঞা, ইহাই তৎস্বরূপের বাচ্য —ইহাই "এতস্য মহতো ভূতস্য নাম", ইহাই কারণ-সৃষ্টি। সৎ= ব্রহ্ম, ইহা কার্য্য কারণের অতীত সত্তাময় ভাব—সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সৎই ছিলেন ; ইনিই তুরীয় ব্রহ্ম বা ক্রিয়ার পরাবস্থা।....ব্রহ্মভাবকে অনুভব করিতে হইলে প্রথমে এই শরীরে ক্রিয়া করিতে হইবে।... আত্মসংযমরূপ অগ্নি দ্বারা প্রাণের স্থিরাবস্থা হয়, ইহাই আত্মসংযম রূপ অগ্নিতে প্রাণের হোম। এই যজ্ঞ যিনি করেন, তিনিই সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণই বেদপারগ অর্থাৎ সর্ব্ববিষয় বেত্তা ; এই জ্ঞানের নাম বেদ। সাধক এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা প্রথমে ভূতময় প্রাকৃত দেহকে ব্রহ্মে লীন করিবেন। ভূতশুদ্ধি ইহাকেই বলে। ওঁ তৎ সৎ এই তিনটিই পরমাত্মার নাম। এই তিনস্থানে তাহাকে বুঝিতে হয়। সূক্ষ্মাদি দেহগুলিকে যখন জানিলাম, তখন ওঁকারকে বুঝা হইল, পরে যখন কূটস্থ চৈতন্যকে সাধক বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার তৎ নামটি বুঝা হইল ; তৎকে বুঝিলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ। পরে আরও উচ্চাবস্থার পৌঁছিয়া সাধক যখন নামরূপময় জগৎ ও আপনাকেও বিস্মৃত হইলেন,

তখন গুণাতীত অবস্থা, ইহাই 'সৎ' শব্দের বাচ্যার্থ। এই তিনে মিলিয়াই সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। যখন তিনের প্রকাশ থাকে না, কেবল একমাত্র সৎ থাকেন তখন সৃষ্টি, স্থিতি লয় কিছুই থাকে না।....ব্রহ্মের এই পবিত্র নামত্রয় দ্বারাই তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়। এই ব্রহ্ম নাম অবাচ্য হইলেও ইহার একপ্রকার ধ্বনি আছে, উহা অশব্দের শব্দ।....এই প্রণবের ত্রিমাত্রা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণরূপ, এবং প্রণবেয় অর্দ্ধমাত্রা (৺) বিশ্ব কারণ অনাদ্যা প্রকৃতিরূপ, তদূর্দ্ধে পরব্যোম বিদেহরূপ অবাচ্যাবস্থা। প্রণবের সত্তাবয়বের মধ্যে মূলাধার হইতে বিশুদ্ধ (গুহ্যদ্বার হইতে কণ্ঠ) পর্য্যন্ত প্রকৃতির লীলাভূমি ; আজ্ঞাচক্রে (ভ্রূমধ্যে) প্রকৃতি পুরুষের মিলন স্থান এবং ব্রহ্ম রন্ধ্র বা সহস্রার, ব্রহ্মের স্থান। .. জীবদেহে যে অবিশ্রান্ত লবডব শব্দ হইতেছে উহা প্রণবের আভ্যন্তরিক অভিব্যক্তি। ..ত্রিভঙ্গিম! তিনটি স্থানের সহিত সম্বন্ধিত।....(এইপ্রকারের বিবৃতি আরও পৃষ্ঠাখানেক আছে)।

২৪। তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ দান তপঃ ক্রিয়াঃ
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।২৪॥

পদচ্ছেদ। তস্মাৎ ওঁ ইতি উদাহৃত্য যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ, প্রবর্ত্তন্তে বিধান-উক্তাঃ সততম্ ব্রহ্মবাদিনাম্।

অন্বয়। তস্মাৎ ব্রহ্মবাদিনাম্ বিধানোক্তাঃ যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়াঃ সততম্ ওঁ ইতি উদাহৃত্য প্রবর্ত্তন্তে।

কঠিন শব্দ। ব্রহ্মবাদিনাম্ = ব্রহ্মের বিষয় যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদের, বেদবিদ্গণের। বিধানোক্তাঃ=

বিধানে বা শাস্ত্রে বা বেদে কথিত। উদাহৃত্য = উচ্চারণ করিয়া। প্রবর্ত্তন্তে = আরম্ভ করা হয়।

অনুবাদ ঃ সেইজন্য বেদবিদ্‌গণের শাস্ত্রে বা বেদে নির্দ্দেশিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্ম, ওঁ (এই শব্দ) উচ্চারণ করিয়া আরম্ভ করা হয়।

ওঁ তৎ সৎ এই নামের সামর্থ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞাদি সৃষ্টি করিয়াছেন; পূর্ব্বে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, ওঁ এই ব্রহ্মের বাচক বাক্যের উচ্চারণে বা প্রণব জপের দ্বারা প্রাপ্ত সামর্থ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; ও এই ধ্বনি-তরঙ্গ জগৎ চালাইতেছে। এই অনাহত ধ্বনি সর্ব্বক্ষণই ধ্বনিত হইতেছে, যোগীরাই ইহা শুনিতে পান। ব্যোম এই ধ্বনিতে পূর্ণ, (তাই বলা হয়, ব্যোমের তন্মাত্র শব্দ)। (আমরা যে ওঁকার উচ্চারণ করি, তাহা সেই ওঁকারের মনুষ্য কণ্ঠে স্থূল আভাস মাত্র, ইহা যেন না ভুলি) ওঁকারের বিষয় এবং ওঙ্কারের গৌরব মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় ইত্যাদি সকল উপনিষদে আছে, গীতাতেও কয়েক স্থলে ইহার কথা আসিয়াছে। যথা, ৮।১৩,৯।১৭ ব্রহ্মের বাচক, এই শব্দ-ব্রহ্ম। জাগ্রতাদি অবস্থার ত্রিভাবের জ্ঞান, ত্রিকাল ত্রিভুবন, ত্রিদেব ত্রিদেহ ইত্যাদি দার্শনিক কত কথাই এই ওঙ্কারে আছে। আমরা অষ্টম অধ্যায়ে ওঙ্কারের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, তাহা দেখা হউক। পূর্ব্বের পাতা গুলিও দেখা হউক। এক কথায় বলিতে গেলে, এমন কিছু কথা নাই যাহা

এই ওঙ্কারে জানা হয় নাই। বেদের সার সামগ্রী গায়ত্রী এবং গায়ত্রীর সার প্রণব। এই ওঙ্কারের সাহায্যে যখন যজ্ঞাদি কেন জগৎ বা জগতের সকল ব্যাপার সৃষ্ট হইয়াছে, তখন ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে যে ইহার উচ্চারণে সকল বৈগুণ্য বিদূরিত হইয়া যাইবে। এই জন্যই সকল ক্রিয়া ও সকল মন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে, ওঁকার উচ্চারণ করা নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

প্রশ্ন ৫, কঠ ১।২।১৫-১৭, ছাঃ ১।১ ; মৈত্রী ৬।১।৪, মাণ্ডুক্য ১।১২ ও কারিকা, তৈত্তি ১।৪, শ্বেতা ১।১৪ যোগদর্শন সমাধিপাদে, চৈতন্যচরিতামৃতে। পূর্ব্বের ও পরের পাতাগুলি দেখুন।

"In the beginning there was Word, and the Word was God", Bible-এর এই উক্তি ও অনাহত ধ্বনি যাহা ব্রহ্মবাচক (তস্য বাচক প্রণব-যোগদর্শন), বোধহয় এক কথাই বলিতেছে।

রামানুজ। এই ভাবে বেদের ও বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত ওঙ্কারের সম্বন্ধ দেখা হইল। ব্রাহ্মণ নামের দ্বারা যাহার সঙ্কেত করা হইল সেই ত্রৈবর্ণিক (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) এই শব্দের সহিত সম্বন্ধিত বেদ ধারণ করেন ও ঐ শব্দ দ্বারা সম্বন্ধিত যজ্ঞাদি করেন। সেই জন্য তিনের সহিত সম্বন্ধিত।

তিলক। ওঁ গূঢ়াক্ষররূপী বৈদিকমন্ত্র। 'তৎ', তাহা অর্থাৎ দৃশ্য জগতের অতীত দূরবর্ত্তী অনির্ব্বাচ্যতত্ত্ব' ; সৎ অর্থাৎ চক্ষুর সম্মুখস্থ দৃশ্যজগৎ, এই তিন মিলিয়া সমস্ত ব্রহ্ম, ইহাই 'এই সঙ্কল্পের অর্থ।

মাণ্ডুক্য। ১। ওঁ মিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং ... যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এবচ। ত্রিকালাতীত ব্রহ্ম তাহাও ওঙ্কার।

বিবেকানন্দ। সমুদায় নাম বা ভাবের নিত্য সমবায়ী উপাদান স্বরূপ নিত্য স্ফোটই সেই শক্তি, যদ্দ্বারা ভগবান এই জগৎ সৃজন করেন, শুধু তাহাই নহে; ভগবান প্রথমতঃ আপনাকে স্ফোটরূপে পরিণত করেন। এই স্ফোটের একমাত্র বাচক শব্দ ওঁ।

ব্রহ্মার হৃদয়াকাশে নাদ উৎপন্ন হইল, নাদ হইতে ত্রিমাত্র ওঙ্কার, যাহা ব্রহ্ম বাচক ও সকল মন্ত্রের বীজ....উহার তিন বর্ণ হইতে সত্ত্বাদি গুণ, তিন দেহ ইত্যাদি প্রকাশ লাভ করিল। ভাগবত ১২।৬।৩৩-৩৭।

ভূপেন্দ্রনাথ। যজ্ঞদান = ক্রিয়া করা। ওঁকার ইহা শরীরত্রয়, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

শ্রীধর। ওঁ উচ্চারণের ফলে ক্রিয়া সগুণ হয়, অঙ্গবৈগুণ্য হইলেও প্রকৃষ্ট হয়।

Telang. Hence the performance by those who study the Brahman of Sacrifice, gifts etc.

২৫। তদিত্যনভিসংধায় ফলং যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥

পদচ্ছেদ। তৎ ইতি অনভিসংধায় ফলম্ যজ্ঞ—তপঃ ক্রিয়াঃ, দানক্রিয়াঃ চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।

অন্বয়। তৎ ইতি ফলম্ অনভিসংধায় বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ চ দানক্রিয়াঃ মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ক্রিয়ন্তে।

কঠিন শব্দ। ফলম্ অনভিসংধায় = ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, অর্থাৎ নিষ্কাম মনে।

অনুবাদ। "তৎ" (এই বাক্য উচ্চারণ সহকারে), ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, অর্থাৎ নিষ্কাম মনে নানাবিধ যজ্ঞদান ও তপঃক্রিয়া, মোক্ষকাঙ্ক্ষিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। তত্ত্বমসি শব্দে তৎ পাই, তৎ ব্রহ্মা বা নির্ব্যক্তিক ভগবান বাচক (তৎ যথা তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম, (ছা ৬।২)।

কৃষ্ণানন্দ। তৎশব্দে মনের অশান্তি নিবারিত হয়।

রামানুজ। এইপ্রকারে, মোক্ষের সাধনরূপ বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি তৎ শব্দের বাচ্য হওয়ায়, তাহার সহিত উহার সম্বন্ধ সিদ্ধ হইল।

শ্রীধর। চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ফল সঙ্কল্প ত্যাগ দ্বারা মুমুক্ষুত্ব সম্পাদকত্ব হেতু তৎ শব্দ নির্দ্দেশ প্রশস্ত।

ভূপেন্দ্রনাথ। যে আত্মাকে এমনি দেখিবার বুঝিবার উপায় নাই, তাহাকে জানার মূল কিন্তু কূটস্থে থাকা।... ওঙ্কার ক্রিয়ার দ্বারা পরব্যোমে আরোহণ করিতে পারিলে, আর নানাত্বের উপলব্ধি নাই।

মতিলাল। বলদেব বলেন, মন্ত্রবাচক তৎশব্দ মহাপ্রভাব সম্পন্ন।

২৬। সদ্‌ভাবে সাধুভাবে চ যদিত্যে তৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬॥

পদচ্ছেদ। সদ্ ভাবে সাধু-ভাবে চ সৎ ইতি এতৎ প্রযুজ্যতে, প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সৎ শব্দঃ পার্থ যুজ্যতে।

অন্বয়। সৎ ইতি এতৎ সদ্‌ভাবে চ সাধুভাবে প্রযুজ্যতে, তথা পার্থ প্রশস্তে কর্ম্মণি সৎ শব্দঃ যুজ্যতে।

কঠিন শব্দ। সদ্‌ভাবে = প্রমাণ সিদ্ধ সত্য যাহা, তাহাকে প্রকাশ করিতে; তিনিই সত্তা ইহা বলিতে; তিনি 'অস্তি' অর্থাৎ আছেন ইহা বুঝাইতে; ভগবান সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে বর্ত্তমান, সব কিছুরই ভিত্তি সত্তা, তিনি সৎ যাহা আমরা বুঝি সচ্চিদানন্দ কথায়; তিনি যাহা আমরা বুঝি অস্তি ভাতি প্রিয়তে। সাধুভাব = শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতে; ভাল গুণ সম্পন্নতা সকল সদ্‌গুণ তাঁহাতে আছে, বা তিনি পবিত্র, মঙ্গল জনক ইহা বলিতে। প্রযুজ্যতে = প্রযুক্ত হয়। প্রশস্ত কর্ম্মণি = উত্তম কর্ম্মে; মাঙ্গলিক কর্ম্মে, প্রশংসা প্রাপ্য সুকর্ম্মে বা প্রশস্ত অর্থাৎ কর্ম্মকে সু, দোষহীন ঔচিত্য-গুণ সম্পন্ন করিতে; শাশ্বততা, সত্তা ও সৎকর্ম্মের ভাব আনিতে। সৎ ব্রহ্মবাচক জগৎ কারণ; সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ। তৎসৎ শব্দে ভগবানের অবিনাশিত্ব ও শুভত্ব মনে আসে।

অনুবাদ। হে পার্থ, ভগবান সত্য, তিনিই জগতের সত্তা, সর্ব্বত্র সকল কালে বর্ত্তমান ("অস্তি ভাতি প্রিয়"র অস্তি), তিনি মঙ্গলময়, পবিত্র, শ্রেষ্ঠ, সকল সদ্‌গুণ তাঁহাতে আছে,

ইহা প্রকাশ করিতে সৎশব্দ ব্যবহৃত হয়। কোন বিষয়কে প্রশস্ত অর্থাৎ দোষহীন, ঔচিত্য সম্পন্ন করিতে সৎশব্দ ব্যবহৃত হয়।

রামানুজঃ সত্তার ভাবে অর্থাৎ বিদ্যমানতার, এবং কল্যাণের ভাবে সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয় শুভ কর্ম্মকে "ইহা সৎকর্ম্ম" বলা হয়।

শঙ্করঃ অবিদ্যমান বস্তুর বিদ্যমান হওয়ায়, যথা পুত্রাদির জন্ম হওয়ায়, কদাচার ব্যক্তির সদাচারী হওয়া, তাহাতে সৎ শব্দ, ও মাঙ্গলিক কর্ম্মেতেও যথা বিবাহাদিতে সৎ শব্দের প্রয়োগ হয়।

বিদ্যানন্দঃ নাসদীয় সূক্ত দ্রষ্টব্য। ওঁ তৎসৎ উচ্চারণে মনুষ্যকে সেই স্থানে লইয়া যায় যেখান হইতে দৃশ্যমান জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে।....ওঁ শব্দ দ্বারা বাচ্য অধ্যাত্ম ভাব ব্রহ্ম; তৎ দ্বারা বাচ্য অধিদৈব ভাব ঈশ্বর, ও সৎ দ্বারা বাচ্য অধিভূত ভাব বিরাট।

শ্রীধরঃ "সদ্ভাব" অর্থাৎ (১) অস্তিত্ব ভাব, যথা দেবদত্তের পুত্র আছে এইরূপ অর্থে। (২) সাধু ভাব, যথা দেবদত্তাদির পুত্রাদি শ্রেষ্ঠ, (৩) প্রশস্ত কর্ম্মে যথা মাঙ্গলিক বিবাহাদি কর্ম্মে।

ভূপেন্দ্রনাথঃ সৎভাব=(১) ব্রহ্ম ভাব, কৈবল্যস্থিতি, (২) সাধু ভাব, অর্থাৎ ক্রিয়াতে লাগিয়া থাকা। (৩) মঙ্গল কর্ম্ম, যথা ক্রিয়ার পরাবস্থা; উহাই পরম শান্তিপ্রদ।

মহানামব্রতঃ ওঁ=আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম, তৎ=চিৎ-

স্বরূপ জীব ; সৎ = জগৎ প্রপঞ্চ ; বাহির্জগৎ = সৎ ; অন্তর্জগৎ = তৎ ; ওঁ দুইয়ের মূল। ভাগবৎ দ্বাদশ স্কন্ধে, উক্ত ব্রহ্মের হৃদাকাশ হইতে নাদ, নাদ হইতে ত্রিমাত্র ওঁকার। ইহা সূত্ররূপে পরমাত্মার সাক্ষাৎ বাচক। প্রথম, অব্যক্ত ওঙ্কারের তিন বর্ণ প্রকাশিত হইল—অ উ ম ; উহা হইতে ক্রমশঃ সত্ত্ব রজঃ তম ; ঋক্, সাম, যজু, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই সকল পরিব্যক্ত হইল। (তৈত্তিরীয় উপনিষদ হইতে উদ্ধৃতি সমূহ আছে)।

২৭। যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ।২৭।

পদচ্ছেদ । যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সৎ ইতি চ উচ্যতে, কর্ম্ম চ এব তৎ-অর্থীয়ম্ সৎ ইতি এব অভিধীয়তে।

অন্বয় । চ যজ্ঞে তপসি চ দানে স্থিতিঃ এব সৎ ইতি উচ্যতে চ তদর্থীয়ম্ কর্ম্ম এব সৎ ইতি অভিধীয়তে।

কঠিন শব্দ । স্থিতি = নিষ্ঠা। শ্রদ্ধার সহিত লাগিয়া থাকা ; সুকার্য্যও সৎ, যাহা উপরে বলা হইয়াছে, এবং সুকার্য্যে লাগিয়া থাকাও সৎ। তদর্থীয়ম্ = ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম (এখানে তৎ এবং ২৫ শ্লোকে তৎ একই, অর্থ ব্রহ্ম বা ভগবান্) ; ভগবৎ প্রীতির জন্য বা ভগবৎ সেথায় যাহা করা হয়। অভিধীয়তে = কথিত হয়।

অনুবাদ । যজ্ঞ তপস্যা ও দানে যে স্থিতি বা নিষ্ঠা (মানুষের) হয় তাহা সৎ নামে কথিত হয়। ভগবৎ প্রীতির জন্য বা ভগবৎ সেবায় যাহা করা হয়, তাহাও সৎ নামে কথিত

হয়। (যাহা কিছু ভাল, ও সকল ভাল ক্রিয়ার তরণ, সবই সৎ)।

বিনোবা। ওঁ অর্থ সাতত্ব, তৎ অর্থ অলিপ্ততা, সৎ অর্থে সাত্ত্বিকতা। সকল সময়ে অন্ততঃ ভগবানে কোন দ্রব্য অর্পণ করিবার পূর্ব্বে আমাদের এই গুণগুলি হওয়া চাই, সেই জন্য ওঁ তৎ সৎ উচ্চারিত হয়।

রামানুজ। যজ্ঞদান ও তপেতে স্থিতি, তাহাকেও সৎ বলে।

শঙ্কর। যজ্ঞাদিতে স্থিতি ও ঈশ্বরের জন্য যাহা করা হয়, এ সবেতেও সৎ শব্দ প্রয়োগ হয়।

মধ্ব। ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি পরব্রহ্মের নাম। জগত তাহাতে ওতঃ, এবং তিনি জগতে ওতঃ, এই দুই নিমিত্ত, ওঁ ভগবানের বাচক। তিনি বেদৈকবেদ্য এবং তাঁহাতে কোন উপচার গৌণ নির্দ্দেশ হয় না বলিয়া, তৎ ভগবানের বাচক। তিনি সর্ব্বমঙ্গল যুক্ত ও সর্ব্ব অমঙ্গল রহিত বলিয়া 'সৎ' তাঁহার বাচক। (ভক্তি সুধাকর)।

শ্রীধর। সৎ=যজ্ঞ তপস্যা ও দানে, তৎপরতারূপে অবস্থান। 'অর্থ'=পরমাত্মার জন্য কর্ম্ম, যথা পুজোপহার সংগ্রহ। সকল কার্য্য সদ্‌গুণ যুক্ত করিতে হইলে এই নামত্রয় কীর্ত্তন করাই বিধি; এই অর্থবাদ প্রশংসা নহে।

ভূপেন্দ্রনাথ। যজ্ঞ=ক্রিয়া করিয়া যে স্থিতি। তপোলোক অর্থাৎ কূটস্থে স্থিতি। বৈগুণ্য সমাধানার্থ ওঁ তৎ সৎ-এর

উপদেশ। ইহা মুখে উচ্চারণ করাও পুণ্যজনক সাধুভাব উদ্দীপক।

আমরা এখানে আরও দুই এক কথা এই অর্থ সমৃদ্ধ মন্ত্র সম্বন্ধে বলিতে চাই। সর্ব্বাত্মক, সকল মন্ত্রের বীজ স্বরূপ "ওঁ", বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তারপর, "তিনি"; নির্বিবশেষ ভাবে এই "তিনি"-কে বলিতে, একমাত্র "তৎ" ছাড়া আর উপায় নাই। এই তৎ যেন algebra-র X. "X is" or "X exists". সেই X আর যাহা কিছু করুন বা না করুন, "X is; X exists". সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ। ভাগবতের চতুঃশ্লোকীতে পাই "অহমেবাসমে বাগ্রে নান্যদ্ যৎ যৎ তৎপরম্, পশ্চাদর্থং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যতে সোঽস্ম্যহম্, ভাগবৎ ২।৬।৩২ ভগবান হইতে সব কিছু বাদ দিলে যাহা থাকিয়া যায়, তাহা "It is" "তৎ সৎ"। তৎ যথা 'তৎ ত্বমসি'; তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম (ছা ৬ ২।১।

তৎ শব্দের দ্বারা সর্ব্বসংজ্ঞামুক্তকে বুঝাগ বলিয়া, ইহা যুক্তিযুক্ত যে যাঁহারা সকল বন্ধন হইতে মোক্ষ পাইতে চাহেন, তাঁহারা এই মন্ত্রের আদর করেন; গীতা তাই বলিয়াছে, যাঁহারা ফলত্যাগী মোক্ষাভিলাষী, তাঁহারা যজ্ঞ, দান তপক্রিয়ায় এই মন্ত্র ব্যবহার করেন (১৭।২৫)।

সৎ শব্দ বহুদিকে বহু অর্থ লইয়া বিস্তৃত হইয়াছে—যথা সৎ অর্থে যাহা মূল সত্তা, সৎ অর্থে যাহা সত্য, সৎ অর্থে যাহা সাধু

সৎ অর্থে যাহা সত্ত্বগুণযুক্ত, সৎ অর্থে যাহা দোষহীন, সৎ যাহা মাঙ্গলিক, যাহা স্থিতি ইত্যাদি। কর্ম্মসকল মঙ্গলময় হউক বলিতে সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়। গীতায় যে গুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মূল সেই "Is", সৎশব্দ, ব্রহ্মাচক ভাবে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই পাইয়াছি; "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীত, একমেবাদ্বিতীয়ম্"। "তৎসৎ" ব্রহ্মের বিভাব, অরূপ, সরূপ, ব্রহ্ম যাহাই হউন না কেন, তিনি আছেন ইহা বুঝাইতেই যেন ওঁ তৎসৎ মন্ত্র। তিনি আছেন ইহা বলা ছাড়া, তাঁহার সম্বন্ধে আর আমরা ভাল করিয়া কিছুই বলিতে পারি না।" তিনি আছেন মনে করিলে, মন ভরিয়া উঠে, অবসন্ন প্রাণে বল আসে, শান্তি আসে। তিনি আছেন, মনে আনিলে, পাপ দূরে পলায়ন করে। তিনি আছেন, এই ব্রহ্ম মন্ত্র, সকল অঙ্গহানিত্ব পুরাইয়া দেয়, কারণ তিনিই তো সব; এবং তিনি পূর্ণ; নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম' (৫।২৯), কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভব বিদ্ধি, ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং, তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ (৫।২৫)। আর ওঁকার যুক্ত তৎসৎ শব্দের উচ্চারণে, ওঁকারের সকল ভাব তো ইহাতে যুক্ত হইয়াই যায়, ওঁকারের গম্ভীর উচ্চারণে, মন আপনা আপনি ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়া পড়ে। ওঁ তৎ সৎ।

(২৮) কিন্তু মনে যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে কিছুই হয় না।

২৮। অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।২৮

পদচ্ছেদ। অশ্রদ্ধয়া হুতম্ দত্তম্ তপঃ তপ্তম্ কৃতম্ চ যৎ, অসৎ ইতি উচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।

অন্বয়। পার্থ, অশ্রদ্ধয়া হুতম্ দত্তম্ তপ্তম্ তপঃ চ যৎ কৃতম্ অসৎ ইতি উচ্যতে, তৎ নো ইহ চ ন প্রেত্য।

কঠিন শব্দ। হুতম্=হোম করা। দত্তম্=দান করা। তপ্তম্ তপঃ=তপস্যার ভাবে করা বা উগ্রভাবে করা তপস্যা।

অনুবাদ। পার্থ, অশ্রদ্ধা সহকারে হোমাদি করা, বা দানাদি করা, বা তপস্যাদি করা, বা অন্যান্য কিছু করা—সমস্তই 'অসৎ' (স্থিতি হীন, নিষ্ফল) বলিয়া উক্ত হয়; উহা না ইহলোকের জন্য, না পরলোকের জন্য ফলদায়ক।

যদি বল যে ওঁ তৎসৎ, ভগবানের এই নাম উচ্চারণ করিলে, অশ্রদ্ধা থাকিলেই বা কি, তাহার যজ্ঞ দান তপস্যাদি ক্রিয়ায়, কোন বৈগুণ্য না থাকা কেন না হইবে, তাহার উত্তর এই, যে অশ্রদ্ধায় করা কোন কর্ম্ম, কোন কিছুতে পবিত্রীকৃত হয় না। উপযোগী মন্ত্র ও ক্রিয়াদি না জানা থাকায়, বা উপযোগী দ্রব্যাদি চেষ্টা সত্ত্বেও না পাওয়ায়, বা বৃদ্ধ লোক-ব্যবহার অনুযায়ী কার্য্য সম্পাদিত হওয়ায়, যদি শাস্ত্র প্রতিপালন ঘটিয়া না উঠে, তাহা হইলে দোষ হয় বটে, কিন্তু যদি সাত্ত্বিক মন এবং সেই মনে যে শ্রদ্ধা উদয় হয় যদি সেই শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে সেই দোষ কাটিয়া যায়, যদি ওঁ তৎসৎ সহ এই ভগবৎ নাম, কর্ম্মারম্ভে এবং কার্য্যের সময় করা হয়। শ্রদ্ধাই আসল বস্তু; তবে ইহাও মনে রাখা উচিত যে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য

অনুসারে, প্রকৃতির নিয়মে মন সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক হয়, এবং মনেতেই শ্রদ্ধার জন্ম হয় বলিয়া, শ্রদ্ধাও তিন রকমের হয়। রাজসিক ও তামসিক অর্থাৎ যক্ষরক্ষ ভূতপ্রেতাদির প্রতি শ্রদ্ধার উপর কোনও মূল্য প্রদান করা হয় নাই, বরং তামসিক শ্রদ্ধা আসুরিক ও হেয়। রাজসিক তামসিককে যদি ক্লেশযুক্ত বা বিরক্তিপূর্ণ মনে করা ও আলস্যের সহিত করা ধরা হয় তাহাও কিছু শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা নহে, হেয়; ও আমাদের মনে হয়, ওঁ তৎ সৎ মন্ত্র ঐ সব ক্ষেত্রেও লাগিবে না।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ গুরুর উপদেশ, শাস্ত্রোপদেশ অমান্য করিয়া যাহারা স্বেচ্ছাচার বশে কার্য্য করে, তাহাদের কার্য্য সাত্ত্বিক হয় না, সুষুম্নায় প্রাণ প্রত্যাবর্ত্তন করে না; ইহা না হইলে জ্ঞানলাভের অধিকারী হয় না। যে কর্ম্ম সাত্ত্বিক নহে, তাহা ইহকালে আনন্দজনক হয় না, পরকালে ও মঙ্গলদায়ক হয় না। ব্রহ্মে স্থিতি না হইলে, ওঁকার ক্রিয়াই কর, আর কূটস্থেই থাক, প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয় না। ··এইরূপে যোগী সত্ত্বশুদ্ধির অবস্থা পাইলে, তিনি ভক্তি ও জ্ঞানলাভের অধিকার পান। এই অধিকার পাভের জন্যই ভগবান ওঁ তৎ সৎ এই মন্ত্রের উপদেশ দিলেন।

মধুসূদন ঃ সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ ইত্যাদি শ্রুতি মধ্যে সৎ, ব্রহ্মেরই নাম, সদ্‌ভাব রূপ অর্থাৎ বিদ্যমানস্বরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয়। উক্ত শ্রুতির পুর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিতে এইরূপ শঙ্কা হইয়া ছিল যে কেহ কেহ বলে পুর্ব্বে অসৎ, অবিদ্যমান বস্তু বা শূন্যই

কেবল ছিল ; তাহার উত্তর। আর সাধু ভাবেও ইহা প্রয়োগ হয় অর্থাৎ কাহারও উপর অসাধুত্ব শঙ্কা হইলে, 'এ ব্যক্তিটি সৎ' এইরূপ সাধুত্বরূপ অর্থেও সৎ শব্দ শিষ্টগণ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হয়! সেইহেতু ইহা যজ্ঞাদির সাধুতা [নির্দ্দোষতা) এবং তাহাদের ফলেরও বিদ্যমানতা (প্রকাশযোগ্যতা) সম্পাদন করিতে সমর্থ। ইহা প্রসস্ত কার্য্যে—যে সমস্ত কর্ম্ম বিনা প্রতিবন্ধকতায় আশু সুখজনক, তাদৃশ বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মেও প্রযুক্ত হয়। অতএব ব্রহ্মের এই নামটি যজ্ঞাদি কর্ম্মের বৈগুণ্য পরিহার করতঃ বিনা প্রতিবন্ধে ইহার আশু ফলজনকত্ব আছে বলিয়া ইহা উক্ত বিষয়ে সমর্থ।

গোয়েনকা। সাধুভাব = অন্তঃকরণের শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ভাব। প্রসস্তকর্ম্ম=শাস্ত্রবিহিত করিবার যোগ্য, শুভকর্ম্ম।

২৬-২৭। সদ্‌ভাব, সাধুভাব প্রশস্ত কর্ম্ম, স্থিতি ; তদর্থায় ইহা পাই ৪।।২১-২৩ শ্লোকে আর নিষেধ মুখে পাই ২।৪২-৪৪ শ্লোকে।

মধুসূদন। যজ্ঞে দানে তপস্যায় যে স্থিতি—তৎপরায়ণতা সহকারে যে অবস্থিতি বা নিষ্ঠা—তাহাও মনীষিগণ কর্ত্তৃক সৎ বলিয়া কথিত হয় ; আর তদর্থীয় কর্ম্ম=সেই যজ্ঞ দান ও তপোরূপ অর্থে সঞ্জাত তদনুকূল যে কর্ম্ম (অথবা ব্রহ্মের এই নাম প্রতিপাদিত হইতেছে, তিনি যাহার বিধা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান) সেই শুদ্ধ জ্ঞানের অনুকূলে যে কর্ম্ম, অথবা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান যে কর্ম্ম, ইহাও সৎ নামে অভিহিত হয়।

শ্রীধর। এই নামত্রয় যাঁহার, সেই পরমাত্মাই যাহার ফল

তাদৃশ অর্থীয় কর্ম্ম, যথা পুজোপহার, গৃহের অঙ্গনাদির মার্জ্জন, লেপন, মাঙ্গলিক কার্য্যাদি এবং তাহার সিদ্ধির জন্য অপর যে যে কর্ম্ম করা যায়—যথা উদ্যান, ধান্য-ক্ষেত্র, ধনার্জ্জন প্রভৃতি—এই সমস্ত কর্ম্ম তদর্থীয়, তাহা অত্যন্ত ব্যবধান যুক্ত হইলেও সৎ শব্দে অভিহিত হয়।

Gandhi-Desai. The Substance of fhe last fonr slokas is that every action should be done on a spirit of complete dedication to God, For He alone is the only reality. That only whtch is dedicated to, counts.

গিরীন্দ্র। ওঁ তৎসৎ মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মসত্তা সৎ বা অস্তি, এই ভাবে তাবৎ কর্ম্মে ও পদার্থে বিদ্যমান। অনিত্যেতে তাহা নিত্য। সকল ব্যাপারে তাহাই স্থিতি। ২৭ শ্লোকে স্থিতি কথার ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রদ্ধাযুক্ত এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া, নিত্য ভগবৎ সত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে কোন কর্ম্ম করা যাক্ না কেন, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্মে শাস্ত্রবিধি পরিত্যক্ত হইলেও ক্ষতি নাই, তাহাতে ইহলোকে এবং পরলোকে শ্রেয়ঃ লাভ হয়। নিত্যসত্তার প্রতি মন না রাখিয়া যদি কোন ব্যক্তি বিশেষের বা সমাজের উপকারার্থ ভাল কাজ করা যায়, তবে তাহাতেও বন্ধন আছে।

গোয়েন্কা। যজ্ঞ, তপঃ, দান = সাত্ত্বিক যজ্ঞ তপঃ দান। নিষ্ঠা = শ্রদ্ধা ও প্রেম পূর্ব্বক আস্তিক্য বুদ্ধি।

মধুসূদন। যাহারা আলস্যবশতঃ শাস্ত্রীয় বিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধালুতা সহকারেই, কেবলমাত্র বৃদ্ধ-ব্যবহার অনুসরণ করতঃ কর্ম্ম করে, তাহাদের সেই কর্ম্ম প্রমাদবশতঃ কোন বৈগুণ্য হইলে, তাহা ওঁ তৎ সৎ পরিহার করে। কিন্তু অশ্রদ্ধা সহকারে হবন, দান ও তপঃ, অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কৃত হইলে অসৎ বলিয়া কথিত হয়, তাহার ওঁ তৎ সৎ মন্ত্রেও সাধুতা সম্পাদন করা যায় না।

Telang, The meaning of this whole passage seems to be that these three words which designate the Brahman have distinct uses, as specified. "Om" Says Nilakantha, is employed whether the action is done with any special desire or not by those who study the Brahman, which means study of Vedas. 'Tat' is employed in case of actions without desires only. "Sat" is employed according to Sankara, in case of oxistence, such as the birth of a first Son, "Good news", the reclamation of a bad man ; "auspicious acts" marriage etc. The intelligent use of these terms as here specified is said to cure any defects in the actions" the various classes of which are mentioned befcre.

মধ্বাচার্য্যের. ভাষ্যের Subba Rao কৃত ইংরাজী অনুবাদ হইতে গৃহীত। (1) Arjun said "But what is the position for those who, without attending to the Shastric rules, worship with faith alone ? Should they be classed as Satwik, Rajasic or Tamasik ? (2) Of three kinds is শ্রদ্ধা। It arises from the nature of the dweller of the body, and is divided into সাত্ত্বিকী, রাজসী and তামসী। শ্রদ্ধা is the belief that there is something beyond what is human, and that thing is his resort, and that from it, he derives all benefit. Faith is distinguished from ordinary belief acquired by virtue of mental faculties. (3) The শ্রদ্ধা of every one is according to his own essential nature; the person (the soul) is শ্রদ্ধা itself. Cf whatever faith he is, he is but that. The last sentence answers Arjuna's question about Faith. The purport of the reply is :—If his শ্রদ্ধা is সাত্ত্বিক, the জীব is to be understood as সাত্ত্বিক, and so on; for শ্রদ্ধা follows the essential nature of the জীব। (4 ভূতগ্রাম = the collection of beings; all the deities presiding over and guiding the different 25 Tatt in was

the body, as ordained by thc Lord. কর্ষয়ন্ত=to think those Gods and Myself (the Lord) little or imperfect and powerles (8) আয়ু=vitality. সত্ত্ব= purity of mind. হৃদ্য = agreeable to the heart. স্থির = lasting for a long time, i.e substantial. সুখ= giving pleasant sensation even after, and প্রীতি, when eatnig (23) ওঁ, তৎ, সৎ—This triple is the name of Brahman ; by Him were created of old ব্রাহ্মণ, বেদ and যজ্ঞ। ব্রহ্ম is cailed ওঁ for various reasons, He is warp and woof into which the world is woven ; He is the protector of the world (from the root Ava to protect) তৎ, (from তন্ to stretch or extend), all prevading, perfect in all kinds of excellence. Since He is to be known only by means of the Vedas but not by the senses or by inference, He is spoken of in the third person তৎ, i,e. something not directly seen, but referred to as a distinct thing. He is called সৎ because He is parfect in all excellent attributes...Creation of Vedas, means revelation (22) সৎ is also used in the sense of existence and in that of bejng of good nature ; it is also used

in the sense of auspicious and praise-worthy act. (27) The presence of the Lord in the sacrificial act, in the act of charity and austerity is also donoted by সৎ। Even the act which is intended for the Lord. is also called সৎ। স্থিতি বা নিষ্ঠা in the belief that the Lord alone makes those acts a means of bestowing blessings upon man (28) In order to bring out the importance of শ্রদ্ধা or faith, the clause "though strictly in accordance with the rules of শাস্ত্র" is supplied; for this condition alone does not make the acts acceptable to the Lord.

পরিপ্রশ্নমালা

১-৬। 'যে শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ', এ কথা গুলির অর্থ কি? অর্জ্জুনের মনের ভাব কিরূপ ছিল? নিষ্ঠার অর্থ কি? শ্রদ্ধা কাহাকে বলে? ভগবান এই শ্রদ্ধা সম্বন্ধে কি বলিলেন? স্বভাবজা শ্রদ্ধা কাহাকে বলে? এই স্বভাবজা শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হইবেই—ইহা কেন? ইহাদের কি কি নাম দেওয়া হইয়াছে? কিরূপ অন্তঃকরণে কোন্

শ্রদ্ধার উদ্ভব হয় ? শ্রদ্ধাময়ঃ অয়ম্ পুরুষঃ ইহার অর্থ কি ? কি কি চিহ্নের দ্বারা, কাহার শ্রদ্ধা কোন্ শ্রেণীর, তাহা জানিতে পারা যায় আমরা বিশ্বাস ও রুচির দ্বারা (অর্থাৎ শ্রদ্ধার দ্বারা সকল সময়ে নিয়ন্ত্রিত, ইহা কিরূপ, তাহা বুঝাই । বল। পূজার ব্যাপারে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, ইহাদের কাহার কে উপাস্য, জানাও। উৎকট তপস্যা যাহারা করে, সে তপস্যা কেন নিন্দনীয় ?

আহারের কথা ভগবান প্রথমেই কেন লইলেন ? সত্ত্বশুদ্ধির সহিত আহারের কোন সম্পর্ক আছে কি ? সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক লোকেদের রুচি ভিন্ন হওয়ায়, তাহাদের প্রিয় আহারের প্রকারও ভিন্ন ভিন্ন হয়, এবং তাহাদের নামানুসারে সেই আহারকে যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বলে ; এইগুলি কিরূপ, তাহা বর্ণনা কর।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যার উপর এত মূল্য কেন দেওয়া হয় ? ইহাদেরও কি ত্রিভেদ আছে ? সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যজ্ঞ, যথাক্রমে কি প্রকারের, তাহার বর্ণনা দাও।

দানেরও কি ত্রিভেদ, সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ আছে ? এই ভেদগুলির বর্ণনা দাও।

মানুষ শ্রদ্ধান্বিত মনে কাজ কর্ম্ম করিতে থাকিলেও, অনেক সময়, ইচ্ছাকৃত নহে, অন্যান্য কারণে শাস্ত্র বিধি অক্ষরশঃ প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় না ; ইহা কিরূপ তাহা উদাহরণাদি দিয়া বুঝাইয়া বল। শ্রদ্ধা আছে বলিয়া, এইরূপ দোষ ক্ষালনের

উপায়ও ভগবান বলিয়া দিয়াছেন ; কি উপায় বলিয়াছেন তাহা বল। ওঁ তৎসৎ মন্ত্র উচ্চারণই কি তাহার উপায় ? এ মন্ত্র সম্বন্ধে যাহা জান সব বল। ইহার ত্রিঅংশের প্রয়োগ-স্থল ও অর্থ বল। ইহার মহিমার বর্ণনা কর।

উপসংহারে ভগবান কি বলিলেন ? অশ্রদ্ধার কাজ করিলে, তাহাকেও কি 'সৎ' করা যাইতে পারে ? শ্রদ্ধার মূল্য এইভাবে দেখান হইল, তাহা নহে কি ?

এই গুলির অর্থ বল—কামরাগবলান্বিতা, অচেতসঃ, ভূতগ্রাম, কর্ষয়ন্তঃ, স্থিরা, অস্হৃষ্টান্ন, আত্মবিনিগ্রহ, ভাবসংশুদ্ধি, চলম্ মূঢ়গ্রাহেণ। আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে 'শাস্ত্র' সম্বন্ধে কি ব্যাখ্যা দিয়াছি?

এই অধ্যায়ের বেশীর ভাগ শ্লোকই কর্ম্ম সম্বন্ধীয়।

ওঁ তৎসৎ সম্বন্ধীয় ২৩-২৮।

মনে রাখিবার মত শ্লোক—৪,৬,১০,১৫,১৬,২০,২৮।

অনেকেই গীতার কবচ, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, সঙ্কল্প, গীতার ধ্যান, গীতার মাহাত্ম্য ইত্যাদি বিষয় সকল গীতায় দেওয়া হউক, চাহেন ; নিম্নে ঐ সকল বিষয় তাঁহাদের জন্য দেওয়া হইল।

গীতা পাঠের আঙ্গিক ক্রিয়া সকল ঃ

মনকে শান্ত ও পবিত্র করিয়া, আসনে শুদ্ধভাবে বসিয়া, প্রথমে গীতার পরমপুরুষ পুরুষোত্তমের ও গীতা শাস্ত্রের পূজা করিবে। তৎপরে গীতা-কবচ পাঠ, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস ও তৎপরে নিম্নে দেওয়া সঙ্কল্প মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ও তৎসহ

ধ্যানমন্ত্র, সমাহিত ভাবে, পাঠ করিয়া গীতা পাঠ করিবে, ও পাঠ শেষে গীতা মাহাত্ম্য পাঠ করিবে।

কবচ। ওঁ অস্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-মালা মন্ত্রস্য শ্রীভগবান বেদব্যাসঃ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা দেবতা, "অশোচ্যান্ অন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজঃ, (২।১১ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ); "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি শক্তিঃ (১৮।৯১, প্রথমার্দ্ধ); "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ ইতি কীলকম্ (ইহা গীতার খুঁটি, ১৮।৬১, অপরার্দ্ধ)।

করন্যাস। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ইতি অনুষ্ঠাভ্যাং নমঃ (২।২৩ প্রথমার্দ্ধ; ইহা পাঠসহ দুই তর্জ্জনী দ্বারা দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে)। "ন চৈন্য ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ; ইতি তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ (২।২৩ দ্বিতীয়ার্দ্ধ, দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা, দুই তর্জ্জনী স্পর্শ করিবে)। "অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ (২।২৪ প্রথমার্দ্ধ, দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা দুই মধ্যমাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইতি অনামিকাভ্যাং নমঃ (২।২৪ শেষার্দ্ধ; দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা দুই অনামিকা স্পর্শ করিবে)। "পশ্যমে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ (১১।৫, প্রথমার্দ্ধ; দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা দুই কনিষ্ঠাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণা কৃতীনি চ" ইতি করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং

নম (১১।৫ শেষার্দ্ধ ; দক্ষিণ হস্তের করতল দ্বারা বামহস্তের করতল বেষ্টন করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ ও তৎপরে বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল দ্বারা হাততালি দিবে। অঙ্গন্যাস – "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ইতি হৃদয়ায় নমঃ", (ইহা পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চাঙ্গুলি দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে)। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি শিরসে স্বাহা (এই মন্ত্রে পঞ্চাঙ্গুলি দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। "অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ", ইতি শিখায়ৈ বষট্ (পঞ্চাঙ্গুলি দ্বারা শিখাস্পর্শ)। "নিত্য সর্ব্বগতঃ স্থাণু-রচলোঽয়ম্ সনাতনঃ" ইতি কবচায় হুম্ (ইহা পাঠ করি । দক্ষিণ হস্ত দিয়া বাম বাহুমূল ও তৎপরে বামহস্ত দিয়া দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করিবে)। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট দক্ষিণ হস্তের পঞ্চাঙ্গলি দ্বারা বাম ও দক্ষিণ চক্ষু ও ভ্রূমধ্য স্পর্শ করিবে)। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণা কৃতীনি চ ইতি অস্ত্রায় ফট্" দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যোঙ্গলি দ্বারা বাম হস্তে আঘাত করিবে।

সঙ্কল্প। শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থং পাঠে বিনিয়োগঃ, ("এ- গীতাপাঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ, প্রযুক্ত হইল" এই সঙ্কল্প করিয়া, প্রথমে গীতা ধ্যান পাঠ করিব) তৎপরে গীতা পাঠ, তৎপরে মাহাত্ম্য পাঠ করিবে।

গীতার ধ্যান ঃ

১। পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়নেন স্বয়ম্।

ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্। অদ্বৈতামৃত বর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্ ; অম্ব, ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্ গীতে ভগ্নদ্বেষিণীম্।

জননি ভগবদ্ গীতে ! (জ্ঞানে ও বয়সে) প্রাচীন বা পুরাণকর্ত্তা মুনি ব্যাস কর্ত্তৃক গ্রথিত, মহাভারতের মধ্য স্থানে (স্থাপিত), সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে প্রতিবোধিত অর্থাৎ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিতে, অদ্বৈত অর্থাৎ আমি-তুমি বা আমি-ও-আমার ধারণা নাশকারিণী, অথবা একমেবাদ্বিতীয়ম্ এই জ্ঞান প্রদান কারিণী, সুধাবর্ষিণী, পুনর্জ্জন্মের বা সংসার বিষয়ে, বৈরাগ্য উৎপাদন কারিণী, অষ্টাদশ অধ্যায় রূপিণী, ভগবতী, তোমাকে আমি মনে মনে অনুধ্যান করিতেছি।

২। নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে, ফুল্লারবিন্দায়ত পত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারত তৈলপুর্ণঃ, প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।

বিকশিত পদ্মপত্রের ন্যায় [আয়ত] চক্ষুবিশিষ্ট, মহা-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যাসদেব, আপনিই মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছেন ; আপনাকে প্রণাম করি।

৩। প্রপন্ন পারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে,
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ।

আর্ত্ত ও আশ্রিতকে, সে যাহা চায়, পারিজাত বা কল্পবৃক্ষের মত যিনি তাহা দান করেন, (ভক্ত অর্জ্জুনের সারথি হইয়া, রথের অশ্বগুলিকে ঠিক পথে লইয়া যাইবার জন্য), যিনি এক হস্তে বেত্র ও অন্যহস্তে অশ্বরজ্জু (লাগাম্) ধারণ করেন, যিনি গীতা

রূপ অমৃত দোহনকারী, ও (জ্ঞান দিতে সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব, ইহা ব্যক্ত করিতে হস্তদ্বারা) জ্ঞান সঙ্কেত প্রদর্শনকারী, সেই (গীতার পুরুষোত্তম) শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। (জ্ঞানমুদ্রা, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ যুক্ত করিয়া প্রদর্শিত হয়)।

৪। সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।

উপনিষৎ সমূহ গাভী সদৃশ, গোপালকের অর্থাৎ নন্দের পুত্র দোহনকর্ত্তা, অর্জ্জুন বৎসতুল্য, ধীসম্পন্ন পুরুষেরা পানকর্ত্তা, ও গীতার অমৃত স্বরূপ বাণী, উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সদৃশ। (এই গাভীদুগ্ধ জগতের জন্য নিঃসারিত করাইতে, অর্জ্জুন যেন বৎস-তুল্য হইয়াছিলেন)।

৫। বাসুদেব সুতং দেবং কংসচানূরমর্দ্দনম্,
দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্ গুরুম্।

কংস ও চানূর নামক দৈত্য ধ্বংসকারী, (জননী) দেবকীর পরমানন্দদায়ক, বাসুদেব পুত্র, জগদ্ গুরু দেব (জ্যোতিষ্মান্) শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

৬। ভীষ্মদ্রোণ তটা জয়দ্রথজলা গান্ধার নীলোৎপলা,
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা
অশ্বথামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী,
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকে কেশবে।

যুদ্ধরূপ নদীতে, জয়দ্রথরূপ জল, গান্ধার রূপ নীল পদ্ম (পাঠান্তর নীলোপলা, নীলপ্রস্তর), শল্যরূপ কুম্ভীর, কৃপরূপ

প্রবাহ, কর্ণরূপ তীরপ্লাবী তরঙ্গ, অশ্বত্থামা বিকর্ণ রূপ বিকট মকর, দুর্য্যোধনরূপ আবর্ত্ত, এই রণনদী, কেশব কর্ণধার হওয়ায় (পাঠান্তর কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ) পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক ঠিক ঠিক ভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

৭। পারাশর্য্যবচঃ সরোজকমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানক কেশরং হরিকথা সম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষটপদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা,
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমল-প্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে।

পরাশর পুত্রের (ব্যাসদেবের) বাক্যরূপ সরোবরজাত, হরি কথা প্রসঙ্গ সমূহ দ্বারা (বা শ্রী-কৃষ্ণের নিজস্ব বাণী সমূহের দ্বারা) বোধি বা জ্ঞান পুর্ণ, নানা আখ্যায়িকা রূপ কেশর যুক্ত ও (যাহার মধু) এই লোকের বা ত্রিলোকের সজ্জনরূপ ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক নিত্য পীত (পান করা) কলিকলুষ নাশক, গীতারূপ তীব্র সুগন্ধযুক্ত মহাভারতরূপ নির্ম্মল এই যে পদ্ম, উহা আমাদের কল্যাণকর হউক।

৮। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।

যাঁহার কৃপা বোবাকে বাগ্মী করে, পঙ্গুকে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দরূপ মাধবকে আমি বন্দনা করি।

৯। যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্র রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈ স্তবৈ
বেঁদৈসাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ;

ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরাগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।

যাঁহাকে ব্রহ্মা, বরুণ ইন্দ্র, রুদ্র ও বায়ুগণ দিব্য স্তব সমূহ দ্বারা স্তুতি করেন, সামবেদের গায়কগণ বেদের অঙ্গ সমূহ ও পদক্রম (সাক্ষাৎ জ্ঞানোৎপাদক বাক্য সমূহ), ও বেদ ও উপনিষদ্ দ্বারা যাঁহাকে (যাঁহার বিষয়) গান করেন, যোগিগণ ধ্যানবস্থিত তদ্‌গতচিত্তে যাঁহাকে (পরমাত্মা ভাবে) মনে দর্শন করেন, যাঁহার সীমা দেবতা বা অসুর, কেহই জানে না, সেই জ্যোতিষ্মান দেবতা, তাঁহাকে নমস্কার করি।

শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভঃ সুরেশং
বিশ্বাধানং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।
লক্ষীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্ব্ব লোকৈক নাথম্।
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব

গীতা মাহাত্ম্যম্ঃ

গীতা মাহাত্ম্য সকল পুরাণেই অল্পবিস্তর দেওয়া আছে। গীতাসারে যাহা দেওয়া আমরা নিম্নে তাহা দিলাম। ইহা ছাড়া কূর্ম্ম পুরাণে ও বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে এই মাহাত্ম্য বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। বলা হয়, গীতা পাঠের পর গীতা মাহাত্ম্য না পড়িলে গীতা পাঠ নিস্ফল হয়।

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রয়তঃ পুমান্
বিষ্ণোঃ পদমাপ্নোতি ভয় শোকাদিবর্জ্জিতঃ ।১
গীতাধ্যায়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ
নৈব সন্তিহি পাপানি পূর্ব্বজন্ম কৃতানি চ ।২
মল নির্মোচনং পুংসা জলস্নানং দিনে দিনে,
সকৃদ্ গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ।৩
গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্ম বিনিসৃতাঃ ।৪

(ইহা প্রসিদ্ধ শ্লোক; অর্থ :—যাহা সাক্ষাৎ ভগবান পদ্মনাভ বিষ্ণুর (ইঁহারই নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম) মুখপদ্ম হইতে বিনিসৃতা, সেই গীতা গানবৎ উত্তমরূপে আবৃত্তি করা কর্ত্তব্য। বহু শাস্ত্রের দ্বারা কি হইবে ?

ভারতামৃত সর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতম্
গীতা গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ।৫
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধ গীতামৃতং মহৎ ।৬
একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্র গীতমেকো দেবে দেবকী পুত্র এব
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি, কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ।৭

বরাহপুরাণোক্ত গীতামাহাত্ম্যম্

ধরোবাচ। ভগবন্ পরমেশান ভক্তিরব্যভিচারিণী
প্রারব্ধং ভুজ্যমানস্য কথং ভবতি হে প্রভো ।১

শ্রীবিষ্ণুরোবাচ। প্রারব্ধং ভুঞ্জমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা,
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপি লিপ্যতে।২
মহাপাপাতি পাপানি গীতাধ্যানং করোতি চেৎ
ক্বচিৎ স্পর্শনম্ কুর্ব্বন্তি নলিনীদলমম্বুবৎ।৩
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠ প্রবর্ত্ততে
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি তত্র বৈ।৪
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাশ্চ যে
গোপালা গোপিকাবাপি নারদোদ্ধব পার্ষদৈঃ।৫
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে
যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি নিবসামি সদৈব হি।৬
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন লোকান্ পালয়াম্যহম্।৭
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ
অর্দ্ধ-মাত্রাক্ষরা নিত্যা সাঽনির্ব্বাচ্য পদাত্মিকা।৮
চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্
বেদত্রয়ী পরনন্দা তত্ত্বার্থ জ্ঞানসংযুতা।৯
যোঽষ্টাদশজপেন্নিত্যং নরো নিশ্চল মানসঃ
জ্ঞান সিদ্ধিং-স লভ্যতে ততো যাতি পরং পদম।১০
পাঠেঽসমর্থ সম্পূর্ণে ততোঽর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ
তদা গোদানজং পুণ্যং লভ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ১১

ত্রিভাগং পঠমানস্তু গঙ্গাস্নান ফলং লভেৎ
ষড়ংশং জপামানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ ।১২
একাধ্যায়স্তু যো নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ
রুদ্র লোক মবাপ্নোতি গণোভূত্বা বসেচ্চিরম্ ।১৩
অধ্যায়ং শ্লোকপাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ ।১৪
স যাতি নরতাং যাবন্মন্বন্তরং বসুন্ধরে ।১৪
(এক মন্বন্তর নরজন্ম লাভ করেন)
গীতাযাঃ শ্লোক দশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্
দ্বৌ ত্রীনেকং তদৰ্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ ।১৫
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্
গীতাপাঠ সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ ।১৬
(মৃত্যুর পর মনুষ্যজন্ম লাভ করেন, নিম্নগতি হয় না)।
গীতাভ্যাস পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তি মুত্তমাম
গীতেত্যুচ্চার সংযুক্তো ম্রিয়মানো গতিং লভেৎ ।১৭
গীতার্থ শ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোহপি বা
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহমোদতে ।১৯
গীতার্থ ধ্যায়তে নিত্যং কৃত্বা কৰ্ম্মাণি ভূরিশঃ
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্ ।১৯
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ
নির্ধূতকল্মষা লোকে গীতা যাতাঃ পরম পদম্ ।২০
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ
বৃথা পাঠো ভবেৎ তস্য শ্রম এব হ্যুদাহৃতঃ ।২১

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাভ্যাস করোতি যঃ
স তৎফলমবা প্নোতি দুর্লভাং গতি মাপ্নুয়াৎ ।২২
সূতউবাচ। মাহাত্ম্যমেতদ্ গীতায়ঃ ময়া প্রোক্তংসনাতনম্
গীতান্তে চ পঠেদ যস্তু যদুক্তং তৎ ফলং লভেৎ ।২৩

বৈষ্ণবীয় তন্ত্র অনুসারে ৮৪ শ্লোকে গীতামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ নানাস্থানে দেওয়া মাহাত্ম্যের বর্ণনা, কেহ কোনটা কেহ কোনটা পাঠ করেন, এই বিশ্বাসে যে ফলে তারতম্যতা নাই আমরা সেই জন্য ঐ দীর্ঘ বর্ণনা আর দিলাম না; প্রসিদ্ধ কয়েকটি শ্লোক দিলাম। "কৃষ্ণোজানাতি বৈ সম্যক, কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতং ফলম্, ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রোবা যাজ্ঞবল্কো বা মৈথিলঃ।" "সর্বোপনিষদো···গীতামৃতং মহৎ"।

"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্
গীতা মে জ্ঞানমতুল্যং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ
গীতাশ্রয়েহহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহং
গীতাজ্ঞান সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালযাম্যহম্

শ্লোক সূচী আর দেওয়া হইল না; অনেক পাতা লাগে। আমাদের এই প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠার নয় খণ্ডে আছে— প্রথম খণ্ডে, প্রথম, পঞ্চম, দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ডে

দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়; চতুর্থ খ
একাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়; পঞ্চম খণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়; ষ
খণ্ডে সপ্তমও, নবম অধ্যায়; সপ্তম খণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায়, অষ্ট
খণ্ডে অষ্টম, দশম ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়; নবম খণ্ডে ষষ্ঠ, ষোড়শ
ও সপ্তদশ অধ্যায়। কেন এইরূপ লওয়া হইয়াছে প্রথম খণ্ডে
তাহা বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, অধ্যায়গুলির সংযোগ, প্রথম
খণ্ডে, ঐ নামের পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

আরও আছে, অষ্টম খণ্ডের পরিশিষ্টে, ইংরাজীতে ঈশোপনিষদের টীকা; A Note on Kshiti Ap etc ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের ও সৃষ্টি সূক্তের টীকা, ওঁকার সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাস্য গ্রন্থকারের কতিপয় কথিতা ও দশমহাবিদ্যার বৈজ্ঞানিক বিবৃতি।
